









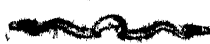
# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

কালকাজ—প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীমৎশ্রীনাথ বসু



প্রকাশনালয়

কলিকতা-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

## সূচীপত্র ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১। সাপ্তাহিক পাত্ৰ (৩ প্রথমকাল (শ্রীমৎশ্রীনাথ বসু))	১
২। প্রথমকালের প্রথম ভাষা (শ্রীমৎশ্রীনাথ বসু চৌধুরী)	১৪
৩। প্রাচীন হিন্দুধর্ম কবিতা (শ্রীমৎশ্রীনাথ বসু)	৩৩
৪। নিরন্তর কবি ও কবি-কবিতা (ডাক্তার মোকদদার তর্জমা)	৪৮
৫। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন পদ্য (শ্রীমৎশ্রীনাথ বসু)	৫৮

কলিকতা

১ নং হাটখল গির্জার সন্মুখ-প্রাঙ্গণে

"বিবর্তন" (প্রকাশ)

প্রথম প্রকাশিত

১৯১১

# পরিবর্তন-প্রকরণ

## ১। কুড়িবাণী রামায়ণ

৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ইতিহাসি হইতে বহুবিধ সাহিত্য-পরিবর্তন চেষ্টার ও ফলে মূল কুড়িবাণী রামায়ণের উদ্ভাবন হইতেছে। অত্রোপাধিকা ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটভট্টার ছাপা কুড়িবাণী রামায়ণ মূল্যে অনেক বেশী-জাতি-এক তাহার সজ্জিত অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অত্রোপাধিকা মূল্য ১০। উত্তরকাণ্ড ১ টাকায় পরিবর্তন সজ্জিত পক্ষে দুই খণ্ড ১০ মাত্র।

## ২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী

এই রসমঞ্জরীতে নাটকনাটিকা বর্ণনাতে-রামায়ণ-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত কবিতার এত বাক্যাদি প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদ্ধারিত-হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিবর্তন বহু ইলাও বহু পুস্তক-কারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা, পরিবর্তন সজ্জিত পক্ষে ১০ আনা।

## ৩। বিজয় পাণ্ডিত্য

এ পর্যন্ত পরিবর্তন চেষ্টার বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতে, অত্রিধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পাণ্ডিত্য মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিবর্তন বহু ইলাও বহু পুস্তক-কারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ৭৫২, আকার ৩৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের দুমিহা দাসের মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পাণ্ডিত্য মেল-বহনকারী হইত-এক-বর্ণনা-বর্ণনামূলক। ইহাকে প্রাচীন পরিবর্তন বিজয়পাণ্ডিত্য বলা হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডে একত্র ১০ মাত্র। পরিবর্তন সজ্জিত পক্ষে ১০ আনা হইবে।

## ৪। পদ্ম ও শাক্যমুনি

ক্রিয়াকালীন্দ্র বৈদ্যনাথের রচনা—

## ৫। পদ্মকল্প

ত্রিভুজ মতোজনাথ ঠাকুরের রচনা—

## ৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

প্রতি ভাগ

এই গ্রন্থে মহর্ষি ব্যাসীজ্ঞানীত মূল রামায়ণে বহু দাবতীর বেশ গড়ল নর বানর বক্য-কান্দাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীশল্যাদি দাবতীর ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিবর্তন সন্নিবেশিত হইয়াছে। একপ গ্রন্থ বাঙ্গালী-সাহিত্যে আদ্য নাই। দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গালী-সাহিত্যে দাবতীর জাতবা বিবরণ বিবরণ আছে।

## ৭। কালী-পরিব্রজা

১। রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল ২। ৩। (খোদায়িক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক-উদ্ভাবনী সহ) ৪। পদ্মকল্প-সম্পাদক শ্রীমদে-নাম বহু সম্পাদিত। ইহাতে রামায়ণে প্রাচীন ও বর্তমান চিত্র পাঠ্যবহন। একপ গ্রন্থ বাঙ্গালী-সাহিত্যে আদ্য নাই। দ্বিতীয় ভাগে পরিবর্তন সজ্জিত বিনা মূল্যে পাঠ্যবহন।



উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, বিদিশা ময়মতট কবি  
স্বকোমর। কিন্তু শ্রীমানিক ভণে শ্রীধর্মবীণা ৷' মন্ডিরেন্দ্র যে বৃত্তান্ত কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,  
তাহা তাঁহার নিজ কৈফিয়ৎ মত 'বারিক শকাব্দ' হইত।—

আধিক শকাব্দ। সাত উত্তরে কর। পাউসেন দ্বিগুন পুণ্ডিত বরাবর।

সেকালের প্রত্যেক কবিই যখন দেবানন্দসারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এরূপ মোহাই  
দিয়া থাকেন, এখন মানিকগাঙ্গুলীই বা কিরূপে সে প্রথার ব্যতিক্রম  
অবস্থায় বাধ্য।

করেন? তিনিও অজ্ঞানবদনে অক্ষুণ্ণচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে,  
ব্রাহ্মণবেশধারী বর্ষ কড়ক আদর্শ হইয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন এবং পুরোক্ত  
যেবতাব্দ আদীর্বাণে দ্বাদশ দিবসের মাধ্য এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। এ সম্বন্ধে  
কবির অজুহাত নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

কবি পাঠ্যের নানানন্দে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তর্কনার পড়িতে ভুলটি গায়ে পড়ন  
করেন। তদীয় দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ করিতেই একমাস কাটিয়া গেল। অতঃপর পাঠ আরম্ভ  
করিবেন এমন সময়

দেখিলাম রাহিকানে দুর্ভট কখন। সাতের হয়েছে হেথা অকালমরণ।

সেই সময় কাশির। অগস্ত্য মহিমা। কি হৈল হার হার কোথা খেল মা'।

তাহার 'নিবন্ধ' এক প্রকার বহুমান দসিরাছিন্ন। তিনি নানারূপ আধ্যাতিক ভাব  
ভাষা ভাষায় 'কবিতা' প্রদান করতেন। তখনকার কবি টোলেব চট্টাচারী মহাশয়ের নিকট  
অগ্রদূতের প্রকাশপূর্বক বিদায় লইয়া সঙ্গে 'খুঁজি পুঁজি' বীণিকা হরিতপরে গৃহান্তিমুখে ধাতি  
হইলেন। বেশ ভল্লভের বনো বেড়ানলে নদী পার হইয়া দৈবক্রমে কবি পথ ভুলিয়া যান।  
তিনি কবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবিরে অতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া খাঁটিলে পৌঁছিলেন। তদাত  
মেন্ডার মাতে তাঁহার সজিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ—

পূর্ববদে বরকলে বাতারা পাশ। অগস্ত্য অস্ত্র দুটি আশ্রয় দি হাত।

অতি দক্ষ অনন্তরনে অতি দ্বিগুন। হেঁদেতে বসিতে হইল দুখ-দ্বিগুন।

তাঁহার সহিত 'কি' শব্দীয় আশ্রয়ে কবি আনিয়লেন, ব্রাহ্মণ বিলম্বিত পণ্ডিত। তিনিই

বাহ্যে করিয়া সোবে কতিয়েন নাম। রাজ্যের বিদ্যাপতি বহুপুত্র নাম।

অগস্ত্যের কবিতা দ্বিগুন। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

এই কবি করিয়া ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর ও সন্তে অগস্ত্যের চট্টাচারী। তাৎপর্য

অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা। অগস্ত্যের কবিতা অগস্ত্যের কবিতা।

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন: কি জন্ত তাঁহার অবেশী করিতেছেন? আগন্তুক উত্তর করিলেন,  
—‘তুমি দেখিছি অশুভ কথা বলছ?’

‘চিরদিনে নাহি বাহা বিজয়র কেবা।’ পদতুলা সঙ্গীত গাহুকা কর সেবা।

পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরে। সভা দ্বিধা মোর কথা বুঝিব সাধন।

আগন্তুক বাক্য শ্রবণ করিয়া কবি বিস্মিত হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেই,

‘দিশা এক সরোবর দেখি দরিদ্রানে।’

অলাপের ধানে ঘাইয়া কবি দেখেন, শীঘ্রকৃত্য বারি, তাহাতে শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। প্রভুর সেবার ভক্ত কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া এবং শীঘ্র শীঘ্র বান কাষা শেষ করিয়া ফিরিয়া ঘাইতেই সরোবর অন্ত হইল। তাৎপর্য বুঝিতে প্রত্যাঘর্ষন করিয়া দেখেন—  
‘পঙ্কিত নষ্ট, নষ্টকো পাচক।’ বুঝতলে কনি বান করিয়া ‘সম্ভার নমঃ’ বলিয়া পদ্ম অর্পণ করিলেন, পদে বেলা অবসান হইলে নিজাক্ষে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় দিনে কবি বজাপুর মন্দিরপুে যাত্রা করিলেন। হাজিপুর পান হইয়া তারামণি-  
উপরে সেরা পঙ্কজের পুনঃবাস সাক্ষাৎ হইলেন। এবার

‘দিশা বাতি নারিক দাক বাতি হালে।

নির্জন বিস্তৃত স্থানে নাহি লোক জন।’ মথীপে আসেন যিক সাধন শ্রমঃ

কথিত হইয়াছে ‘আজি বসন্তের বিস্তৃতি।’ কাহন হইয়া কত করিলাম জতিঃ

বিক হইয়া বসন্তের বিস্তৃতি (বসন্তের পটভূমি)। কানি কি বুঝা বুঝি আপনি পঙ্কিতঃ

বিশ্ব কন (তার পাখা) না কোচ বসন্ত। কত তুলি কারেইন বাস্তবিক প্রদর্শনঃ

বুঝি তোমার আজি কল বিদ্যার বরণ। এত জন মোর হল অখোচ নরনঃ’

কবির কাহনবস্তুর ব্রাহ্মণ চাহ করিয়া বলিলেন যে, যাও, তেঁমার ভয় নাই। আমি কোন কাণাবলঃ হাজিপুর ঘাইতেছি, তুমি বজাপুরে আমায় ভবন ঘাইয়া আপনা করণে।  
কবি বজাপুর হইয়া অন্তঃস্থানে কানিঃ পারিলেন যে, বাজাপুর বিদ্যাপতি নামে কোন ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে নাই। তৎপরে পথ পথটানে নিজাক্ষ রিষ্ট ও উৎকট চিত্তার জ্বালাত হইয়া কবি পূর্বে আসিয়া অখোচ আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, শিরোদেশে সেই বিজ আবির্ভূত হইয়া

‘কহেন, কিসের চিত্তা কিসের জামেয়ঃ। উঠ অস্ত্রাধার করন কন দেহঃ

পীতঃ কবীর মোরব হবে বাজঃ।’ লুপ্ত লেখা দিশা বাতিঃ দীপ্তঃ

সাক্ষরের কথা শুনিয়া কনি তাঁহার পরিকল্পিত জিজ্ঞাসা করিলে,

‘বিক কন, মোসাক্ষর কৈল যার দেখঃ।

বিকের কারণ আমি বাস্তবিক জানি। না কবিরে অস্ত্রাধার হইবে সাধনঃ

সকটে দায় হবে করিলে নরনঃ। অন্তরালে বিজ হুটি অস্ত্রের চরণঃ।

বারমিমে সমাজ হইবেক বাস্তবিক। ক্রিয় করন বহিঃ হবেক বিজতিঃ

বিক বীজবর শিখি কিলেন নরনঃ। ইহা দেখে কবিরে হুটিঃ অস্ত্রাধারঃ

পাশের লোকের হুটিঃ হুটিঃ হুটিঃ। অস্ত্রঃ কবিরে কন হুটিঃ অস্ত্রাধারঃ



কৃষ্ণদেবের পুত্রসিংহ-বৈষ্ণবের কীর্তি। অতঃপর পুত্রসিংহ-বৈষ্ণবের কীর্তি।

পাণ্ডুরামের কুড়োপেরে বাঁধা সাংসার, ভাববাহিরের জুসুসারে বিবাহের জব্ব কারে ।

দেশেরে অগণতান্ত্রে জোড়ি করি কর। সিংগাপুরের নীকতা বিচার বলি তার পর।

শিখারসের কাছাকাছি ইংল্যান্ডের বীজভূমিতে। বিভিন্ন বিস্তার লাভ করে মত কাঠ

ସୋମ୍ବରର ବଜ୍ରାଣ ବାହାରିବ ବର୍ଷ ନିହାରିବ : ବଳିବ ବଜ୍ରାଣପୁଟେ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସେ ॥

পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক বহিষ্কৃত প্রাণী । বহুজাত প্রাণীর বহিষ্কৃত প্রাণী ।

ভূত্বক। প্রাচ্যের বসি শীতল বাবাজি, আলগুড়িয়ার কৃষ্ণপ্রায় বসি সত্যপ্রায় ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शूराध्याये ॥

କାଢ଼ାକାମିର କାଗୁରୀରେ ବାସିନ୍ଦା ସଂଖ୍ୟା : କାଢ଼ାପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା କିଛି ଟି :

[illegible]

ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤੀ ਪਿਤਾਸ ਨਾਮ ਗੁਰਗੁਰ, ਪਿਤਾਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਧਨਗੁਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਪਤਸਾਹਿਬ ਨਾਮ

স্বাক্ষর, ২৪ প্রাচীনারাধকর নাম গোপাল চাক্ষুসী, গভাধকর হস্ত লিখিত

डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली २०/१२/५३, श्री ३७/४८/५३

উপনাম, 'সকল ব্রাহ্মণের এরা মনে করিত যে মনে' ইত্যাদি। গদ্যধারের সুকীৰ্ত্তি ললিতা ও 'স্বপ্নাবলী' জগদীশ শাস্ত্রী এক কলা পুস্তক ছিল। কবির মাতার নাম 'মতিময়ী'। কবি যখন দশমাবস্থায় ছিলেন, তখন, 'কলম' ইত্যাদি সকলেই কবিতা ছিলেন, কেবল তিনি 'কবিতা' ইত্যাদি।

\*वाञ्छाल वाङ्मयि नीई नितः महावतः । कथाश्रीम मन्त्रानि कथं महावतः ।

सर्वप्रथम विहीन विधात कथनात् । नृणां च कृतीनां च सर्वं हनुमानः ।

ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଗନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା । ସର୍ବସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜ ସଂଗଠନ ।

এক কড়া অকরা আশীত আতি কড়া : শাহজাদ হুসাইন শীখিনী নবী :

কিছু ঐক্যমিত্তিক ভাবে কাব্যায়ত্তীকৃত : মজা ভাঃ পূর্ণ মানে মজা মজা :

কবির অনাধারি কোণ্ডিতা গ্রাম। তিনি তথাকার তেজতা 'কীদুবা'র' ও 'শিহল সিংহ' প্রণয় করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। কবির ঐ পদ্যের ইতালিয়ার অভিনয় তত্ত্ব ছিলেন। তাঁহার পিতামহ অনন্তরাম একজন অনাধারি পুণ্যবাসী ছিলেন। কবি প্রায়-বাল্যেই মৃত্যু করেন, তাঁহারের বাপ 'বাগাল মেম গাংলী জাই' নামে পরিচিত ছিল। কবির সহোদর প্রসাদরামও বুদ্ধিমান অনাধারি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সহোদর হরনারায়ণ কর্তৃক



গাওনা করিয়েছেন, তাঁহার কবিত্বের প্রতিটি চিত্র। রামকৃষ্ণের নৈমিত্তিক পুঙ্খ বলিয়া বিখ্যাত সাহিত্যিকের।

রামাই পণ্ডিত সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের অবমানকালে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ বৌদ্ধ নরপতি মণীপাণ্ড, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির জীবনও এক নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মবত লিপিবদ্ধ অবস্থায়। তাঁহার পর মধ্যভট্ট ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। পরবর্তী প্রোডাক ধর্মমঙ্গলকারই

উক্তাকে আদি ধর্মমঙ্গলকার বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামাই বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলকার এবং পণ্ডিত বীর গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করার পরবর্তী

গ্রন্থমঙ্গলকারের নিকট ১৭৭৬ সন্মানে পাণ্ডে হন নাই। অনেক তাঁহার নাম গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। মধ্য ভট্ট বীর গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ না করিলেও, বৌদ্ধমত গ্রন্থে পক্ষপাতের নিরুতি লোভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার

গ্রন্থে একবার ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ণনা করা আছে। প্রথমদিক: রূপরাম ও সীতারাম শঙ্করামের (১৩০০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং পেশবারামের পরবর্তী। পেশবারামের ধর্মমঙ্গল ১৪২৭ খ্রিস্টাব্দে, সীতা-

রামের ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে এবং রামরামের ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ হয়। তৎপরে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে শঙ্করাম এবং ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে মহাপদ চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত করেন। আদিক গাঙ্গুলির

গ্রন্থে ধর্মমঙ্গলকার বলিবার যথোপযুক্ত মধ্যভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপরাম, সীতারাম, রামরাম প্রভৃতির কাহিনী যখন পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গলকারগণের বর্ণনা দেখা যায়। ইহা

করা অসম্ভব হইবে। মধ্য ভট্টের পরে আদিক গাঙ্গুলি বীর গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেটা কোন সময়ে? অসম্ভবতঃ কেবল অজ্ঞান, যথেষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নাম এবং রচনা-

কালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কবিত্ব কল্পকাল ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে। কবির গ্রন্থে বৈষ্ণব কবিত্ব দীর্ঘদিনের প্রেমাবস্থান ত্রিগোবিন্দ ও তৎপরে

ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্মৃতিবী বলা যাউতে পারে যে, তিনি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে (১৪০৭ বঙ্গাব্দ) মৃত্যু এবং ১৪২৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিমা (শঙ্করামের গ্রন্থরচনায় কাল) কোন সময়ে জীবিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থরচনার সময় তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূর্ণিমা উক্ত হইয়াছে, তিনি পাঠাধ্যক্ষ হইয়া কুলকিপ্রায়ে বহিরা, যখন বাহ্যিকের সহবাসে ব্যাকুলিত হইয়া গুরু

কিরিয়া আশ্রিতে গমন পেশবার মতে ব্রাহ্মণ্যনী বর্ষের সাধনা পান এবং পরে তাঁহারই শাসনোক্ত বাক্যনিম্নে ধর্মমঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন। কাজেই বলা যাউতে পারে তাঁহার

পাঠাধ্যক্ষের ধর্মমঙ্গল রচিত হয়। আর একটা বিশেষ কারণে আমরা আদিক গাঙ্গুলীকে এর ধর্মমঙ্গলকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া গিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গল-আদি বঙ্গ সাহিত্য-বিশিষ্ট। বেলায় করিয়েছেন গ্রন্থ রচনা।

যে বঙ্গ ও বঙ্গের পুঙ্খ বর্ণনা। বৌদ্ধকাব্য প্রকাশিত করে বেলায়।

কাল, ১২ শতাব্দী, ইংল্যান্ড ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ। পরের গ্রন্থ—১৭, উক্ত গ্রন্থে মাল।





কবি।

যাহ, গান্ধীর রচনাতেই তেমনি উচ্ছ্বাসেরে একটানা ছুটরা  
সিদ্ধাছে, কোথাও কষ্টক্লান্ত বলিরা পরিলক্ষিত হয় না। তাহার  
ভাষার উপর যেনই অধিকার ছিল। সহস্রের চক্রবর্তী বর্ণমালার ব্যতীত অপর যে সকল বর্ণ  
মঙ্গলে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই আছে,—সেই রসাবতী, সেই  
লাজিগেন, সেই ঢেকুরের পাশা ইত্যাদি। অবশ্য কবি তাঁহাদের অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে  
মৌলিক পত্র পাঠমাণে বিদ্যমান আছে। কবির সংকৃত সাহিত্যেও অধিকার ছিল।  
নিম্নোক্ত পংক্তিটির পাঠ কবির আমাদের চর্চায় কথা মনে পড়ে।

‘কলুশনামিনী কালরাতি কপালিনী। সুশিখরনামিনী (?) নমোহস্ত তে নারায়ণি।

সকল দুঃখিত হর্ষে দুর্গাহরণিনী। নারায়ণনামিনী নমোহস্ত তে নারায়ণি।

বিষের শিখাবু (কলুশনামিনী)। শ্রীমদনামিনী নমোহস্ত তে নারায়ণি।’ ইত্যাদি।

উই চারিটা সংকৃত শ্রে, ও মাণিকের বর্ণমালার পাঠেরা যাহ।

“পুণিবার্যঃ কা র্হি ব পুণিবার্যঃ কা র্হি চ চিত্তঃ। অথবা কোচিৎ হুঃ কাঃ কবচঃ দুঃখবঃ।”

তাঁহার প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীমদাশ্বমেধের অনুকরণে কতিপয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন।  
কবি লাউসেনের বিজ্ঞাত্যস প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“অংশেরে লাউসেন সাহিত্য সকল। পুরাণি ভাষি ভটি সৈব পিতাম।

কালিদাস কুচ কাব্য অঙ্গ কাব্য কথ। অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কসার।

চন্দ্র শাস্ত্র পুণ্য পণ্ডিত হার পর। চন্দ্র হইল বিদ্যা অর বন বহর।”

আমাদের বিখ্যাত কবি সংকৃত সাহিত্যেরে সুশিক্ষিত ছিলেন।

অসংখ্যক পদ প্রয়োগ বিষয়ে আমরা ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ দিয়া আনিতেছিলাম,  
লজ্জাৎমক। কিন্তু মাসিক গান্ধীও এ বিষয়ে অসটু ছিলেন না। আমরা একটা

হল উদ্ধৃত করিতেছি,—

‘সম্পদতি গাঞ্জিলা, চলিল তর্জিলা, সর সার কত শব্দকোলা।

বর বরিশুধা, চলিল কেঁকুড়া, কোণে ঘর কণুর মল।

এক কালে বাবা, খায়ে কত পলা, ডিবি ডিবি ডিবি ডক।

ভর ভর বী বী, বিক ভা বী বী, আকতা কী প্রমকলা।

কাতা করে চায়ে চায়ে, চায়ে চায়ে চায়ে, চায়ে চায়ে চায়ে চায়ে।

যুঝে বেতা, তাইবে বেতা, থে থে থে থে থে থে।

আখের বড়বড়, ইতের কড়কড়ি, বরণ দুঃখিত থে।

সেবার শিকেনে, সোকেব গেন মনে, এসেব হইল মাত।’

ভারতচন্দ্রের দ্বিগুণ আর একটা দ্বিগুণ মাসিক গান্ধীর অন্তর তুলনা হইতে পারে, সেটা

আধিরসযুক্ত বীভৎস কাব্য। পঞ্চবর্তী কালে ভারতচন্দ্র আধিরসের  
অধিকার।

কুরল বস্তার ভাষাভঙ্গীরে যেমন মিষ্টান্ত হৃদ্যাগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন,

তাহার পদপ্রবর্তক বোধ হয় মাসিক গান্ধী। ‘হায় অতিত রজনীর নৈতিক অবনতির  
চিত্র এইরূপ। এক জন জীবন বর্ণনা করেন,—

‘হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে তুমি।’ এমনি বোধোন্মুক্ত হইয়া থাকিলে বর।’

অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কবিতা-সমূহের জাত। ‘হৃদয়পূর্ণ পানার’ নাটকেন স্রষ্ট্রী পরিবৃত হইয়া পাপের উপবেশন করিল। সুস্থিতা বাহু হস্ত দ্বারা যুগে তাবল হুলিয়া বিহু দিতে তাঁহার বামপাশে উপবিষ্ট হইয়া

‘হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে তুমি।’

তার পর বলিল,—

‘দেখ হে আমার কৃত কনক মাছনে।’

অবিরল স্রীমল যুগল বেন হুটী। অনন্তে বন আভার হুটী।

যুগল কলম হস্ত যদি বেগে হইবে। হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে তুমি।

আবার অকস্মাতে অকস্মাতে বর। উত্তম পুষ্টি দানে হইবে অকস্মাতে।

হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে তুমি। এতদা আমার পার মাঝেবন তেল।’

মাণিকগাঙ্গুলী বজীর ললনাকুলের যে কথক প্রশংসার অঙ্কন করিয়াছেন, তাদ্র। সত্যতই কৃত্রিম।

‘পরের রমণী মোর পিঠিতে বসি।’ হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে তুমি।

যে কথকগণ পত্রিক সেনাকাজনে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সমাজের রমণীর পবনকণ্ঠে এটি প্রত্যক্ষ আশঙ্কিত কবিতাটিকে নিকাটী এক যে কবি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করেন, তিনিও কবীর আদর্শ। তারতম্য যে তাহা হৃদয়ের কণ সেনাকাজনে রমণীকুলের বর পতির মিত্র করাইয়াছেন, মাণিকগাঙ্গুলীর বর্ণনাকালেও সেইরূপ রমণীগণের পতিনিবন্ধ আছে। তাই পূর্ণ বলিয়াছি, তারতম্যের আদর্শ কবি মাণিকগাঙ্গুলী। বিভ্রান্তদের জার বর্ণ-বর্ণনের কবিও রমণীর গর্ভসকারের লক্ষণ ও ভৎসন তাহাদের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

‘কুলে নরন কল বিহীন নীচল।’ অকস্মাতে অকস্মাতে কল।

অকস্মাতে অকস্মাতে কল বিহীন নীচল। ইচ্ছা হয় আমাশি অবলো অকস্মাতে।

বর বাহু আশ্রয় হইল রমণীর। বসিল উত্তম দানে গর্ভ হল তার।

যদি কই উঠে যদি করে উত্তম। উত্তম দানে মাঝে কলম কলম।’

ভৎসনক সাধনকণ। রজাবতীর গর্ভ হইয়াছে, কি খাইতে সাধ দায়, বিজ্ঞানী কবিতা তিনি দাঁড়ান,—

‘পুষ্টি দানে মাঝে কলম কলম।’ অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম। কলম কলম কলম কলম কলম।

অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

কই কোন কই দানে কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

উত্তম দানে কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

আর এক অকস্মাতে কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

সিদ্ধ কলম কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

কলম কলম কলম কলম। অকস্মাতে অকস্মাতে কলম কলম।

চিড়ী টাণা কুচানি টাণা মট্টে মট্টে ।  
 তারি দিয়ে পেটা বন পল্লবের বীত ।  
 এতর করিয়া বিবে শিটানি মুক্তি ।  
 কোমে বিরা কই বাহ করে চকু চকি ।  
 তেজসেত কালিয়া তার দিত দুখ বকি ।  
 মীরন অভ্যন্ত হলে তার বিত বীর ।  
 কলি বিরা কন বন বেন বুরীলীর ।  
 আবারে তুলে সব বাহিরে কটক ।  
 এই বাক্সনের কুচা অচলিমানক ।  
 তার যদি কিছু হয় লগা বিটানি ।  
 খেতে পারি তের করে কলে লামাবিষ ।  
 সতীর পেট চিরি দার করে পেটা ।  
 শোড়াবে কলে বেন বাকি খেটা পেটা ।  
 লগা সর্বপ তৈল কিছু নিয়ে তার ।  
 কলে দুখে সরে কন বাবার নাই দার ।

কিন্তু এসবেরও কবির 'লখা কুম্বী', 'হরিহর বাইতি' প্রভৃতির বীরত্ববাহক উন্নত চরিত্র, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুগত, উপকারী প্রভি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রকৃতকি ইত্যাদি কবির সর্বজনীনচরের উল্লেখ কাল্পনিক হইলেও তাহা "ইতিহাস" প্রতিকলিত সত্যের বিরূপ-  
 রেখা আশাশ্রিতকে একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ভগতের সন্ধান দিতেছে। রাজবায়ে নিখা  
 কথা না বলিলে কুচুর আশঙ্কা, মিথ্যা বলিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইবে, এই সমস্ত ইতি-  
 ক্তবত্যা নির্ভারণ করিতে হইলে আজ কাল কল্পন বাঙ্গালী হরিহর বাইতির মত চরিত্রের  
 নির্দীক্ষিত হইবেন! স্বাধীন নৈতিক অগতঃতনে বিমলা বৈরাগ্য মনে বাবা পাইতা সহধর্ম্মিণী  
 নামের সার্থক করিয়াছিল, আজ কালের কল্পন পৃথলস্বী মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে স্বামীকে সেই  
 ভাবে উৎসাহিত করিতে পারেন? বর্ষমঙ্গল কাব্যে নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জা  
 অভ্যন্তর হইতে সামাজিক যে চিত্র উন্মোচন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আশাশ্রিতকে অতীত  
 স্বাধীনতার কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে। যে সমস্ত ভগ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচীন  
 জীবন সন্মুখল হয়, এই সমস্ত নির্বিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের তিত্তর আমরা সেই শৌর্যবৃত্ত  
 চরিত্রগোবিনদের আভা বর্ণন করি। সত্যের প্রতি বিপুল অহঙ্কা ও মিথ্যার প্রতি অশ্রুত কুণা  
 যখন পল্লীর মিত্রব্রতীর কুটিলেরও এরূপ হুস্ট ভাবে অভিযুক্ত ছিল, তখন কল্পন প্রকৃতই  
 বর্ণোপন ছিল। তার পর লখার বীরত্ব। আজকাল বুর ও বাঙ্গালী বর্ষমঙ্গলের বীরত্ব  
 দেখিয়া কল্যাণী করে বসিয়া বেন বাহবা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরই মধ্যে পূর্বে যে একজন  
 কুম্বী অশ্রব বীরত্ব প্রবর্তনপূর্বক প্রচুর রাজা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অকল্প করিবার অবসর  
 কি তাঁহাদের কুটিলে না? লজ্জাসেন ধর্মের পূজা দিতে হাকও গিয়াছেন; রাজধানী বর্ষা-  
 বকার তার লখার পতির উপর দ্রুত আছে। ইত্যদ্যন্তে গোঁড়ের রাজা বর্ষনা আক্রমণ করিতে  
 অগ্রসর হইলে, লখার পতি উৎসাহে কীড়িত হইয়া প্রচুর বর্ষনাপ্রাণে কৃতসংকল্প হইল।  
 তৎকালে লখার স্বামীর প্রতি তীব্ররোষাভি এই—

সর্বপ ভোজ্য হাতে করি সর্বপ । সেবে বেল হাকও দেখিত কমানন ।  
 যদি আছি আছি তুমি না রাখিবে তার । পরকালে কেনে হইবে তবে তার ।

যদি মরি বার বনে বনে অভিলষী । দিবা রাত্রে হুকুম যোগ্য হাঁস হাঁসী ।  
তার শব্দ সহিত করিতে চার ভাব । পত্রমণি তেজিকা গোবর হর লাজ ।

স্বামী উত্তর করিল,—

বীর বলে বিজয় বিবাহ এতদিনে । পলাইয়া থাকি চল পত্নমার ঘনে ।  
কুলা পেথা বুনিয় করিব ঠাকুরাল । আর না সহিতে পারি এ সব অত্যাচার ।

স্বামী বাক্য শুনিয়া লখ্যা বলিল,—

এতক শুনিয়া লখ্যা অস্তিত্তি বলে । কাকন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে ।  
ধিক ধিক তোমার বীরকে বিক্ বিক্ । তেজের নিকটে হল ভুজ্জের তিক্ ।  
হৃদিব সেনের মুন সাধিব কামনা । মরণ অধি আমি রাখিব মরনা ।

লখ্যা বলে বখন ফিলাম বাপের ঘরে । চক্ৰ বাছ তাকে বিবেচি এক সরে ।  
খুঁড়ি লাগে পেয়াতাম বাজুরের থানা । জালাবস বিশেষ তোমার আঁধে সানা ।  
তের তিন বরসে হইল তের ভেলে । শরে দিতে দুকাল করিতে পারি শিলে ।

তৎপর লখ্যা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সমগ্রক্ষেত্রে বিপক্ষীরনিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া প্রত্নভক্তি ও রমণী-বীরের অত্যাশ্চর্য আদর্শ প্রদর্শন করিল। আনন্দকালকার বঙ্গললনাগণের কথার কাছ কি, তাহাদের ‘অত্যাশ্চর্য’গণই সমর-যাযাব নাম জনিলে চমকিত জন। বীর অমূল্য জীবন ডালি দিয়া বদেহ বন্ধা করা তাহাদের নিকট এক অভাবনীয় অদ্বুত প্রসঙ্গ।

অনন্তিকাল পূর্বের বঙ্গদেশের মন্ত্রগুহের পরিচয় এইরূপ :—

‘তনে ওত কোথায় মর সাংসার । সেকে তর্জি উঠে গর্জি কাঁপে কলধর ।  
লাব লাব উড়শাক ঐ চলে লক্ষ । বদাধর খর খর মল্লবতী কম্প ।  
লুটসেনে মর হেন মরে হর কুন্ড । মর সেন ঐ চলে কবে খোর বন্দ ।  
প্রথমতে হাতে হাতে পরে পার পার । কসা কলী চুলা চুলা মাগার বাহার ।  
পেলা শেলী ওলা ওলা প্রমত্ত । হাঁকা হাকী ডাকা ডাকী সোহে অপচিত্ত ।  
বলাহক মর ডাক ছাট সিংহবাদ । মরি মরি অনিবার করে ঘোর লজ ।  
সংরত্ধর সেন পর উঠাছিল বিলা । বেন মিসে তার মাসে পড়ে পোকা ডাল ।  
কোশে সেন অগ্নি হেন ইত বেন বাট । নিভত সাঙ্গকরে মারে হুতাশক ।  
মহ চড়ে ঘুরে পড়ে হরে বৃদ্ধাশ্রয় । উপটিকা বেগে দিলে সেবে করে ফুর ।’

মারিক গাঙ্গুলীর বর্ণনাকাল আলোচনা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা হইতে পারে। কিন্তু বন্ধাশ্রয় প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়ায়, এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বাতাস্ত্রের অস্ত পত্রক হস্তিমে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল। কবির কল্পহান বেলভিত্তি বর্ধমান জেলায়। কবি গুণপাঠ্যে নানা স্থানের দেবদেবীর বন্ধনা প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলায় জন্ম গ্রামের (জাড়াগ্রাম—চকবীরের নিকট) ‘কালু রায়ের’ উল্লেখ করিয়াছেন। লালি গ্রামের নীচে দামোদর নদী, ইহারও উল্লেখ পর্য্যবসে আছে। “অভিপ্রায়ীলাভ” আছে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐচ্ছিকতের শিখ্য অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশমত, রাধাবীর এক

স্বদেশমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ এখন বিজয়নগরে আছে। তাকামোড়ার বীকুড়া রায় ধর্মদেবের প্রতি পুরাতন। অনেক প্রাচীন তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্বে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মদেবের উল্লেখের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে অনেক স্থানের ধর্মদেবের উল্লেখ সহস্রাবধি ধর্মদেবের দৃষ্ট হয়। সহস্রাবধি ধর্মদেবের ধর্মের উল্লেখ এইরূপ :—

‘বকসুরে বশিষ্ঠ বরুণ নারায়ণ।  
আবুটীর ধর্ম অশ্বা হয়ে এক বন।  
কাদি এনে বশিষ্ঠ ঠাকুর কালু রায়।  
বিশাখিনি কতক বাক্যে দ্বিত পায়।  
পূর্ব বঙ্গী সঙ্গুধে বাবোবর।  
হুসিকে তুলসী দ্বক দেখিতে হুসর।  
বশিষ্ঠ বীকুড়ার তাকামোড়ার দ্বিত।  
অহুগর ভূপতি অহুগর নতদ্বিত।  
সহস্রাবধি উৎপত্তি পত্তি হুসাবন।  
মাধার সেবার বন দেখে নিরুদ্ভব।  
হুসাবার কালচাঁদ বাক্যে হাতে তালে।  
পাইল পোলের হুত রূপতার কল।  
বশিষ্ঠুরে বশিষ্ঠ ঠাকুর ভাষার।  
বাক্যের দ্বারা দ্বিত বাক্যে বাক্যে বাক্যে।’

মাণিক গাঙ্গুলী এতদপেক্ষা বহুতর স্থানের ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি ‘গোপাল পুরের কাকড়া বিছা’ এবং ‘পড়ানের বাটের’ বাক্যে করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বৌদ্ধপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু ভাববোধের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনও করেন নাই। তিনি নানা স্থানে তাঁহাদের প্রতি সম্যক তত্ত্ব প্রদর্শন করত বাক্যে এবং মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর কবিত্বশক্তি চূর্ণিত হইলেও তাহা সর্বত্র সুলভ নহে। স্থানে স্থানে এমনই দ্রুত অপকৃষ্ট গ্রামা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। এখানে দুই একটা গ্রামা শব্দের উল্লেখ করিলাম :—

তলী (ভবসা), তেহরি (দিনতার, তেহরি টাপার মালা), অমিখিরা, সেভাভিন, খিভিন, নাগান করিব (বলিব), গোস্তর (শরীর), আচান্ড (আচমন শেষ করিয়া), হিসরে, পিত্তর (প্রত্যয়)। কিন্তু এ শব্দ-‘বিভার’ আমাদের ধরিবার অধিকার নাই, কারণ কবির প্রার্থনা,—

“হরীকুলে আমার সন্ত সখিনর :  
দ্বিধে বাক্যি বাক্যে দ্বিধে বিজার।”

শ্রীজগদ্বন্দ্র সান্যাল।



## রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা

রঙ্গপুর, বগুড়া, দিনাজপুরের কতক অংশ এবং সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের জনসাধারণের কথিত ভাষাকে ডাক্তার গ্রীসামসন রঙ্গপুর বা রাজবংশীভাষা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গভাষা পূর্বোক্ত স্থানসমূহে প্রধানতঃ রাজবংশী ভাষিকই বাস, সুতরাং তাহাদিগের কথিত ভাষাকে সন্যাস রঙ্গপুরভাষা আখ্যার পরিবর্তে বিস্তৃত রাজবংশী আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। রাজবংশী বাক্যে এই সকল প্রদেশে যে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায় বসতি করিয়া আছে, তাহাদিগের মূল ধরিতে গেলে রাজবংশী প্রকৃতি আদিম অধিবাসিগণের নিকটে উপনীত হইতে হইবে। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন ক্রমশঃ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধিবাসিগণের একাংশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপরাধ পার্জতা ও বস্ত্র প্রচলনমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বীর ধর্মরক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে কোচবিহার রাজ্যের সহিত মুসলমানগণের সন্ধিচাপনের পর তাহারা বিদগ্ধিগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পায়।

এ সকল হিন্দু বিজাতীয় ইসলামধর্ম দীক্ষিত ভ্রাতৃগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক করার জন্য তাহাদিগের “নসন” (নষ্ট) আখ্যা প্রদান করে। রঙ্গপুর প্রকৃতি স্থানের ভূমিধারীগণের প্রজা-তালিকাদিতে অন্যান্য মুসলমানগণের “নসন” আখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। অসহ্য পারিবারিকের সঙ্গে কচিং নসন আখ্যা ঘুচিয়া পাইকাড়, মঙল, সেখ, সয়কার, পরামাণিক প্রকৃতি উপাধি লিপিত হইয়া থাকে। নবমর্মে দীক্ষিত ভট্টলেও এই মুসলমানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে নাই; তবে তাহাদিগের ধর্মগ্রন্থের পারসীকভাষা রাজবংশী ভাষার সহিত স্থানে স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে। ঐরূপে মিশ্রণ এত দূর যে ভাষা গণ্যীয় নহে।

রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি।

কোন অতীত যুগের মহাব্যাকরণিত নথ্য-সকলের প্রতিজননি রাজবংশীভাষা কথিত হইতে, তদ্বিষয় আলোচিত হইলে এক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ইহার নথ্যভাষায় প্রবেশ করিয়া তর জন্ম করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৌদ্ধযুগের পালিভাষা ও বাঙ্গালাভাষার সম্মিশ্রণে এই ভাষা গঠিত হইয়াছে অথবা ইহাকে রূপান্তরিত পালিভাষা বলিলেও অকৃত্রিমতা নাই।

অনেকানেক পালিশব্দ রাজবংশী ভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এরূপে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ প্রসঙ্গ হইতেছে :—



ব্যক্তিবর্গ 'র' এর সহিত পূর্বকথিত বরবর্ণ সকলের এই অদ্বুত পরিণতি পালিতাব্য-  
প্রসূত কিনা তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের বিচার্য।

পালিতাব্য সহিত উৎস নৈকট্য প্রযুক্ত রাজবংশীভাবা বিত্ত বাঙ্গালভাবা অপেক্ষা  
প্রাকৃতেরও অধিক সন্নিহিত। উৎস বীজেন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রাজভাবা ও সাহিত্য' নামক  
পুস্তকে বাঙ্গালভাবার সহিত প্রাকৃতের নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত  
হইয়াছে, তাহার পাঠে রাজবংশী ভাবার কবিতা শব্দগুলি হ্রাস করিলেই আদ্যাক্ষরের এ উক্তি  
সত্যাসত্য নির্দ্বারিত হইবে।

প্রাকৃত	রাজবংশী	বাঙ্গালা
পাখর	পাখর	পাখর
সংক্রা	সংক্রা	সংক্রা
জেঠা	জেঠা	জেঠা
পাল	পাল	পাল
এওক	এও	এওক
জেওক	জেও	যেওক
হলান	হলান	হলান
হাখী	হাখী	হাখী

প্রাকৃতের আদি, তুচ্ছ প্রকৃতির রূপ রূপগুণের স্থানীয় কবিগণের রচিত কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয়।

বিত্ত বাঙ্গালা অপেক্ষা রাজবংশী ভাবার প্রাকৃতের সহিত ক্রিয়ের নৈকট্য অধিকতর  
দৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাকৃত অক্ষির সহিত অনেক বাক্য যোগ হইয়া ক্রিয়গণ নিম্ন  
হইয়া থাকে। যথা—

করোছে,                      করোছি,                      =                      করিতেছে,                      করিতেছি।  
এইতপ কীদোছে,                      কীদোছি,                      যারোছে,                      যারোছি ইত্যাদি।

করোনির প্রাকৃত 'করান' বাহা সর্বত্র ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়, তাহা এখানে করিৎ এবং এই  
রূপ বাইৎ, বাইৎ, নিইৎ, নিইৎ, ইত্যাদি ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ-কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আসীৎ এর অপভ্রংশ আছিল শব্দ অল্পপাত্রিত অবস্থার রাজবংশী ভাবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে  
রাজবংশী ভাবাকে বৌদ্ধগণের পালিতাব্য রূপান্তর অবস্থান করিবার আরও অনেক কার  
রহিয়াছে। পূর্ব কথিত "রাজভাবা ও সাহিত্য" পুস্তকে হাদিকর্ভা ও সোপীটনের গান-ধর্ম  
বৌদ্ধগণের বাঙ্গালা ভাবার আকার ব্যক্তিগত যে সকল গাথা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তা  
হার কিছুই নহে; রাজবংশী ভাবার রচিত এককর্মের কোন কবির রচিত কাব্যে নাই।  
সকল গান পূর্বে নিষিদ্ধ হয় নাই। অতীত রচিত রচিত নামক কোন কবিতা কি  
অবস্থায় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বীজেন্দ্র সেন পুস্তকেরই প্রমাণ করিয়া থাকিবে

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য-বিবরণী

চতুর্থ মাসিক (দ্বিগিত) অধিবেশন ।

১ জামিন, ১৭ অক্টোবর, রবিবার, অশ্বরাহ ১৩৮১

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীমত শিবাজী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সভাপতি)

শ্রীমত রাজকৃষ্ণ দত্ত

শ্রীমত রাজকুমার বেহরী

- মনোজনাথ দত্ত
- মজীজুজ্জোহর বাগচী বি, এ কবিদাস
- বেহরুজ্জামান সার জোহুরী
- নগেন্দ্রনাথ বসু
- বাহাচরণ চট্টোপাধ্যায়
- হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
- প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- বাহুবল্লভ মিত্র
- সত্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

• নিশিকান্ত সেন

• মনকান্ত সেন

• হেমচন্দ্র সেন

• মনোজনাথ বসু

• রসময় লাহা

• দেবেন্দ্রচন্দ্র বল্লভ এম, এ; বি, এল

• হেমচন্দ্র মিত্র এম, এ

• সত্যকৃষ্ণ বিজ্ঞানচন্দ্র এম, এ

• রাধেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ সম্পাদক

• যোগেশ্বর মল্লিক

• মনোজনাথ বসু বি, এ

সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সভা নিয়তি, ৩। পুস্তক উপহার দাতৃ-পক্ষকে বক্তব্য, ৪। প্রবেশ—(ক) শ্রীমত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের জ্যানিতির ইতিহাস ও সংকৃত জ্যানিতি এবং (খ) শ্রীমত মজীজুজ্জোহর বাগচী মহাশয়ের “পল্লী-ইতিহাস” নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

১০ই তারিখে চতুর্থ মাসিক অধিবেশন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গণপরিষদের সভার উপলক্ষে হস্তিত হইয়াছিল, এই অধিবেশনের ও তৎপূর্বে ১০ই তারিখে বিশেষ অধিবেশনে কার্য-বিবরণ পাঠ ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্থায়ীভাৱে সভ্যরূপে নিৰ্বাচিত হইলেন।

প্ৰেস্তাবক

সমর্থক

সভা

শ্ৰীযুক্ত যোমকেশ মুস্তকী	শ্ৰীযুক্ত রামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ জিবেলী	১। শ্ৰীযতেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় ৪২১১ শিবদাউপাড়া রোড কালাবাট।
শ্ৰীযুক্ত বামচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী কঁহাছৰ		২। শ্ৰীকৈলেশচন্দ্ৰ চৌধুৰী কলীয়াহ, ভায়েকা, পাবনা।
শ্ৰীযুক্ত যোমকেশ মুস্তকী		৩। শ্ৰীমদিকান্ত চৌধুৰী বড়বাড়ী, বরিশত।
" কীরোদ প্ৰসাদ বিজ্ঞানিন্দোৰ "	সম্মতমোহন বসু	৪। শ্ৰীমদীশ্বৰচন্দ্ৰ বসু বি, এ ৫। শ্ৰীমদবাধব চক্ৰবৰ্তী বি, এ ৬। শ্ৰীমদকাকি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তচক্ৰবৰ্তী
" যতেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ "	" যতেন্দ্ৰ কেশ মুস্তকী	৭। শ্ৰীমদসুখাৰ মল্লিক ৮। শ্ৰীমদমোহন মল্লিক সেন বাগবাড়ী। ৯। শ্ৰীমদবাধব মল্লিক চক্ৰবৰ্তী।
শ্ৰীযুক্ত বামচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী		
শ্ৰীযুক্ত যোমকেশ মুস্তকী	" রামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ জিবেলী	১০। শ্ৰীমদকান্তোৰ বসু বোকাৰ, মশোহৰ।
" বতীজমোহন বাগলী	" যোমকেশ মুস্তকী	১১। শ্ৰীমদসুখাৰ ঘোষ এম, এ ২৭১৩ বৈকুণ্ঠনাথবাড়ী রোড। ১২। শ্ৰীমদকাকি ঘোষ এম, এ ২৮ কুলাবসু মল্লিক সেন। ১৩। শ্ৰীমদনাথ চক্ৰবৰ্তী ২৯ শ্ৰীমদকল্যাণ মল্লিক সেন।
" যোমকেশ মুস্তকী	" রামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ জিবেলী	১৪। শ্ৰীমদসুখাৰ লাল সিদ্দিকা টাট।
শ্ৰীযুক্ত বামচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী	" যোমকেশ মুস্তকী	১৫। কবিজ্ঞান অনিলাচন্দ্ৰ কবিরত্ন ২০০ কৰ্ণভৱানিশ টাট।
" যোমকেশ মুস্তকী	সম্মতমোহন বসু	১৬। শ্ৰীমদচন্দ্ৰ বসু এম, এ ৩৫১১ বিজয় টাট।
" বতীজমোহন বাগলী	" যোমকেশ মুস্তকী	১৭। শ্ৰীমদসুখাৰ বাগলী এম, এ, বি, এল হাইট টাট মোহন, কলকাতা।

ঐনুল হক সাহেব কল্যাণদাস ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১৭। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১৭। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১৭।

১৮। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

১৮। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১৮। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১৮।

১৯। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

২০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

২০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২০।

২১। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২১। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২১।

২২। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২২। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২২।

২৩। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৩। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৩।

নির্ধারিত হইল।

২৪। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

২৪। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৪। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৪।

২৫। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৫। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৫।

২৬। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৬। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ২৬।

(১) প্রথমভাগ

ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

(২) The Native States of India

(৩) নির্দেশিত

ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

(৪) দ্বিতীয় ভাগ

ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

(৫) বঙ্গ-বাহিনী (মহারাষ্ট্র প্রদেশ)

ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

(৬) বৈশিষ্ট্য

ঐনুল হক সাহেব দ্বারা

(৭) বঙ্গ-বাহিনী

(৮) বঙ্গ-বাহিনী ও ভক্তি

Willson Press

(৯) Peary Chand Mitra

E. L. Day

১০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১০। ঐনুল হক সাহেব দ্বারা ১০।

ঐহিক মনকার কবিভূষণ আর্ঘ্যচট্টোপাধ্যায় পরিণীত পুস্তক প্রবর্তন করিয়া বলিলেন যে এই গ্রন্থের মতে পরাশরখনি জ্যোতিষ ও রেখাগণিত শাস্ত্রের প্রধান প্রবর্তক। তাহার পর গগনবিদ্রি শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ঐ পরাশরখনি আর্ঘ্যের শাস্ত্রেরও প্রবর্তক। তৎপরে তিনি পরাশর প্রণীত রেখা শাস্ত্রের সংজ্ঞা পাঠ করিলেন। তিনি বঙ্গ বিদ্য সাহসেবের অঙ্কবাচিক জ্যোতিষের তত্ত্বের পুস্তক প্রবর্তন করেন।

ঐহিক বারোচরণ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও ঐহিক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত কবিরাজ বসুদেব হই এক কথা বলিলে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রজ্যোতিষ জিবেদী যোগদান প্রণীত জ্যোতিষের জ্যামিতি শাস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া স্বকীয়নির্ভর ও সিদ্ধান্ত নিরোধকভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যার্থ জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও গোণমিতি শাস্ত্রে যেহেতু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে সম্বন্ধে ইটালিতে গণিত বিদ্যুগণিতের তুলনা ও সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলিলেন। বিশেষতঃ  $Differential$  ও  $Integral$  Calculus এর মূলতত্ত্ব সিদ্ধান্ত

তৎপরে ঐহিক স্বতীন্দ্রনাথ বাগচী বহাশ্রম, গণিতের মূলতত্ত্বগুলি এবং গ্রন্থ ও তৎসম্বন্ধিতগ্রন্থের বর্তমান অবস্থা পরিচয় পাওয়া যায়। চারের বিবরণ দিলেন। স্থানীয়ভাবে গণিতের মূলতত্ত্বগুলি দেখা করিলেন। বঙ্গদেশের গণিতের বিবরণ ও আলোচনা করিলেন।

ঐহিক যোদ্ধেশ্বর মুখার্জী ঐ গণিতের মূলতত্ত্বগুলি এবং গ্রন্থ ও তৎসম্বন্ধিতগ্রন্থের বর্তমান অবস্থা পরিচয় পাওয়া যায়। চারের বিবরণ দিলেন। স্থানীয়ভাবে গণিতের মূলতত্ত্বগুলি দেখা করিলেন। বঙ্গদেশের গণিতের বিবরণ ও আলোচনা করিলেন।

ঐহিক সত্যেন্দ্রনাথ বিহারী বসু বলিলেন, পটিনং যে বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নূতন কর্তব্যতার গ্রহণ করিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ সেই কার্যের আরম্ভ হইল। তিনি তিন প্রবেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত হইলে পরিব্রমণ কর্তব্য সম্পাদিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখকসমূহকে ধন্যবাদ দিলেন। ঐহিক যোদ্ধেশ্বর বাহুর প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয় যোগদান করিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ সেই কার্যের আরম্ভ হইল। তিনি তিন প্রবেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত হইলে পরিব্রমণ কর্তব্য সম্পাদিত হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্রজ্যোতিষ জিবেদী

সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

৩রা আগস্ট ১৩১২, ১৯৫৭ সালের ১২-৫।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক

## কার্য-বিবরণী

### পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৩রা অক্টোবর, ১৯ নবেম্বর, রবিবার, স্থলগ্রহ ৫৫

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

### ঐযুক্ত সভাপতি ঠাকুর ( সভাপতি )

#### ঐযুক্ত সভাপতি বিজ্ঞপ্তি, এম্ এ

- " প্রথমবার বঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ
- " হরপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্
- " শিবপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্
- " শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
- " শ্রী চুনিলাল বসু বাহাদুর
- " পাঁচকড়ি বঙ্গোপাধ্যায়, বি এ
- " কবিরাজ হুসীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী
- " কৃষ্ণমোহন বিহারি, বি এল্
- " বতীন্দ্রমোহন বসু, বি এ
- " দেবকুমার রায় চৌধুরী
- " ধীরেন্দ্রনাথ বসু
- " কবিরাজ কল্যাণকুমার সেন শাস্ত্রী

#### ঐযুক্ত অমৃতলাল বসু

- " যাদবচন্দ্র মিত্র
- " কবীকেশ মিত্র
- " বামচরণ চট্টোপাধ্যায়
- " ডাঃ ডঃ সিনিকমোহন চক্রবর্তী
- " সত্যভূষণ বঙ্গোপাধ্যায়
- " রমেশচন্দ্র বসু
- " অশ্বক্লান্ত মিত্র
- " শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
- " তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
- " নন্দলাল ঘোষ
- " রামেন্দ্রচন্দ্র জিহেবী, এম্ এ (সম্পাদক)
- " যোমকেশ চক্রবর্তী ( সহঃ সম্পাদক )

#### আলোচ্য-বিবরণ :—

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভা-নিবন্ধিত। ৩। পুস্তক উপহার-পাঠ্যপত্রকে বঙ্গবাহ। ৪। প্রবন্ধ—মানসীর বিচারপতি ঐযুক্ত শারদাচরণ মিত্র সমাপ্তি বর্ণনায় কর্তৃক "বীণবন্ধু মিত্র" মাসিক প্রবন্ধপাঠ। ৫। আবৃত্তি—ঐযুক্ত সভাপতি ঠাকুর বর্ণনায় কর্তৃক কতিপয় সংস্কৃত কবিতার বঙ্গাবৃত্তি আবৃত্তি। ৬। শৈবপ্রকাশ—কবীরাজ ঠাকুর, ৭ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ৮ অক্ষয়কুমার সেন বঙ্গাবৃত্তি পর্বলোকপদকে প্রবন্ধ-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।



## বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

- ১। কাব্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।
- ২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে নিৰ্বাচিত হইলেন,—

প্রভাবক

সমর্থক

সভা

ঐযুক্ত বামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী ঐযুক্ত যোমকেশ মুস্তাকী ১। ঐযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
এম্ এ, ঐযুক্ত পকানন্দ ঘোষাল, এম্ এ ও ঐযুক্ত ঐন্দ্রচন্দ্র  
ঘোষ, এম্ এ, ত্রিগুণ কলেজের অধ্যাপকগণ।

৪। ঐযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
ব্রজবাসিন্দার তাকহাট ওয়ার্ডন্ টেট, মহিগঞ্জ, বঙ্গপুত্র।

৫। অধিকাচরণ চৌধুরী  
বড়বাড়ী, হরিপুর, পাবনা।

ছাত্রসভা—৬। হারাণচন্দ্র দত্ত

( Third year class ) বঙ্গবাসী কলেজ।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানান হইল।

৪। ঐযুক্ত বাবু বামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় ৮ কালীকাক ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ  
জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—বঙ্গীয় মহাকাব্যের সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনি বহু-  
জ্ঞে দেশমধ্যে বিখ্যাত ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা বেশমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি  
বশের ও ব্যস্তির আশ্রয় দান করিতেন; অথচ সংকর্ষে মুক্তহস্তে দানকার মত দান  
করিতেন। সাহিত্য-পরিষদে তিনি কখনও পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরিষদের  
গৃহনির্মাণকল্পে তিনি দুই সত্ৰ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, খাত দান আর কাহারও নিকট  
পাওয়া যায় নাই। পরিষদের প্রতি অনুগ্রহের ইহাও সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। পরিষদ  
সাহিত্যের জন্য পরিচর্য করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়াই তিনি এই সাক্ষাৎকারে বঙ্গজ্ঞতা  
দেখাইয়াছেন। তাঁহার পৌত্র পরিষদের সভ্য আছেন, তিনি ঐযুক্ত হরিচন্দ্র শিতামহের  
পত্র অনুসরণ করুন ও বশের অধিকারী হউন। পরিষদ চিরদিন বঙ্গীয় মহাকাব্যের নিকট  
কলি। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। ঐযুক্ত বাবু  
চুনিলাল বসু মহাশয় ৮ কালীকাক বাবুর উদারতা, দানশীলতা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুগ্রহ  
জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—ভাষ্যের সুরকারের বিজ্ঞান-সত্যের সাহায্যে তিনি বিস্তর অধ্যয়ন  
করিয়াছেন। তাঁহারই প্রথম অর্থে উক্ত সভার উদ্যোগ নামে একটি প্রস্তাবের কথা  
হইয়াছে।

ঐযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—দাদালাল-সাহিত্যে ৮ কালীকাক ঠাকুরের বিশেষ  
অংশ ছিল। তিনি ৮ কাক মহিলাবিশিষ্ট নদী উত্তরেই নদীতট রচনা করিতেন। সেগুলি  
কল্পিতের বান্ধাতার মত হইয়াছে। নিজস্বাচার মধ্যে প্রত্যেক সত্যকালে বাস্তব  
সাহিত্যের কোনও কোনও প্রমাণ দিয়া গঠিতেন। নাটকেরা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি

৩ বাঙ্গাল মহাবিদ্যালয়ের সংগ্রহ আছে। একবার শিবসাহাবের সন্মত পেন্সিওনকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাও তাহাকে দীর্ঘকালী করান।

ঐযুক্ত কোম্পানির মুখ্যী বসিলেন,—১৯৩৬ সাহিত্যসমীচক তিনি সাহায্য করিতেন, আশাশুনির কোন সাহিত্য-বন্ধ তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাহিত্যিক সাহায্য অনেকই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে কীৰ্ত্তি রাখিয়াছেন এবং অনেক বিষয় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৭) ঐযুক্ত শিবসাহাব তটীচাঁদ মহাশয় ৮ অক্টোবর ১৯৩৬ সাহিত্যসমীচক তিনি সাহায্য করিতেন, আশাশুনির কোন সাহিত্য-বন্ধ তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাহিত্যিক সাহায্য অনেকই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে কীৰ্ত্তি রাখিয়াছেন এবং অনেক বিষয় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ঐযুক্ত পাটকড়ি কল্যাণাধার মহাশয় বসিলেন, তাহাও তাহাকে দীর্ঘকালী করান।

ঐযুক্ত কোম্পানির মুখ্যী বসিলেন,—১৯৩৬ সাহিত্যসমীচক তিনি সাহায্য করিতেন, আশাশুনির কোন সাহিত্য-বন্ধ তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাহিত্যিক সাহায্য অনেকই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে কীৰ্ত্তি রাখিয়াছেন এবং অনেক বিষয় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।



୪୫-ସାମାଜିକ କର୍ମସୂଚୀ

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୫୫ ଡିସେମ୍ବର, ଗୁରୁବାର, ସମ୍ବଲପୁର

ଉପସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ

ପଞ୍ଜିତ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ କାଳୀବର ସେବାସଂଗଠନ ( ନିର୍ବାହୀ )

ସହାୟକ-ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ବାମବେଶର ଉତ୍ତର ( ଗୁରୁବାର )

ପଞ୍ଜିତ . ସାମାଜିକ ଉତ୍ତର ( ପୂର୍ବ )

. ନୂଆପଲ୍ଲୀର ଗାଁ ଡୋହରୀ ( ଗୁରୁବାର-ସାମାଜିକ )

. ଡାକ୍ତରୀ-ସଂଗଠନ

ପଞ୍ଜିତ . ଡାକ୍ତରୀର ସାମାଜିକ ।

ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ବାମବେଶର ସେବା, ବି ଏ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ, ଏମ୍ ଏ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ ଉତ୍ତର

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ସାମାଜିକ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

. ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ-ସଂଗଠନ

ସାମାଜିକ ବିବରଣୀ

୧. ମୁଖ୍ୟ କର୍ମସୂଚୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୨. ମୁଖ୍ୟ କର୍ମସୂଚୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୩. ମୁଖ୍ୟ କର୍ମସୂଚୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

- ১১। পিতৃ-পুত্রীয়ক ভাষ্যকচক্ৰ সংখ্যাসংগ্ৰহ "মহাশয়ক চক্ৰ" সংখ্যার লোকান্তরকার্য সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ১২। (ক) শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (২) এ মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন পুঁথি" নামক গ্রন্থ (৩) শ্রীমুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "বৈদিক তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ। ১৩। শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাব্যানিবারক কৃত্তিকের সঙ্গত-পত্রাগ পত্র। ১৪। বিবরণ।
- ১৫। গীতা জগদগুরুদের কাব্যাবলী প্রস্তুত ও প্রণীত হইল।
- ১৬। নিম্নলিখিত সভাপ্রণয়নাবলী নির্দিষ্ট হইলেন।

প্রণয়ক	সময়ক	সংখ্যা
শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। শ্রীমুক্ত গারাগাল বসু, এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ
শ্রীমুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২। সীতেশ্বরক নন্দা শিকদার বাগান
চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮১ হু মহাশয়ের ঠিক
শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪। বিজয়ীলাল সরকার বঙ্গবাসী সম্পাদক
শ্রীমুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	৫। শশিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ
শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬। বালা মহিষারতন রায় চৌধুরী কলিকতা
শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭। ডিমেনচন্দ্র গুপ্ত, বি এণ
শ্রীমুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮। অধ্যাপক বেন জমিদার, গারাগাল
শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, চম্পু
শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত
শ্রীমুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। অধ্যাপক শাহীদী বি, বি, ই, ডিঃ ইন্ডিয়ান
শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২। কেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পালের হাট কাছারী, বঙ্গবাসী
শ্রীমুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুক্ত চোমকেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩। পূর্ণেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়



৩৬। পরমানন্দ সেনকৃত চৈতন্যচরিতামৃত নাটক ৩৭। নরোত্তম দাসকৃত প্রেমকণ্ঠিকা  
৩৮। তরুণদামিনীর অন্তর্গত কীর্তিবিহার। ৩৯। শান্তিনগর ৪০। সুখীবাগিনীকৃত সুখবাগীকা  
৪১। ভট্টকাব্য ৪২। রাবতকবীর কৃত বৈষ্ণবকবিতা ৪৩। সটীক ভাসবত ৪৪। মহেশ্বর-  
ভট্টকাব্য কৃত সাহিত্য-বর্ণনাকা ৪৫। নারায়ণ কবিরাজ কৃত নীতগোবিন্দীকা ৪৬। কুমার-  
সম্বৎসরীকা ৪৭। বেবেশ্বর-প্রণীত কবিকল্পলতা ৪৮। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকৃত বিদ্যমোহনতরঙ্গিণী  
৪৯। গোপালভাণসীর টীকা ৫০। ভরতমল্লিক কৃত ভট্টকাব্যটীকা ৫১। ভাবাকবচ  
৫২। সুখবোধ ৫৩। কপূরাদি তোষ। ৫৪। অমরকবচ।

এই গ্রন্থের সম্পাদক বঙ্গিলেন, ষষ্ঠোদ্যানখন বাবুর শিষ্য ষষ্ঠিহোমস প্রামাণিক  
শান্তিনগরে একজন মাত্র ব্যক্তি ছিলেন ; তৎকালে তিনি শান্তিনগর-র বসিয়া গণ্য হইতেন।  
তিনি শান্তিতে তৈলিক ও আচারে নিষ্ঠাবান তত্ত্ব বৈষ্ণব ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও বর্ণনে  
ঐহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া বান, তন্মধ্যে  
“কোকিলদূত” নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ ঐহার জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐহার  
মৃত্যুর পর যশোদা বাবুর অনুরোধে আমি “কমলাবিলাস” নামক সংস্কৃত ভাষার লিখিত নাটক  
ও কোকিলদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। ঐহার কৃত “ভারতবর্ষীয় কবিশ্রবণ-লবণ  
নিরূপণ” নামক বর্ণনাগ্রন্থ যশোদা বাবু পরে প্রকাশ করেন। এই শৈলোক গ্রন্থে ঐহার  
পাণ্ডিত্য-প্রণালী অবলম্বনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক কবিশ্রবণের সময় নির্ধারণের ও  
জীবনী সংকলনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেকালে পাণ্ডিত্য হইলেও ঐহার উদারতা বিস্ময়জনক।  
তিনি জীক ও হিত্তভাষার লিখিত বাইবেল অধ্যয়ন করিতেন ও এই উপলক্ষে হিব্রুভাষার  
সহিত ঐহার প্রভাষা লেখা চলিত। ঐহার রচিত আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও  
অপ্রকাশিত আছে। সেই ষষ্ঠিহোমস প্রামাণিক উপস্থিত গ্রন্থাধির অধিকারী ছিলেন।  
যশোদা বাবু আমার শত্ৰুবৎ ছিলেন ; কালী হংসজী খুলে শিককতা কাণ্ড করিবার সময়  
যশোদা বাবুর সহিত আমার সম্পর্ক ঘটে। যশোদা বাবুর মৃত্যুর পূর্বে ঐহার শিষ্য সম্প্রদায়  
মহাবল্লভ গ্রন্থাদি অল্পে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় ঐহার পত্নী অমরকবচিকা আমার  
ভ্রাতা ও যশোদা বাবুর ভাগিনের জীবন সুখায়িত প্রামাণিক ভ্রাতা ঐ গ্রন্থগুলি পরিষদকে উপহার  
দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, পরিষদ বহুপূর্বক গ্রন্থগুলি রক্ষা করিবে। ঐহার  
অন্য অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও প্রসঙ্গ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। যশোদা বাবুর পত্নীকে পরম্পর  
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য প্রস্তাব করিতাহি। ঐহার স্মৃতি হইল।

তৎপরে পাণ্ডিত্য শ্রী ষষ্ঠিহোমস প্রামাণিকের “সাংখ্যসাংখ্য্যী মোকাদ্দরবাব”  
সংস্কৃত বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার মর্ম্মার্থ এই—

জগতের বারম্বারিত পেলিয়া, অধিকাংশের অজ্ঞানতা, সেইজন্য অনেকের পতনের দিগ্গন্ত দেখিয়া  
অন্যের জগদীশ্বর পুরুষের অনুমান হয়। কিন্তু ইহাতে সত্যের উপস্থিতি হয় না। এই পুরুষ  
কিন্তু পরীক্ষার পরও সেই পুরুষের দিগ্গন্ত অজ্ঞানতা করিতে হয়। জগদীশ্বরী জগতের

ঐ শ্রুত বীকার করেন, কিন্তু সেহকালের পর যেমন প্রকৃষে অতিবাহিত হয় কোন কথা বলেন না। প্রকৃষে পতিগামী কণ্ঠস্বর ও নিতাবিকারগণ হইলেও যখন "সেই আশি" এই প্রোভাতিকা থাকে, তখন শবীর হইতে অধিকারী পূর্বে আশার অহমান সত্তা, "আমার শরীর" এই সময়ে ব্যবহারই শরীর হইতে আমার পার্থক্য বীকার করিতেছে, এই ব্যবহার পার্থক্যগত ও নৈসর্গিক, অতএব ভিত্তিযুক্ত। যুক্তিগত বিচারে আশার মাপ সত্তবে না। জাতমাত্র শিত পূর্বসংস্কারবশে শুভ মাপ করে; প্রকৃতি কার্যের একমাত্র কারণ সমস্ত কাব্যেই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ও উপকার-বুদ্ধি আছে। উপকারের আশা না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। শান্তিলাভের আশাতেই লোকে আত্মহত্যাতও প্রবৃত্ত হয়। সন্তোষাভি পিত্তর শুভপান-প্ৰসুতিও অতীত-জীবনে অর্জিত ইষ্টসাধনজনন হইতে উৎপন্ন এই অহমান সত্তা। পরজন্মে নব্যর্জিত সন্তোষের চাপে পূর্বজন্মের ব্যবহারী সত্যের সূত্রপ্রায় হয়। একপ্রকারে ধ্যানমগ্ন আত্ম হইলে, অনেক সময় ঐ সকল সত্যের স্মৃতিপথে উদ্ঘোষিত হয়। যখন অল্পকৃত বিষয়েরই স্মৃতি, অনেক অপব্যয়ন যখন বোধিতে পাওয়া যায়, যেমন আকাশে উচ্চরন প্রকৃতি পূর্ববর্তী খেচরজন্মের স্মৃতি বলিয়া বীকার করিতে হয়। ক্রমাগত বিবর পরিগ্রহদ্বারা আমরা আত্মকে কৃত্রিম বিকারে গুহী করিয়া থাকি; প্রবৃত্তদ্বারা অপরিগ্রহ অত্যাশে আত্মকে বহু অবস্থায় আনিতে পারা যায়। সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি প্রত্যাহারদ্বারা যন আত্মার পূর্বার্জিত সন্তোষ প্রত্যক্ষপদ্য করিতে পারে।

ঐ পূর্বাভাস বাক্য সমস্যাভাব বক্তা সম্ভাষণগানের বক্তা অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইলেন। সত্যপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীচর বোহাঙ্গাঙ্গী মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিগেন, তিনি যেরূপ সরল ভাষায় ঐ প্রকৃত বিষয় বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বাক্যের ভাবের উদ্ঘাটন আশাশ্রয়। ভাবযাতে তিনি অসংখ্য কথা শুনাটর পরিবর্তে অল্পগুহীত করিবেন।

৬। সমস্যাভাবে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীচর বোহাঙ্গাঙ্গী মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ হসিত থাকিল। প্রকৃষের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক জানাইলেন, মেহেরপুরের আমদার, পরিষদের সভা সাহিত্যসেবী ও বৈষ্ণবগুরু প্রচারক ব্রজমোহন মল্লিক এই অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষদ শোক প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র মেন ও শ্রীযুক্ত ব্রজেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার জগদ্রামেব ও সাহিত্যসেবার উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে সভা গৃহীত হইল। সমাজপতি মহাশয় হর্ষিকাব্যবসায়ী পণ্ডিত পুণ্ড্র বোহাঙ্গাঙ্গী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলে, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার হসিকমোহন চক্রবর্তী তাঁহার সমর্থন করিলেন।

৮। সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত মঙ্গলমোহন বর্মা জানাইলেন, শ্রীযুক্ত মণেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ণওয়ালিসে কলিকাতা ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ার কারণে কলিকাতার সমিতির সভাপতি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরিষদ মান্যকরণে চিঠিরিখা। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার



(বঙ্গদীপন পত্রিকার সম্পাদক) উহার দ্বারা কাব্য-নিরীক্ষার সমিতি স্থাপন প্রস্তাবিত হইয়াছেন।  
এ প্রস্তাব সর্বদা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুশ্রীচরণ বসু মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পূজনীয় পরিষৎ অঙ্গগৃহীত  
হইয়াছে, বলিয়া আকাশ প্রকাশ করিলেন।

৩। রঙ্গপুর-শাখাসভার সভাকারী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,  
আমি যদিও এখানে অপরিচিত, তথাপি আমি সাহস করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার  
এই ভার কতঃ প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছি। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় দাববেশ্বর তর্কবত্ত  
মহাশয় বিচারকে সম্মান করেন, সেই সভাপতি মহাশয় আমার কত সম্মানের পার তাহা বলা  
বাহুলা। রঙ্গপুরে এককালে বিলম্ব সহিত্যচর্চা ছিল, তখন বাকালার অন্তরু সাহিত্যচর্চার  
বিকাশ হয় নাই, তাহা বহল প্রমাণ আছে। সম্প্রতি অকল্যাণের ঘটনায় রঙ্গপুরবাসীরা  
সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন করিয়া পরিষদের অন্তর্গত সাহিত্যসম্বন্ধে যোগ দিতে  
সক্ষম করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী বলিলেন, ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত  
নহেন। গত বৎসর এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের কার্যক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য যখন রবীন্দ্র  
বাবু কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তখন সেই সময়ে রঙ্গপুর সভাপতিবর্গের জমিদার শ্রীযুক্ত  
জরেন্দ্রচন্দ্র দাস চৌধুরী রঙ্গপুর পরিষদের শাখাস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া গঠন। উহার প্রস্তাব  
সাধারণে গৃহীত হয়, তৎপরে সুদেব বাবুর যত্নে রঙ্গপুরে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে ও তাহার  
কাণ্ড প্রসারিত চলিতেছে। তাপনপুয়েও শাখা স্থাপিত হইয়াছে ও অন্যান্য কোথাও স্থাপনের  
ক্রমে চলি হইবে। রঙ্গপুর শাখার স্থাপনকর্তা অতঃপর বাবু কলিকাতার উপস্থিত আছেন,  
তিনি সম্প্রতি বসকরণে অকল্যাণ দৃষ্টান্তে এক সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাট, তৎকাল  
ব্যসার বিশেষ দ্বারা, তৎপরে উহার নীতিগত কলন : উহার ভাষা শ্রীযুক্ত দুর্নীতি বাবু  
সভায় উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝে বাবুকে বুঝাইবেন। ভবানী  
বাবু রঙ্গপুর শাখাসভার অন্ততম সর্গদার; তিনিই যেহেতু যত শাখাসভার নেতৃত্ব গ্রহণ  
করিয়াছেন, তাহাতে পরিষৎ উহার বিকট রূপ। এই সকল স্থানীয় শাখাসভাচার্য  
বাকালার স্থানীয় ইতিহাস সর্বস্বত হইবে : স্থানীয় ইতিহাস সভ্যত্ব না হইলে যত্নের জাতীয়  
ইতিহাস লিখিত হইবে না; এবং জাতীয় ইতিহাস বর্তমান লিখিত না হইতেছে, তৎকাল  
আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দুঃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। তাহার যত্ন ও সাহিত্যের যত্নই  
জাতীয়তা রক্ষার প্রধান উপায়। বাবুজি যত্নকে একাক্ষর্যে বুক রাখিতে সাহিত্য-পরিষৎ  
ও তাহাকে শাখাসভা প্রসারিত করিবে। ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত  
নহেন, তিনি এক প্রকার সভাপতিগণ আর সমস্ত ব্যয়ে পরিচিত। যে মহামহোপাধ্যায়  
দাববেশ্বর তর্কবত্ত মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ সভাকে উজ্জল করিয়াছেন, তিনিও আজ কেবল  
যত্নের দৃষ্টিক্রমে পূজ্য নহেন, তিনি যত্নের সর্বত্র পূজ্য। সাহিত্য-পরিষৎ

মৈত্রিক মতা মতে, কিন্তু তবানী যাবু হইতে মহাবোধাধার, পুত্র, মহাপ্রবাসীরা বাক-  
নিগ্রহ লাভ করিলে আত্ম বাজনাগর মহিমা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহা হইলে পশ্চিম  
কন্টিনেন্ট নিযুক্ত হইয়া যে নীচম পাইরাছেন, সেই নীচম বাজনাগর আত্ম বাজনাগর নিদানে  
হইবে, সন্দেহ নাই। তৎপরে সভ্যতক হইল।

শ্রীমাদেব শ্রীমদ্র জীবনী

সম্পাদক :

শ্রীমদ্রাচার্য মিত্র

সম্পাদক :

### মহাপ্রবাসীক অবস্থাপন

১ই মাঘ, ১০ আশ্বিনী সবিহার সপ্তাহ ১০।

সম্পাদক :

মামনীক বিদ্যাকান্ত শ্রীমদ্র সারস্বত মিত্র এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

মাম শ্রীমদ্র শ্রীমদ্র মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক) ; মাম শ্রীমদ্র শ্রীমদ্র মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ  
মহাপ্রবাসীক শ্রীমদ্র মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ

শ্রীমদ্র মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক) ; শ্রীমদ্র মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

মাম

কবি

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" মাম সারস্বত মিত্র, এম্ এ, বি এল

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ

" সতীশসেবক নন্দী

" সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি

" সুরেন্দ্রচন্দ্র সান্নিকী গোখরাণী

" সুরেন্দ্রনাথ রায় ( দিনাজপুর )

শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী, এম্ এ, সম্পাদক ।

" মন্থনমোহন বসু, বি এ,

" বোমকেশ মুস্তকী

} সহ-সম্পাদক ।

আয়োজ্য বিষয়,—

১। পত্র অভিবেশনের কার্য বিবরণপাঠ, ২। সভানির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতা-  
দিগের বক্তব্যের জ্ঞাপন, ৪। ৮অধিবেশন কবিরত্ন মহাশয়ের অকালমৃত্যুজ্ঞ শোকপ্রকাশ ।  
৫। আনন্দপ্রকাশ—( ১ ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কিশোরকৃষ্ণ এম্ এ, মহাশয়ের "মহামতো-  
পাথার" উপাধি ( ২ ) মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার ঠাকুর মহাশয়ের "নটট"  
উপাধি ও ( ৩ ) শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের "সার বাহাদুর"  
উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে । ৬। চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৭অবলীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা,  
৭। প্রদর্শন, ( ক ) শ্রীযুক্ত কলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক জনৈক জাপানী চিত্র-  
বিলাসনের অঙ্কিত পাঁচ খানি প্রাচীনচিত্র, ( খ ) শ্রীযুক্ত কামালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
কর্তৃক কানী-বৌদ্ধস্থাপত্যসমূহের কতকগুলি ছবি চিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তব্য, ৮। বক্তৃতা—  
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র ঠাকুরকৃষ্ণ এম্ এ, মহাশয় কর্তৃক "পালি ও সংস্কৃত-গ্রন্থে রোম-  
নগরের উল্লেখ" সম্বন্ধে বক্তব্য ৯। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয়  
কর্তৃক প্রাচীন পারসিক ও হিন্দু জ্যোতিষ সাহিত্য । ১০। পিবিধ ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়  
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং পত্র অভিবেশনের কার্য বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত  
হইল ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অধ্যায়ীতি সভায় নিরূচিত হইলেন,—

প্রসারক	স্বর্থক	সভা
শ্রীশ্যামসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবোমকেশ মুস্তকী	১। শ্রীযুক্ত বোধিনীমোহন ধর, এম্ এ কেওরান ময়ুরভট্ট টেট ।
		২। " নীলকান্ত রায় ভট্টাচার্য খোসবাস পুত্র, পোঃকর্ণ, দুর্নীয়াবাদ
	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি	৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ অধ্যাপক, নড়াইল কলেজ
		৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ উকীল, হাণ্ডা

প্রকাশক	সম্পাদক	সঙ্গ
শ্রীমতেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	শ্রীমতেন্দ্রনাথ সমাজপতি	১। " বোম্বেশত্ৰ লিংহ, বি এন্ উকীল, গয়া
"	"	২। " উপেন্দ্রনাথ কামিনীলাল এক এন্ এল, ১১ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীমতেন্দ্রনাথ সমাজপতি	শ্রীমতেন্দ্রনাথ মুখার্জী	৩। " নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
"	"	৪। " বিহারীলাল মিত্র
"	"	৫। " গোপীকৃষ্ণ বসু
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ,	"	৬। " প্রমথনাথ রায় গুপ্ত কবিরাজ ৩০ গয়াবাজার ষ্ট্রীট

হার-সঙ্গ

- ১১। শ্রীমতেন্দ্রনাথ রায়, মহামহোপাধ্যায় সাত্ত্বিক-জরি আনিয় কাহারী।
- ১২। শ্রীমতেন্দ্রনাথ রায়, পাকুড়িয়া নন্দপুর, পাবনা।
- ১৩। শ্রীমতেন্দ্রনাথ রায় সরকার বি এ, ১০৭ আমহার ষ্ট্রীট, ডাককমেজ।
- ৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—
- ১। " দ্রোণাচার্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু, ২। আকোল গুপ্ত, ৩। " শ্রীকৃষ্ণ  
রায়, ৩। " জটিল-সাবন, শ্রীমতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। " দীপা, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিরাজ,  
৫। A Legend of the Sorabazar Sen Family—শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু, ৬। মহাজননাথ—  
শ্রীমতেন্দ্রনাথ গুপ্তাচার্য, ৭। পান্ডিত্যপূর্ণন, ৮। মণিরঞ্জনলাল, ৯। বাগ্‌বাজার ৮মহল-  
মোহন জীউর নিগুড়তব ১০। দেবী জরীপ, ১১। পান্ডিত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান ১ম ভাগ,—  
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, ১২। লক্ষটপুরাণ,—শ্রীমতেন্দ্রনাথ বসু ১৩। কামিনীগোপাল ও  
দামিনী বাগন,—শ্রীমতেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ১৪। Sanskrit, Jain and Hindi Manuscript  
Govt. press United Provinces.

৪। শ্রীমতেন্দ্রনাথ সমাজপতি ৮মহলনাথ কবিরাজের অকালমৃত্যুর বহু শোক-  
প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনাজ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। এই উপলক্ষ  
বহু কবিরাজ মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের সংক্ষেপে পরিচিত হিলেন ও ভৎকৃত সুখবতীর  
অনুবাদ ও চরিত্রসংহিতার ইংরাজি ও বাঙ্গলা অনুবাদের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীমতেন্দ্রনাথ  
মহাশয়ের চৌধুরী বাঙ্গলা সাহিত্যে এই সকল অনুবাদের হানের পরিচয় বিরা এই প্রস্তাব  
অনুবোধন করিলে উভা সাংগে পৃষ্ঠীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীমতেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী শ্রীমতেন্দ্রনাথ সমাজপতির বিজ্ঞানবদন মহাশয়ের  
মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে পরিচয়ের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,  
বিজ্ঞানবদন মহাশয়ের সংকলিত পালি ও তিব্বতী সাহিত্যে কৃতবিদ্যা, বঙ্গের বিজ্ঞানবদন কলেজের অধ্যাপক



[illegible]



সাহায্যে তাঁহাকে হুইয়া এই চিত্র করখানি আঁকান হইয়াছে। যথুতভাবে আঁশানীকায় থাকিলেও চিত্রকরের কলতা প্রকাশমান। পরিষৎ গগন বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ঐযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক হুইখানি কটোগ্রাফের উপহারের জন্য উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

স্বামি হওয়ার অস্তিত্ব কার্য স্থগিত থাকিল। ঐযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্যোগপেতা) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

ঐরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সম্পাদক

ঐপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি

১৯ই মার্চ ২৭ জাম্বারী শনিবার।

### অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

১৯ই মার্চ, ২৭ জাম্বারী, শনিবার, অপরাহ্ন ৪১৫

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

ঐযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, (সভাপতি)

কুমার ঐযুক্ত পরশুরাম বসু, এম্ এ

ঐযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি, এল্

ঐযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম্ এ, বি, এল্ ঐযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

" বিহারীলাল সরকার

" সত্যেন্দ্রনাথগোপাল রায়

মহামুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচন্দ্র, এম্ এ

" প্রকাসন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ

ঐযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি

" রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

" প্রসন্নমোহন সেনগুপ্ত

" সত্যেন্দ্রনাথ বসু

" যাদবচন্দ্র মিত্র

" পার্শ্বচন্দ্রনাথ দত্ত

মিলিকান্ত সেন

" বাণীনাথ মল্লী

" কীর্ত্তনচন্দ্র দত্ত

" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্ এ

" সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

" প্রভুনাথ সরকার

" হরীকেশ মিত্র (ছাত্র)

" চারুচন্দ্র রায়

ঐযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, সম্পাদক

" সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বি এ

" বোম্বকেশ মুখার্জী

সভা সম্পাদক

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠ, — ২। সভাপতিত্ব

সভাপতি





৫। শ্রীযুক্ত বাখালবাস বন্দ্যোপাধ্যায় সারনাথের নবাবিকৃত বৌদ্ধপুণ্যস্থান, তাক্ষশ, স্মৃতি প্রভৃতির অনেকগুলি কটোগ্রাফ গ্রহণ করিলেন ও নবাবিকৃত প্রাচীন খোদিত লিপি দেখাইলেন, গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থের ও লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। এই সকল প্রাচীন বৌদ্ধলিখন সম্বন্ধিত আবিষ্কৃত হইয়াছে ও অধ্যাপি কোথাও তাহার বিবরণ বাহির হয় নাই। [ সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকায় এই সকল লিখনের ও খোদিত লিপির ক্রি-সহ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। ] সম্পাদক বাখাল বাবুর এই নূতন আবিষ্কার গ্রন্থসমূহের মত আশ্চর্য্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ “প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য” নামক মনোহর গ্রন্থ পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থে লেখক প্রাচীন পারসিক ও ভারতীয় জাতিগণের জাতিগত ও আচার্য্যাদি এবং উপাসনা প্রণালী-সহ বিবিধ সাদৃশ্য প্রদর্শনের পর উপলব্ধি করিলেন যে পারসিক জাতির বোধাই আগমনের বিবরণ দিয়াছেন। ভারতবর্ষে আগত পারসিকগণ যে সংস্কৃত শ্রোতৃ ও দানীশ্বন স্থানীয় রাজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেই শ্রোতৃগুলি প্রবন্ধ মধ্যে নিবন্ধ ছিল। তৎপরে বর্তমান পারসিক সমাজের আচার ব্যবহার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেন। পারসিকদিগের উপনয়ন, বিবাহ আনুষ্ঠানিকতার বিশেষ বিবরণ থাকায় প্রবন্ধ বিশেষ কৌতুহলজনক হইয়াছিল। লেখক বোধাই বাসকালে কোন পারসী ভ্রমণলোকের দিগাহবলে উপস্থিত হইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান ও রীতি-আচার প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। হিন্দু আচারের সহিত কোন কোন বিষয়ের সাদৃশ্য ও ভেদাদৃশ্য ছিল তাহার আনুষ্ঠানিক বর্ণনা প্রবন্ধ মধ্যে ছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীযুক্ত বাখালবাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তব্য দিয়া ‘দামেক’ ও ‘সারনাথ’ এই দুই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বক্ত প্রকাশ করিলেন। ‘দামেক’ সম্ভবতঃ দক্ষ-সহ ও সারনাথ নাম পারহনাথ হইতে উৎপত্তি। তৎকালে দামেক ও সারনাথ-রূপে নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে পারহনাথ নাম পাওয়া যায়। বাখালবাসের দৃষ্টান্তে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতীয় প্রবন্ধের মত বক্তব্য দিয়া বলিলেন, প্রাচীন আদিজাতির বাসস্থান ভারতবর্ষে কোথাও ছিল, এ বক্ত মনেহীনক। ইউরোপীয় জাতিগণের ও ভারতীয় জাতিগণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ভারতবর্ষের বাসিন্দার কোথাও বাসস্থান ছিল, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়। প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত সেমিটিক জাতির সাহচর্য্য ও আদান গ্রহণে অনেক সেমিটিক জাতি পারসিকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহোদয় বক্তৃতিসমূহকে সমাপন করিলেন সভাপতি মহোদয়কে বক্তব্যবাক্যে সম্বাদিত হইল।

শ্রীরামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

সম্পাদক

শ্রীমহেশচন্দ্র সমাজপতি

সভাপতি

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই মাঘ, ১০ জাহ্নগারী মঙ্গলবার

কার্যনির্বাহক সমিতির নির্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যগোপাল মহাশয় সাংখ্য বর্ণন অবলম্বনে ধারাবাহিকরূপে চারি সপ্তাহে চারিটি বক্তৃতা করিবেন এইরূপ নির্ধারিত হয়।  
অন্যদিকে সাহিত্য-পরিষদ পূর্বে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় ও সময় নিম্নোক্তরূপে নির্ধারিত হইয়াছিল।

১৭ মাঘ ১০ জাহ্নগারী মঙ্গলবার

“আত্মা ও কর্ম”

২৪ “ ৩ ফেব্রুয়ারী “

“পার্ব্ববাহ ও হুগল শরীর”

১ কান্তন ১০ “ “

“অদৃষ্ট ও পুরুষকার”

৮ “ ২০ “ “

“প্রতির উৎকর্ষ ও বৃত্তি”

প্রথম দিনের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রায় বতীজনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভাস্থলে আনুমানিক দুইশত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তা অতি প্রোক্ত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় “আত্মা ও কর্ম”।

বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই বক্তার ভূমণী প্রশংসাপূর্বক ধন্যবাদ জানাইলে সভা তল হইল।

## তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন।

২৪শে মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যগোপাল মহাশয় নির্দেশানুসারে “পার্ব্ববাহ ও হুগল শরীর” ও নির্ধারিত এই বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। শ্রীযুক্ত রায় বতীজনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তৃতার পর প্রোক্তবর্ণ সকলেই বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

## চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন।

১লা কান্তন ১০ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যগোপাল মহাশয়ের তৃতীয় বক্তৃতা “অদৃষ্ট ও পুরুষকার” জন্ম এই বিশেষ অধিবেশন আহুত হইয়াছিল। এই দিনে শ্রীযুক্ত রায় বতীজনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পূর্বে এই বিশেষ অধিবেশনের তার এই দিনও সভাস্থ সকলে বক্তার অপূর্ব বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণী ।

দ্বাদশ বর্ষ ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন ।

গত ২৯ কৈষ্ঠ ( ১৩১২ ), ১১ই জুন ( ১৯০৫ ), সোমবার অপরাহ্ন ৩ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল । সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল সভাপতি ।

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| .. নিখিলনাথ রায়, বি এল, | শ্রীযুক্ত বাবীনাথ নন্দী,        |
| .. বিপিনচন্দ্র পাল,      | .. নগেন্দ্রকৃষ্ণ বসিক,          |
| .. নরেন্দ্রনাথ বসু,      | .. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, |
| .. নগেন্দ্রনাথ বসু,      | .. বাদবচন্দ্র মিত্র,            |
| .. অনন্দেরাম রায়,       | .. শ্যামচন্দ্র চৌধুরী, বি এ,    |
| .. রমেশচন্দ্র বসু,       | .. সতীশচন্দ্র মিত্র,            |
| .. হেমচন্দ্র দাস শুক্ল   | .. দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  |

এম এ, এম আর, এ, এস,

- |                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| .. শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,      | .. মনোমোহন বসু বি, এ | } সহকারী সম্পাদক, |
| .. সভ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়. | .. কিশোরীমোহন সিংহ   |                   |

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

( ১ ) গত অধিবেশনের কার্যাবল্যের পাঠ । ২ সভ্য নির্বাচন । ৩ পুস্তকোপহার-ভাড়াগণকে বন্ধবাদ । ৪ পরিষদের অন্ততন সদস্য বাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ত্রাণাচাণা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহায়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ । ৫ প্রবন্ধ ।

( ক ) শ্রীযুক্ত অনন্দেরাম রায় কর্তৃক ~~কবিতা~~ কবিতা : করিমপুরের ইতিহাসের একাংশ নামক প্রবন্ধ এবং ( খ ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গীতা ও ব্রাহ্মদর্শনমতে “ব্রহ্মতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধপাঠ । ৬ । বিবিধ ।

সভাপতি ও সহকারী—সভাপতি বঙ্গাধিপের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গাধিপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

পরে—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কম  
মোহন বহু পুস্তক অধিকারের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভানির্বাচিত হইলেন।

প্রত্যাগ	সমর্থক	সভা
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	১। বতীজমোহন গুপ্ত বি, এল, উকীল, মুর্শেদ
		২। শ্রীসৌরীজমোহন গুপ্ত মুর্শেদ এল এম, এচ,
		৩। শ্রীমুখোদয় মজুমদার বেলুর, শান্তিনিকেতন
		৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার নব ভি: কলেজটর ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	৫। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ২ রাসার সেন।
শ্রীসৈমিকদীন আহমদ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	৬। শ্রীহরিশঙ্কর রায় মোক্তার নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
		৭। শ্রীকালী শ্রমস সেন ঐ
		৮। শ্রীমতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
		৯। শ্রীরকসে শাহিকী ঐ
		১০। শ্রীগোপালচন্দ্র লেহানবীশ
		১১। শ্রীকুমারচরণ নায়, রঙ্গপুর
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	রায় বতীজনাথ চৌধুরী	১২। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিভাগ্যধর মহাপাত্রের বাড়ী
		১৩। শ্রীকুমারচন্দ্র দত্ত এটর্নি ১০ বেটলিং স্ট্রীট
শ্রীগণেশনাথ বসু	রায় বতীজনাথ চৌধুরী	১৪। শ্রীকিষ্ণেন্দ্রনাথ রায় ললিতময় হাটবেড়িয়া, নবাবীন।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	১৫। শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী এল এ এলসিন রোড, এলাহাবাদ
		১৬। শ্রীকণ্ঠনাথ মুস্তকী

সম্পাদক শ্রীশ্রীমহাশয়-সমিতি, নৈমিত্তিক।

## সাদাল বার্ষিক কার্য-বিবরণী ।

৫

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের অগ্রতম সভ্য রাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক (জ্যোতিষিক) পরিভাষা লইয়া তিনি বিশেষ পরিচর্য্য করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িলেই তাঁহার গুণবর্ণা বুঝা যাইবে। তিনি দুঃপণ্ডিত ঐক্য করিয়া পত্রিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং ভবদ্বয়াদি তিনি “বিশ্বজ্ঞানসিদ্ধান্ত-পত্রিকা” নামে নূতন ধরণের পত্রিকা আঁজ করেক বৎসর প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারািয়াছেন এবং একজন বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেন্দ্রচন্দ্র সেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি চরিত্রবান, ধর্ম্মশীল, সৎকথা ও স্ত্রী-পুত্র ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রতম নেতা ছিলেন। তাঁহার অত্যধ উন্নত ব্রাহ্ম সমাজ আজ বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি বাক্যলয় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বাক্যলয় হইখানি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। আমি প্রত্যয় করিতেছি রাধব বাবু ও প্রতাপ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি উহা এই সভার অগ্র পাঠ করিতে বীজত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে আপনাদের অনেক বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অতএব আমি তাঁহাদের তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ ১৩১২ শ্রাবণ মাসের বঙ্গবর্ননে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বহুবর বিপিন বাবুর প্রবন্ধে প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলাম। ঈর্ষাকো ভক্তিব্রজা করি, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা ওনাইরা বহুবর বিপিন বাবু আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব।

তৎপরে সমগ্র সভার অনুমোদনে বতীন্দ্র বাবুর প্রত্যয় গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আমলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধপাঠক মহাশয় করিষদ্বয়ের ইতিহাস সন্ধান করিতেছেন। এই প্রবন্ধ ভারতবর্ষে একমুখ্য।)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন—আনন্দ বাবু ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দীয় আকবরের সময় হইতে কে নবম কথার আন্দোলন করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে। বেঙ্গলিট পরিচালকবর্গের বর্জিত ইতিহাসে জানা যায় শ্রীপুরের ফেরার রায়, বাকুলার রায়চন্দ্র রায়-আর-চৌধুরীকান্ত রায় এই তিনজন বিখ্য ছিলেন। রাধব চৌধুরীর মধ্যে তিনজন বিখ্য, সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যয়ে বেঙ্গলিটপন খুঁজিয়া প্রচারে যেন পাঠাইয়াছেন। চৌধুরীকান্ত রায় সভ্যকর্ত্ত প্রতাপাবিজ্ঞান। এই তিনজন বিখ্য চৌধুরীর মধ্যে ফেরার রায় ও রাধবচন্দ্র রায় দুই বীর।

প্রবন্ধকার বলিয়াছেন কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, কেন না তিনি অ্যাকবরের বশত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পিতা (মতাইকরে তাঁহার ভ্রাতা) চাঁদ রায়ও বীর ছিলেন। রাল্ফ কিঙ্করসহেব সে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, প্রতাপাবিন্দ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেনুইট পাদরীরা বুদ্ধরায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সামান্ত কথা বলিয়াছেন।

সত্যাপতি—মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের বারভূঞার ইতিহাস জন্মিয়া অনেকদিন হইতেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, চাঁদ রায় কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। নিখিল বাসুও তাহার পোষকতা করিয়াছেন। আমি তাহার কারণ অন্তরূপ মনে করি। পাঠানরাজ্যের শেষ হইতে মোগলেরা একবারে বাঙ্গালার সমস্ত অংশ জয় করে নাই; ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছিল। প্রথমেই প্রতাপাবিন্দ্যের রাজত্ব। কাজেই তাঁহারের ক্ষয়পের পর চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজত্ব আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং অ্যাকবরের সময়ে বশত স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে চাঁদ রায় কেদার রায় শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, তাহা প্রমাণ হয় না। যাহা হউক, প্রবন্ধকারের প্রবন্ধে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার ও নিশ্চিয়ার কথা। এই সকল বিষয়ের আলোচনার আমরা জানিতে পারি যে পাঠান ও মোগলশাসনেও বাঙ্গালী ভূসমিগণ বিদ্রুত ক্ষুভাগণসন করিতেন, সেনাসাহায্যে বেশরপ্য করিতেন। এক্ষণে প্রবন্ধকারকে তাঁহার প্রবন্ধের ভঙ্গ আমি যতায় প্রতিনিধি স্বরূপ উল্লেখ আপন করিতেছি।

অন্তঃপর ঐযুক্ত সম্বন্ধমোহন বসু, বি এ, সহকারী সম্পাদক মহাশয় নূতন অবলম্বিত উপায়ে চারুসভাগ্রহণের বিবরণাদি জানাইয়া বলিলেন নতুন ছাত্র, ছাত্রসভার নিয়মাদ্বারা পরিবর্তন সভা হইবার ভল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাবিগকে ছাত্রসভাপ্রতীকৃত করা হউক।

ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তৎপরে যথারীতি পুস্তকোপহারভাগপক্ষে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

(অনুমোদিত)

শ্রীমদ্যমোহন বসু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি।

দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন।

১১ আশ্বিন, ১৯৫৫ জুলাই, শনিবার, ৭৮ নং—

উপস্থিত ছিলেন।

ঐযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম এ, বি এল, ( সভাপতি )

ঐযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ, ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, বি এ,

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| " সতীশচন্দ্র সিংহাচার্য এম এ,        | " বাবীনাথ মল্লী,                           |
| " নগেন্দ্রনাথ বসু,                   | " নগেন্দ্রকুমার মল্লিক,                    |
| " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,               | " জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার,                  |
| " নিহারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,            | " সৌরেশচন্দ্র বসু,                         |
| " অমৃতকুমার মল্লিক, বি এল,           | " চন্দ্রনাথ চাকী,                          |
| " সত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,         | " মনোজনাথ মিত্র,                           |
| " সুরারিমোহন গুপ্ত,                  | " কমলাচরণ মিত্র,                           |
| " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,            | " জুলসীদাস ভাট্টা,                         |
| " বোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ,            | " রাজকুমার বসু,                            |
| " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,                 | " বোগেন্দ্রনাথ মিত্র,                      |
| " ভারকনাথ বিশ্বাস,                   | " বিহারীলাল রায়,                          |
| " সুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, | " মনোজনাথ চক্রবর্তী,                       |
| " বামুনচন্দ্র মিত্র,                 | " মনোজনাথ সুর ( ছাত্রসভা )                 |
| " কামাখ্যাচরণ নাগ,                   | " রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, এম এ, ( সম্পাদক ) |
| " উমেশচন্দ্র মুখার্জী,               | " মনোমোহন বসু বি এ, }                      |
| " সুরেন্দ্রনাথ সান্দকী গোস্বামী,     | " ঘোষকেশ মুখার্জী, }                       |
| " অক্ষয়কুমার বড়াল,                 | " কিশোরীমোহন সিংহ, }                       |

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

- ১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণপত্র।
- ২। সভ্যনির্বাচন।
- ৩। পুস্তকোপহারবাহু-গণকে ধন্যবাদ।
- ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাপরকর্তৃক "নীতি ও বেদান্তবর্ণনামতে ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপত্র।
- ৫। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অগ্রপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাপর সর্বসম্মতি-ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পত্রিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক

সমর্থক

সভ্য

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ সৌদুরী, শ্রীযুক্ত ঘোষকেশ মুখার্জী

" বগেন্দ্রনাথ মল্লিক

২

১। শ্রীমানাথনাথ মল্লিক,

২। সত্যনাথনাথ ইষ্টী,

৩। শ্রীমদেবনাথ বসু,

অমিত্রায়, শ্রীধরপুর, বনোহর।



শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ, শ্রীযোকেশ মৃতকী

" রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ,

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

" কামিনীনাথ রায় শ্রীযোকেশ মৃতকী,

" রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী,

ঐ

" নরেন্দ্রচন্দ্র সেন রায় শ্রীমতীশচন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্র

৩। শ্রীকুমার হরনাথ চৌধুরী

১৪৭৩ অপার সারকুলার রোড।

৪। শ্রীদীপেন্দ্র সিংহ এম এ,

বজরপুর, ভাগলপুর।

৫। শ্রীমদেবচন্দ্র সিংহ এম এ,

উকীল, ভাগলপুর।

৬। শ্রীচাক্রচন্দ্র মিত্র এম এ,

উকীল, ভাগলপুর।

৭। শ্রীমতীশচন্দ্র সিংহ বি এ,

কাবী, মুর্শিদাবাদ।

৮। শ্রীচর্যাপাশ অধিকারী,

কাবী, মুর্শিদাবাদ।

৯। অনন্তলাল ঘোষ বি এ,

কাবী, মুর্শিদাবাদ।

১০। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,

অধ্যাপক, দিটি কলেজ।

১১। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৩ মণ্ডল ট্রাট।

১২। শ্রীমদেবচন্দ্র রায় বি এল,

উকীল, ভাগলপুর।

১৩। শ্রীমদেবচন্দ্র গুপ্ত এম এ,

৭২ হার্লিন রোড।

\* ৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হীরাচন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, "পিতা ও বেদান্তবর্ননের" যতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেন। [ ঐ গ্রন্থ তৎপ্রসিদ্ধ বীতায় ইন্দ্রবাস নামক পুস্তকের একাংশ; ঐ পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎকর্তৃক গ্রন্থ পাঠের পর প্রকাশিত হইয়াছে। ]

শ্রীযুক্ত মতীশচন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্র এম এ, বলিলেন হীরাচন্দ্রনাথ বেদান্তবর্ননের প্রবর্তনায় অর্থ সম্বন্ধে অগ্রহান করিয়াছেন; ঐ তিনি এই গ্রন্থাংশ হইতে প্রত্যয়ে উক্ত নাম প্রবর্তিতের কত রূচি। এইরূপ ঐ নামের সার্থকতা। পশ্চিম অতিথিগণিতকের অন্তর্গত "পট্টান" নামে এই আছে, উহাতে কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনা আছে। মন্তব্যতঃ বেদান্তবর্নন ও ব্রহ্মতত্ত্ব কার্যকারণতত্ত্বের আলোচনা থাকায় ঐ তিনি প্রকৃত "প্রবান" নাম হইয়া থাকিলে। হীরাচন্দ্রনাথের অগ্রহান ও অসম্বন্ধ নহে। হীরাচন্দ্রনাথ নিজের অগ্রহানে সার্থকতা উপলব্ধি আশ্রয়

কতিয়াজেন। মাদ্রাসাবিদ্যুৎ গ্রন্থ অথবা হীরেন্দ্রবাবুর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের নামাক্তর ইত্যাদি; আর বামা-  
যুগ ইত্যাদি নির্ণয় গ্রন্থ। ঐহার উত্তর গ্রন্থের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার ইচ্ছা নামটা  
স্বাধীন না করিলেও নামটিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, মহাপুত্র বলিলেন, হীরেন্দ্রবাবুর উৎকৃষ্ট  
গ্রন্থের সমালোচনা করিব না। হীরেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিকবিদ্যার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের  
উদ্ভব করিয়াছেন, সে বিরোধ ত্যাগের এখন সময় আসিয়াছে। হীরেন্দ্রবাবুর উত্তর  
গ্রন্থের একত্ব প্রতিপাদন হাজা দীর্ঘাঙ্গার চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চ বিভিন্ন চইলেও সকল সভা-  
স্থানের সম্মুখীন এক; মহত্বের স্বভাব ভেদে পথের ভেদ হয় মাত্র। পূর্বতন কাটাচিহ্নের  
বিবাদ করা উদ্দেশ্য ছিল না, আপন প্রকৃতি অনুসারে আপন পথ নির্ধারণ করিয়া  
ছিলেন মাত্র।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবনী বলিলেন, অল্প পরিচয়ের সৌভাগ্যক্রমে  
চন্দ্রনাথ বাবুকে বহুদিন পরে সভাপতির আসনে পাইয়াছি। পরিচয়ের নৈপথ্যে তিনি এক  
বৎসরের অধিককাল সভাপতি ছিলেন; তৎপরে অবকাশভাগে ও বাস্তবভাবে তিনি পরিচয়ের  
কাণ্ডে তেজস্বী বৈদ্যবাসী অবসর পাইলেও পরিবর্তন কখনও তাঁহার ঘেঁষে বসিত হয় নাই।  
সম্প্রতি বাবালা সাহিত্যের সেই বৈদ্য যে স্বাধীন বার্ষিক ও তৎপরে নিবন্ধন পোত হইতে  
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তৎপরে সাহিত্যিকরা সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট; তিনি দীর্ঘজীবন লাভ  
করিয়া নূতন লেখকদের পক্ষে প্রাণকণা রক্ষণ করুন।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিচয়ের আশীর্বাদে নূতন পরিচয়ের আরম্ভ হইয়াছে। পরিচয় আপনাদি  
কর্মক্ষেত্রের বিস্তারদ্বারা বঙ্গদেশের সদস্য জাতীয় অনুসন্ধান দ্বারা দেশের সম্বন্ধ পরিচয় ও লক্ষ্য-  
স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হার সভাপতির সাহায্যে ও সকল সম্মানস্বাপন দ্বারা পরিচয়  
আগন্তক বঙ্গদেশে এই কার্যনির্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐহার উদ্যোগে পরিচয়  
এই শুভকার গ্রহণ করিয়াছেন, পরিচয়ের অস্তিত্বের কর্তৃ তাঁহারই বীজিত জীবনের প্রধান  
কর্তার সাহায্য করিবে। সেই বীজিত বাবু অল্প সভাপতি উপস্থিত আছেন। তিনি সম্প্রতি  
বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; পরিচয়ের উদ্দেশ্যস্বার্থী কাজ দ্বারা তিনি করিয়া  
আসিয়াছেন, তাঁহার সুখেই তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরার সাহিত্যসভাপতি করিয়া  
আসিয়াছেন; তাঁহা পরিচয়ের শাখা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। বঙ্গদেশ ভ্রমণে তাঁহার স্বদেশ  
অধিরাহে যে, বর্তমান সময় আমাংদের সাধনের অগ্রদূত। বঙ্গদেশ অনেকই পরিচয়কে প্রবৃত্ত  
করেন ও পরিচয়ের অপেক্ষার আছেন। এই সময়ে পরিচয়ের কার্যটি চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশ  
আমাদের বঙ্গদেশের পরিচয় পাইবার উপায় হইবে। বঙ্গদেশে জাতির বিদ্য প্রবৃত্ত আছে।  
বৈদ্যের বর্ষ প্রচারের পূর্বে ত্রিপুরার বৈদ্যের প্রচলিত ছিল। এক পুস্তকটিতে বঙ্গদেশের  
বুড়ি পাঠ্য দিয়াছে। ত্রিপুরার পুস্তকানুসন্ধানী উদ্যোগের অঙ্গস্বর্গ বৈদ্যের বৈদ্যের বৈদ্য

হইতে পারে। রিপূরার অধিপতি এইরূপ প্রাচীন তথ্যাদুসন্ধান ও বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহকার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুবিলাতেও পরিষদের শাখা সভাপতিদের অল্প পরামর্শ নিয়াছেন। সময় অল্পকাল; এখন চেষ্টা করিলেই বেশ জুড়িয়া কাল ফেলা চলিতে পারে। ছাত্রদের উৎসাহ যেন পরিষদের ক্রটিতে নিকালিত না হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, আমাদের কার্যে উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের জাতির ধ্বংস নাই। কর্ম বিনা ধ্বংস নিবারণ হইবে না, এখন যে অবস্থাটাই হউক, কর্মে উদ্যম আমাদের নিষ্কর জন্মে ও জন্মাইতে হইবে। বই-ক বাবুর সাহিত্যে প্রতিভা ও কর্মে উদ্যম উভয়ই বিবরণজনক। তিনি যখন মূলে আছেন, তখন ফল লাভ হইবেই।

রবীন্দ্র বাবু পুনরায় বলিলেন, একটি মেলায় দেখলাম, একটি অন্নবয়স লোক মনিন পরিলক্ষ্যে বেশী কাপড়ের ও বহির বোকা বাড়ি করিয়া লোকের ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে। চাষাও তাহার সমাক আদর করিতেছে। জানিলাম লোকটী ভয় সন্ধান, ভ্রাঙ্কণ, মুলের ছাত্র। দেখিয়া আমার আশা হইল।

ছাত্র সভা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত বলিলেন, টাঙ্গাইলে গ্রামে গ্রামে তথ্যাদুসন্ধান কর্ত্ত একটি ছাত্রদের দল গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা অনেক কাজ করিতেছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ছাত্র সভাদের কর্ত্তব্য নির্ধারণার্থে অল্প আত্ম সভার উপস্থিতির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীযুক্ত হুম্মার ক্রিবেলী

সম্পাদক।

শ্রীযুক্তাচার্য মিত্র

সভাপতি।

### তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, রবিবার, অপরায় ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. এ., বি এল, ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাবাস এম. এ.

শ্রীযুক্ত কুলদীচরণ মিত্র

" ললিতচন্দ্র মিত্র এম. এ.

" কৃষ্ণধন মিত্র

" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

" মঙ্গলনাথ মিত্র

" শ্রীযুক্ত প্রসাদ বিজয়বিনোদ এম. এ.

" কৃষ্ণদাস দাসক

" দুর্নীনাথ সাংখ্যায়ক

" সভাপতিদে

" কামিনীনাথ রায়

" ললিতবংশ দাস

" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

" শিবকৃষ্ণ দে



## বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

প্রদাতক	সমর্থক	সভা
শ্রীমৎপ্রবোধ বহু	শ্রীকালীনাথ বন্দ্য	১। শ্রীগোষ্ঠবিহারী আড়া
শ্রীরাধাপ্রাণ শুভ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	২। শ্রীমোলবি আবদুলহামিদ
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	শ্রীরামেন্দ্র হুন্দর জিবেদী	৩। শ্রীজগদ্বদ্ব মোদক
		৪। শ্রীচাক্ষুঃ রায়চৌধুরী
শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু	শ্রীস্বরোদ্রপ্রসাদবিজয়বিন্দ	৫। শ্রীঅক্ষয় কলী, টার থিয়েটার
শ্রীহেমচন্দ্র দাস শুভ	শ্রীরামেন্দ্র-হুন্দর জিবেদী	৬। শ্রীকিনোবিহারী সেন
শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	৭। শ্রীপরচন্দ্র সরকার।

নিম্নলিখিত ছাত্র সভ্যগণ বৎসরীতি নির্ধারিত হইলেন।—

- |                      |                          |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| ১। শ্রীহেমচন্দ্র সেন | ৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন শুভ | ৫। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র |
| ৬৫১০ হ্যারিসন রোড    | ২৭১২ বীর্জাপুর ষ্ট্রীট   | ৫০ ইডেন ফিল্ড হোটেলে  |
| ২। শ্রীহীরালাল রায়  | ৪। শ্রীমৎপ্রবোধ দাস শুভ  |                       |
| ৩৫১০ হ্যারিসন রোড    | ৫৮১১ ইডেন ফিল্ড হোটেলে   |                       |
- ৪। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারস্বাক্ষরগণকে সম্বোধন দেওয়া হইল।
- (১) রাবদাস প্রহাসনী ১ম ভাগ শ্রীমণিমোহন সেন
  - (২) বাসনাঞ্জলি শ্রীকালীনাথ রায়
  - (৩) The Noakhali Case
  - (৪) Indian Congressmen  
এক কতকগুলি মাসিক পত্রিকা
  - (৫) The 3rd Hare Anniversary meeting  
with Aksay kumar  
Datta's Bengali Lecture
  - (৬) কৃষি পেগেট—
  - (৭) The Vocabulary (1815)

শ্রীরামেন্দ্রহুন্দর জিবেদী

শ্রীরামেন্দ্র বহু

শ্রীস্বরোদ্র বহু

শ্রীমৎপ্রবোধ বহু

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু সভাকে জানাইলেন যে, শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু প্রবন্ধের দ্বারা মহাশয় তৎপ্রণীত "সম্মান প্রাপ্ত উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ তিনি নিজস্বাধে মুদ্রিত করিয়া পরিমিত দ্বারা প্রকাশ করাইবেন, শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু সভাশ্রমে বিতরণের মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে সভাকে এই অঙ্গপ্রস্তরের সম্মতি পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার আবেদন হইল।

সম্পাদক শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন জিবেদীমহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু সভাশ্রমে তৎপ্রণীত "নীতার উৎপত্তি" নামক পুস্তক নিজস্বাধে মুদ্রিত করাইয়াছেন; এই পুস্তকের প্রকাশনার তিনি পরিষদকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বহু সভাকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব অঙ্গপ্রস্তারিত হইল।

উক্ত উভয় গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ প্রধানেয় অধ্যক্ষ হইয়া পরিবর্তন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐক্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাবাস এম, এ মহাশয় বিশেষভাবে অতিবাহিত উপলক্ষে তিব্বত হইতে আনীত চারিখানি পট প্রদর্শন করিলেন। পটখানি আক্রমণের পর তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে ঐ পট পাওয়া গিয়াছে। ঐক্য সার আকর্ষণ আকর্ষণ প্রথমে ঐ পটের অতিবাহিত পটখানাকে জ্ঞাপন করেন। সতীশ বাবু তাহার নিকট হইতে পটখানি নিয়াটিক সোসাইটিতে দেখাইয়াছিলেন। পটখানিতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার প্রত্যেকের নিম্নে তিব্বতি ভাষায় নাম লেখা আছে। কাপড়ের উপর পাখারূপে পটখানি চিত্রিত। কাপড় কোন কোন স্থলে রেসমি ও কিংবাণ। প্রথম পটের উচ্চভাগে অনিত্যত্ব বৃক্ষ, পার্শ্বে ব্রহ্ম, নিম্নে ধ্যানস্থ বৃদ্ধ। বামে আকাশমার্গে বৃদ্ধ গদাধার হইতেছেন। ধর্মপ্রচার আরম্ভের পর বৃদ্ধদের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা তৎপরে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম পটেই ৪০টি ছবির নীচে তিব্বতি ভাষায় ৪০টি বিবরণ অঙ্কিত আছে।

দ্বিতীয় পট একজন সৈনিকের আনীত। তাহার মধ্যস্থলে বজ্রভৈরবের তীর্থ মূর্তি। বৃদ্ধদের বজ্রভৈরবকে ধর্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি পদতলে ধর্মের পত্নসংকে দলিত করিতেছেন। বজ্রভৈরবের পার্শ্বে তাহার অশুচর ও অশুচরী কৃত শিশাচ ডাকিনী যোগিনী প্রকৃতি, তন্মধ্যে দুয়ুওমালিনী কালীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার সের্বস্ব, দুই বাহু, দুই পদতলে দুইটি শব। পটের পৃষ্ঠে বজ্রভৈরবের মন্ত্র লিখিত আছে। মন্ত্রের অর্থ তিব্বতি ভাষা কতক সাহিত্য, কতক তিব্বতি, মন্ত্রে বজ্রভৈরবকে পত্নসংহারের ও ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা হইতেছে, মন্ত্রের উপরে শোণিতলিপ্ত পঞ্চাঙ্গনিযুক্ত নরকরতলের ছাপ। তৃতীয় পটে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। চতুর্থ পটে হবিগণের মূর্তি।

ঐ পটখানি তিব্বতি ভাষাতে অনেকগুলি গ্রন্থ আনিয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থের নাম জানাছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে তাহা পাওয়া যায় নাই, যথা—টীকাসম্মত প্রমাণ-সমুচ্চর নামক বিখ্যাত ভারতীয় ও চন্দ্রব্যাকরণ। অজ্ঞাত গ্রন্থ যথা—প্রথমপদনা সম্বন্ধে যোগ্যত্ব; মেঘভূতের তিব্বতি অনুবাদ, তারাদেবীর প্রথমপ্রস্তোত্র, টীকাসম্মত ভারতবিন্দু।

ঐ পটখানি গ্রন্থ ইউরোপে সাহিত্যসমাজসমূহের মধ্যে বিতরণ জন্য ইতিমধ্যে আপিসে প্রেরিত হইয়াছে। সতীশ বাবুর প্রার্থনার গবর্ণমেন্ট কর্তৃকখানি গ্রন্থ তাহাকে হেথিতে বিরাছেন, আশা করা যায় ঐ সকল মূল্যবান গ্রন্থ ভারতবর্ষের পুস্তকভাণ্ডার অনেক নূতন তথ্য নিরূপণ সাহায্য করিবে।

৭। তৎপরে সভাপতি ঐক্য সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল মহাশয় "অক্ষর কুমার বড়োর কথা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেন, [ ঐ গ্রন্থ ১৯১২ সালের ভারতীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে ] প্রথমলেখক অক্ষর কুমার বড়োর উইলসন নামক একজন ইংরেজ লেখক হইয়াছেন। অক্ষরকুমার বড়োর লিখিত তাহার প্রথম বাণীনাগরীভিত্তিক উদ্ভাষ ভবন, পুস্তকালয়, মিউজিয়াম প্রভৃতি নামক গ্রন্থের লিখিত

জাদান ও কথোপকথন, অক্ষরসুন্দরের স্বল্প বিকাশ প্রভৃতি লক্ষ্যে নানা কথার অবতারণা প্রমথ অতি সুচলান ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রথম পাঠ্যের সভাপতি মহাশয় অক্ষর সুন্দর হস্তের শেষ উইলের একখানি হস্তলিখিত মোলাবিলা ও একখানি মুদ্রিত প্রতিলিপি ও তাঁহার পুস্তকালয়ের জালিকা সাহিত্য-পরিষদকে প্রদান করিলেন। পরিষৎ আত্মরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমতাকর্মী অক্ষর সুন্দরের এই বৃত্তিমির্ষণন গ্রহণ করিলেন।

২। তৎপরে ঐযুক্ত চ্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় "বাঙ্গালী নাম-কবিতা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেন। গ্রন্থক কথো বাঙ্গালী গ্রন্থসুন্দরের প্রচলিত নামসমূহের অর্থনত ও ব্যুৎপত্তিগত প্রেনিবিভাগের চেষ্টা হইয়াছে। ঐযুক্ত জ্ঞানস্বরূপ রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবৎসর পূর্বে লেখককে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালি নামের উৎপত্তি ও প্রেনিবিভাগ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া চ্যোমকেশ বাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাগতির কতিপয় গদ্য পাঠ করিলেন। পাঠ্যকালে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, বিদ্যাগতির পদ্যসমূহের দ্বন্দ্ব অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই; স্বাক্ষরসংখ্যার প্রতিচরণে অক্ষরসংখ্যার ভারত্ব্য হয়। লোচন কবি প্রণীত রাগভরসিনী এই সভা প্রেরণ করিয়া বলিলেন যে, এই গ্রন্থে বিদ্যাগতি ও অন্তান্ত কবির রচিত পদ্যের উদাহরণ দ্বারা বিবিধ ছকের বিবরণ দেওয়া চক্কর। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাগতির পদ্যবলীর এই গ্রন্থ হইতে ছকের নারঙনি গ্রহণ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাসম্বাদ হইল।

ঐশিবাশ্রমের ভট্টাচার্য্য

সভাপতি।

ঐরামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী

সম্পাদক।

বিশেষ অধিবেশন।

১০ই ভাদ্র, ১৩ আশ্বিনী পনিবার, অগস্ত্য ১৯০৯

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

ঐযুক্ত রাধ কৃষ্ণনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সভাপতি)

ঐযুক্ত হীতেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল

ঐযুক্ত সেনসুন্দর রায় চৌধুরী

" শিবাশ্রম " বি, এল

" সিবিলনাথ রায় বি, এল

" মহেন্দ্রসুন্দর মিত্র বি, এল

" সত্যনাথ সেন বি, এ

" সুনীলচন্দ্র মিত্র এম, এ

" শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ

" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেন কবিরাজ

ঐযুক্ত রায় কামচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাদুর

ঐযুক্ত অনন্তলাল বসু

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

বরিশোহন মুখোপাধ্যায়

জলধর সেন ( বহুবর্তী-সম্পাদক )

গৌরহরি সেন

জয়শচন্দ্র সমাজপতি ( সাহিত্য )

বতীজমোহন বাগচী বি, এ

বতীজনাথ বসু ( জন্মভূমি )

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বোম্বালাপাধ্যায় বি, এ, (টেলিঃ)

গোবিন্দলাল বসু

বিহারীলাল সরকার ( বঙ্গবাসী )

বঙ্গবন্ধু চক্রবর্তী ( শিল্প ও সাহিত্য )

বীরেশ্বর পাণ্ডে

সুভাষচন্দ্র বসু ( বেতন ) দ্বিতীয়

মুনীন্দ্রচন্দ্র সাংখ্যায়ক

সতীশচন্দ্র বিতালুকা

বাণীনাথ নন্দী

মণিরোহন সেন

রাজকৃষ্ণ বসু

সতীশচন্দ্র সমাজপতি

নগেন্দ্রনাথ বসু

রমেশচন্দ্র বসু

নরেন্দ্রমোহন বসু

বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অনুভূতগোপাল বসু

প্রবোধগোপাল বসু

বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চান্দেন্দ্রনাথ জিবেদী এম, এ ( সম্পাদক )

চ্যোদকেশ হুতকী

বঙ্গবন্ধোহন বসু

মহাকাশী সম্পাদক

এতদ্বিধা বহুপদ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ।

বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকগণের পক্ষে প্রকটকৃত হইয়াছে যে ঐযুক্ত জয়শচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি দশজন সভ্যের অনুরোধে প্রথম সম্পাদককর্তৃক বিদ্যার্জা জিরেটের এই সাধারণ সভা আহুত হয় ।

সভাঙ্গনে সপার্বাণ্ড বহুব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন । বিদ্যার্জা জিরেটের পূর্বে প্রকটকর্তৃক পরিপূর্ণ হইয়াছিল । রায় ঐযুক্ত বতীজনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । “সাহিত্য” সম্পাদক ঐযুক্ত জয়শচন্দ্র সমাজপতি মহাপুরুষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,— “বাংলা সাংবাদ-পত্রের ইতিহাসে সুশাস্ত্রপ্রবর্তক, প্রাচীন রূপকা সাহিত্যের ও বিদ্যুৎ পাত প্রভৃতি স্থলত মূল্যে প্রচারকর্তা, আশ্রিতপাদক, কবির, বীর সাহিত্য-পরিষদের পারদর্শী ও “বঙ্গবাসী” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধিকারী চ্যোদকেশ হুতকী মহাপুরুষের অকাল মৃত্যুতে বীর সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্শ্বেষণা প্রকাশ করিতেছেন” এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া জয়শচন্দ্র বাবু সভাপতিপদে যোগদান করিয়া সভাপতির পত্রিকার এক প্রতিলিপি প্রদান পাঠ করিলেন । এই প্রস্তাব দেখক বঙ্গবাসী পত্রিকার উৎপত্তি ও ভবকর্তৃক চ্যোদকেশের বিদ্যার্জা জিরেটের বিদ্যার্জা জিরেট বাবু কর্তৃক স্থলত পাত্র প্রকাশের কথা ও জিয়ার জিহ্বাশক্তি, আশ্রিতবৎসলতা প্রভৃতি প্রকার উল্লেখ করিলেন [ এই প্রস্তাব এই আধিকারের পর সভ্যদের বঙ্গবাসী-পত্রিকার



প্রকাশিত হইয়াছে] “বহুমতী” সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের মহাত্ম্যবতার নিদর্শন স্বরূপ একদিন বঙ্গবাসী ছাপা বন্ধ করিয়া সিনানুলো বহুমতী ছাপিয়া দিবার বিষয় বর্ণনা করিলেন। তৎপরে এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয় বিশেষভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্বেচ্ছায়ের হিন্দুশ্রী প্রিয়তার উল্লেখ করেন। “হিতবাদী” সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউবর মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিন্দা ভ্রাতৃত্বে অবচলিততা ও বাবসায়বৃত্তির উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভাষায় তাঁহার অপূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহার সকল লেখাই মনো-জেনকারী ও মূল্যবান। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কোনরূপ স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষা করিবেন, তৎসহ অর্থসংগ্রহের এবং কণ্ঠ্য নিদর্শনের তাৎপরিষদের কাৰ্য্যনির্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক”। এই প্রস্তাব করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—পরিষৎপ্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির প্রচলন যোগেন্দ্রচন্দ্রই আরম্ভ করেন। পরিষৎ এই কার্য্যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে বেশকাল পাদ্যের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বেদব্যাসের সহিত বাঙ্গলার তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্তমান আন্দোলনপ্রণালী অনুমোদন না করিলেও প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এ; বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গবাসী প্রকাশক শ্রীযুক্ত বহুপুর্কে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্বের আবণ্ডা ছিলেন। তাঁহার উভয়ই এক জ্ঞানবান এক। — নিষিদ্ধ। যোগেন্দ্রচন্দ্রই সঙ্গসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের ন্যূনতা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বাঙ্গলা ১৩। যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু প্রকারে উল্লেখ করেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বুধোদয় বি, এ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈশ্বরপ্রেরিত লোক ছিলেন। তিনি নিরতিমান ছিলেন। অতিমান ছিল না বলিয়াই পর নিন্দার, পদের সালিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোন দিন মানহানির যেকন্মনা নাই। তৎপরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যোগেন্দ্র বাবুর মূলতঃ গ্রন্থ প্রকাশ বাঙ্গলা সাহিত্য নুতন প্রাণ-সঞ্চারের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বলে আজ যে স্বদেশীত্ব বা বাবসায়ের জুহু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ইতিমধ্যে বঙ্গবাসী পক্ষে বহুপুর্কে আলোচিত হইয়াছিল।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বিজাভূষণ এম, এ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—“যোগেন্দ্রচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি পরিষৎ সভার মনোবেদন্য প্রকাশ করিতেছেন। এই সংবাদ সভাপতির স্বাক্ষরিত করাইয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হউক।” এই প্রস্তাব করিয়া বিজাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গবাসীর স্বদেশীত্বের প্রমাণিত্য নুতন প্রাণ লাভ করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য। যদের আন্দোলনের প্রবর্তন বঙ্গবাসীদ্বারা বহুপুর্কেই হইয়াছিল। নানারূপে বাঙ্গালী যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট বসি। এই



# চলিত পত্রিকা সমিতি

১-ই ভাদ্র ১৩৩১ খ্রিঃ, বঙ্গাব্দ ১৩৫০

চলিত পত্রিকা সমিতি

ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ( সভাপতি )

ঐযুক্ত বাবুচন্দ্র বিদ্য

ঐযুক্ত শ্রীকান্ত

- " সুব্রহ্মনাথ সাংগঠক
- " বরীন্দ্রনাথ বাগ্গী
- " কীর্ত্তিলাল গঙ্গাধর বিজ্ঞানিন্দ্র
- " সত্যীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিন্দ্র
- " গঙ্গাধর কল্যাণাধার
- " ললিতচন্দ্র বিদ্য
- " অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানিন্দ্র

- " দেবেন্দ্র দাস
- " স্বর্গেন্দ্রনাথ দাস
- " নিমলেন্দ্রনাথ দাস
- " স্বর্গেন্দ্রনাথ দাস
- " স্বর্গেন্দ্রনাথ দাস
- " স্বর্গেন্দ্রনাথ দাস
- " স্বর্গেন্দ্রনাথ দাস

সর্বসম্মতিক্রমে ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি  
অন্তঃসমিতি সভাপতি শ্রীকান্তদেবের সভাপতিত্বে উপস্থিত হইয়া  
আমাদের সমস্ত কল্যাণের আশেপাশে করিয়া দেয়া  
১০ই অক্টোবর তারিখে এই যোগাযোগ অমূল্যে প্রাপ্ত  
সমস্ত দেশের বহুকোটি জনের কল্যাণের জন্যে গণ  
পরিষৎ রাজনীতির কোনরূপ আলোচনা করেন না,  
আমাদের দ্বারা এই কারণে আঘাতে অসমর্থ হইয়াছে।  
সমস্ত হইতে পারেন না। এই হেতু আমি প্রত্যেক জনকে  
বুঝক।

[illegible]

দীনেশচন্দ্র "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কাব্যাদির ও বৌদ্ধযুগের অপ্রচলিত শব্দতালিকা রাজকণ্ঠী ভাষার শব্দতালিকার নামান্তর মাত্র। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, বঙ্গভাষার বঙ্গের সর্বত্র রাজকণ্ঠী ভাষার প্রচলন ছিল ও তদ্বারা কাব্যাদিও রচিত হইয়াছিল। প্রতারা রাজকণ্ঠী ভাষার বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া সম্ভব কঠব্য।

কেহ কেহ মনে কাব্যে যেমন বে, বঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান পূর্বে আসাম সমিহিত বলিয়া আসাম দেশীয় আসামী, মেহ প্রভৃতি ভাষার সহিত ঐ সকল স্থানের কবিতা রাজকণ্ঠী ভাষায় সৌন্দর্য্য ধাকিতে পারে। বস্তুতঃ আসামীভাষাও সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিতর্ক বাস্তব্য প্রাপ্ত হইয়া যে পবিত্র সাক্ষ্য আছে, রাজকণ্ঠী ভাষার সহিত তদপেক্ষা যিদুর্ভাগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর মেহ প্রভৃতি অনাথ্যভাষার সহিত রাজকণ্ঠী ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। এনত অবস্থায় রাজকণ্ঠীভাষা, আসামীভাষা বা অনাথ্যভাষা সম্বৃত্ত বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে।

একগুণে আমবা উহার বিজ্ঞিত-চিহ্নাদির বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইব।

রাজকণ্ঠী ভাষার বিজ্ঞিত চিহ্নাদি।

প্রথম বিজ্ঞিতে প্রাপ্ত 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে রাজকণ্ঠী ভাষার 'এ' নিয়ম লক্ষ্যন করে নাই। বলা—বাজা এ ডাকে,—বাজা ডাকে, চোরে ভাষা নিচে—চোর সমস্ত নইয়াছে ইত্যাদি।

প্রাকৃতের জায় দ্বিতীয়াতে রাজকণ্ঠী ভাষার সর্বত্র 'ক' বিজ্ঞিত চিহ্ন সংযুক্ত হইয়া থাকে। কুরাপি বাঙ্গালার জায় "কে" সংযুক্ত হয় না। প্রাচীন কবিতাদিতেও এই দ্বিতীয়ার 'ক' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশ চন্দ্র পুস্তকের উল্লেখ্য বলা—"সে যে কার্যা অল্পকণ পতিক চিত্তর", "ভীমক মলিতে বার বেব ধনজরে" ইত্যাদি। ঐ পতিক ভীমক এক তোক, মোক, রাজক ইত্যাদি দ্বিতীয়াত। করণ কারকে 'ত' 'ব' সংযুক্ত হইয়া থাকে, বলা—"লাও মি হাত কাটিচে" "লাও হাত কাটিচে"—হা হাত হাত কাটিয়াছে। অবিকরণেও 'ত' সংযুক্ত হইয়া থাকে, কুরাপি বাঙ্গালার জায় "তে" সংযুক্ত হয় না, বলা—"হাতত পাওয়া নাই"—হাতত পরল নাই। "বরত্ তাত নাই"—বরত্ তাত নাই ইত্যাদি। কিন্তুসর্বে 'হ' এর পরিকর্মে 'ত' সংযুক্ত হইয়া থাকে। বলা—"হামরাও হামো"—আমরাই হাইব। 'বর' ও 'ক' শব্দদ্বয়ের যোগে সর্বত্র একবচনান্ত পর বচন হইয়া থাকে বলা—"পবিত্রলা" "হাওরা-পর" চোবরা ইত্যাদি।

রাজকণ্ঠী ভাষার উচ্চারণের সাক্ষ্য করেকটা বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করিয়া শব্দতালিকা দেওয়া যাইতেছে। শব্দের আদি বর্ণ সংযুক্ত 'এ' একার সর্বত্র 'হা' এর জায় উচ্চারিত হইবে—শেব—ভাষ, বেব—বাম, বর—ক্যান, শেব—ভাষ এইরূপ পদ্ধিতে হইবে।

‘৫’ একার শব্দের মধ্য বা শেষের বর্ণে সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ ঠিক থাকিলে বলা—  
দেশে—‘ভাশে’, কেশে—‘কাশে’, অমেশ—‘রমেশ’ ইত্যাদি।

ভালব্যবর্ণ মধ্য চ, ছ, জ, ঝ, ব, উচ্চারণ দস্তাকর্ণের ভাৱ হইবে। ‘ড’ ‘র’ এর ভাৱ হানে  
হানে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কৃত্রাপি ‘র’ এর হানে ‘ড’ উচ্চারিত হয় না।

রাজবংশী ভাষার রচিত গ্রন্থাদি।

রাজবংশী ভাষার অনেকানেক মৌলিক কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাণিকচাঁদ ও  
গোপীচাঁদ রাজার গান উল্লেখযোগ্য। তৎপরবর্তী সময়ে চন্দ্রাবলী, সত্যপীর, নিজমপাণ্ডা,  
ইরানবাদলা প্রভৃতি অনেকানেক কাব্য উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল।

এ সকল কাব্য তুলট কাগজে পুঁথির আকারে অনেকানেক দরিদ্রের গৃহে বিরাজ করিতেছে।  
প্রবন্ধলেখকের কয়েকখানি মাত্র হস্তগত হইয়াছে। পূর্বে যে সত্যপীর কাব্যের উল্লেখ করা  
গেল, উহা কল্পিত অভিনব কাব্য। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের সহিত কোন অংশে তাহার মিল  
হয় না। পুঁথিখানির আকারও অতি নূহৎ।

মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থও রাজবংশী ভাষার অল্পখানি  
হইয়াছিল। কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত নধুপুর নামক গ্রামে রাজবংশী ভাষার মাধব দাস  
নামক ভক্তের দ্বারা পঞ্চম সত্যপীর অল্পখানি ভাগবত গ্রন্থ অস্ত্রাপি বৈকুণ্ঠের দীক্ষিত লোক-  
দিগের দ্বারা পুজিত হইতেছে।

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ যথাক্রমে রামচন্দ্রের ও ভাসান রাজা নাম ধারণ করিয়া পূজাপার্বণে  
লোকের বাটীতে গীত হইয়া থাকে। তাহাদিগের লিখিত পুঁথি প্রবন্ধলেখক কর্তৃক সংগৃহীত  
হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমগ্র মহাভারত রাজবংশী ভাষার পক্ষে অল্পখানি হইয়াছিল, ইহা প্রবন্ধলেখক বঙ্গপুরের  
স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামবৈষ্ণব তর্করত্ন মহাশয়ের নিকটে অবগত হইয়াছেন ;  
কিন্তু বহু অল্পসময়ে তাহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর গান  
ও কুশান গান ( লবকুশের-বৃদ্ধ ) রাজবংশী ভাষার অন্তর্গত পাওয়া যায়। এ সকল পালাও  
নূহৎ। মনাই রাজা, জলনাশা, করিম বিলাপ, প্রভৃতি মুসলমানী গানও রাজবংশী ভাষায় গীত  
হয়। পুতলাদির বিবরণ খারাত্তরে বিস্তৃত হইবে।

বঙ্গপুরের দেশীয় লোকসংগ্রহ।

সর্বস্বত্ব।

দেশীভাষা

(সংস্কৃত)

হাদি

হাদি

(সংস্কৃত)

হাদি

পরিভাষা

হাদি

হাদি

## সেইভার

## সেইভার

( সন্মানে )

( সন্মানে )

হানাক্  
হানারগুলাক্  
হানারখরক্  
হানাকদি  
হানারগুলাক্দি  
হানারখরক্দি  
হানার  
হানারগুলাক্  
হানাতে  
হানারগুলাতে  
তোমায় ( এক ও বহুবচন )  
তোমারগুলা  
তোমারখর  
তোমাক্  
তোমারগুলাক্  
তোমারখরক্  
তোমাক্দি  
তোমারগুলাক্দি  
তোমারখরক্দি  
তোমার,  
তোমারগুলা  
তোমারখরের  
তোমাতে  
তোমারগুলাতে  
তোমার  
তোমারখর  
তোমার  
তোমাক্  
তোমাক্দি  
তোমারগুলাক্দি

হোব্,

...

...

...

...

...

...

...

...

...

তুইক

...

...

তোক

...

...

তোক্দি

...

...

তোহ,

তোমার ( বাবনিক )

...

তোমাক্

...

তোহ

...

...

তোহ

তোহ

...

আমাকে,

আমারিগকে,

...

আমাদার,

আমারিগেদার,

...

আমার,

আমারিগেহে,

আমাকে,

আমারিগেহে,

তুহি,

তোমার,

...

তোমাকে তোকে,

তোমারিগকে,

...

তোমাদার,

তোমারিগেদার,

...

তোমার,

তোমারিগেহে,

...

তোমাতে, তোমার,

তোমারিগেহে,

তিনি, তে,

মহার,

...

মহাকে, মহাক্

মহাদার, মহার,

মহারিগেদার,





বৈজ্ঞানিক	পরিভাষা
( সম্ভবার্থে )	( ভূমধ্যার্থে )
উম্মা ( এক ও বহুবচনে )	এম্মার ( যাবনিক )
উম্মা গুল	...
উম্মার	...
উম্মাক	...
উম্মার গুলাক	...
উম্মার ঘর	...
উম্মাকদি	...
উম্মার গুলাকদি	...
উম্মার ঘরকদি	উম্মার ( ঘর )
উম্মার	...
উম্মার গুলার	...
উম্মার ঘরের	...
উম্মাত্ ( অপ্রাণিবচক )	...
অত্ ( জলের পরিবর্তে )	...
উম্মাতে,	...
অত্	...
কাই	...
কাই	...
কাইদি	...
কোনোজন	...
কোনো কোনো	...
কর	...
সউল	...
সউল গুল	...
সউল	...

পরিভাষা

উনি, ঠ,  
উম্মা, ওয়া,  
...  
উম্মাকে, ওকে,  
উম্মাককে,  
...  
উম্মারা  
উম্মাগেমারা  
...  
উম্মার, ওর,  
উম্মাকসের, ওম্মের,  
...  
উম্মাতে  
...  
উম্মাতে  
...  
কে,  
কাইকে  
কাইমারা  
উম্মান, উম্মা,  
...  
অত্,  
সম্মত, সকল,  
...  
সকলে

## বিশেষ্য পদ ।

বৈজ্ঞানিক	পরিভাষা	বৈজ্ঞানিক	পরিভাষা
নাক্তন	সাহিত্যিক অংশ	ইউরা	আই
ইউরি	কর্ণপট	পায়া	পাখ

দেশী	পরিভাষা	দেশী	পরিভাষা
হোতলাই	দাড়ি	শিলাই	মীরা,
গাও, গাং	পা	মাটিয়া	বকু
চউক	চকু	মীভাড়া	মেরদণ্ড
জিরা	জিহ্বা	মোচ	ভক
ইটা	কঠ	ঠোট	ওঠ
গালা	গলা	জীট	জীবন, প্রাণ
প্যাট	পেট	চন্নপোটা	নিতম্ব
কমোর	কটি	টিকড়া, পুটিক	গুহ
নউগ	নখ	চওরালা	গণ্ডেশ
নগল, নজল	অজুলি,	কাণসাকা	কর্ণমূল
বুড়ি নউগ	বুড়াজুলি	থালে, চাম	বকু
কামিনউগ	কনিষ্ঠাজুলি	গিরা	সন্ধিমূল
চক	উক্কেল	অগ	শিরা
কাচ	কুচকী	চিপ	কপালের পার্শ্বদ্বয়
মালাইচাকা	জংঘা ও জাহুর সন্ধিমূলদ্বয়	নাই	নাভি
	শিলের মত অস্থিখণ্ড	মাগুগো	গুহদেশ (পালি মগুগো = মার্গ)

মানসিক বৃত্তিসমূহের নাম।

আপ, তাও, কাল, কোথ	ক্রোধ,	নালোট	লোভ,
গোরা	অভিমান,	নালচিয়া	লোভী

সন্তানাদির নাম।

ছাওরা	ছেলে, সন্তান	বেটোছাওরা	পুত্র
ছইল, পইল,	ছেলে, শিশু,	বেটীছাওরা	কন্যা
বালক	বালক, শিশু	মাইরামাহুব	স্ত্রীলোক

মহুমোর লবকের নাম।

মাইরা, বহুব	স্ত্রী	মাগাই সোমর	হুইয়াধি
সোয়ারী	স্বামী	মাগাই	হুইষ
বওনাই	ভগিনীপতি	বহু	বহু
ক্যাটো	কোষ্ঠভাত	বোরাগিন	কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী
মাউসা	মেসো	ভাউক	বহু ভ্রাতার স্ত্রী
বইন	ভগিনী	ভাইক, ভাউক	ভ্রাতৃপুত্র
বাতক	বহু	ভাজী	ভ্রাতৃপুত্র

দেশভাষা	পরিভাষা	দেশভাষা	পরিভাষা
সাতুতাই	শ্রালিকাপতি	পুতুতাই	পুতুতাইর আঁজ
তাওরাই	তালুই	পুতুতাই	পুতুতাইর তপিনী
বিরাই, বিরাণী	বৈবাহিক, বৈবাহিকা	পোহানীবেটা	পোহানপুত

ইত্যদেবীর পুতুতাইর নাম ।

( কালানুসারে )

বৈবাহিক	বৈবাহিক মাসে বাহার জন্ম হয়,	হিরালু	শ্রীতকালে বাহার জন্ম হয়,
আবাহু	আবাহু " "	পৌরাহু	শেষ মাসে " "
ভাহু	ভাহু " "	হুপরিরা	বেলা দুইপ্রহরের সময় বাহার জন্ম হয় ।
আমিনা	আমিন " "	আকালু	হুজিরের সময় বাহার জন্ম হয় ।
কপিনাম	কপিন " "	দাবল	হুজির দিন বাহার জন্ম হয় ।
পুহু	শৌখ " "	বকু	বকু হুজির দিন বাহার জন্ম হয় ।
মঙ্গা	মাঘ " "	মঙ্গলু	মঙ্গলবারে বাহার জন্ম হইয়াছে ।
কান্তগা	কান্তন " "	বুধাক	বুধবারে বাহার জন্ম হইয়াছে ।
চৈতা	চৈত্র " "	বিবাহ	বৃহস্পতিবারে বাহার জন্ম হইয়াছে ।
জোনাকু	গুরুপক্ষে বাহার জন্ম হয়,	গুকার	গুরুবারে বাহার জন্ম হইয়াছে ।
আঁধুক	রুকপক্ষে " "		

অর্থপূত নাম ।

হাওরাই, বাওরাই, ভাওরাই, চেই, বোলাহুটা, খাউকাই, খেতু, নহু, চৌসা, ভাও, গ্যাণ্টা, হেল, পাভাক, মীভাক, কিনু, কিনা, কাগাকদি, কাকিরা, নিয়াসু, দাবলু, টিপোল ।

ভাষানুসারে প্রকৃত নাম ।

পোহকা	যে মোটা,	হুতুকা	
চামিরা	বাহার মাথার টাক আছে	পাভা	বাহার কাণ্যকালে বৌস পড়কা হয় ।
মিকাল	কাল অর্থাৎ ক্রোধপূত্ন আঁকি	কান্দুকা	যে বেশী কান্দে
পাভকা		বাউকিরা	বহুপ্রতিশ্রুতি লোক
হাওকা		বাউকিরা	অকর্ণন লোকের নাম ।
হুতুকা			

ইত্যদেবীর প্রীতাক্ষণের নাম ।

হুটলী	চেতী	উজলী	খেটী	হিলে
হুটী	উজল	জলহুটী	নহে	হুটলী
পাভা	হুসা	কাহলী	খভল	হুটল

চেলো	মইনা	শীতো	বাইনো	চৌপদী
বেলী	মুচো	জলো	বাডানী	মুদ্রী
মাতলী	পুটা	লিমে	মুঘলী	জামারী
জিকা	জগো	বাপ্পী	মাইনো	বিবো
মসো	মনো	কৌকরাণী	বাপড়ী	রংমাল
ভোমন	চেমড়ী	হাইডো	কনকী	চাপো
মলনী	যে মলনবারে হইরাছে	আঁদারী	অভকারবারে অভকারকারী	
সাতানী	সাতমাসে বাহার কর	কোনাকী	কোয়ংবারে অভকারকারী	
চৌপদী	বালাকালে গীরাতে চৌপামংতের ভার বাহার উন্নর কর।			
কোণা	হুতিকাকরের কোণা কাটরা বাহাকে বাহির করা হইরাছে।			

অকস্মৎ অকস্মৎ নাম।

দেশভাষা

অর্থ

সাজুয়া	...	তৈল প্রস্তুত করার গাছ যে সকল মূল্যবান বস্তু আছে
উটারী	...	শিল্পনির্ভর বাসনাবি বাহারা ঘেরামত করিয়া থাকে
ভাপরবন্ধ	...	বড়ের বর নির্মাণকারী
ছাওদাল	...	হাজার পূজারির সময় যেখ, পাঠা ইত্যাদি বলিমান করে।
মাসড়া	...	মাস মাস যেমন লইয়া বাহারা অন্তরের কুবিদ্যাবাদি করে।
পাশাতি	...	শাশবিক্রম বাহার জীবিকা
সুরাতি	...	কাঁচা ও শুক ওপারী বিক্রয় করিয়া বাহার জীবিকা নির্বাহ করে।
সাজুয়া	...	(যেহে) মংত বিক্রয় করিয়া বাহার জীবিকা নির্বাহ করে।
বেহার	...	পাণ্ডীবাহক, এই সকল লোক মংতও বিক্রয় করিয়া থাকে, মুসলমান ও কোল কোল হিন্দু সকলই এই কার্য করে।
চাড়া	...	চাড়া, নমঃপুত্র, ইহারও মংত বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।
কোটওয়াল.সামোয়া	...	কোটওয়াল, অমিরের বস্ত্রাদি ও বস্ত্রবস্ত্রের পরিবারের আধারকারী।
মনিয়ারী	...	বিবি প্রকারের খেলনা ও শিল্পাদির সন্ধান, বিক্রয় কাচের চুড়ি ইত্যাদি বাহার বিক্রয় করিয়া থাকে।
বাপড়িয়া	...	বস্ত্রবিক্রেতা
বাপড়িয়া	...	রঙ্গপুরে রঙ্গপুর কানন প্রকার হিন্দু, কানন প্রকারকারী হিন্দু, মুসলমান সকলকেই বাপড়িয়া বলে।

লক্ষ্যভান	অর্থ
বলনিয়া	যে সকল মুসলমান বলদে বোকাই দিয়া লোকের গৃহে গৃহে তুলুল বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
পাইকা	দালাল, মুসলমানের মধ্যে অবহাণদের এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকে।
সীমান	গানের দলপতি বা অধিকারী
হাওরাইকব	আতস্বেজী নির্মাণকারী
ডাওরাই, ডেম,	বন্য, কুলা, ডালা, প্রভৃতি প্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ, ইহারা শূকর পালন করিয়া থাকে।
প্রামাণিক, বহুনিয়া	গ্রামের মধ্যে মনীলোক বাহারা জমিদারের নিকটে সামান্য ভাতা প্রাপ্ত হইয়া মক্কাহল কর্মচারীগণকে আদার ও জমির সীমা আদি নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।
বাখিয়া	চন্দ্রাবাসারী জাতি বিশেষ ইহারা বিবাহ পুত্র প্রভৃতি চোল সানাই উত্থাপি বাজাইয়া থাকে।
জুড়াতী	অধিক পরিমাণে শুড়বিক্রেতা মুসলমানের সম্মুখচক উপাধি
পাসরা	পসারী, নিশি, মসলা, বিবিধ গাছড়া ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা
কাইন	চোল, খোল, তরল প্রভৃতি বাদক
বাঁনী	বেসেড়া, ঘেটকের বাস সংগ্রহকারক। মুসলমান বাতী ক বহুপুত্রের কোন হিন্দু এই কাৰ্য্য করে না।
রাধোবাণ	গো-রক্ষক
হালুকা	চলচালক
রোজা	ওকা, মহাদি দ্বারা বাহারা ভূতপ্রভৃতির চিকিৎসা করে
ককী	উচাটন, বস্ত্রকরণ, মারল, প্রভৃতি ময়বিন
পচুকা	চাত্র
আডাকম	বুহৎ করায় দ্বারা বৃন্দভেদনকারী হিন্দু অথবা মুসলমান
উউলিয়া	স্বৰ্গলয়ের জুতা
বুনাতী	লবণবিক্রেতা
গোদোল	গজলা, লবি, হস্তবিক্রেতা জাতিবিশেষ
হালাই	বীজ সংগ্রহবিক্রেতার উপাধি
বাটরাল	পাটনী
গাড়ীয়া	গো-রক্ষক
লিকারী	পুচর, দামাল,

## দেশীভাষা

কর্ম

খড়িয়া	...	ইকনকার্টবিক্রেতা
সরকার	...	সেহাখতি লেখাপড়ার অভিজ্ঞ সম্রাট হিন্দু বা মুসলমানের উপাধি।
বাশিয়া	...	স্বর্ণকার, তাক্কা
দেওয়ানী	...	১। পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ কর্তা

২। গ্রামের চত্বর লোক বাহারা আইন ইত্যাদি জানে এবং মকর্দমা, মামলা, উপস্থিত হইলে পরমা লইয়া পক্ষাবলম্বন করিয়া পরামর্শ প্রদান ও মোকর্দমা সংক্রান্ত বাবতীর উত্তোলন করিয়া থাকে, পল্লীগ্রামে পুলিশ ইত্যাদের সাহায্যে দোমী নির্দোষ উত্তর পক্ষ হইতে অর্থ উপার্জন করেন। এই দেওয়ানী শ্রেণী দ্বারা পল্লীগ্রামের সরল এবং দরিদ্র প্রজারা বহু প্রকারে উৎপীড়িত এবং সর্বস্বান্ত হইতেছে। ইহারাই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রাজস্বারে গমনের যোগাড় করিয়া অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে। পুলিশও ইত্যাদের কুপায় বহু অজ্ঞাভা উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া উন্নয়নব্যয় পূর্ণ করিতেছে। বলা বাতিল্য পুলিশ ও উকীল যে কারণের নিকট এষ্ট শ্রেণীর লোক সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।

মুক্তিদার	...	মোকদার অর্থাৎ পাশ করা নিম্ন শ্রেণীর আইনজ্ঞ। ইত্যাদের মধ্যেও অনেকে পুরোক্ত দেওয়ানী শ্রেণীর অন্তরঙ্গ কুপায়-মর্শদাতা ও অথবা মোকর্দমা ও বিরোধের স্বত্বিকারক। দরিদ্র প্রজাকুলের শোণিত তুল্য অর্থশোষণে ইহারাই কোক অংশে দেওয়ানীগণ অপেক্ষা মূল্য নহে।
-----------	-----	--

খড়ি, ঘর ও তাহার সরঞ্জামাদির নাম।

চোরানী	...	চারি চালাযুক্ত ঘর
বাংলাঘর	...	ছ চালাযুক্ত ঘর
লাকারী ঘর	...	চারি চালাযুক্ত ঘর, দুই চাল বড় আর দুই চাল ছোট
খান্কা	...	সরল ঘর
হাইসালঘর	...	সাজাঘর
মোরাইলঘর	...	মোরালঘর
মোট চাল	...	সবুখের ও পান্ডারের চালের সমষ্টি।

বৈজ্ঞানিক		অর্থ
পাকই	...	পাখের চালা ঘরের নাম
উয়া	...	করা ( উচ্চারণপার্থক্য হইবে )
সাঁড়ক	...	করা বাহার সহিত বীধে, বক্সি বেষে কোথাও আটন করে
হুইসি	...	ছাটন
পাইড়	...	যে চারিটা বাঁশের উপরে চাল স্থাপন করা যায় ।
তীর	...	
কাবাড়ী	...	বক্সিদেশে বাখারী বলে
ইই	...	ঘরের মটকা
বাওনা	...	ঘরের টুইকে বর্কা করার জন্য তীরের উপর যে ১৫° বা ২ হস্ত পরিমিত কলমখণ্ড স্থাপন করা হয় ।
পাই	...	বাঁশের শুভ বা খুঁটা
আল	...	ঘরের পাড় রক্ষার্থ যে বাঁচ কাটা হয়, কোন কোন বেষে কাণ্ডাই করা করে ।
চাটি	...	ঘরের বেড়া
খোয়া	...	বেড়া মাটি হইতে রকা কবিরাজ জন্ত বেড়ার নিম্নে বাঁশের যে অর্ধ আশ দেওয়া যায় ।
কুকুয়া	...	উল্লিখিত বাঁশের কাছির নিকৃ দিয়া থাকে
কোবাইড়	...	ঘরের দরবারনির্ধিত দরওয়াজা
চান্কা	...	দরওয়াজার উপরিহ অস্বাভাবিক বেড়া
বাড়া	...	বাঁশের দরজা
চিদওয়ানী	...	মোচালা ঘরের প্রস্থ নিকের দুই চালের মধ্যকারী ত্রিকোণাকার চাল ।
হাফা	...	হাচতলা
মোকা	...	দৃষ্টকোণ
হাতিয়া	...	মেঝে
কাপি	...	ঘরের কোণ
কেড, ( খাড় )	...	উলুখড়
কাশিয়া খাড়	...	কোণেক
আউড়	...	বাড় কাটা হইলে অবশিষ্ট যে খণ্ড কৃত্তিকবাক্ত তীর কাছির দিকান্তে পড়িলে মোকোরা ঘরের চাল দাবি করা হয় ।
খাঁজরী	...	চাল উলুখড় মোকোর পূর্বে অথবা পশ্চিমে পড়িলে চাল তলিত্ত চাকিয়া লওয়া হয়, তাহাকে খাঁজরী পাড়া বলে ।

দেশীভাষা

অর্থ

বাড়ি

... দক্ষিণ দেশের লোকে ঘর ছাইবার সময় বাহাকে স্তম্ভীর বলে

মুকাদী বা দীড়ী

... ঘর ছাইবার পূর্বে প্রত্যেক চালের সুখ দিয়া চারিখানা বাধারি দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কড়কগুলি ঝড় বাধিয়া ঘের ইহাকে মুকাদী বলে। দক্ষিণ দেশে এরূপ নাই।

টুই ভাষা

... ঘরের মটকা মেরামত করা

হাড়বাধন

... ঘর ছাইবার কালে যে সকল বাধন দিতে হয়

বোঁবা দেওয়া

... পুরাতন ঘরে স্থানে স্থানে ঝড় সজ্জা করা

কাঁড়া

... চাপের সহিত পাইড়ে যে টানা দেওয়া হয়

হুতলী

... পাটের সরু দড়ি বাহা দ্বারা ঘর ছাইবার কাজ করিতে হয়।

বাটি

অলা ( বলা )

... পাটের মোটা দড়ি

ছোতা

... ছুটকনে হাতে ধরিয়া যে পাটের দড়ি প্রস্তুত করে। কোন কোন দেশে তাহাকে কচ্ড়া বলে।

কাঁকিরা

... শালকাঠের তক্ত।

মটকা

... গোলাঘর।

ছেঁচা

... বাশের ছাঁচ।

মাচা

... বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত, ইহাতে জব্যাবি রাখা যায়, অভাবে শরনও করা যায়।

টং

... শতরকার্ধে কেন্দ্রবিন্দু যে অতি উচ্চ খুঁটির উপর গৃহ প্রস্তুত হয়।

ঢেকওয়ার

... কল দ্বারা নির্মিত বাড়ীর বেড়া

মালানী খোর

... ইহার পাঁখনে কাঁক থাকে

চাপা খোর

... ইহার পাঁখনে কাঁক থাকে না

বাড়টোটি

... সময় হইতে অল্পর পৃথক স্থাধিবার ভক্ত যে বেড়া।

মুদ্রিরাগোপবোধি অস্ত্রাধির নাম।

হাও

... দা

হুড়াল

... হুড়ারী

বাইন্

... বাসনে

হুয়া

... বেড়া বাধিবার সময় দড়ি বিস্তারিত ভক্ত কতকগুলি

বুড়ি

... মুদ্রিরাগোপবোধি নাম

মোড়কো

... পল্ল হইতে মুদ্রিরাগোপবোধি নামক অস্ত্রাধির নাম

চাকুরানি

... পাটের ঝড় দড়ি প্রস্তুত করিবার কাজ।



## কৃষিকাণ্ডের সম্বন্ধায় ।

শ্রেণীভাষা	অর্থ
গাঙ্গল	লাঙ্গল
জোঁয়াল	...
মট	...
বিদা	নাংলা
কুশী	কটিন মৃত্তিকাখণ্ড ভাঙ্গিবার জন্য যে কাঠিনির্মিত হাড়ড়ী ব্যবহৃত হয়
চাঁচনি	হাত লাঙ্গলে ধান হটতে বিচালী পৃথক্ করায় জন্য যে বংশদণ্ড
পান্ডন	পুষ্পা
কাটচা	শস্ত্রে দমনের অস্ত্র
কোবাইল	তোষাল
বেংড়া	মটএর সহিত আন জোঁয়ালের সহিত যে দড়ি বাঁধা থাকে ।
মুক্তি	জোঁয়াল গরুর কান্ধে সংলগ্ন করিতে যে রসির প্রয়োজন হয় ।
বাঁপি	রৌত ও কুটিলকার জন্য বাঁশের ও তালপাতা নিৰ্মিত হয় ।

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম ।

ইস্	লাঙ্গল সংযুক্ত লম্বা কাঠদণ্ড
করান	যে অংশে লৌহকলক সংযুক্ত থাকে
দাল	লৌহকলক
মুটিয়া	লাঙ্গলের যে স্থান কৃষক ধরিত্তা থাকে
পাতার	ইস্ লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বাঁশের কলক সেওয়া হয়
লানাই	ইসের গোড়ার যে অঁচ বাহাতে লাঙ্গল আটক থাকে
আম্ফ	ইসের সহিত জোঁয়াল বাঁধিবার জন্য যে পাঁজ কাটা থাকে
মুজী	লাঙ্গল সংযুক্ত বাঁশদণ্ড

ধান্ত গাছ হটতে পৃথক্ করায় —“মলান করা” বা “মাড়া” বলে ।

ধান্ত হটতে পড় কুটা ইত্যাদি কুলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার নাম—“বাও বেওয়া” ।

চাউল প্রস্তুতের জন্য সিদ্ধ করাকে—“উবান” বলে ।

চৌকী-কয়ে চাউল প্রস্তুত করাকে —বারাবাণী বলে ।

ধান্ত গাছ সকল কাটিয়া শুষ্কাকৃত করিয়া রাখার নাম—“পুঁজান” ।

যে পরিষ্কৃত ভূমি ও ধান্ত গাছ হটতে পৃথক্ করা হয় তাহাকে—“বদাম” বলে ।

সোয়াল ... বিচালী।  
কাউড়ী ... খাটত প এক হাম হইতে অস্ত্র হানে সরানের বস্ত্র।

কুশিহের গাহ অর্থাৎ আক রাড়িবার দেশীয় বস্ত্র।

এখানে বলা আবশ্যক যে সম্প্রতি দেশীয় বস্ত্রের পরিবর্তে রেশম ও কার্প কোম্পানীর লোচনর ব্যবহৃত হইতেছে ও দেশীয় বস্ত্রাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

দেশীয় আকরাড়া বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গের নাম।

বুড়ীগাহ ... যে কর্তৃত বৃত্তং গাছের শুঁড়ির কতক অংশ মুক্তিকার প্রোথিত করিয়া উপরে তিন হস্ত পরিমিত অংশ রাখা হয় ও তাহাতে একটা বৃত্তং গঠন করা হয়।  
শুণা ... ঐ গর্তে ইক্ষুদণ্ডগুলিকে পেষণ করিবার জন্য বে ৮১০ হাত লম্বা কাঠদণ্ড স্থাপন করা হয়।  
কাউড়ী ... অপর একটা ৪৫ হাত লম্বা কাঠদণ্ড বাহার সহিত গরু বোড়া চর এক ঘাহার উপরে বসিয়া একটা মনুষ্য গরুকে চালিত করে।  
বুহা ... কাশ দীকে শুণার সহিত সংযুক্ত রাখিবার জন্য তাহারি বস্ত্র কোণরি যে কাঠ খণ্ড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বাটির অল্পরূপ একটা গর্ত কাটা থাকে।  
পাটুল ... বুড়া গাছটির নিম্ন ভাগে ইক্ষুরসনির্গমনের যে কাঠ নির্মিত প্রণালী সংযুক্ত থাকে।  
মোরা ... মুক্তিকানির্মিত বৃত্তং গামলা ঘাহাতে ইক্ষুরস পতিত হয়।  
হাঁদা ... ইক্ষুরসের শুড় প্রস্তুত করিবার জন্য যে বৃত্তং উদানপ্রস্রী মুক্তিকার খনন করা হয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে শুড় প্রস্তুত করিবার জন্য একটা বৃত্তং 'কড়াই' বা 'কটাহ' ও 'উটা' 'খোরা' অর্থাৎ মুক্তিকার গামলা হাঁদার উপর বসান হয়। এক সময়ে ঐ সকল সংযুক্ত উদানে আল বেগুনা হইয়া থাকে।

নকী ... যে শুক লাউএর খোলার সহিত একটা বংশগু সংযুক্ত করিয়া কটাহ হইতে উত্তম শুক উঠান হয়।  
ছেউনী ... যে মুক্তিক অস্ত্র দ্বারা ইক্ষুদণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।  
কাউড়ী ... কাঠনির্মিত ডম্বা; বাহার মধ্যে ৫০ খানি ইক্ষু স্থাপন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

বাগীগাহ অর্থাৎ—তৈল বাড়িবার দেশীয় বস্ত্র এই বস্ত্র ইক্ষু বাড়িবার দেশীয় বস্ত্রের অন্তর্গত কেবল ইহার সরিষা পেষণের দণ্ডটিকে "শুণা" বা বলিয়া "গ্লাইট" বা জাট বলা হয় এক

কাতরীর উপরে পেশা কর্তৃক হবিবার অর্থাৎ কাঠ বা পাথরের একটি অংশী দ্বারা স্থাপিত হইয়া থাকে।

টুলা

বলকের চকের আধরণ

পাতের দাপ।

৩০ সিকা ( কাচ ) ও ২০ সিকা ( পাক ) ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ ততুল যে বেত্র মিশ্রিত পাত্রে ধরে তাহাকে "টীলা" বলে।

( কাচ ) ও টীলা ... এক ঘোন।

২০ মোনে ... এক বিশ।

১৬ বিশে ... এক পোটা।

তামাকের ওজনে কালাটীরা মণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাচ ৭১০ মণে এক মণ।

আবাব কেজের দাপ।

দেশীয় ভাষা

অর্থ

জমি, কুঞ্জ

...

কেত্র

কাঠ

...

এই সকল জমিতে পাট, কলাই, পাণ্ডাখাল, চাষ হয়

মোলা

...

হৈমন্তিক ধাত্তাধি আবাবের উপরিত্ত জমি

কাঠ

...

যে স্থানে গুগামি প্রস্তুত হইতে পারে, এক তামাক, আলু, ইত্যাদিও সময়ে সময়ে আবাব হয়।

কেত্র বাড়ি

...

যে জমিতে ঘর ছাউনির বড় রকম করা হয়

বাগবাড়ি

...

যে জমিতে বাগ আছে

আইল

...

কেত্রের চকুধিকের বকী

বাড়ি

...

মন্ত্র আটক রাখার অর্থাৎ যে বাগ বেড়া হয়

পানার

...

গুগামি।

কান

...

কিছু হবিবার অর্থাৎ যে বড় কান করা হয়

বাত

...

কসত বাটার 'উল' ভূমি।

কৃত্তিক পাতের দাপ।

কসত চকু প্রকার কথা

বিঠা

...

আত বাত

চেউ

...

হৈমন্তিক।

বিচিত্র একটি বিচিত্র পাতের দাপ।

জিহা, বসকাচাই, আবাব-সাইল, মেলপাই, বোকালায়ার, আউশ, মালানির, বাতি, মালানি, আকালা, হাতন-কুমা ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার হৈনস্তিক খাতের নাম।

অতি বৃক্ষবান্ধ—বিজকুল, গোপাল ভোগ, জগদ্রাধ ভোগ, উকনি মধু, দাউদখানি, শালীয়াস, পবনজিহবা, বৃক্ষকলম, চন্দনচূর, কাটার ডাপ।

মধ্যম বকরের মোটা—বেত, পাকড়ী, পানি সাইল, কচুলাশা, মালশিরা, এডুর সাইল, খেশোরা, ইত্যাদি (মোটা) কালা সাইল ইত্যাদি।

দেউতাল	অর্থ
গোম	গম।
কাউন	কাউনি।
চিনিয়া	চিনি।
মুহুর	মুহুরী।

খেশারী (উচ্চারণ খাশারী)

চাউরী	মাসকলাই।
কুলাটা	ঐ তাতীস নাম এক প্রকার কলাই।
অহব	অহব।
কোয়াল	মকাই।
শম্ভা	সরিষা।
তামাক	তামাক।
হামকুর	ইহা এক শেখের তামাকের নাম; অত্যন্ত তীব্র কেবল পাণের সহিত খাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম—

কাজভলৈছি, শগুনভলৈছি, গোছড়া, নাওখোল, সেদুর-খচুরা, মরুমুখী, বাহুরা।

কোটা	পাট	অর্থ	শেষ
------	-----	------	-----

ইদুরা শেখতাতীর চারাগাহ, বাহার আসে মাহ খরা হতা ও জালাদি প্রস্তুত হয়।

কোহারি আখ, বিভিন্ন প্রকার আখের নাম—কড়ী, হেওনুখী, কুণী (লম্বা আখ), কোখাই (লালমোটা আখ) কাজলা (লালসক আখ)।

অনুন	রসুন	পেয়াজ	পল্লী
------	------	--------	-------

মোটা বলভদাস, বাহা দার মড়র প্রস্তুত হয়।

কচু চরিপ্রকার কথা—আটিয়াকচু, মালকচু, মালকচু, বইকচু।

সরিষা তিন প্রকার কথা—রাইসমসা, টোডামসা, জাতিসমসা।

গোল আলু প্রধানতঃ তিন প্রকার—সেদুর-খচুরা, শীলকিয়াতী, খলাখলি।

খোজাআলু, হাখীশাখীআলু, তেপাখাআলু, সেকবকলআলু, মালশাখাআলু, মালশাখা, কাঠীআলু, কেশরআলু, অতিমোটা আলু।

महत्मा ब्रह्माय नमः ।

[illegible]

॥ १ ॥

বিষয়: প্রকার ২২৫/৪৩০ জালের নার—ক'সিজন, ক'টজন, ০৫ কাকাল।

370-200-1000

[illegible]

विधि: २५११ २५११ २५११

গাউ	গাভী	বাম্বুর	গোবর্ধন,
গাম্ভী, বা গাঁড়িয়া	গাঁড়নক	গাম্ভী বা গাম্ভা	বক্সা গক
গাম্ভা গক বা বক্স	বলব ;	নাকোবান	সে গক নাক গড়ি বিক
গোঁজ	অথ,	টাই	পুরুষ অথ
গোঁজ গাঁড়	গৌ অথ	উত্তরালম গাঁড়	বহিঃ
গাঁড়ী	গাঁড়ী	গাম্ভা	গম্ভবীল গু গাঁড়ী
গাম্ভা গাঁড়ী	গাঁড়ী	গাম্ভা	গকগু
গাম্ভী	গম্ভী	গম্ভা	গকগু

[illegible]

क. १०१, २५-८५५५, मडिलक, मडिलक, बांकाजी.

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
মাহং	হস্তিচালক,	সরে মাহং	প্রধান হস্তিচালক
মোট্ মাহং	হস্তীর আহাৰ্য সংগ্রাহক	চারা	হস্তীর খাত
চরাই	হস্তীকে স্বাধীনভাবে খাইতে দেওয়া	ভাকুড়	হস্তিবন্ধনের জাল
আতু	কাঁটামুক্ত লোহ	থান্	হস্তিবন্ধনের স্থান
	নির্মিত হস্তিপদ বন্ধনী	বেড়ী	লোহ-শৃঙ্খল
হুড়	লোহ ফলক যুক্ত ৫১৬ হাত লম্বা ৫৫শ- দণ্ড, যাহা দ্বারা হস্তীকে আবদ্ধ করা হয়।	চারজামা	হস্তীর পৃষ্ঠে বসিবার জল কাঠ নির্মিত আসন
ডুম্	হস্তীর লেজ।	ডাকস্	অশ্বশৃণ
হাইলোন	হাপোরান চাগল	কুলটি বা গলাফি	হস্তীর গলা মেটনের দড়ি
বকুরী	চাগল	ডুম্‌চি	হস্তীর লেজের নিম্নে যে বন্ধ লোহ থাকে।
পাঠা	ঐ	মেড়া	মেঘ,
ভোটা	কুকুর	গোড়র	সুখিক।
মনেরা	ছোট ইঁদুর	বিলাই	বিড়াল
চিক্স	ছুঁচা,	ভোটেী	কুকুরী
বাগ	বায়	ধড়ো	বড় ইঁদুর
সওল	সুঁকর,	সাইলা	গন্ধ সুখিক
গরদা	খটাপ	বাগিনী	ব্যাদী;
ছেলার	লজার	শোনা	শশক।
গাঁড়ো, হাঁপা	বনবিড়াল	বেজী	নকুল
		বাঁকশিয়াল	বেকশিয়াল
		ভাতি	ভরুক,

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।



- ৬। মোহাম্মদ বী—১ মুকুল হোসেন। ২ ফেরাযত-নামা। ৩ কামিম-বৃক্ষ। ইনি বহু  
বিনের পূর্ববর্তী লোক। ইহার বিস্তারিত পরিচয় আছে।
- ৭। মুজিব—১ হানিকার পত্রের উত্তর। ২ ইনান দেশের পুঁথি।
- ৮। সৈয়দ মুলতান—১ জ্ঞান-প্রদীপ। ২ সবে-সেয়ারাজ। ৩ জ্ঞান-চৌতিল। ৪ অজাত-  
রত্ন। ৫ হজরত মোহাম্মদ চরিত।
- ৯। আলাওল—১ পরাবর্তী। ২ সবকল মুদ্রক-বদিকুল্যামাল। ৩ সেকান্দরনামা। ৪ হস্ত-  
পরকর। ৫ সতীময়না ও লোরচক্রাণী। ৬ তউকা। ৭ রাসদাশ।  
৮ বৈকব-কবিতা।
- ১০। দৌলতলাহি—১ সতীময়না ও লোরচক্রাণী।
- ১১। নছলোরা বী—১ জ্ঞাননামা।
- ১২। সাতাবদিউদ্দীন—১ কতেমার ছুরতনামা। ২ নরবেলী বা বৈকবপদ।
- ১৩। আলিরাফা বা কাবুলকির—১ জ্ঞানসাগর। ২ ধ্যাননামা। ৩ সিরাজুলুপ। ৪ মোহ-  
কামন্দর। ৫ নরবেলী ও বৈকব-কবিতা।
- ১৪। নুরমোহাম্মদ—১ মদনকুমার-মধ্যমালাব পুঁথি।
- ১৫। চান্দ—১ সাহাচর্য-পুঁথি।
- ১৬। নুরমোহাম্মদ—১ হুমায়ূন-চওড়াল।
- ১৭। জীবন-প্রদীপ (পুঁথি)—১ সাগরতালের পুঁথি।
- ১৮। মোহাম্মদ আকবর—১ জেবলমুদ্রক-সামারোশের পুঁথি।
- ১৯। জালিমগাজী (পুঁথি)—১ বৈকব-কবিতা। ২ রাসদাশের পুঁথি। ৩ কবিত্তন।
- ২০। কাজি হাসনত আলী চৌধুরী—১ মগকুলসাহ। ২ আলেকলারলা বা আমবাগপত্র।
- ২১। সরিক—১ জালমতী-সহকলমুদ্রক।
- ২২। করিমউল্লা—১ বিনিমিত্তন।
- ২৩। মোতলিব—১ কিকাইতোলমোহাম্মদ।
- ২৪। সৈয়দ নবউদ্দীন—১ রাহাতুল কুতুব। ২ দাকারেৎ।
- ২৫। সেবমুনসুর—১ আযীর (মোহাম্মদ হানিকার) জব।
- ২৬। আরিক—১ জালমনের কেছা।
- ২৭। মোহাম্মদ রাজা (রেকা)—১ জামিম-গোলাল-উত্তর সিগাল।
- ২৮। হামিদুল্লা বী বাহাদুর (ওওয়ারিবি-হামিদী-প্রতিভা)—১ জীবন-মোহাম্মদ। ২ জালিম।
- ২৯। মোজায়েল—১ ছাহাৎনামা।
- ৩০। বাজক কবির—১ নামহীন পুঁথি।
- ৩১। মোহাম্মদ আলী—১ কিকাইতোলমোহাম্মদ। ২ মুসলিমের দারবান। ৩ পানখাখি  
সমীক।





৬৪। লাল বেগ	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক ।
৬৫। আবদুল হালী	" "
৬৬। সৈয়দ মঈনুজ্জাম	" "
৬৭। সেখ ভিখন	" "
৬৮। লাল বেগ	" "
৬৯। কবীর	" "
৭০। আকবর সাহ	" "
৭১। সেখ ফতন (পোতন)	" "
৭২। আলী মঙ্গীন	" "
৭৩। এসাদ উল্লা	পারমার্থিক সঙ্গীতরচয়িতা ।
৭৪। সফাত উল্লা	" "
৭৫। আমীর আলী	" "
৭৬। আলী মিক্রা	" "
৭৭। দেওয়ান আলী সাহ	" "
৭৮। চুলা মিক্রা	বৈষ্ণব পদাবলী লেখক ।
৭৯। মনোহর	" "
৮০। আব্বাছ ( আলী )	পারমার্থিক সঙ্গীতরচয়িতা ।
৮১। আব্বাছ	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক ।
৮২। সমসের ( আলী )	" "
৮৩। আবদুল গুহাব	" "
৮৪। আমান	" "
৮৫। সৈয়দ আফর	শাক্তসঙ্গীতরচয়িতা ।

আবদুল করিম ।

## নিরঙ্কর কবি ও গ্রাম্যকবিতা ।

( পূজ্যপদ্য-শিতের পর )

যে সমস্ত নিরঙ্কর কবি বঙ্গ যৌবনের প্রারম্ভে কবিতা রচনা করিতে গিয়া  
সমস্ত এক সময়ে উন্নতভাষার কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রায়শই  
সাহিত্যিকের বঙ্গ বা সামান্তিক শ্রীতি নীতির অনুসারী না হইয়া  
সাহিত্যিকের নিকট, গমিকতার সাহায্যে ভাষাতিক্রমের দ্বারা অবলম্বন  
কবিতা রচনা করিয়া সমস্তের মধ্যে কতকটা উন্নতভাষার সমাবেশ করিয়া থাকে । একটি  
সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য আছে যে—

“অগম নিগম হমিশ কোরাণ পরদা যাব হাতে ।

জনম ফৌজ আসমান শানি সে দেয় চনিয়াতে ।

ইমাম হোসেন হজরতের পোতা মতিম কারখোলাতে ।

রামের শীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে ।

হায় রে হায় এসব মেলা যে আলোরে কাই ।

কোকে ভারে বালু গাড়া তরি কল দায় । ইত্যাদি

সাহিত্যিকের জন্মের পূর্বেই বঙ্গদেশে বহুদিন চতুর ও কবিতা রচনা

নিরঙ্কর কবিদের জন্ম হয় । তাহাদের কবিতা হইতেই কবিতা উন্নতভাষার কবিতা  
বহুলাংশে উৎপত্তি । বঙ্গ প্রকার গ্রাম্যকবিতা কবিতা, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিকের  
বঙ্গ প্রকার কবিতা উন্নতভাষার কবিতা, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিকের  
কবিতা উৎপত্তি । তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিকের  
কবিতা উৎপত্তি । তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিকের

তলে সুমারো পাড়া সুফাল বনি এলো মেলে

চতুর পাখীর দান পেয়েছে বাজনা দিব ফিল্ডে

না না কোরে ভাড়া দিব বাজনে জমিদার বসে ।

এই কবিতা হইতে একটি বাস্তবিক ভাবে দেখা যাইতে পারে যে  
এই কবিতা হইতে একটি বাস্তবিক ভাবে দেখা যাইতে পারে যে  
এই কবিতা হইতে একটি বাস্তবিক ভাবে দেখা যাইতে পারে যে  
এই কবিতা হইতে একটি বাস্তবিক ভাবে দেখা যাইতে পারে যে

১. তাইতো, সব বাঁধা বোঝার জিন ।

জন্মি কবে বসি আঁধা সাহেবেরেইন ।

২. সর্বদা বঙ্গদেশে, সেপাইতে মেঘ বেড়ে, পরাণে না-মেয়ে । ইত্যাদি

এইরূপ ভাবের কত প্রকার শ্রোতৃ-সংকালের লিখিত বন্দীপণ চরকা কাটিবার সময় সময়েরে  
করিত। তাহাদের নিকট হইতে শিশুগণ শিক্ষা করিয়া এই সকল ওজোজ্ঞ-মণ্ডী কবিতা  
মাঠে মাঠে প্রান্তরে প্রান্তরে গান করিয়া দেখাইত। এই সমস্ত কবিতাকর্তারা নিরক্ষর কি না  
তাহা কবিতাগুলির ভাষার উপলব্ধি হইবে।

৪। হুতীর রাজা নন্দকুমার, লক বাসুণ করে জমার। ইজাদি

৫। আলমবী এক আইন হয়েচে,

কোনচলিলের সাথে জেটিন কপড়া বাধিয়েছে।

তায় রে হায় একি হুসা বাসুণের কঁাদি হলো,

নন্দকুমার মারা গেল জুয়ানি ফুলার পড়েছে। ইজাদি

৬। কপড় শেঠের বাড়ি, উমিচামের বাড়ি, আর গোবিন্দচামের বাড়ি।

অতঃপর কবি-সংগত অসংখ্যক ঐতিহাসিক শ্রোতৃ উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার  
করা বাইতেছে। এই সময় দেশের ইসলাম-গৌরবরবি চির অস্তগমনের পথে গমন করিতে  
ছিলেন, যেতদীপগাভরস্বী এই সময় তাহার বিরুদ্ধে কবর পাতিয়া পুত্রপদের দ্বারা  
যুঁজিবার সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন এবং বিধাতা গোপনে পাকিয়া কোটি  
কোটি ভারতবাসীর পণ্ডিতগণের কণ্ঠে বক্তব্য উপস্থাপিত এই দেশে কোরাণিকগণের তরবারের  
শাসন হইলে সভ্যতা শিক্ষা পিতৃ-পাঠ্যই মিথ্যেহি হইল। ঠিক এই সময় অভিলম্ব কবজমির  
নিরক্ষর কবিতায় "আলমবী আইন উরফমের" আলিমবদী ও সরস্বাক বীর সমরকাহিনী বিবাহ-  
ব্যাপার উল্লেখ অনেক করিয়া গান করিয়াছিল। যথা—

১। সফর হুসা নবাব হুতীর বাড়ির সফর করে খালি।

দিনে দিনে সোণার বরণ হয়ে গেল কালী।

মারা মারি গেল গেল "পারিষা" মরদানে।

কানে বাজলার সুরেবার কাণুল নখনে।

পূর্বেতে কবির মনো জাকর খাঁ মনো।

ভালি মন হলে নবাব সফর ছেড় না।

গিরাস খাঁ বলিল তখন তখন নবাবজি।

আলিমবদীর শির ফেটে এনে দিল আভি।

তখন তখন ওয়ে গিরাস পাঠানের জাতি।

মরদানে পড়িল যেন হায় আর কাটি।

পড়িল নবাবের ডাখু আফগের মানে।

আলিমবদীর ডাখু পড়ে গিরাস মরদানে।

তখন হুবি করে গিরাস বলি যে তোমাকে

আইজাদি মিলিতে আসে লড়াই কল কাঁপে।

হারি পো আলো বারি তামা খেজাল দিন রেতে  
 গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দীর সাথে ।  
 মার মার করে গিয়াস লড়াই করিল  
 কলার বাগানে খেন বুড়িতে লাগিল ।  
 তীর পড়ে কাকে কাকে খুলি পড়ে রয়ে,  
 গিয়াস খাঁ করে লড়াই চাল সুড়ি দিয়ে ।  
 ভাল ভাল কামান সব কবিলেক বিলি  
 নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি ।  
 লম্ব কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস খাঁ বুড়োড়া কিয়ে  
 হাজার হাজার পলটন এক চক্রে মারে । \* \* \*  
 হাতী পড়িল ছল চুলিতে বোড়া পড়িল রণে  
 পাখাঘার ডুবাইল সাহস বিলের কোণে ॥

আবার পলাশীর সমরকাহিনী লইয়াও গ্রাম্য কবিশ্রম নীরব ছিলেন না, তাহাদের কবিত্ব-বৈভব বঙ্গভূমির, এমন কি, সমগ্র ভারতভূমির দৈবপরিবর্তনের ঘটনা কি বিদ্যুত হইতে পারবে ? বলা—

২। কি হলো যে জান—

পলাশীর মরনানে নবাব হারাল পরাণ ।  
 তীর পড়ে কাকে কাকে খুলি পড়ে রয়ে  
 একলা মীরমদন পাছেব কত নিবে মারে ।  
 ছোট ছোট তেলেকা খাল লাল কুন্ডি গায়  
 হাটু মেড়ে জ্বারে তীর মীরমদনের গায় ।  
 নবাব কান সিপাই কানেক আর কানেক হাতী  
 কলকতার বসে কানেক মোহনলালের পুতি ।  
 চুধে হোক কোম্পানির উড়িল নিশান  
 মীরজাদারের পাগা-জাজিতে পেল নবাবের গোণ ।  
 সুলবাণে হলো নবাব খোসবাণে মাটি  
 চোকায়া পাটারে কানেক মোহনলালের বেটি ॥

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নবাব মীরকাসেমের যে মুক্ত হইয়াছিল, উক্তর আভাস পাইবা তৎকালের গ্রাম্য নিরক্ষর কবিশ্রম অনেক গ্রাম্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিল, যথা—

৩। বাজলবাণ কতে পানসী ভয়ে বেগুতে লাগে ভাসি ।

সাজিল তেলেকা গোরা কুন্ডি লাগে লাগি ॥

- ৪। শোন শোন এক ভাবে কাব্যরসের কথা  
নবাবে গুটল কুঠী সতর কলিকাতা ॥
- ৫। সঙ্গে আচ্ছ তুরুক সোথার  
আন্তন পানি নাহি মানে করে মার মার ॥
- ৬। শামনে গুলকি পেড়ে ধরল তেড়ে বত তেদেখা গোরা ।  
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মানুষতকীর ঘোড়া ॥
- ৭। সিরিল মানুষতকী তাহা দেখি পাতে কাটে খাস ।  
বারুজান একটি চাকর তেরা নকর গায়ে ভরা মাস ॥

ইত্যাদি রূপ গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা করিয়াছিল।

বঙ্গের নিরক্ষর শর্যভাবগ্রাহী কবিসমাজ “শুকসভা” নামে একটি অভিনব ধর্মমত প্রকাশ করিয়া তাহাদের কবিত্বনন্দন কাব্যরসের মাদুর্য্য সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে। এবং নিরক্ষরের না কিন্তু না মঙ্গলময় না খুশীম তামাক অভ্যস্তনী বা মনোহর্য্যনীর আধ্য-

তকমতা

দ্বিক উন্নতি কাম্যাকা দিগেছে। এই সকল শোন “শুকসভা”মতের অগ্রদূতী ক্রিয়াকর্মী নইবা মঙ্গলের বিচরণ করে, তাহার প্রাচীন সকলেই মঙ্গলের একজন নিধি। ইত্যাদি দৈনিককার্য্য সম্পূর্ণ না হইক অনেকটা নিরক্ষর ধারণের। এই মতের পালনপাল পায় সকলেই অকৃতবায় সঙ্গীতপ্রিয় লোক। টানবা গুরুত্ব জুগুপ্সা শিখের বারীতে বাটীতে পিরা মঙ্গলের অনিত্যতা বিচার কর্তৃক এবং শুকনামে দেবতা অথবা বাস্তবিকময় উপাসনাক্রম শিক্ষা দেয় ও উচ্চৈশ্বরে “প্রকীর” নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিবাগণ এই সকল শুকপাখির সঙ্গে তৈল, পান, ৭ তামাক বাদ্যের কবিতা গীত গাইতে থাকে।

এই “শুকসভা”গানের কবির আলোচনা করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমরা “লালন কবীরের” ও “ঈশানকবীরের” গীত উল্লেখ করিব। এই দুইকবি যে কত শুকসভা সঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা আমাদের কৃত্তশক্তি বহিরে। বোধ হয়, সমস্ত শুকসভা সঙ্গীত-গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে “দ্বিধাবোধ” অভিধানের দ্বার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এক লক্ষ্যও নহে। নবমীত অধ্যায়ে লালনকবীরের অনেক কথা বলা হইয়াছে, তবে ঈশানকবীরের কিছু পরিচয় এই স্থানে উল্লেখ করা বাইতেছে—

১। “অকুল হরিয়ার পড়ে হরান আমি না জানি সীতার।

না জানি সীতার আমি না বুঝি-খাপার ॥

কল জেই কত কুলার উঠে দিবারাতি।

আমি, এককো দেখে তারি কবি ও কবিতা (বিষয় কবি ও কবিতা)

তোমাতে যেখান বলে পড়েছি পাখারু।

এবার পড়েছি পাখারু।" ইত্যাদি।

আজ এইরূপ একপ্রাণতা, এইরূপ তত্ত্বতা, এইরূপ গভীর ভাবগূঢ়তা গ্রাম্যকবিতার মধ্যে কেবল গুরুসত্য গীতেই শোভা পায়। একচোখো দৃষ্টি না হইলে আর পাখারে পড়িয়া উঠায় কেবা দাঁহ না, তাই নিরন্তর কবি গাইল, "একচোখে দেখে তাই করি যে মসতি"।

একদিন চৈত্রমাসের দিব্যবসনে আমি কোন কাব্য উপলক্ষে আমার কলকাতা শিক্ষা-তালপত্রের নিকটবর্তী রত্ননাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একজন দশমবর্ষ-বয়স্ক নমঃশূন্য একটা গুরুসত্য গান গাইয়া মোর শ্রীয়া গৃহে ক্রিয়তেছিল, ঐত তুমি আমি একেবারে আকর্ষণ হইয়া তাহার সঙ্গে চতালপত্রীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম আজ প্রসঙ্গাধীন সেই গীতট উদ্ধৃত করিয়া গুরুসত্য সঙ্গীতের কবিতা পাঠকের সম্মুখে প্রতিব। যথা—

২। "আকাশের দারে আলো ফুটেছে এবার দরাল ফুটেছে আবার।

আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দরাল আমার সম্মুখে জ্বলি, যে সম্মুখে জ্বলি।

কুল ঘরে পাখী উড়ে পাতার শিশির

পলে সে রোদের তাপে আলোক নিশির, দরাল আলোক শশির।

তাই জেবে কালে উপান বাতনা গভীর, বর্ক বাতনা গভীর।"

একে বাগবত, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর মঙ্গল প্রাণপণী জ্বর—তাহার উপর ভাববানের অব্যবহিত অতঃপ্রদ বর্ণনায় আমাকে প্রকৃতই তত্ত্বরত শিক্ষা দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-সারসংগ্ৰহের বন্ধ ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

পাঠক মহাশয় নিম্নের ব্যক্তির নিকট ইহা আপেক্ষা উচ্চতরগণ্য সঙ্গীতজ্ঞান বিধমর নৌকায় পূরণান্তি আর কি পাইতে উচ্চা করেন? বিধান সে জ্বরে ঘনীভূত, তক্ষি সে জ্বরে মতম্বী। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এই নিরন্তর কবিকবরকে ধন্য! কাব্যরসপ্রাপ্তি জাবুত গুরুসত্য-সঙ্গীতজ্ঞান এই নিরন্তর কবি-শিক্ষাপ্রদে ধন্য।

৩। জীবনে নাই যে আশা, কর ঐক্যচরণ ভরণ, ও জোর নাই যেহে নাই ভরণ।

ও মন এই মেঘের ভ্রমর মিছে, ওহে নিশাসে কি নিশাস আভে,

কাগজমানে রক্ত পেতেছে কাকবে যে জোর গুণের বাবা।

ও মন তাই মন বন্ধ বল, মনকে মকলি ভাল—

ও মন মনে এ মনকে কে করবে আর বিজ্ঞান।

ও মন কষ্টে মন কাঁদে মেঘে, মেঘে বড় মনে দিবে।

ও মনকে ইহা মনে, মনকে মনে দিবে বাবা।

৪। এই ভবে গুরুসত্য সঙ্গীতের ভাব প্রকৃতি নাই।

ঐক্যবাক্যের কণ্ঠে নিশাসের ভাব প্রকৃতি নাই।

ভবজন সঙ্গে কুড়ি করে, পাঁচঘন্টে আড়িমারে  
তকিরাখি গুরুর পারে দামের নৌকার চড় না।  
এবার গুরুর মাঝে বালাম দিয়ে ভবপারে বাও না। ইত্যাদি  
৫। ও গুরুর সাধের মরনা কোন দিন উড়ে যাবে রে, উড়ে যাবে রে।  
তখন খালি বাঁচা পড়ে যবে রে, পড়ে যবে রে।  
গুরুর আমার মনের মাগিক, আমি গুরুর পোষা মাগিক,  
গুরুর দয়া দিনে ধরবে কাল বিড়াল এসে রে—বিড়াল এসে ॥

এইরূপ আনৌকিক শক্তিসম্পন্ন নিরঙ্কর 'গুরুসত্য'-প্রথা-প্রবর্তক কবিগণ অব্যবহৃত নপ্ৰেম-  
কাঙ্ক্ষা রূপে শিবগুণনিবাসে এই নিরবকের নিরঙ্করসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বমতের  
পোষকতাসহকারে দীতিকবিত্তে বক্তব্যসম শ্রীকৃষ্ণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুসত্য সঙ্গীত কবিবরাহো দ্বিতীয়দ্বান অধিকার করিতে পারে। একটি কিসমতী  
প্রকাশ করে যে, খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী কলঙ্গার নিকটবর্তী আউটপোর্ট "নটিয়াবাটার"  
অপর পার্শ্বস্থিত ভদ্রনা নামক স্থানের একটি পোষকাতীত্ব ফকীর না কি সর্বপ্রথমে এই গুরুসত্য  
সঙ্গীত রচনা করিয়া বাহার গমনশীলকবিগণের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা জানি যে,  
এই গুরুসত্য এই পুরাতন অখোরপহিমতের একটি অংশবিশেষ। অনেকগুলি স্তোত্র  
তাহার আভাস পাওয়া যায়। অখোরপহিমতাবলম্বিগণ বেদন ব্যবহারে প্রাণ আভাসে কোন  
পতিত বীধা নিবদ্ধ করে, সেইরূপ গুরুসত্য মতাবলম্বিগণও কোন ক্রিয়াবিশেষের অধীন নহেন।  
এইমতে কোনরূপ অস্তিত্বের উপাসনা নাই। কেবল একস্থানে সকলে সম্মেলিত হইয়া দীতি  
প্রার্থনার উপাস্তের উপাসনা করে। অখোরপহিমতের সঙ্গে ইহার কতদূর মিল আছে, তাহা  
নিম্নের সঙ্গীত-শ্রেণীতে অনেকটা বুঝা যায়, কথা—

৫। চাই নে আর যাওয়া যাওয়া কুড়িরে যাবে মরামাস।

তোমারে বেশ বার ভক্ত (বরাল আমার) চেয়ে আছি বারামাস।

বিভিন্নমতে শরীর আমার গড়া বায়ুর জোরে।

নিরাচ্ছ গোণের বরাল বাউলে আমার জোরে ॥

আমি তোমার তুমি আমার আর বে কিছু নাই।

কণকি বরাল চাই আমার মাঝে কিসে দাস।

যারে থাকে খেয়েছি তারে মনে বারামাস। ইত্যাদি

এই স্তোত্রটির অনেকাংশে আভাস গ্রহণ নাই, বাক্য গ্রহণ হইয়া তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে  
গুরুসত্য স্তোত্রের কতকটা দর্শন অস্তিত্বের জালা যায় যে, এই অস্তিত্ববিশিষ্ট এক অধিতীয় ইহাদের  
প্রতি মন বিদ্যা খাড়াবাড়ের বিচার ও তত্তি অস্তিত্বের বিচার আভাসে মনে না। এই অস্তিত্ব কবি যে  
এই প্রথা আর অখোরপহিমতের একই মস্তিষ্কের দুইরূপ রূপ।

অস্তিত্বের আভাসে বারি একটি অস্তিত্ব প্রাণ কবিতার উচ্চতম মস্তিষ্ক এই অস্তিত্বের বেশ কবিতা।



ত্রিনাথ-পূজা।

এই প্রথা প্রায় আজ ৩০১৪০ বর্ষ দ্বারা বজের জেলা বিশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ত্রিনাথপূজাপীতি কহে।

ত্রিনাথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ত্রিকা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবপ্রধানের সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে এই ত্রিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূলে কিন্তু “ত্রিধ” জ্ঞানের কৌশল-মূর্ত্তি মণিগ্রন্থনের দ্বারা সমস্তই গীতা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধর্মের সর্বত্রই তিন লইয়াই কীৰ্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।

ত্রিভুসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কথিগণ এই কারণেই ত্রিনাথ নামে একটি আত্মনব ধর্ম-তত্ত্ব বাহির করিয়া সমস্তের নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই ত্রিনাথপূজার মন্ত্র এবং অস্ত্রবিধ উপাসনাপ্রণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অসমর্থিত জনের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্র হীন রুদ্ধক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনব শাসনভার বারক এবং ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারাষ্ট এই ত্রিনাথপূজার বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গড়িকাসেবনের বল গঠন করিয়া গৃহস্থবিধের আকিন্দায় সর্বসমক্ষে গীতার ধর্মীয় অঙ্কন করিয়া দেয়। তত্ত্বজ্ঞানম্বারক গড়িকা তখন অক্ষরহীন তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বপীতি বাহির করিতে থাকে।

বেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়িতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রকার একজন মূল বা রচয়িতা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন দেবমন্ডলা কার্যের জন্ত আশা বিয়া তৈল, সুপারী, আর পাঁচ ধরির করিয়া সন্ধ্যার সময় বলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তখন পূজার আয়োজন করিয়া গীতা পাইতে থাকে। আর দীপ্ত সাইয়া কবির প্রকাশ করে। যথা—

সাবু রে জাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম নিও

ত্রিনাথ আমার বড় করাল জার না নীলে বোকা।

ও বে পাচটি পয়সা হলে বে হল ত্রিনাথের পূজা।

ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে ফেলা

তার গলার চবে গলগণ্ড ঢুক দিবে বের হলে ঢালা। সাবু রে জাই ইত্যাদি।

গোলকের একপাশে কীরোদের কূলে

ত্রিকা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে কূলে।

তেনকালে আত্মশক্তি উমা কাত্যায়নী

আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম তনি।

বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হল উপার

কিনে মাঝে কীবে তুংখ বল তা আমার।

আমরা তিনে এক একে তিন জানে জানিজন

বুখ্য লোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে।

জনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।

"ক্রিনাথ" নামে পূজা হইবে ধর্ম্ময়।

তোমরা তিনে এক হোক তিন হইবে সেইখানে।

পুজিলে কলির লোক তাঁরবে তুচ্ছনে।

এই সব কথা তারা না শুনিবে কানে।

তারি মনে পুত্র হইবে নষ্ট রামাই কবীর ভণে ॥

(সামুদ্রে ভাই দিন গেলে ঠাক্যাদি।)

এইরূপ ভাবেও গীত, শোক, ছড়া এবং কবিত্বময় উপকথা এই ক্রিনাথপূজার সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আছে। যে সকল মাত্রে-তাহানে গাণে-খেদানে উচ্চাখল যুবক এই ক্রিনাথতরু, তাহার ঠাকু-বেগ ভক্তিতে ঘনটা ভক্তিবৃত্ত না উঠিল, ত্রিগুণিকান্নো ভাঙে অতিরিক্ত মল্ল। রামাই কবীর নামে যে অভিযান্ত্রিক উদ্ভূত হইল, উক্তা একদিন একটি গাওগামেন কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের খাতিতে গিয়া ক্রিনাথপূজার শুনিয়াছিল। রামাই কবীরকে জিজ্ঞাস্য করায় শুনিলাম যে, সে এই ক্রিনাথপূজার জন্য আর গীত এল চৈতন্যমাসের অষ্টম গীত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন আমরা তাঁহাকে কিছুকাল কবিত্বময় এক পড়া শুন। উত্তরে শুনিলাম, "তাঁরা হইলে আমি মধুসূদন বসন্ত হইবাম্।" সেই সময় একটি কথক সঙ্গীত শুনিলে চাছিলাম। রামাই উঠিয়া অঙ্কের হস্তাধিত দেখান পক্ষান্তে গাও দেখাইল। উক্তা প্রায় সচলময়িক গীত লিখিত আছে।

অত্যাধিক নিরঞ্জন কবিত্বময় এই ক্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেক-নেক নমঃপূজ, মালো, জালিয়া, গীতি, কাণ্ডো, বক্তৃতা প্রভৃতি কাঁড়িতে এই পূজার প্রবল প্রাদুর্ভাব আছে। বনোবদ, তুলনা, কলিরপুর ইত্যাদি প্রধান স্থান।

বসন্ত: বঙ্গবাসী ভিক্ষণের জন্য কপার কপার বলিয়া থাকেন যে, ইহা শাস্ত্র উক্তা শাস্ত্র। বাস্তবিক প্রকৃত শাস্ত্র যে কি, তাহা অত্যাধিক সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে হুসভা ইংরেজ শাসনের যুগে এম বসন্তান সময়ের জন্য কলিকাতা শিক্ত দেবীদেব জন্ত বঙ্গবাসী

শাস্ত্রময় অনেকটা প্রকৃতি পারিতোছে। এই কালের শিক্ত বঙ্গবাসী

পাঠ্য শাস্ত্রময়ই প্রবল। কিন্তু ধর্ম্মিতে গেলে সমস্ত বঙ্গবাসীর এক

ভুক্তিগত লোক এখনও যেরূপ কলিকাতায় নিম্ন। এই কারণে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের চতুর অথবা "অজ্ঞান চালাক" লোকে অর্থাৎ তাহাকে সাধারণ লোকে "বোকা চালাক" বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটি কথা ধর্ম্ম ধর্ম্ম হই পদ্য উপাধীন, করিবার জন্ত হানবিশেষকে বা বহুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনার অভি প্রকৃতি করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলা দেয়। একটা "বার" হইবার জন্তই তাহার কল-কলো গিয়া সকলে উপস্থিত হয়। নিরঞ্জনীর বাঙ্গালী ভিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বার ঘটনার গীত লোক, ছড়া, প্রভৃতি করিয়া বারপ্রবর্তক নিরঞ্জন উপাসক বঙ্গদেশের সম্পূর্ণ প্রচারিত করিয়া থাকে। আমরা অনেকটা বাকের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বারে দ্বিতীয় বার লোকের নিকট গীত শুনিব-

হিন্দু, সে সময় উহা অনাবৃত্ত মনে করিয়া বরষা রাখি নাই। তবে বাসেরহাট মহকুমার পেসিদা খাজানির দফতর বাঘের গীতের কতকংশ আর যাকুরা মহকুমার খিলাখানিগ্রামের বাঘের গীতের কতকংশ বহিঃস্থ আছে, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। বর্ষের পাঠক তাঁহার জানা বারগীতের স্মৃতি জাগাইয়া এই অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই বারগীতে প্রাণী কবিতার কত কবির আছে।

যখন পৌষ মাসের সেই দারুণ হাড়ভালা গীতের মধ্যে নিম্নপ্রণীত গ্রীষ্মকর্ম খাজানির বরগা-  
বাঘের বাইতে থাকে তখন তাহারাই গাইতে থাকে। বলা—

“বল তাই আকিন—আকিন, ও তাই ময়ী।

শীতের দরবার পেলে রাজা ছেলে পাঠ কোলে,

পানের আশুপ নিবে দার বরগা শুকুরের জলে। • • •

কানায় বেধে পুথের বালি তুলে লোকের মুখে,

পরল কড়ি চিড়ে মুড়ী লয়ে চলে লখে।

এই ও হুইল বরগা বাঘের গীতান্তঃ ; এখন খিলাখানী বাঘের গীতান্তঃ শুধুন।—চৈত্র মাস  
তীর্থ যাত্রা—পথে আশ্রয় নাই অথচ সন্ধ্যার শিত লইয়া নিম্নপ্রণীত হিন্দুকুলগলগল  
বাঘের বাইতেছে। “সবে দুই একটি অপরিণত বয়স বালকই রকম। প্রকৃতির সজিনী রমণীসম  
বিশ্বের কর্তব্যর সুধারিত করিয়া বাইতেছে, আর সেই প্রথম চৈত্র রবিকরণক মুকুমান ময়ীর  
তাহা ভাঙ্গনের উত্তম পদম-আসন পর্যন্ত লইয়া পৌছাইতেছে। পথে মধ্যে মধ্যে কোন নাতি  
কুসুমকু ভোণের আঁতে কলকল বসিতা সন্ধ্যার রক্তিত ঘটের উত্তম জল পান করিতেছে, আর  
যে বা পারিবারিক সুখভোগের আশা করিতে করিতে অকৃত মহিমাকাহিনী মুক্তপ্রাণে কীর্জন করি-  
তেছে। এইরূপ সজিনী বলিতেছেন “ভোর ভর নাই নে—পাত ভলার ধ্বনিত ভোর বাধী  
কন বহুতে পারিবি”—অনিন আবার অপর সজিনীসম ভক্তির কোয়ারা ছুটাইয়া গাইতেছে বলা—

“হরি নগরের লুট সিবি কেঁ আর ঠাকুরের কাছে।

যে বা গাম্ গাবি নে তাই ঐ দেখ ঠাকুর যাচে।

এখন দরল ঠাকুর আর নাইকো কোন বাসে।

ধরু খিলাখানির লট ঠাকুরের আসন বেই বাসে।

আর সে যত সোণী জামি জোড়ের পেরে।

পারেন সে কুলে নিরে আঁচল জগৎ পিরে।

• • • কত কাদা বোঁড়া।

পাছ ভলতে তৎ হুলা পা জোড়ের কোঁড়া।

যে নারী লোক দল যা খিলাখানি, হাড়ে পাশে কানায় বসি।

যখন দার মুখ তখিন, তখন কোটা কুলে মুখ ঠাণ্ডা হিন্দারে,

ধানের দুইয় আনি।

ছোটো পরমা স্নিগ্ধ হয়ে বাজাবের হয়, কেনে পদ্মপা পাঁচ-খর,

কেউ কিনে বাগা চুঁচি, কেউ বেঁধে পাঁচনচাঁর,

কেউ বলে গুলো যদি এবার বড় দব।

যত কচকেরা সব নারী দেখে দাঁড়ায়, কোমটা কোন কাবে লাড়ায়।

জানে না ভক্তিতত্ত্ব, নাহি তার আত্মতত্ত্ব, এই কথা পাঁচুর বাল্ল দেখে হয়।

● এই গীতটিতে নানারূপ পদযোজনা আছে। সম্যক্ৰূপে আমার মরণ নাহি, অথবী বাঁচা আছে  
আজও সকল উদ্ধৃত করিলাম না, কেন না নিরঞ্জন গ্রাম্য-কবিশৃঙ্গার কবিশ-মাদুর্য্য ইত্যাদি তত  
নাহি। তবে গ্রাম্যকবিতার একটি অংশ বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইল—ইহাতে পাঠকপাঠিকা  
তৃপ্ত হইবেন, ইংগি পদকলপকের অন্ত্যগোধ।

অতঃপর বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় প্রচলিত চৈত্র মাসের “অষ্টকগীত” উল্লেখ করিল। বঙ্গের  
পাঠকগণ এখন একবার আনন্দ এই গানে ত্রিকুজাতি দেবদেবী পূজার কতকটা অংশ  
আশ্রয় করুন। দেখিবেন যে চিত্রকর্তা দক্ষকার্য্যে কতরূপে গ্রাম্যপ্রথা এবং কৃষকজীবনের  
দৃশ্য চিত্রিত।

চৈত্র মাসে “চড়ক পূজা” নামে একটি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই চড়কের পূজার শিখ

চড়ক পূজা।

পূজা হয়। কিন্তু গায়েব কথা, এই পূজার শিবোপাসনা আবার

শাস্ত্রসম্মত নহে। শাল, খেল, বাগা, ঢাকি, বাঁজরা, নীল, বুল,

মেড়ার মাখী, চড়ক পূজার লক্ষ্য এই পূজার ব্যাপার নিশ্চয় হয়। বসন্তাচীর এই চড়ক

পূজার অন্যতম যে সকল নিয়ম থাকে, তাহার অধিকাংশই নীচজাতির ব্যবহারোপযোগী।

এমন কি, এই পূজায় যে গীতগুলি প্রচলিত আছে, উহারও ভাবভঙ্গী প্রতীকার ধরণ,

বাক্যনা, গায়, তাল, স্বরবিন্যাস নিত্যকাল সাধাকল্যানে প্রতিষ্ঠিত। বালা নামক চড়ক

পূজার প্রধান পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া চৈত্রের ভীষণ রোদ্রে সোকের বাড়ী বাড়ী

গীত গান করিয়া থাকে, তাহার স্তব, তাল, মৃত্যু এবং স্বরবিন্যাস শুনিতে ইহা যে আত্মজাতির

উপাসনার এক ভাগ আরো স্বীকৃত আইলে না। বালা মহাপ্রভু চাকের বাজনা সহ নাচিয়া

নাচিয়া গাতি জেঁদে যথা—

১। উঠর থেকে গেলো দেবী শাল কাপড় গায়

হাতের নালা গলায় দিয়ে পূজা খেতে চায়।

পূজা না পাইয়া দেবীর দত্তের কড়মড়ি

নারী লোকে দেও ছলু বল শিবের খলি।

২। ঘোর ধানের আলিকে ছিল কটকটে জ্বা

লাক দিয়ে এসে ধবল গায় বালায় ঠাণ্ডা

হার বালা হার বালা দশ অধিকারী

শিবের নামে ঢাক বাজায়ে কল ছড়ি ছড়ি।

৩। ধূপ ধূনচি ধূশের বাতি খট মজলার

ধূশের গন্ধেতে গোপাল আমার কাছে আর।

আর রে কারিকার পুত গাহ নেড়ে ধূপ

চড়ক পুজার তোর হাতে আমার বসুধা।

আমার আসরে যদি না কহিবি কথা

বোহাই তোমার শিব ঠাকুরে থা সেবকের মাথা।

৪। গজানন বহানন দুই পুর কোলে

ভাঙ খুতুকা বেয়ে শিব নিভ্রা জান ভোলে ॥

ইহা ছাড়া বাল্য মহাশয় নারায়ণের দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব-কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরেও এক হাত চাল ঢালাইয়া থাকেন। এই দশ অবতার বর্ণনাকালে বাল্যাবস্থা বর্ণনা নায়ে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে—উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতুহল নিবারণ করিতেছি যথা—

“প্রথমে নমস্কার করি দেবীর মহাহান

বাঁট সত্তর মুখা যার ঊনকুটি প্রণাম।

পুরাণে আছে শুক্ল নাম কইতে পারি কত

যতক নামাইয়া প্রণাম করি শিবের আসন চুরুরী পত।

• • • • •

ওঠ ওঠ মহাপ্রভু নিভ্রা কর ভজ,

তোমার সেবক ভাবে উঠে দেখ রজ।

কার্ত্তিক গুণেশ লয়ে আছ নিত্রে ঘোরে,

কেমনে করিব প্রণাম প্রভু হে তোমাগে।

প্রভু গোমার বড় ভর তুমি সখা নিভ্রা,

জানি আমি সলনিশ তুমি হে চৈতন্য।

• • • • •

বন্দন পূর্ব্ব ঘারে সেব দিবাকরে

শত অবৈ রূপ টানি, বলি অরুণ সারথি।

অকল্যাণে দীপ্তি হয় সবা করে গতি ॥

বিষয় হইও না মোরে করিয়ে প্রার্থতি;

ঈশ্বরদীপন, ভক্তি চাই কর, প্রণাম পূর্ব্বদেব প্রতি।

• • • • •

বন্দন উত্তর ঘারে, ঠৈকলাস শিবকে,

হিমালয় জানি।

যিনি পার্বতী সহিতে, সব নৃত্য গীতে,  
গায় ভিলকাবনি।

ও শিব ঘেবে তাদের গুল, মাঝারে শশিভূতা,  
আকুল সব করে বেলা—

ও বার মাঝার উপর, মাগের বাজার,  
বিরাজ করিছে সল।

ও বার করেছে ডুবরী, বাজার কুকরী,  
গায় বাব ছাল বাধা।

ঈশ্বরলীলর, কুড়ি দুই কর, প্রণাম করি শিবপদে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ ভাবে কোন সময় স্নোক, কোন সময় গীত গাইয়া বাংলা মহাশয় চড়কোৎসবে প্রাধান্য পান্ধাশিরি করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রাম্য কবিতার অনেকটা শিকিতের ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা এক কৃষকগণ যে পূর্ণ নিরুপক, তাহা যিনি চড়কপূজার কার্য ও গীত গুনিয়াছেন, তিনি অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল গ্রাম্যগীতির কবিশ্রম নিরুপক হইলেও ইহার সাধারণের নিকট “চাষা পণ্ডিত” নামে পরিচিত। ইহার অনেক সময় তত্ত্বজ্ঞানের নিকট থাকিয়া পুরাতনের তথ্য এবং তত্ত্বজন-ব্যবহৃত শব্দ শিলা করে। এই জন্য ইহারের প্রথিত গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের লব্ধিজ্ঞান আছে।

এতদ্ব্যতীত এই চড়কপূজার “অষ্টক গীত” নামে আর এক প্রকাব গ্রাম্যগীত প্রচলিত আছে।

প্রায় অধিকাংশ স্থানে এই সকল গীত অর্ধশিকিত অথবা  
অর্ধক গীত

অর্ধশিকিত গ্রাম্যকবিশ্রম দ্বারা রচিত হয়। চৈত্র মাস আশ্বিন-  
বার উপর্যুপ হইলে কৃষকপুলীর পাকার পাকার এই অষ্টক গীতের পেরাষ (রিহারসাল) গীতে শুনা যায়। হিন্দুজাতির সর্বপ্রধান পূজা হর্গোৎসব অথবা এই চড়কপূজার কৃষকসমাজের আয়োদ, উৎসাহ ও আগ্রহ অতিশয় অধিক। সাধারণ হিন্দুজাতি যেমন পূজার সময় বলিলে শারীর উৎসবকে বুকে, কৃষকসমাজ সেইরূপ চৈত্রমাসের মেল পূজাকে বুঝিয়া থাকে। হর্গাপূজার আরম্ভে যেমন উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আয়োদ হইয়া থাকে; চড়ক পূজার আরম্ভে সেইরূপ অষ্টকগীত বাজার প্রত্যেক কৃষকসমাজে আয়োদ উপস্থিত করে। এই অষ্টক গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয় ত একজন নরপুত্র, কিংবা জালিয়া, ঘোশা বা মালো, উর্জুকট একজন কৈবর্ত। ইহারের শিলা কৃষকসমাজের পাঠশালার নিজবোধ “মাতাকর্ন” নামে পরি-  
সমাধ। কেহ কেহ বর্তমান সময়ের আরম্ভে মাতাকর্ন (প্রাইমারী) পরীক্ষার অধীশি রাখা। সেখ-  
পড়ার এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এই সকল অধিকারিগণ যেমন প্রাচ্য অর্ধশিকিত কবির নিকট হইতে গীত সংগ্রহ করে; অথবা নিজের প্রেক্ষিত্যাত প্রতিক্রিয়ায় কিছু সংগ্রহ করে। বলা  
অষ্টকরচনা প্রকৃত হয়, তখন প্রকৃত কৃষক সমাজ কবি। যাকে কৃষকসমাজ কোনো কি  
চোপক বামাইয়া গীত শিলা দেয়। তাহার পর কোন প্রকৃতি (কৃষকপূজার কৃষকসমাজ)

বাড়ীতে ৪৫ টাকা বারনা লয়। নীলাধরী কাপড়ের দ্বারা ছেলেগুলির মাথা মুড়িয়া তাহাতে রূপার গোট কুলাইয়া দেয় এবং কালিতে পাট ডুয়াইয়া মেয়েলী চুল প্রস্তুতপূর্বক বালকদিগকে সাজাইয়া অধিকারী গান করিয়া বেড়ায়। অথবা কোন কোন সানাত্ত অর্থশালী অধিকারী দ্বারা দলের পুরাতন পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ছোকরা-দিগের মাথায় মেয়ের টুপি দিয়া চুল কালির সঙ্গে রং কুলাইয়া গান করিয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ধরণে এই চড়ক পুজার সত্ত্ব বাহির হয়। সাধারণতঃ অষ্টক গীতের অধিকারী তারা পুণ্য পড়িয়া ছোকরাগণের সরকারী করিয়াই বাতায় লইয়া থাকে। চৈত্রে তীর্থ যাত্রায় এই অষ্টক গীত গায়কগণের কত আনন্দ—কলমে লেখের কোয়ারা ছুটিতেছে, প্রাণভরা হাসি বুকভরা কৌতুক লইয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে কেন্দ্রীয় সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ফিরিতেছে। এই সময়ে এই গায়কগণ কচি আম, নোনাকল, ফট, অথক তরমুর বাইরা খটা দ্রুতী জল পান করিতে থাকে। লুপের বিবর, এত অভ্যাচারে এই গায়ক শিঙাণের কোন বিশেষ পীড়া হইতে জনি নাই। ইহারা কিছু বলে যে শিঙাটুরের কল্যাণে ব্যাধি হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে আঘাৎ কৌতুকের সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট থাকে বলিয়া পীড়া প্রকাশ হইতে পারে না। বাতা হটক, সেবতার এসবই হটক আর অভ্যাগ জগেই হটক এই অষ্টক গায়কগণ বড় প্রমত্তিহু।

একটি অষ্টকের বলে উক্ত সংখ্যা অষ্টক লোক থাকে। দুইজন বাবক, একজন মুড়িয়ার, আর একটি গায়ক। এই গীতের বাধনি প্রায়ই আট চরণে সমাপ্ত—তাই ইহাকে অষ্টক কতে। পুজার লবু দ্বিপদী অথবা দীর্ঘ দ্বিপদী হলে এই গীত গ্রহিত। যখন যথো যথো বালকগণ ও অধিকারী অতি উচ্চস্বরে “আহা কেন্” বলিয়া গীতের বাহার দিয়া নৃত্য করিতে লাগত কবে, তখন অতি গভীর ব্যক্তিকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আমরা নানারূপ অষ্টক গীত জিনিয়াছি, আকর্ষক বোধে তাই এই গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রবেশক পাঠকের পিঙ্গল্য নিদারণ করিতেছি। বধ্য—

১। তন কুক সহচরী,                      যে হুঃখে অভিমান করি,

তোমা কিনে আর কারে করে;

যখন প্রেম করিলেন বদ্যবর,                      হাতে ধরে রাখার পার,

বলে ছিলেন আরে নাহি চাবে।

এখন তা গেল ঘুয়ে,                      ভাকছেন সল্য বাণির জয়ে,

কলিতের অস্ত্র ফিরে ফিরে চার;

একদিন নিশি প্রভাত হলে পরে,                      দেখা দিলেন কুলাবের,

তাকুলের দার ঘেরি কামের পার। ইত্যাদি

২। বত সব ঘোরালাসারী,                      গুলারী কাছে গারি সারি,

কুনাতে বল আনুত দার;

মনমালা দিয়ে গলে,      বসি ভ্রমালের তলে,  
 দূর হাঙে তাই বেধেন ভ্রমরায়।  
 আহেরীর নারীগণ,      জলে করে সত্তরপ,  
 বস্ত্র নিয়ে কলষ ডালে রাখেন দরাসর,  
 ও কানাই কাপড় লাও, মোহাই ভোমার মাথা খাও,  
 কুলনারী শরম রাখা দার।

ইহা ছাড়া অন্তরঙ্গ ভাবেরও অটক গীত আছে, কিন্তু প্রায়শই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত। সুতরাং অতিরিক্ত গীত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের বৈধব্যবিস্মৃতি ঘটাইব না।

বাসানীর শিক-সন্তান হইতে সুসুৰ্য্য বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কবিতার আধর ও আশ্রয় জানে এক কবিতা রচনা করিতে সমর্থ। এই দেশের এক জন নিরক্ষর কৃষক বেঙ্গল কবিতার আশ্রয় অনুভব করিতেছে এবং কবিতা পায়, সেরূপ শক্তি অন্য দেশের শিক্ষিতের নিকট দুলভ। বাহারা কবিতাকে মনুষ্যের জ্ঞান উন্নয়ন উত্থাপন দেখুন, এই ভীষ্ম চরিত্র জাতির গৃহে গৃহে কত মনুষ্যের প্রকাশ পাইতেছে।

বাহারা গল্প সাহিত্য লিখিতে বা বলিতে পটু, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকে লেখক, কবি, এই-কার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। গল্প সাহিত্য লেখককে সাধারণতঃ কবি বলা হয়। কিন্তু ধর্ম্মিতে হইলে যে সাহিত্যে তাৎপর্য্য ও আকর্ষণ আছে, তাহাই কাব্য এবং তাহার লেখকট কবি। নির্দিষ্ট অক্ষরময় বাক্য হইলে কিছু কবিতা হয় না। আবার নির্দিষ্ট অক্ষরবৃত্ত অসার গল্পলেখক-কেও কিছু গ্রন্থকার বলে না। যে লিখায় তাৎপর্য্য নাই রস নাই আকর্ষণ নাই এবং সমাজ বিশেষের শিক্ষা নাই, সে লেখা উন্নাদের প্রশংসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের ভারতীয় লেখকগণ সমস্ত লেখাই গল্পে লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া যে গল্প লেখা আরো নাই তাহাও নহে।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লিখিত সাহিত্য ব্যতীত আর একরূপ সাহিত্য

উপকথা।      দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যের এই গুণ অনেক লোক "উপকথা"—

পূরণকথা (পুরাণকথা), উপজ্ঞান, কবিতার ভাষায় "কথকথা"—উপকথা।

ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। যখন বঙ্গ-সাহিত্য অতি শিশু, কেবল সংস্কৃত ভাষায় ক্রোড় হইতে বাহির হইয়া হিন্দি পারসি প্রভৃতি বাল্যভাষার বস্ত্র ধরিয়া বেলাইকান, তখন এই উপকথা সাহিত্য-প্রস্তুত-কর্তার সুখ হইতে স্রোতার সুখ সুখ করিত হইত। অজ্ঞাপিও পরিবাসিনী কামিনীগণের মুখে এক বৃদ্ধগণের নিকট অথবা কাহিনী অগল্য বৃদ্ধগণের মুখে উপকথা শুনিতে পাই। যখন কলভাষার শিশু-বিশিষ্ট হইত নাই, তখন যে সকল উপকথা রচিত হইয়াছিল, উহা কলভাষার পূর্জ-প্রার্থনার আর কত শতাব্দীর আগে লিখিত সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরাতন উপকথা-রচকগণ বর্তমান উপজ্ঞান (নভেল) উপকথার পথপ্রদর্শক। পুরা-





এই সমস্ত উপকথাগুলি শুনিতে আপত্ত্যমাত্র নহে, কিন্তু উপসংহারে সিন্ধ উপস্থিত হইলে আর তাহার মধুরতা থাকে না। আমরা সাধারণ উপকথা হইতে যে সকল কবিকল্পন সঙ্গীত এক করনা-কুশলতা পাইরাছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রাম্য-উপকথাও কতদূর নিপুণতার সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই সমস্ত উপকথা প্রস্তুত কবে তাহারা কে, কোথায়—কেমন তাহা ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কেবল এইমাত্র জানি যে গ্রাম্য-উপকথা নিরঞ্জন সমাজে অত্যাশিষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এক দিন একটি অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে ডাক্তারী ব্যবসায় দস্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় এক রাত্রিতে কতকগুলি কৃষক আমাদের বিরূপা গুরুক বাইতে ছিল এক "মধু-মালা" উপকথা বলিতেছিল। আমি এক মনে তাহা শুনিরাছিলাম। উপকথাসকল রবিবার সময়, বক্তা মাঝে মাঝে অতি উচ্চস্বরে গীত গাইয়াছিল; সেই গীতের কোনও কোনও অংশ অংশ আমার শ্রবণ আছে এবং এই পুস্তকে লিখিবার সময় আবার সেই বক্তাকে আশাইয়া গীত সংগ্রহ করিয়াছি।

উপকথাসকল অতি রক্ত, সেই রক্ত উচ্চ উদ্ধৃত হইল না, কেবল সংক্ষেপে উহার ভাব উদ্ধৃত করিয়া করনাকুশলতা এবং গীত উদ্ধৃত করিয়া গ্রাম্য কবিতার কবি দেখাইব যাত্র। গল্পটা এই—

‘এক রাজপুত্র মৃগ-শিকারে গিয়া শৈব চরিত্রপাকে কোনও রূপিরায় নিকট সিন্ধ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটা পুত্রের ঘাটে কৃষককল্পা মধুমালার রূপে বৃদ্ধ হইয়া বৃষক বৃষতীর শালসামর প্রাণরক্ষাতে আনন্দ হইলেন। তাহার পর রাজপুত্র তাহার রাজধানীতে সিন্ধ উপস্থিত হন, কৃষককল্পা মধুমালার রাজপুত্রের বিরহাশ্রিতে পুষ্টি পুষ্টি ভাবে অল্পসন্ধান করিতে থাকে। পরিণেবে কত বাধা বির অতিক্রম করিয়া মধুমালার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে পরিণেতা ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন মধুমালার রাজপুত্রের পূর্বপ্রাণের অভিজ্ঞানের স্বরূপ একটা অস্বীকার দেখায়, কিন্তু ভাষ্যকালে চোর বলিয়া তাহাকে কারাগারে বাইতে হয়। মিলনের প্রথম দিনে রাজপুত্র মধুমালাকে দুইটা অস্বীকার দান করিয়াছিলেন, তাহার একটিকে “বিবাহ” নহ, আর একটিকে রাজপুত্রের নাম অস্বীকার ছিল। মধুমালার প্রথমটা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, উহা বোয়াল সমাজে সিন্ধা ফেলিয়াছিল, প্রমাণ দেখাইবার সময় মধুমালার “বিবাহ” অস্বীকারিত অস্বীকারকটা দেখাইতে পারে নাই। দৈবক্রমে একদিন এক জালিয়া রাজপুত্রকে একটা বোয়াল বাহ উপহার দিয়াছিল, রাজপুত্র যে বোয়াল বাহটা উপহার পাইয়া ছিলেন, উহা মধুমালার বাটীর পুষ্টিবীর নাম, উহার উত্তরে দ্বিতীয় অস্বীকারকটা পাইয়া রাজপুত্রের সকল কথা কল্প হয়। তখন মধুমালার উপহার পাইল এবং রাজপুত্রের পাটেশ্বরী হইয়া সিন্ধা সমাজে সিন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই হইল এই উপকথার ঘটনা। ইহা হাজা ইহার আদ্য আদ্যবিক পাইয়া আছে, মূল ঘটনা হইতে পাণ্ডি জমির বর্ণনার কবি এবং কল্পিতকল্পের কবি পাইয়া পাইয়া

১৯১১। বনানী চা, লক্ষ্য মধুমাল্য উপভাসের শীতলিকির মধ্যে মধ্যে অনেক উভাসের কবিতাভাস আছে। উভাসে, কুসুমের না মিলাইলে গ্রীষ্ম গামকত হয় না, এইকল্প আমরা আর একটি কথার অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানে আর মধুমাল্য উপাখ্যানে অনেকটা মিল আছে। শকুন্তলা চন্দ্রিকতা বজ্র-কিরণীর সাজনী। মধুমাল্য কন্দককতা তাম্রা সাজনী। শকুন্তলায় প্রথমতঃ ভাবতের সমাট রাজা ছন্দ, —মধুমাল্যের প্রথমধিকারী এক অধ্যক্ষ ও রাজকুমার। শকুন্তলায় দ্বিতী আশ্রয় ভোলাকনবিহারিণী প্রিয়দম্বা, তানপরা, বনকল, মধুমাল্যের দ্বিতীও মালক আর পুষ্প। গ্রামা বীথিকার কদ পেশালিকা। শকুন্তলা বনের লতা, মধুমাল্য গ্রামালতা, শকুন্তলা বর্ষের নিশত পরিচ্ছাদ, মধুমাল্য মন্ডীর কুমল্লিকা। শকুন্তলা সরলা, মধুমাল্যও সরলা। শকুন্তলা পূজবতী, মধুমাল্যও পূজবতী। ছন্দ শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাশান করিয়াছিলেন, রাজপুত্রও মধুমাল্যকে চিনিতে না পারিয়া বেশের ভাগ কায়াগারে দিয়াছিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইলে রাজা তাহাকে গণ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু মধুমাল্য একটি অভিজ্ঞান দিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। দেব ভক্তিগণকে শকুন্তলা সমাইকৃতিতে উঠিতে পারেন নাই, মধুমাল্য দৈবতনার রাজপুত্রের প্রণয় পুনর্বার অধিকার করিয়াছিল, এই দুই অধ্যায়িকার এই স্থলেই বিশেষতঃ, এই স্থানেই বিভিন্নতা। মধুমাল্যের উপকথা—অভিজ্ঞান শকুন্তলায় সঙ্গে এইকথা ভাবেই মিল হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যে নিরক্ষর কবি এই মধুমাল্যের উপকথা গপন করিয়াছে, সে ব্যাক কাব্যের প্রকাশ করনা-কুশলতার উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে নান নহে। এই উপকথার মধ্যে আর শতাব্দিক সঙ্গীত আছে, বক্তা কথার কথার দীর্ঘ গাইয়া আমার নিকট নিরক্ষর কবির কবিকল্পিত উল্লীপিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতেরের শুষ্ক বক্তব্য মনে আছে। পাঠক উহাতে বুকিতে পারিবেন যে, যে উপকথা সঙ্গীত কত দূর কবিবন্দন।

১। মধু সোমার কর্তৃক রাজা বলে তরুতলে,

জন্মের মনে হুয়ে পাঁচ মুহুর আঁচলে।

বনকলের মালা ধোঁবে ঘেঁষে তোর গলে ॥

সিঁহাসনে বসাইতে দিব এই লম্বা পোকে,

শ্রীশ্রীতি বরম মধু দিব তোরে খেতে; • • •

বিক্রোধের দেখে এনে ফেলাব পারের তলে।

মালক আর পুষ্প এসে কুটুবে কেঁজুরার ডালে। ইত্যাদি—

২। তেন সোমার বিলয়ে কত কুল কুটুবে হারয়ে।

নড়াইল সরাল সোমার পানী চরে সেই বিলয়ে ॥

ওরোহা বাসে হারু পানী—পরানে কহয়ে।

(ও.ন. সোমার পানীর)

আমার পদধনে সজিবে কত আশি কল্যা নারীরে।

৩। আমার এই সুখের সময়, যদা হালকে ফুল কোঁচেরে।

এমন বাঁপত সহী রে মোর গুণে জনম পেলে।

সুখের দিন পেয়েও হায় পেছেন না।

সিঁধাকটে চোর গিড়ালো করে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে।

আমার অঞ্চলের ধন কুটো নোণা খসে প'লো অন্ধকারে।

ও যেমন কুমারচে এমন মাটি, ছেলে করে পরিণতি—

কাচায় হাব দা মেসেনা যধুসার ভাগো আল বুকি তাও ত'লো না।

এই কিস্তিতে সাধারণ চক্ষে কবিও দৃষ্ট হয় না বাটে, কিন্তু যধুসার উপকথা শুনিবার সময় আত্মপুঞ্জিক ঘটনা জানিয়া শুনিরা গাত তিনটী শুনিলে নিরঙ্কর রচয়িতাকে কবি বলিতে আর বিধা থাকে না। যে সকল উপকথার গীত সকল সরিষিট আছে, উক্ত যিনি শুনিবার ইচ্ছা করেন তিনি কোনও সুনিপুণীর বসিক ব্যক্তিও নিকট শুনিলে বুকিতে পারিবেন যে, এখনও বঙ্গদেশ অনেক নিরঙ্কর ব্যক্তি উপকথা পসরে কবিত্বের গীত গাইয়া লজ্জাবীর যথো সম্মান লাভ করিয়া থাকে, উপকথা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের কায়সমান, পূর্ণরূপে শিক্ষিত কবির উপস্থান পড়া শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং অনাচারিত হইতে লজ্জাশ্রমে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। এই দেশের ভূতীরাশ আধবাসী এখনও সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত এবং চতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে নিরঙ্কর; ইহারা এই উপকথা-সম্বন্ধে এবং উপকথার গল্প লতরীতে নিমজ্জিত হইয়া উক্ত অজ্ঞের উপস্থান-প্রিয় ভক্তলোকের অপেক্ষা পরম অস্বভাবগ কবিতা থাকে। (ক্রমঃ)

ত্রিমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

## বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা।

হুগাব পাঁচপরা।

সত সাত বস একে বৈসেছেন পানী।

বিনয়ে বলে কুতূহলে শুন সকল বানী।

তুমি ত শুইরে, আমিত ঘেবে, থাক রাহি দিনে।

তোমার কাপালে পড়ে আমার

মাথ মাটিকে পূরে।

জপা নোণা অলঙ্কার না পরিধানি পায়ে।

দিবার ময়ে মেঘের বায়ে।

হাত বাড়াতো যদি লাগে।

হাত বাড়াতো নারি।

হুগাতো দুলাহি শব্দ রেহ গরি।

গাসিয়ে হর কহে শুন হে শব্দরি।

আমি ককাবজিয়ারী ত্রিশবারি উক্ত পাব কবি।

আমার সখল বিজুলী আর বাঘের হানা।

এক ভুবক হাকেনিলা গলায় কাড়ের মালা।

আনি তেজ বিজে কুম মাধি অন্নাতারি সিধি।

একাতাবে বাঘের কোঁকরেতে বাগি।

এঁড়ে বলবটের গুব রে কাহাটেক কবি।

সে না বেলে হবে গৌরীর  
একগাছি শচ্ছেল কুটি ।

গৌরীমেয়ে অতন্তরা কেবা গুণ্ডে পারে ।  
আপনি পরগা শম্ম মানা নাই এ মোরে ।  
তখন ভোলানাথকে গৌরী দিচ্ছেন গান ।—  
দেবতা হয়ে কেবা করে প্রণামবসতি ।

দেবতা হয়ে কেবা মাখে ভূষণ বিভূতি ।  
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচুণীর পাড়া ।  
দেবতা হয়ে কেবা হয় পরমাবীহব ।  
ধাকের ধুচুণীর পাত কুচুণীর মাথা খেয়ে ।  
ক্রোধ করে বাব কাল হুট বাজাকে গড়ে ।  
কোলে নেন কাঞ্চিক হাঁটনে সেবুন্দর ।  
ক্রোধ মুখে যাচ্ছেন গৌরী মা বাপেরি ঘর ।

অইসহী মেনকা লয়ে বসেছেন আপনি ।  
কোথা হতে হলেন মা ভাবনী ।  
তখন দ্বিগধর করেন অমুমান ।  
বিশাইকে ডাকে কবান শম্মের নির্দাণ ।  
মধুল মধুন চিড়ল দাঁত ।  
মহাকৈব নাথারীর রূপ ধকিলেন আপনি ।  
শম্মের মূলী ফলে কবি দান হীরে দাঁতের ।

শম্ম নেবে শম্ম নেবে এককালী মলে ।  
ও নাথারী আমি নেবে শম্ম ।  
এ শম্মের কত নেবে টক ।  
এ শম্ম পরগা কুমি উচিত বলে মনে ।  
ও শম্ম অচ্ছে তীর মৃত্যু ফালর গাঁগ ।  
কাম্বর নাম পানির মহামারার

আকুল হলো চিতি ।

তৈল ফলে তন্তে করি বের হলেন ভাবনী,  
তৈল ভলে তন্ত মলেন তাঁকুর পলপতি ।  
একগাছি করে নাথারী পতন,  
নাথারী মন্তরটি করেন সার ।  
মহামারার চাঙের শম্ম না বের হয় আর ।

গৌরীর হাতের শম্ম বহুর কিরণ ।  
এখন না হয় গৌরীর দানের আড়ম্বর ।  
এ নাথারী সাবধান হরো ।  
এ সকল কথা মাছুর বুকে ধলো ।  
কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা শুন ।  
তিতু লন পনের টাকা মরে নাথারীরক  
বাড়ীর বাহির কর ।

টাকা নাই নিব পদ্মা কড়ি নাই নিব ।  
এ শম্মের বদলে এক রাত্তি বাসরে বকিব ।

শেটুপুজা ।

[ ১ ]

দ্বিত

কবীর তলে বিছালেন পাটী ।  
ফটুক কবীর তরক সাজি ।  
মেলেনী হে এত এত কলে করবে কি ।  
আমার খেটুর বিজা হবে পুন্দের ছাউনী ।  
টপরের তলে বিছালেন পাটী ।  
ফটুক টপার তরক সাজি ।  
মেলেনী হে এত এত কলে করবে কি ।  
আমার খেটুর বিজা হবে পুন্দের ছাউনী ।  
টাপার তলে বিছালেন পাটী ।  
ফটুক টাপা তরক সাজি ।  
মেলেনী হে এত এত কলে করবে কি ।  
আমার খেটুর বিজা হবে পুন্দের ছাউনী ।

১. "বকীকর্ণ" পুত্রকে সমিত কপাল "শেটুপুজা"

করে । এই ভেটুপুজার প্রথম দিক হইতে আমর  
হইল মলোতি পদ্যর পদ্য, এবং মুকুণ্ড কবির  
কবীর বৈদ্যার মনের প্রথম দিক কিরিত্তি কর ।  
"শেটুপুজা" কবীর বালিকাকবীর একটী অতীব-  
পরিচয় ও ঐতিহ্য এবং অতীবকবীর পুত্র ।

[ ১ ]

বাজারে বাকিছে শস্যের ধনি। গরে চূড়ামণি।  
করবীর ফল ফেলের মাগে যে টুট বরন চাইয়ে।  
নানারাজের বাজ বাজে, ভাল রাজের বাজ বাজে,  
আবাল রাজের বাজ বাজে যে।  
বাজারে বাকিছে শস্যের ধনি। গরে চূড়ামণি।  
টগরের ফল ফলে মাগে যে টুট বরন চাইয়ে।  
নানারাজের বাজ বাজে, ভাল রাজের বাজ বাজে,  
আবাল রাজের বাজ বাজের।  
বাজার বাকিছে শস্যের ধনি। গরে চূড়ামণি।  
চিপার ফল ফেলের মাগে যে টুট বরন চাইয়ে।  
নানারাজের বাজ বাজে, ভাল রাজের বাজ বাজে,  
আবাল রাজের বাজ বাজ যে।

[ ২ ]

সোনার খুর তেল ভল্লী কপার খুর চকন।  
এখানে মান কব। ১ পোলাই কবর মহাদেব।

কিবা আমি মান করিব হে গজে,

মান নাই আমার অজে,

আমার ঘরে আছে দশবাই চতী

তাকে বেখে বড় ভর লাগে ॥

আমি না কুটুড়ি জিহবে জিহা মুখে মিলিয়ে যায়।

এখানে ভোজন করহে গোসাই কবর মহাদেব।

কিবা আমি ভোজন করিব হে গজে,

ভোজন নাই আমার অজে,

আমার ঘরে আছে দশবাই চতী

তাকে বেখে বড় ভর লাগে ॥

করা না বেড়েরি কিয়ারে কিরা

মাথার পানের বিরা,

এখানে দুষত্বি করহে গোসাই কবর মহাদেব।

কিবা আমি দুষত্বি করিব হে গজে,

দুষত্বি নাই আমার অজে,

আমার ঘরে আছে দশবাই চতী

তাকে বেখে বড় ভর লাগে ॥

[ ৪ ]

অবর্ণ কাঠের গজাঙ্গ রে মুক্তা পাটের শিকিয়া।

কুম্বের কাছে ভাব দিয়া নিন্তি বসিকা।

রে হরে রাম রাম।

দেখিলা সাগরে ডেউ কানে গোয়ালিনী।

ভাঙ্গা লা মোর কুতী লা মোর কুতিলের খুনী।

ফেলা ১ বাধিকা দিলি পসারি নৌকা হোক খালি

রে হরে রাম রাম।

দেখিলা সাগরে ডেউ কানে গোয়ালিনী।

দশি আনিলেম ভর আনিলেম নৌকা হৈল ভারি।

দশি আমার গোটা গোটা ভর বটের আটা।

কুম্বের কাছে ভাব দিয়া চালাই বাদিকা।

রে হরে রাম রাম।

দেখিলা সাগরে ডেউ কানে গোয়ালিনী।

গজাঙ্গের মাছ মাছিত।

[ ১ ]

মায়ে না সুখি করে গরে ফেলে কুত্তর রে।

কোনখানে পোকাইলা নিশি রে।

মাগো না গেলেম হাটে, না গেলেম বাজারে,

না গেলেম চক্ৰবালিকার মহলে গো।

গরে ছেলে কুত্তর রে।

কি কি পেলো মানে রে?

পালা পেলেশ, খারী পেলেশ, আর পারকি মোঃ

নামারের সার পেলেশ, কোলেবি কক গো।

[ ২ ]

বক্সি গাভীর ঘুসে পরবার কোঁষ ছিলেম বড় বড়

দেহত না কোলে ছিলেম বড় কিয়া মোঃ গেরে।

ভবে না আমি এ কীর বাঘ।

ভোকার বাক্সি মাড়ী যৌতুকে পাঃ।

ভবে বাঃ আমি এ কীর বাঘ।

তোমার দানের খালা বৌতুকে পাব ।

তবে দানঃ আমি এ কীর দানঃ

তোমার দানের খালা বৌতুকে পাব ।

বিরিধ দানঃ । ১৪

[ ১ ]

হাকাকালী জুজুমানা তাগের গাড়ে আছে ।

বে ছেলে কীল তার গাড়ে চড়ে নাড়ে ।

[ ২ ]

দার যে হতাব মগলে চুটে ।

বিজার কল সাড়ে কটে ।

[ ৩ ]

ভাঁট রজা চর্চচিকঃ বসন্তে নিলাম ঠাই ।

তপ ত আছে ডেরচরী শুণ ত কিছু নাই ।

[ ৪ ]

কন্দে কুড়ে ভোজনে দেড়ে ।

পাত পাড়িত মোহে বুড়ে ।

[ ৫ ]

কিসে আল কিসে কন ।

ঠাকুর দানার কথা কন ।

[ ৬ ]

কি কতিব তে সবি করম কো বাত ।

বিরি কদিল কুপোয়া বাত ।

[ ৭ ]

হাত মল মল গা কুল কুল আশাত না দেয় কুলঃ

শবের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ যে কেন বুধ ।

[ ৮ ]

জল চিকণ হাতে, পথ চিকণ পায়ের ।

শতপুরুষ নারী চিকণ, ছেলে চিকণ মায়ের ।

[ ৯ ]

দেবেছি বেমতো আতঃ

চাঁদের গলীর চরকার ।

কানয়েব কানে লোপঃ

চাঁদ গাও কুপালী জানা ।

[ ১০ ]

হরি আছেন কোন্‌খানে ?

পলতাভার বন্থানে ।

সেখানে হরি কি করে ?

কাহা গিছে গিছে মাছ বচে ।

তবে কি তোমের মাছ বরা ?

হরি খেতে চান মজা মনোহরা ।

[ ১১ ]

চোকো চোকী কতকণ ।

মন পুড়ে ততকণ ।

দাঁটার গেলে আরেক মন ।

বাড়ীতে গেলে ঠন ঠন ।

হাটের কেটী বে তার পাথর পরিচর ।

হাট ভাঙিলে বে তার কাহারও কেহ নয় ।

[ ১২ ]

বানের মাথার কৌকড়া কৌকড়া চুল ।

বাথ বেড়াচ্ছে নদীর কুল ।

বাথ নয় বাথ নয় হোশেরা কুহুর ।

কে দেখেছে কে দেখেছে দান্য দেখেছে ।

দান্যের হাতের তীর কামরা কেহে মেতেছে ।

[ ১৩ ]

মাকের নোলক মাক পাড়িলে জালাল ।

দোয়াল নদীতীর ঠাকুর দানাল ।

একদণ্ডে চলে গেল রাবিকার বাড়ী ।

মধ্যমানে বৈলে আছে রাবিকা হুখরী ।

হাশা বলে কে কে, কেউ বলে আমি ।

কে খেতেছে ভোর নদী কাংক বালি, কোর ?

মারতে নদী মারতে নদী সর্বসবীর বেটা ।

একলা পের, মারতে চাঁদ বড় কুফল পাটা ।

এক বাট ছবরই লাগে মারি কাদি ।

কেউ ঠাকুর কেউ কিন মজা সোপের দারী ।

[ ১৪ ]

বাঘারে কাঁকা কেনে নিলে ঢাকা ।  
সাপরসীঘীর জল বহিতে কাঁকাল হলো ঝাঁকা ।  
মাগো মা বাবুর বেশে বিভা দিলা ছাত্তু খাবনা ।

[ ১৫ ]

বগারে বগীয়ে এবার বড় বান ।  
ডাকা মেখে বর বাধনো খুঁটে খাব খান ।  
বগার মাথার লাল পাগড়ি বগীর মাথার চুল ।  
সজা করে বসে বগা যাবি কত দূর ।  
আমি যাব বিলে বিলে ।  
ছুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে ।  
হাটার হাতের ফেললড়ী খান কেলে মেয়েছে ।

[ ১৬ ]

ছয় মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী ।  
সংসার ছলিত মিঠে মা বড় জননী ।  
কাঁচা সোণার বরণ গর্ভর তাইত এলো না  
সাধ করে দিলেম নিমাই হাতে তার বালা ।  
নবীরা বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা ।

[ ১৭ ]

আমার খোঁফন বাবু শরী ।  
গলায় দিব তক্তি ।  
কোমরে দিব হেলা ।  
খাবুর গুহুর করে আমার বড় মাহুকের ছেলা ।

[ ১৮ ]

তমাকু ছুটা বজতা ।  
কপজীবন ছুজতা ।  
আপ পাশ মাথার বেরনা ।  
পাগড়া হুতে এলো তমাকু লাটনা হুতো খান ।  
এক দিলিম তমাকু নিয়ে কণ কণাতে থাব ।  
পথের পথিক যে বেটা, সেহো জাহ্নবীর ।  
আমি মট, কাম মট, ধর্ম মট, দাব ।

[ ১৯ ]

আমার বুকী হুয়ের সর ।  
কেমনে যাবে পরের বর ।  
পরের আরলে গালে চড় ।  
গাল করবে চড় চড় ।  
বুকী আমার বলবে যে  
হে বিধাতা আমার মঙ্গল কর কর ।

[ ২০ ]

পানকোড়ী পানকোড়ী উঠ উঠ ।  
জামাল এলো পিঠা হুট ।  
আনুক জামার বহুক মাটি ।  
৩৫৫ দিব পরের বেটা ।  
পরের বেটা নড়ে চড়ে ।  
সাত সতীনে কুবে মরে ।

[ ২১ ]

মাগো মা মাটে বেওনা, কেউর এসেছে ।  
কেউরের মাথার পাকা চুল দাদা দেখেছে ।  
ছুইটি কাতলের মাছ, লক্ষ্যে উঠেছে ।  
একটি হলেন গণেশ ঠানুর একটি হলেন চিরে ।  
চিরের বেটা বিভা দিলেন লালসাদীখানি দিয়ে ।  
ভাত বড় রাখেন চির। ব্যজন বড় রাখেন ।  
বাহীকে ভাত দিয়ে হুয়ের বসে কাঁদছেন ।  
কাঁদছে কেন কাঁদছে কেন, আর এক হুট বাঁদ ।  
সাত হুয়ারে কেঁওয়ার সাপারে কাঁদে বাঁদী বাক ।  
দামিলের আলা বালা মল্লিরের কুল ।  
যারে কুবে কাঁপা বীজেরে কাঁদার কাঁদার কুল ।

[ ২২ ]

পাক কুলুক কোলক ।  
কল কলিতে পসের ।  
সম্মার কাঁদে আনি কাঁদেখা বসেব ।



[ ২৩ ]

এখনকার যে অলঙ্কার ।  
 চরণের উপর চমৎকার ।  
 নাম প্রায়তে শুধরী পাঠ্য  
 উপর প্রায়তে কলস্ বাট ।  
 কলস না থাকলে মনেতে বা কি  
 যেত অলঙ্কার বিরহে ন পতি ।  
 দানা দানা কাউলী ।  
 মরদানা, তেথরী, পুতী ।  
 পলাব শাক কতকগুলি ।  
 চিক, চোরাণী, মুক্তীমালা ।  
 মাথার শাক কতকগুলি ।  
 স্বর্ণ সিঁচি, কল্যাটে পেঁচা ।  
 নাকের শাক কতকগুলি ।  
 কবল কুল, হারমল কাটা ।  
 কলসের শাক কতকগুলি ।  
 কুল কুল, পিপ্পলপাতা ।  
 এখনকার যে মন উরেতে ।  
 বিবিধানা কুম্ভে দেয়ত ।  
 কর্ম সিঁথে গন্ত অলঙ্কার বিরহে ন পতি

[ ২৪ ]

কি থাকে মন বাবু কি থাকে মন ।  
 হাটের চুঁচড়া নাচ, রাণীত বেগম ।  
 সে খেয়ে কোকা কাবুত এতই নশ্বন ।

[ ২৫ ]

বাগ ধন বজ্রের নাতি ।  
 এত দিন ছিলে কাঁত ।  
 হস্তির মন ।  
 হাটের মন ।  
 এসে বনে বনে

[ ২৬ ]

সৈ সৈ সৈ আর কিছু কি দেখেছ খাটে কুলে ।  
 সারি সারি মেয়ে বসেছে আঁউলা দিচ্ছে চুলে ।  
 বটিন উপর ভেলের বাটী, মাজতে মাজেন শাঁখা ।  
 শাঁখার কোলে ককণ কুলে, এসারে পর দেখা ।  
 কাহার গলায়মালা কাচপটল, আটবজ্রার কুঁকী  
 ভাল কবে ঘিও তাব গাথন শাঁখা কলী ।  
 চোলে চোলে ভাল দিচ্ছে, এই সে গোর গারে ।  
 গা বহে বহে পক্ষে দারা ময় হক্ষে তারে ।  
 ঘোমটা টেনে ডুবটি দিলেম, লাভ করলেন কারে ।  
 এপারে কানাইকা ঠাকুর, লাভ করলেন কারে ।

[ ২৭ ]

পাশ চিবাচ্ছেন, কণ খাচ্ছেন, বড় মাতুষের বি ।  
 চাচকলে পেঁউসা, আর গলায় কিছোড়ী ।  
 আজ বাক বজা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে ।  
 কাল যেয়ো বাজা তুমি চুখ পাক খেয়ে ।  
 মা ত সিন্দুরী সিন্দুর পরাচ্ছেন ।  
 বাপ ত করতল নৌকা সাপাচ্ছেন ।  
 জার ত চতাল চেলা তাপাচ্ছেন ।  
 চেলা করে ঝিক ঝিক চেলা করে কটে ।  
 কতকল বাব আমি সন্থের খাটে ।

[ ২৮ ]

কাল চেঁচিলো তোমার বাড়ী তুমি নাইকো করে ।  
 তোমার বাড়ীর কাল কুল, কাল বন বন করে ।  
 কেন রে কাঁদা বাঁধর তোর পা ।  
 বখনি আমর সাধের কুঁড়ি তখনি বাঁ ধাঁ ।  
 আমি কল উট, কল বসি, মোর মনটি তোমার ।

[ ২৯ ]

কল বাক ।  
 কলী আমর সাধের কল ।



কাঁচ কাঁচ চুলগুলি কেঁচা বেঁধেছে।

হাত দেবশীথ মোম পুড়েছে।

ফাগুন বুড়মালা রক্ত চুষেছে।

আম তুমি থাক রক্তা দুখপায় বেঁচে।

কাল তোমায় লগে যাবে সংসার খালিবে।

মাগে কানে বাজ মা, পিঠে কানে পড়।

পর পরে 'ক' 'খ' 'গ', 'ঘ' বস্তুরেব বব।

হৃদয়ের বসন্ত কোথা ছুটিলি।

ভাব ফলে, সে স্নায়ু বংশোদ্ভবিনী।

[ ৬০ ]

বড়কো বড় কি।

ভালো 'ক' বলেব কি।

ছোটকো মজা ভালো।

লকা'রি পানিধন।

মারতরকো ঠাণ্ডিহাল ধুরে

লৌ বলিতে কেঁকে উঠে।

[ ৬১ ]

আতর খোলাশে পছন্দলাশ।

আকুলার তুল্য বৌমা।

গলা বদনা। ঠাণ্ড বৌমা।

[ ৬২ ]

বুড় বুড় সোনার ঘটি।

সোনার নী হেলের ঘটি।

সোনার পানি নাও পার লড়কি।

চাঁদ মূলে বুড় দিবি।

[ ৬৩ ]

চাঁদ চোখে ভাঙা, এসো ভায়ের বেটা।

চাঁদ খসে বাকী হয়ে এসেছে কোটা।

কি 'ক' 'খ' 'গ', 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কি 'ক' 'খ' 'গ', 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কি 'ক' 'খ' 'গ', 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কি 'ক' 'খ' 'গ', 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

যি চিনিতে দাঁড়া।

চেস কালিতে আতপ চাই 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কুণ্ডু তেমনার জল ব'ল' জ্বলিবে তৈলে।

বড় মাকের ডিম, ডাতে বড় বটিকা লিখ।

বড় বস্তুরেব ভিড়ী মাক একটা ডিমক।

কল খিটকা বিছানা পড়ে চোকে কালে নিদা।

[ ৬৪ ]

ধরল কাপড় 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

চাঁদ লকী লকী 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

[ ৬৫ ]

বাম হাত হেলের ঘুরী 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কেন 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

কী 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

[ ৬৬ ]

কাল লেগে বাড়ালেম রে কাল রে কাল।

গোবীর লেগে বাড়ালেম রে গোবীর এমন কি।

মা আমার কে লগে দার।

সোণ আমার কে লগে দার।

মা কীরে লগ 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

বেলাবার লকী 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

এমন 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ'।

মারে মোর কে লগে দার।

সোনারে মোর কে লগে দার।

[ ৬৭ ]

যেবলার মা বুড়ী। কাঁচ মাই পেলি।

ছান কাপড় পেলি। ছবোকে দিলি।

খালি নি মরে কাঁড়ে (শীতে)।

কলার পাছে কাড়ে।

কলা পড়ে খুঁস খুঁস। বুড়ী হাত খুঁস খুঁস।

এক বের খাটা, ছনের পাটা।

## বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস

দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীমুকু জগদ্ধত্ত ভদ্র মহাশয়ের কর্তৃক সংকলিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থে “শ্রীশ্রীপদকল্পতরু” গ্রন্থের সংকলনিতা পণ্ডিতাশ্রয়, হুগুবি পদকর্তা বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের দ্বিতীয় সঙ্ঘে যে অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অতীব চমকিত হইলাম। উৎসাহের কারণ এই যে, ভদ্র মহাশয়ের বর্ণিত তাঁহাদের জীবনবিবরণ অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেকগুলি ভ্রম রহিয়াছে। “পদ” ইত্যাদি উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্র মহাশয়ের পদকর্তা বৈষ্ণবদাসের “শ্রীশ্রীপদকল্পতরু” গ্রন্থ সংকলন উপলক্ষে একটু বিজ্ঞপ কটাক প্রয়োগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ঐতিহাসিকের বৈষ্ণব অভাব, ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ বৈষ্ণব চক্রে, তাহাতে ঐক্য ভ্রম থাকে বিশ্বাসের বিষয় নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধীনভাবে ঐতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানীয় লোক বিপ্লবে সাহায্যে অনেক প্রামাণিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া তথ্যনির্ণয়ে সাহায্য করিবে, এই আশায় গৌরপদতরঙ্গিনীর সংকলনকর্তা অল্পত পরিচয় করিয়া যে গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধনে সাহসী হইলাম।

ভদ্র মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশসম্বৃত পদামৃতনমুদ্র-সংকলনিতা রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের গুরু ছিলেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর উহা প্রকৃত, কিন্তু এট রাধামোহন ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশসম্বৃত “পদামৃতনমুদ্র”-গ্রন্থ প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশসম্বৃত। তাঁহার নিবাস টেঁরা। এই টেঁরা গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কালি সর্ভবিধানের অন্তর্গত ও কালি চহিতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্বদক্ষিণে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের কন্যাসম্বৃত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী টেঁরা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রুক্মপ্রসাদ ঠাকুরের নাম দ্বারা হইয়াছে। অনেকই অবগত আছেন। অশেষশুণ্যলঙ্ঘিত, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ, বৃহস্পতিকর পণ্ডিত রুক্মপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অশেষ ভূষণের রাজা বীতাস্যময় তাঁহার নিকট লীকিত হন। বহুদিন বাবু সীতারাম উপাধ্যায় যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই রুক্মপ্রসাদই সেই চন্দ্রচূড় ঠাকুর। ইনিই রাজা সীতারামের সর্বকাণ্ডের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার হইস্র আনক চন্দ্র ও পৌরীচরণ; পৌরীচরণের পুত্র রাধামোহন, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের ভায় অসাধারণ বীণবিশারদ ছিলেন এবং

অধিতীয় পদকর্তা ছিলেন। রাধামোহন ভণিতাত্মক পদসমূহের অনেক পদ ইহার স্রষ্টা।  
বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস এই রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

ঐগোরপদভরঙ্গিনী গ্রন্থের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় ৮৫ সংখ্যক পদ যথা—

“গৌরাজ্য তাঁদের প্রিয় পবিত্র কিম্ব হরিদাস নাম।

কৌন্তন উলাসী, প্রেম সুধরাশি, যুগল রসের শ্যাম ॥

ইহা সবাঁকার, বংশ পরিবার মতেক ঠাকুরগণ।

সবার চরণে রতিমতি আগে বৈষ্ণব দাসের মন ॥”

এই পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব দাস কিম্ব হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ফলতঃ বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস ঐরাধামোহন পদধ্যান করিয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, এই পদে তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষাগুরু চৌরানিবাসী রাধামোহন ঠাকুরকেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। মালিহাটী-নিবাসী পদামৃতসমুদ্রপ্রণেতা-রাধামোহন ঠাকুর নহে। উক্ত রাধামোহন ঠাকুরদাস সম-সাময়িক ছিলেন। চৌরা ও মালিহাটী গ্রাম পরস্পর সন্নিবিষ্ট, এইজন্যই এই ব্রহ্ম উৎপন্ন দুইজনা থাকবে। বৈষ্ণব দাস তাঁহার গুরুদেবের বিবরণ নিম্নবিন্যাস করিয়া “গুরুকুলপত্রিকা” নামক পুথক্ গ্রন্থ রচনা করেন, উক্ত গ্রন্থে কিম্ব হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের কল্যাণীয়া বিবরণ বিস্তারিত ভাবে নিম্নবিন্যাস আছে। এইরূপে চৌরা শাখার সুখিত ঐহিক জীবিত প্রসঙ্গ, তদন্তিত ঐহিক জীবিত নোহন, ঐহিক ভগবান চন্দ্র ও ঐহিক সুবলীমোহন বর্তমান রহিয়াছেন। পোষাক তিন জন কল্যাণীয়া মন্ত্রদ্বারের কল্যাণের স্বক।

ঐহিক ভদ্র মহাশয় বৈষ্ণব দাসের জীবনীসম্বন্ধে আচার্য্যকলকুলতিলক রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও ব্রহ্মনিবাসীর নবাব মুজিবুদ্দৌল্লাহ দ্বারা মহাশয়ের স্বকীয়া ও পরকীয়ার প্রেক্ষিত অবলম্বনে যে বিচার হয়, এই বিচারের মন তামিষ নিমিত্তে পিতা গুরুদেব ব্রহ্ম প্রদানে পুজিত হইয়াছেন। মন তামিষ নিমিত্তে গিয়া তিনি নিমিত্তাছেন ১১১১ সাল অর্থাৎ ১৬৪০ খৃস্টাব্দে এই বিচার হয় (গৌরপদভরঙ্গিনী ১০৭ পৃষ্ঠা)। পরে রাধামোহন ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা মন এই বিচার ১১২৪ সাল অর্থাৎ ১৬৫০ খৃস্টাব্দে মন নিমিত্তাছেন (গৌরপদভরঙ্গিনী ১৭১ পৃষ্ঠা)।

ভদ্র মহাশয়ের কোন উক্ত টিক ? ১১১৪ বা ১১২৪ ? আবার ১১১ পৃষ্ঠায় কুট নোটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ভদ্র মহাশয় নিমিত্তাছেন, “১১২৪ গ্রন্থ মতে ৪২০ বোম্ব কছিলে বুড়ী ১১১৮ খৃস্টাব্দ হয়, তাহা হইতে ৭৮ বার মিলে ১৬৫০ খৃস্টাব্দ হয়”। ১১১৮ হইতে ৭৮ বার মিলে ১৬৫০ হয়, এ অঙ্কনত তিনি কোথায় পাইলেন ? আর ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি মন মতকারে বলিতেছেন, “মন্ত্রদ্বারের আগম হইতে প্রকাশিত পদভরঙ্গিনী পরিমিত ১৬৪০ খৃস্টাব্দ আছে, তাহা মন”।

— ২য় খণ্ডের ঐগোরপদভরঙ্গিনী গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় আচার্য্য প্রব্রুদ পদ ভণিতাত্মক, ভণ্ডা, ভণ্ডামন ও ভণ্ডামনের পদ রাধামোহন, ভণ্ডা, রাধামোহন, ভণ্ডা, রাধামোহন প্রণেতা দ্বারা করিয়াছেন, কিম্ব তিনিই আবার করেন পৃষ্ঠায় পদ ১৭১ পৃষ্ঠায় রাধামোহন

ঠাকুরের পসিচর প্রকাশ করিতে কসিয়া ম'লা তরু বিজ্ঞের পর হির করিলেন, রাণীদেব  
জিমিকান আচাৰ্যের বৃত্তান্ত।

বৈকুণ্ঠসেন শিক্কাভুক্ত নাম গোবলাক্ষ সেন। তাঁহার পিতার নাম ত্র্যম্বকসেন, জাতি বৈত, দিবাস দুর্গশিবাবাদ জেলার অন্তর্গত চৌরাস্রম, গোবলাক্ষসেনের পিতার নাম বৈকুণ্ঠ সেন। তাঁহার পিতার নাম রামগোবিন্দ সেন, কিন্তু কালের বিঘ্ন এই, তাঁর বাহ্যিক রামগোবিন্দকে গোবলাক্ষসেনের পুত্র বলিয়াছেন। গোবলাক্ষ সেনের পুত্রের নাম গৌরহরি ও কস্তুর নাম কল্পিত্ত বোধী। গৌরহরির কোন বংশ নাই। কল্পিত্ত বোধীর পুত্র ত্রিভুজ কালিদাস কবিরাজ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বংশ একমত কংসার-উই হইয়াছে। জেলা বর্ধমান কাটোয়া উপবিভাগের অন্তর্গত কোচুগ্রাম তাঁহার বাসস্থান। তাঁহার তিনি পুত্র, আত্মপুত্র ও পৌত্রসমূহ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। গোবলাক্ষ সেনের স্ত্রী নাম-গোবিন্দ সেনের দ্বাধা-ব্রত ও নন্দকিশোর নামের দুই পুত্র ও ইন্দ্রলি নামক এক কস্তা আছে।

উদয়নাগের শিহিবাত্তন নাম কুকাকাত মন্মদনার, কুকাকাত নাম উদয় নার। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র মন্মদনার, জাতি বৈষ্ণব, নিবাস চৌরঙ্গপুর। রাজচন্দ্র মন্মদনারের দুই পুত্র ও এক কন্যা আছে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কুকাকাতের এক কন্যা আছে। এই কন্যার সহিত বর্তমান জেলায় অন্তর্গত অগ্রদ্বীপনিকানী হলদার মলিকের বিবাহ হয়। হলদার মলিকের পুত্র কুকাবন মলিক, কুকাবনের পুত্র হরিশোহন। অগ্রদ্বীপের হুগ্রদ্বীপ কনিয়ার শ্রীযুক্ত মন্মদনার, শ্রীযুক্ত রত্নাক্ষর ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মলিক মহাশয়গণ এই হরিশোহনের পুত্র। তাঁর মহাশয় যে শিহিবাত্তন, কুকাকাত মন্মদনারের সন্তান আছে নাই, ইহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন ?

হুজুৰাত মুহম্মদারের দাভার নাম গোবুদ মুহম্মদার নহে, গোলাপিত্ত মুহম্মদার। তাহার চারিপুত্র রামহুক, রামকেশব, নিমাই ও রুক্মিণারাম। রামকেশব মুহম্মদারের পুত্র নিতাই-চাদের পত্নী শ্রীমতী হুসিহময়ী অতাপি জীবিত আছেন। রামহুকের একমাত্র কন্যা জয়ে। ঐ কন্যার পুত্র পৌরগোপাল সেন। পৌরগোপালের পুত্র শ্রীনাথ শ্রীধরত সেন তাহাদের বাহুভিটার বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত মহুসদ্বারের ভাগিনেরীর সহিত বর্তমান জেলাভূমিত মাধববাড়ী জিলায় মহুসদ্বার  
 জেলা মহাপ্রদেশে বিখ্যাত হয়। তিনি মাধববাড়ী হইতে জামিরা টোকাগ্রামে বাস করেন।  
 তাঁহার পুত্র বিবর্তন ও কৃষ্ণধন। বিবর্তন সংকৃত শাস্ত্রে সুচিন্তিত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি  
 মালিহাটী নিবাসী কবিচন্দ্রিকর চিকিৎসক মাণিকর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রে  
 অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন ও চিকিৎসিক পুস্তক বিক্রয় করিয়া  
 তাঁহার ভিন্দাশ্রম করে; মীলবাড়ী, পৌরগ্রাম ও শিবগ্রাম। মীলবাড়ীর কল্যাণ পুত্র কিশোরী  
 মোহন অকালে কালগ্রাসে পড়িত হন। বর্তমানে মোহনবাবু এই কল্যাণ পুত্র কিশোরী  
 হইতে কল্যাণশ্রম লাভ করেন।

মধুসূদন ঈশ্বরী পুত্র কৃষ্ণধন সেন মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্রে একজন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-  
ছিলেন যে, সাধারণ উদ্ভাতকে চিকিৎসাবিধিতে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাঁহার তিন  
পুত্র, শচীনন্দন, যশোদানন্দন, দৈবকীনন্দন। ইহা-নিগের মধ্যে দৈবকীনন্দনের তিন পুত্র,  
শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র, শ্রীমান্ তেজচন্দ্র ও শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র।

শিল্পে সেন মহাশয়ান জেলার শ্রীকামপুরেব ভবীরণপুর নামক স্থানে বাস করেন এবং  
কথায় তাঁহার পুত্রেরা বাস করিতেন। মধুসূদন সেন মহাশয়ের কলিকাতা অপর সকলেই  
চৌধুরাণ্যে বাস করিতেন।

গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ের বাড়ীর পাশে ২ অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস।  
ইষ্টার্ট চৌধুরাণ্য নিম্নাঙ্গী দ্বিতীয় মহাশয়নিগের শুকবংশ। দ্বিতীয় মহাশয়নিগের পুত্রপুত্র  
মনোহর রায় পশ্চিম সেন হট্টে আসিয়া চৌধুরাণ্যে বাস ও উপরোক্ত অধিকারী ও  
মুখোপাধ্যায় পরিবারে শিষ্য গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়কালে প্রধান প্রধান মহাশয়গণ জনগণ  
করিষাছেন। কলিকাতা রিপন কালেক্টর বর্তমান সুরোগা অধ্যক্ষ, বড়ীর সাহিত্য পরিষৎ সভার  
সম্পাদক, বিবরণ্যকরের উচ্চল রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেশ্বরচন্দ্র দ্বিতীয়, লালগোলাধিপতি  
চৌধুরাণ্যক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পান্ডা, বড়ী, কালী-  
কুমা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ও পরচৌতকী শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার দ্বিতীয় মহাশয়গণ এই কাল  
উচ্চল করিতেন। এই সেন সঙ্গিত দ্বিতীয় মহাশয়নিগের শুকবংশে “বৃক্ষায় জিৎ” নামক  
বিগতমুখি প্রতিষ্ঠিত আছেন। আশাশুভ শ্রীযুক্ত আভ্যেব, শ্রীযুক্ত জগীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সত্যীন্দ্রনাথ,  
ও শ্রীযুক্ত কনিষ্ঠক মুখোপাধ্যায় এই বিগতমুখের বর্তমান সেবারিত।

কবিত আত্ম, শ্রীযুক্ত রায় জিউর এক দিবস রাতে গোকুলানন্দ সেনকে প্রত্যাদেশ  
করেন যে, বাড়িতে বড়ি পোড়া ও পরিষ্কার করিতে তাঁহার অভিনয় হইয়াছে।  
ইহা শুনি কবিতকালে এই বিগত সেবের ভোগ সেওয়ার কোনও পক্ষ ছিল না। গোকুলানন্দ  
এ পক্ষের প্রসঙ্গপুত্রী, বংশসত্ত, ও বংশপুত্রী ছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশের  
বিষয় প্রকাশ করিয়াসহ বারিকালে বড়ি পোড়া ও পরিষ্কার করা শ্রীযুক্ত রায়জিউ বিগতের  
সেওয়ার বংশবধ হয় এক অবধি বাড়িতে ই প্রকারে হৌগ হইয়া আসিতেন।

বৈকবাস ও উত্তরাস উভয়েই শুকবংশের জলকলি সিংহকর কল প্রকাশনের সত্যের  
এই সত্য পশ্চিম বনন করিয়া সেন। এই দুইটা পুত্রেরা অচ্যাপি বর্তমান বাকিয়া  
প্রত্যাদেশ কী প্রকাশ্য করিতেন। বৈকবাসের জগতের নাম “বৈকবাস” এক উত্তর  
সেনের জগতের নাম “ঠাকুর পুত্রেরা।”

আত্ম কলকাতা হট্ট বৈকবাস হট্ট জগৎ হট্টে অর্থাৎ হট্টাছেন, কিন্তু এই হট্ট কেই  
তাঁহার পুত্র চট্টার বাস করিতে সাধ্যী হয় নাই। বৈকবাস ঠাকুর ও উত্তরাস ঠাকুর  
মহাশয়গণ। রামে দ্বিতীয় নাম সত্যীন্দ্র কর্তৃক সাধারণ্যে বিস্তার হট্টা পশ্চিম, সে  
স্থানে বংশবধ। ইষ্টে বৈকবাস সাধারণ বংশ হট্টা কলকাতা গোকুলানন্দ সেনের

গোকুলধামের রসান্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, বৈহানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত পদকল্পতরু প্রণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই বাসস্থান অস্তুর বাসোপযোগী নহে; ঐ স্থান গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের নাম চিরস্মরণ করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিবাসের বশবর্তী হইয়াই এ বাবৎ কেহ এ স্থানে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বর্তমান সময়ে শ্রীমুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ কয়েকজন উৎসাহবান হরিভক্ত যুবক কৃষ্ণ ঐ স্থানে প্রত্যহ হরিনাম সঙ্গীতন হইয়া থাকে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে বৈক্য ও কীর্তীনাগণ ঐ ভিটা সন্দর্শন ও প্রণাম করি সমাগত হইয়া থাকেন।

টোঁরাগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবর্তী। ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের পূর্বদিকে এককোশ মাঝে স্থাপিত। ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মাণী, হারকী, কুমার এই চারি স্রোতবর্তী টোঁরাগ্রামের কিয়দূর উত্তরে একত্র সম্মিলিত হইয়া “বাবলা” নাম ধারণ করত টোঁরা বৈক্য প্রবেশ পানদেশ পৌত্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তিন কোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর পবিত্র মোহে সম্মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে ৩২ কোশ অন্তরে চৈতন্তচরিতামৃতচরিতা কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থল আমটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাভূমি উদ্ধারণপুর ও নৈচাটী; পশ্চিমে এককোশ অন্তরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাখামোহন ঠাকুরের ঈশাটী এবং তাহার পাশ্বেই মহাপ্রভুর প্রিয় অন্তরঙ্গ গদাধর ঠাকুরের জামুপুর নন্দনানন্দের বাস ভবন ভরতপুর নামক গ্রাম।

গুহীর অষ্টাদশ শতাব্দীতে টোঁরাগ্রাম উন্নত ব্রহ্ম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই গ্রামে শিব ভবিষ্যৎ ঠাকুরের কণ্ঠসম্বৃত কণ্ঠপ্রদান, কৃষ্ণবরত, নন্দমোহন, রাখামোহন, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ১২ জন মহাত্মগণ; গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পদকল্পতরু, বিশ্বম্ভর, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অসংখ্য শরণার্থী চিত্তসংকুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকান্তের খুলতাত-পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সুরশিল্পদান নবাব সরকারে ইচ্ছাভর সেওয়ান পদে নিযুক্ত পার্শ্বীয় রাজকীয় কাণো সুবল অঙ্কন করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও এই গ্রাম একটা উৎকর্ষিত বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন শুভ।



## নিরক্ষর কবি ও প্রামাণ্যকবি

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

বঙ্গের নিরক্ষর কবিসমূহের কুহ জীবনী আলোচনা করিলে কবিত্তে পারিবে। এই ভারতের কুহ অংশের কবিত্তে ককতুলি যখন আলোকিত, তখন না জানি সমগ্র ভারতীয় নিরক্ষর কবিত্তে কবিত্তে আলোকিত করিলে কি মহা আলোকসমুদ্রে পড়িবে। এই প্রসঙ্গে আদর্শ সর্বপ্রথমে বীর নিরক্ষর একটি গ্রীকবির গ্রীসী জাতিসত্তার কবিত্তে পরিচয় দান করিবার চেষ্টা করি।

পূরাক্রমে বঙ্গের আধুনিক কালীন জেনারেল অর্থাৎ নিরক্ষর প্রায় সমস্তকালের পারিচয় "আদর্শ" প্রসঙ্গে একটি পোত জাতীয় গ্রীসী নিরক্ষর গ্রীকবিরসমূহের অর্থাৎ এনিডিলিওত করিয়াছিল। ইহার বর্ণনা ও চিত্রকল্প কবিত্তের দ্বারা জীবন যাত্রা করিয়া কবিত্ত

কমিনীটির অসাধারণ কবিত্তের প্রতিভা একসময় দেশীয় কবিত্ত-পাঠকসমূহের ওস্তাদ রূপে পরিচয়িত্তছিল, এই বঙ্গের কবিত্তসমূহ এ অঞ্চলে অতি গণ্য

যাত্র। ইহারের প্রধান নাম "কবেল", ইহা ছাড়া ইহারের অপর কোন বিশেষ পরিচয় পারিবার উপায় নাই। ইহা এক নিরক্ষর ভারতীয় জাতিসত্তা—বিশেষতঃ এই কবেল-বংশ কবিত্ত কমিনী জাতীয় অপর কেহ কবিত্ত পড়ি নষ্টরাও জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন সময় এই কবেল-কমিনীর ভগিনীপুত্র জাতিসত্তা একটি "পাতি গ্রীসের বংশ" লইয়া স্থানে স্থানে নাম প্রকাশ করিয়া ছিল যাত্র। "জাতিসত্তার জন্ম গ্রীসে জন্মিলা, তখন আদর্শ কাল ১০১৪ বর্ষ যাত্র। একদিন ভারতীয় বিশেষ কোন কাউ পড়িলে আদর্শ আদর্শ কাল জেনারেল জেনারেল পুরাক্রমে গ্রীকজাতি নামে। জীবনযাত্রা জাতিসত্তার জাতিসত্তা উল্লিখিত যাত্র। সেই সময় ভারতীয় আদর্শ কবিত্তের অপর কবিত্তের জীবনযাত্রা কুটিল পিতৃ এক কটিকরক প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার পূর্ণাঙ্গ নাম ইহা—১০১৪ জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করে ইহার জাতিসত্তা পারিচয়। এই অঞ্চলে উক্ত বংশকে জাতিসত্তা "কবেলকমিনী" বলিয়া থাকে। এই কবেল জাতিসত্তা যে কত গ্রীস-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার বিবৃতি সংগা নাই। ইহার জাতিসত্তা গ্রীসী নামা-বিবরণ। প্রাক্তন কতকটা আধুনিকজাতিসত্তা জাতিসত্তা বংশ জাতিসত্তা প্রকাশিত। আদর্শ যাত্র। পিতৃ, ভারতীয় যাত্র। নিরক্ষর প্রাক্তন অবিবর্তন এইরূপ বলিয়াছিল। অথবা আদর্শ জাতিসত্তা বঙ্গের জাতিসত্তা জাতিসত্তা এইরূপ হইবে। বলা—

১। জাত কুম্ কুম্ পায়ে পাইলোত কোরো জন্ম যাত্র।

কোবল কোরো হুইলে পায়ে কুম্ জাতিসত্তা যাত্র।

পাওয়ার পায়ে কবিত্ত জাতিসত্তা জন্মগ্রহণ যাত্র।

জাতি কালের মধ্য থেকে জাতিসত্তা করে জন্মগ্রহণ যাত্র।

২। ভরাধিপের বাণী সেবে কত গুণ জানে,  
বেধামে কৌশলের বউ বাজে সেইখানে।  
নিতি আদি বসে বাণী ডাকে দালকের ধারে,  
চামচি পরাণ উসকে উঠে কুল কুটান পরে।  
তখন ছুটল কাধা      ভসে আঁখি করো বাণীর ডাক।  
কলসী কাছে চল কুলে      ছোটো ভ্রাম পিরীতির থাক।  
তখন কটিলে কুটিলে বুদ্ধি গোয়া করে কর,  
তোম ভ্রাম নিবীভের ভাঙ্গন হাড়ি সে যে বাড়ী এসে হয়।

৩। কল ছোব না আঁকল বাবে করবে পরাণ থাক  
বৌ লোকে পিরীত টান্বে এমনি গুণের ডাক।  
ভালেক কোলে কালিলেপা জোনাকীর পায়ে বাতি  
পিরীতি পাগল পাগলা পাগলি যায় পিরীতির লাখি।

৪। রাজার বিয়ে কুটনা কুটে কটিল কচিহাত,  
কায়েত ছোঁকা তা দেখিয়ে ভাসে আপনার দীত।  
তার দীত ভালিল নাক কাটিল লোকের কাঁপাকাপি,  
কুটলে বাঙাল হয় না সামান্য পদে পিরীতের ঘনি। ইত্যাদি।

কেবল আপুসে প্রায়শন কবেল খাম্বীর রচিত গীতগুলির আলোচনা করিয়া আবার  
গীত দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কবককামিনী কবি হইরা কতদূর উন্নতি করিয়াছিল।  
গীত দুইটি এই —

১। কুটল কুল কালাবেটির পার পর,  
তার কুল রয়েছে আকাশের পর, এ কুলের তলাস করে কে বল।  
সে যে কুলের কালাকলি একবেটির দুই কুল করে,  
কত পথ পাখালি রাজা প্রজা শীহিকিরে খোঁজে তারে।  
কুলের তলাস বল কে করে।  
আছে কালাবেটি বড় খাটি সে কুলের মাথার পরে।  
তার চরণ দুটি কতকাটি টায় হয়জে আলো বরে।  
সেই কুল কেলে খলে পরে বাধি যে পটুপারে।

২। বল রে কালী মনের কালি বহুবি যদি মনোরে।  
তাকা বরা বাসি পাগ কিছই নাই রে তার ঘরে।  
সে কলাবেটি কাড়ার খাটি বিয়ে পাটি বাবার থাকে।  
কলে না লিখন চকন কিরণ দুখন বাহ করে রাখে তারে।  
বোঁটির আলোকে প্রাণ আছে তাকা ডাক রে বল কালী কলার

যখন এই গীত দুইটা আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আত্মীয়টা তাহা আধুনিক ভাষা স্থিতিগতী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূর সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি তারাটার দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কান্দীনাথ মণ্ডল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মান নাই। মনে করিয়া শুনাইতে পারি। এই বৃদ্ধ নমঃশূর আমাকে নিরঙ্কর স্ত্রী ববি কবেল-কান্দীনাথ মণ্ডল একটা গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরঙ্কর কবেল-কান্দীনাথ অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বৃদ্ধ বলিল, একদিন প্রাতে অমাবস্তা তিথিতে কবেল-বেটি একটা মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের “বিরাট” নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তাহার দূরে “ভ্রামসঙ্গীত” শুনিয়া ‘নড়ে নাকি ভগবাননী শ্রামা তাঁহাকে “কবেল” উপাধিতে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নমঃশূর যে গীতটুকু আমাকে শুনাইয়াছিল, উহার সমস্ত আমার স্মরণ নাই। যাহা স্মৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে উপহার দিতেছি, নতুবা এই স্ত্রী কবির কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ স্মৃতিতে পারিব না যথা—

“আলমানে উঠেছে ভ্রামার গায়ের আলো ফুটে,  
তাই দেখতে সতে সাজের কালে এলো লোক ছুটে।  
\* \* \* বেটর বেগার বেড়াই পেটে।

কত সলক কত রাগি কালী মনের মনে  
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়” ॥

যদি নিরঙ্কর স্ত্রী-স্বদের শক্তিকে। এই কৃষকরমণী দেবদুল্লভ কবির লইয়া কৃষিপক্ষে এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত কুদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সময় তারাটার গান করিতে যাত্রা করিত, আমরা তাহার নিজ সুধেই গুনিগছি যে, সে তাহার পৃষ্ঠনীয়া মাসিনাতার চরণোচ্ছ্বসে বহিত, যথা—

“মেঘের মাকে তুমি ওস্তাদ গীত গড়িতে আছ,  
তোমার পারে কোটি পেলাম আমারে গীত শিখিয়ে দেহ”

ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিতার প্রতি তারাটারের এক সাধারণ লোকের ওস্তাদী চাল প্রকাশ পাইতেছে। তারাটার নাকি ছুই একটি গাজীস্বতের মূয়া প্রস্তুত করিত, কিন্তু তাহাও তাহার অরণীর মাসিনাতার নামে ভণিতা দিয়া। তাহার একটা সামান্য চরণমায় আমার মনে আছে যথা—

“কবেল বেটি বলে গাজি দেও বানকে ছায়া”

আমি একটি গীতের দুই চরণ এই—

“পরগণে হোগলার মণি গ্রাম জাপুসা।

গীত গড়িয়ে গারজালী করে কবেল মা ॥”

এই জনিতার আমরা মানুষ আনের অবস্থান বুঝিতে পারিলাম। মুসলী জিলার "বোমল পরগণা" অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এষ্ট পরগণার অনেক তরলোকের বাস আছে। লকপুয়ের চৌধুরিবংশ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মুসলী জিলার মুক্কালাশে যে বিখ্যাত হুস্মরকম প্রদেশ প্রতাপসিংহের মহাবীর মজুমদার প্রতাপসিংহের বিখ্যাত রাজাকে বাজানি জয়র আশংসক করিয়াছে, এই অংশে বর্তমান সময়ে লোকে হুস্মরী কাঠ তুলজাতীর নল, হোমসা এবং আলানী কাঠ কাটতে গিয়া থাকে। এই কাঠকে লোকে "বাদার বাওয়াল ব্যবসা" কহে। ইহাও কবি-মেন্ট ইহাকে "করেন্টশিটিমেন্ট" করিয়া একজন কবিসনার দ্বারা নামন করিতেছেন। যে সকল কবক জাতীর লোক এই বাদার ব্যবসা করিতে যায়, তাহারা বলিয়া থাকে যে হুস্মর ননের দ্বিতীয় কবলে "কানাই বলাই" নামে দুইটা নিকীক উল্ল উল্লানী ককির আছে। উহাদের অতঃপর না হইলে কেহ হুস্মরী কাঠ সুবিধামত লাভ করিতে পারে না।

এই দুই পুরুষ কত কালের লোক, কেহ তাহা হির কতদা বলিতে পারে না। বাওয়ালীসং বলে ইহারা একক নিকীক নহে, বাকসংকত পুরুষ। সময় সময় প্রধান প্রধান বাওয়ালীর

কানাই বলাইএর নাম সময় আলাপ করে এবং অনেক রকম কব-গীত শিখা দেয়।

এই দুই ব্যক্তি এক নিকীকত কিনা এবং আহার বিহার করে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কানাই বলাই নাম ইহাদের কে কল করিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি যে সকল গীত গাইরা থাকে তাহার দুইটি গীত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। হুস্মর বিবর গীত দুইটির সমস্তাংশ আহার পরণ নাই এবং নকল করিতে পারি নাই। যে বৃদ্ধ বাওয়ালী আমাকে এই গীত দুইটি এবং কানাই বলাই কবিরের বিবর বলিয়াছে,—সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাই গীত দুইটি সত্য অনির্ভে পাই নাই।

১। কুনোবাদাড়ে ডাকে পাখি জোয়ারে হেঁটে শাম।

জুয়ারে আর বান্দির পুত কাটতে কোমলানক।

আমরা আপে আপে বাই মারে পরণ করে।

তোরা আর খোজা কুড়ল বেকী হাতে করে।

যসে আছে একলা কনে বনো-বিবির পুত।

আররে তোরা বাবার মাঝে ওয়ে মেড়ে ভুত।

২। মোরগ মুরগী রাতপোরালে যসে গাছের ডাল।

আমরা দুই ভাই তোমের ভেঁটে নাখি শোখী জলে।

আসমানে উঠল বাহার কুকীউঠল ঢাল,

আররে বাওয়াল নিবি বদি, পাকির খোজা আছে গাছের ডাল।

এইরূপ সার্বপ্রকার গীত নাকি এই দুই পুরুষের রচিত। কিঞ্চিদ্রব্য উপর কিসক করিলে এই দুই ব্যক্তিকে নিরঞ্জন কবি মধ্যে গণ্য করিতে পারি। ইহাদের গীতে কবি বাওয়ালী

তত অমৃত্যু করিতে পারি নাই। কিন্তু বাঙালীগণ ইহাদের বড় ভক্ত এবং ইহাদের রচিত গীত না গাইয়া বাবার বাঙালি ব্যবসা আরো করেন। দ্বারা অর্থে সুন্দরবন বিভাগকে বৃত্তিতে হয়। পুন্নিচন-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাবা বলিলে বোঝায় কিছুই বৃত্তিতে পারিবেন না, সেই জন্য আমরা বাবার এক বাঙালি ব্যবসার অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য আরো একটুকু বিকৃত আলোচনা করিতেছি।

মূল ভেলার দক্ষিণাংশে এক চক্ষিণ পরগণার দক্ষিণ পূর্বাংশে বঙ্গনাগর পর্যন্ত যে নিবৃত্ত ভূভাগ সমস্ত হইয়াছে, উহাকে “বাবা” বলে। এই বাবার এখন আবাক হইয়া অনেক ভূমি উন্নিভ হইয়াছে। আর সুন্দরবন কমিশনারের আদেশে ইহার স্থানেস্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। গ্রামবাসীরা এখানে পোদ, চণ্ডাল এবং মুসলমান। এইখানে বাত, নারিকেল, জুপারী, জুপার কাঠ, তুল ভাড়ীস এবং কোগলা, জালানীকাঠ ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র বহুই পাওয়া যায়। লোকে বলে এইখানে অনেক দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এক পার্শ্বনামক মুসলমান কবিরে প্রাধান্য বহুই। সুন্দরবনের ব্যাপকে লোকে “গাণ্ডির বোড়া” বলে। এই বাবার ব্যবসায়িক বাবা গমনকালে এক অবস্থানকালে একজন তাল ব্যবহার করে, উহা সাধারণ তাল হইলে কেমন মনে একজন তাল তাল বসিয়া বোধ হয়। বাবার বলিতে নাই, তাহার স্থানে “কাঠ” বলিতে হয়। মরা বলিতে নাই, “তাল” বলিতে হয়। সাধারণ লোকে এই জন্য কাহারো কুদাস-ব্যয় বলিতে হইলে “বাবাই তাল” বলিয়া বিদ্রুপ করে।

বাবার গীতকে বলে-গীত বলিয়া থাকে। বাবার বাঙালীগণ তৈল মৎস্ত ব্যবহার করেন, একবেলা নিয়মিত আহার করে। সাধারণ লোক তুল বাবে গলায় কল্যাণ নর তুলসীর জালা ধারণ করে। ইহাদের আদেশ না হইলে কেহ “বাবার মাঝি” কোন কার্য করে না। বৃত্ততঃ বাঙালীগণ এইস্থানের একজন হস্তাকর্ষী, পর্ব্বকর্ষীর করেতোরগণ ইহাদিগকে ভক্তি সম্বন করেন। আবার কোন সময় একটি করেতোরের নৌকায় ১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া বাবার বনশোভা এক কার্য্যাদি দেখিহাছিল্যম। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম।

বঙ্গদেশে বড় প্রকার সঙ্গীতের গীতের হল আছে তাহার মধ্যে “গাণ্ডির বোড়া” ভক্তিগিরে। বাবার এই গীতের মনের লোক তাহার আরোই মুসলমান, জেবে-হান বিশেষে মনোমুগ্ধ আছে। এই গীতেরচরিত্রাঙ্গ একে কৃষিপরিচরক, তাহাতে আবার নিরক্ষর। ইহাদের মধ্যে যে কলিক কিছু অধিক পরিমাণে সৌখিন অথবা লীলাভ

বাবার গীত

কিছু সঙ্গীতগ্রন্থ হয়—সেই অপর কতিপয় লোক মধ্যে কতিপয় একটি হল গঠন করে। গাণ্ডির গীতের বলে একজন কৃষিকারক,

কটিকরক বৃত্তাকারী সঙ্গীত তানা তালক, এবং একটি বেহালাধার ও একটি কৃষিকারক থাকে। মূল গায়ক কীর্তনের কবাবলীর ভাষা পদ বলিয়া হুইয়ে কথা বলিতে থাকে, আর মনের লোকে তাহাতে একটি অক্ষত হুর বিদ্যিয়া গাইতে থাকে। অনবগত

সময় সময় নৃত্য করিয়া—হুই একটা বাজে গীত গাহিয়া প্রোতা এবং বর্ষকের কয়েকটি করিয়া থাকে। মূলগায়ক মহাশয়কে “খেড়ো” বলে। এই খেড়ো মহাশয় একটা সামান্য অর্ধবৃত্তীয় চাপকান গারে বিরা মাধার বাব্রিচুল অপবা লম্বা চুল বুলাইয়া গলার পুঁথির মালা মোকাইয়া হাতে একটা কাল চামর লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো লাড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো নাচিয়া উপজাস বলিতে থাকেন—আর মধ্যে মধ্যে উর্কসংখ্যা চারি পাঁচটা প্রচলিত সামান্য শব্দযোগিত এত চাপ গীত গাইয়া থাকেন।

এই গাজি-গীতের উপজাস অথবা সঙ্গীতাধ্যায়িকা “মুসলমানী কেজা” কর্তব্য একটি কল্পিত বাদসাহ কি ওমরাহের কল্পনা, এই গীতের সুর তাল প্রায় এক ভাবেই প্রচলিত। তবে বর্তমান সময়ের স্রুত অনেক হাটো মাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একধেবের বাজনা আর অতি চীৎকারময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ গীতগুলি অর্দ্ধতালে আর ঠাঁরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভঙ্গ্যলোকের বাজীত হইয়া থাকে কিনা জানিনা, তবে কল্পিত যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভঙ্গ্যলোক নিঃসন্তান হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য হুই তিন পালা গাজির গীত মানহ করিয়া থাকেন। কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ককিরদ্বয়ের আনীতিতেই এই কুসংস্কার বাদসাহের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দিল্লীর লোধীবংশের সম্রাট, দেককরের পুত্র গাজি জমতের অনুসরণ লেখিয়া ককিরী গ্রহণ করে এবং উক্ত পাখ অনেকটা ত্যাগ বীকার করিয়া হাঙ্গের স্রুত অতি কঠোরভাবে সঙ্কট করে। এই গাজি আর আমানের নবদীপটাদ পতিতপাবন শ্রীগৌর হরি, এক সময়ের বর্ষসংস্কারক। শ্রীগৌরবংশের সঙ্গী যেমন নিত্যানক—সেইরূপ গাজির সঙ্গী কালু ককির। হুইবার কথা এই, মহাবিরাগী সংসারে নিমিত্ত কামুককির নিরঞ্জন কবিকণ্ঠের হাতে পড়িয়া একটা সত্তের মধ্যে পরিণত হইয়াছেন। গাজি, গীতের হলের খেড়ো মহাশয় কামুককিরের নামে কেমন একটা হাতজনক সুর যে উঠাইয়া থাকেন, তাহা শুনিতে অতি সযতী পুরুষকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ককির যেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। কিন্তু গাজি বাদসাহ-পুত্র বলিয়া এই গাজির গীত-রচয়িতা নিরঞ্জন কবির ভাবের সত্যকে অনেকটা অনৈতিকতা ঘটনা গীতে সংযোজিত করিয়াছেন। একত এই ভেদবাসী সাধারণ জনসমূহ অতিরিক্ত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমানের যেকোন অতিরিক্ত মাত্রব্যাখ্যাকল্পিতগণের শুধে অনেক অসম্বদ অনৈতিক অদ্ভুত ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার “ভান” প্রস্তুত করে। বাণি বিদ্যেদের লক্ষ্যকে একটা ঘেঁষা ঘেঁষীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল ভেলখী সেখার। এই প্রকরণ কারণে কৌ নিরঞ্জন কবির গাজির গীতের রচনার অনেক অসম্বদবিশিষ্টতার সন্ধান করিয়াছেন।

এই গীত-রচয়িতাগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি দর্শনপ্রবন্ধে ইহার প্রবর্তন করে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কবিকণ্ঠের নিকট লোকপুস্তকশ্রমের স্মৃতিতে পাই যে, বর্তমান হুই

রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র কুঠিগিরির একজন কবি “হজ” করিয়া মজা হইতে কিত্রিয়া আসিবার সময় দিল্লীর নিকটবর্তী “পুণিবাও” নামক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রিকালে ঘোরায়ে (ঘরে) একটি ককবতরতের নিকট হইতে গাজির মহিলা প্রকাশের আদেশ পায়। জাবার অনেক সুন্দরানী কেঁকা কেতায়ে গীর পরগদরগদের মধ্যে “গাজিনীরের দরগা” কথানী আছে এক অনেক হানে গাজির দরগাও আছে। এইরূপ ভাবে দরগার একটি কবির বাণ্যাহে যে, ককবতর স্টেশনের “বাজিত কবির” এই গাজির গীতবন্দনার প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু ইহা স্ত্রি মাও কএকটি গাজির গীতের শব্দারা আমরা নতুন রচয়িতার নাম পাইয়াছি। কথা—

“কবু কবু ওয়ে বাবা আবেরিব কবির  
নীলের দরগায় গিরি দিয়া হাওয়ার শিষ্ট চক।

বেও, পরি, ভুতানা বাঙ্গা শোনেদানে  
জিনেদী ভর করে বস আলার কীরদানে।

আমরক কবির বলে ওন মমিন ভাই

বেওরে গাজির গিরি আমি প্রথম গীত গাই ॥” ইত্যাদি,

ইহাতে এই আমরক কবির একজন প্রথম সময়ের গাজির গীতগায়ক এইভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই সাধারণতঃ এই গীতের আবিষ্কারকের নাম জানা কঠিন। এত গাজির গীত-রচয়িতা বা গায়কদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির জীবনী মত পাঠককে উপহার দিতেছি। এই কবির জাতিতে নব-পুত্র। অমুনা ইহার কবিরগণ “না’ন বিদান” বলিয়া অভিহিত। ককবতর ককবতর পক্ষিমাণে “কটকি” নবীর ভীষ বনবদগাতি গ্রামে ইহার জন্ম। নাম: “করচাঁদ গান”। বখন করচাঁদ অসিন্ত, তখন নব-পুত্র জাতির আশ্রয় জারাবান প্রেমতী একদিন তাহার শিকার কোলে কাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—“এই বাগকটর আকারে বোধ হয় ইহার উপর নব-পুত্র বড় কৃপা হইবে। অনেক লোকে ইহার মিত কপাহ বড় হইবে”। ককবতর পক্ষি ককবতর তাহা বলিয়াছিল। বনবদগাতি গ্রামে একটি গদ্য কবির শিকত উহা প্রেমীর আশ্রয়ের নিকট কলিয়াছি যে, জারাবান প্রেমতীর সোপাতিয়ে সাধারণ জন ছিল। উনি ককবতর নব-পুত্র নামে একটি গীত-গীতি লিখ কলিয়াছিলেন। করচাঁদের ভাষা কথায় সেটক নব-পুত্র নামকে প্রচলিত হইয়া করচাঁদ গানের শিকার কবির বচন উহা চক্ৰান এক অবশ্য-পাঠ্য গীতি, জারাবানির দকে কবু নব-পুত্র, সাধারণ বাগক ককবতরদের গায় বজ্রানের মনভীর গদ্য অনেকগুলি আবকবাক্য নব-পুত্র নামে লিখ ছিল। করচাঁদের শিকার পুত্রগীতের গদ্য বড় গীতিকৃত হইয়া পুত্রের ভাবী মকনের মত বাক্য বাজির নিকটবর্তী ‘দীন’ গ্রামে একটি সে বাঙ্গের সুন্দরানী কবির নিকট পুত্রক বিদ্যাপতি লিখা নিতে পাইয়াছিল। দরচাঁদ-বিত শিকার নিকট জারাবান বা বিজ প্রেম-সুন্দরানী কেঁকা এক মহাশয়ের দরগার কা প্রেমকা গীতিকৃত হইল। এই ককবতর কবু করচাঁদিক প্রেম-পুত্রিক কবির নিবনাবহার বা গাজির নিকট আমরক কবির হইতে হইয়াছিল।

জরটায়ের নিজস্বধে এইমাত্র তাহার বাস্য্যবসনী আমরা গুলিগাছি বকন জরটায়  
 শ্রীতের বল গঠন করিয়া স্রেশে দেশে দুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর  
 মন্দ ছিল যে, হুইয়েলা আহাৰ করা তাহার পরিবারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। কোন  
 এক সময় জরটায় যশোহর নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে কাজে গিয়া বাড়ীর  
 অধিকারীর নিষ্টবাক্যে বাড়ীর সঙ্গে মিশিয়া নানাঙ্গণ বাড়ীর ভাড়াভাঙ্গি, কীত, হুই নাট  
 শিকা করিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর জরটায় এই কার্যে থাকিয়া কিনোর কাল হইতে  
 যৌবনের আরম্ভ পর্যন্ত অতীত করিয়াছিল। যখন গৃহে আসিল, তখন শিতার উপার্জিত লাভল  
 গরু জমী সমস্তট প্রায় উনব্বই লক্ষ পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া কেনিয়াছে। ইহা দেখিয়া  
 জরটায় পারিবারিক প্রাসাদ্যবনের জন্য অনেক চিন্তার পর বাসোহর অভ্যন্ত মোসলমানী কেছার  
 ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত মায়াগ ধরণে একটি গাভির শ্রীতের বল প্রেরিত করিল।  
 বর্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী “তালখড়ির ভট্টাচার্য” মহাশয়বিশেষের কাকির  
 নিকটবর্তী “উজগ্রামের” তরিবলা কারিকরের নিকট গাভি কীত শিকা করিয়া এই মসের  
 করিয়াছিল। এই তরিবলার পুত্র হাচিম বিবাস বর্তমান সময়ের একজন মাঝজায়া গাভি  
 শ্রীতের বলপতি। জরটায় পালার প্রথমদেই ভণিতা নিয়া গাঠিত বে—

“প্রথম বয়সেব শিকা কেছা মোসলমানী,  
 তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা বীণাপাণী  
 তার পর কাজা শ্রীতে বালক সাজিয়ে,  
 যত কীত ছিল শিকা হুইর ভাজ দিয়ে।  
 বর্ষসাত সতায় তাই গাধো হুইয়া করে,  
 ওস্তাবজী তরিবলার শিবানর জোরে।” ইত্যাদি।

জরটায় হিন্দুর ছেলে—গাভির কীত রচনা এবং গান করিলেও হিন্দু দেবদেবীর নাম, যাহায্য  
 শীলা কিছুই তাহার রচনার পরিভাষা হয় নাই। যখন জরটায় গাভি শ্রীতের সৌন্দর্য্যব  
 করিত, তখন ছড়া বলিবার সময় বলিত যে—

নম গণপতি দেব আশীর্বাদ কর,  
 এসে বল সর্ববর্তী কঠোর উপর।  
 ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল মসে,  
 বেরখকালে চুর্ণী নাম মনে নাহি আসে।  
 কি করিল ওয়ে মম বেখবে মদন হুই  
 কালের পরে কাণীরণা ভবরোপের জুনি।  
 নম নম সত্যার লোক আশীর্বাদ কর,  
 বালক জরটায় মলে নেক মজর কর।” ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবে প্রায় হিন্দু প্রেরিত দেবদেবীর নাম প্রায় সবকালই করিত, যখন



কবিরা কবিদের নামের দ্বারা কবিদের কবিতা লিখিত হয়। কবিদের নামের দ্বারা কবিতা লিখিত হয়। কবিদের নামের দ্বারা কবিতা লিখিত হয়।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

*[Faint handwritten signature]*

[illegible]

डा. ३. ५५५ ५५५५५ ५५५, ५५५ ५५५ ५५५५५ ५५५.

1947 年 10 月 1 日 10 月 1 日 10 月 1 日 10 月 1 日 10 月 1 日

এইকাল পাহাড়বাসীজনে বহু সংখ্যক সজ্জিত সৈন্য কাটায়া এরা গড়ন করিয়া কয়টান হিল  
মুদিলমান যাহারাই নিবসায় সেইগুলি - - - - - কাব বসাইয়াছেন এইকাল নিক পৌলগা যাহাটানক  
আবার পুর্বেই নিবস করিয়া সাংক পুর্বাং ইয়াছিল - - - - - কয়টান পুর্বাং সজ্জিত বসবাস  
করবে ছিল - - - - - কিন্তু সাংক হু. ও তার সৈন্য পুর্বাং কাটায়া প্রেরণ করে উক্ত আদিবাসীক  
যাহা কাটায়া উঠিয়াছে - - - - - কয়টান পুর্বাং পুর্বাং নারক নাহিকার - - - - - গড়ন পুর্বাং  
গড়ন কাটায়া উঠিয়াছেন বসবাসের দলকা পুর্বাং - - - - - পাহাড়ের ভাঙনা করি - - - - -

[illegible]

नमो भगवते वासुदेवाय । उभयं शक्तिं मदभावात् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

सोमेश्वर मठ (६) वि.स. ३७५६६ सोमेश्वर मठ काशी

ਅੰਤਿਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ : ਕੁੰਨਿਆ ਜਾਤਕੀਓਂ :

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

স্বর্গে পৌঁছান সত্য ১২৩ কৃষ্ণি কামি মোকেন কাছে

किं पुनः सहाय्यं यत् सन्ति तेनैव । इति ।

এই গীতটিরই ইতিহাস। ইহাতে এই মহত্বের একটা উদাহরণ চিত্রিত হইয়াছে। তাহাকে একখানি কবিতা হিসেবে গণ্য করা যায়। ভরচাঁদ তখন চরিত্র নাথাকিয়া আবার মূলগায়কী পীঠ গাইতে গাইতে বসিতে লাগিল। আর একই জায়গায় গায়ক বা গায়িকা গীতের “খোড়া” গাইতে লাগিল যথা—

কর তোরা বরগী গানে আর  
কখন গাজি ঐখানেতে রয়,—

যেমন বিতীরের চাঁদ কান পাতিয়ে, তারি গায় আলো দেয়  
তেরান ধারা, অগুনত আঁখির ছুরতে বেঁধার। ইত্যাদি।

এটুকু ভাবেন গীত গাইয়া অষ্টাদশ গান নিরক্ষর কবির সমাজে অতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অমরা তাহার রচিত সামান্য চুই একটা গীত মাত্র জানি—কিন্তু অষ্টাদশ যে সমাজের কবি সেই সমাজের কবির গীতপুস্তকগণ অষ্টাদশ গানের গীত না গাইয়া পিতৃকালের কোন গুরুত্বকার্য করিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনি নাই। গাজি-গীত প্রায়ই শ্রীতকালে গৃহস্থের বাড়িতে হঠাৎ থাকে। মশাহুদ, খুলনা, বরিশাল, কলিকাতা এবং পাবনা জেলার স্থানে স্থানে শ্রীতকালেই অষ্টাদশের রচিত গাজি গীত প্রায় স্নানিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত গাজি গীতের মধ্যে আমরা কিছু কবির রচনা পাই নাই। কেবল নিরক্ষর কবির কীকনী আলোচনার অষ্টাদশের জ্ঞান নামকাল গাজি গীত-রচয়িতার কবিতা সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া গাজি গীত রচয়িতার গ্রাম্য সীতি প্রদর্শন করিলাম মাত্র। এই গীতের বড় বাহাদুরী সম্বন্ধেই হুড়া মধ্যে আবহ। এই জন্য একটা আলাব জানা করে কবিরমহা হুড়া উদ্ধৃত করিয়া এই কবির কীকনী আলোচনা শেষ করিব। যথা—

“অকলস মহরে রাজা চরিত্র নাম

কৃপা উজল কড়া তার রূপে দিনমান।

একদিন সাতের কালে বাস সরোবরে

হুল হুল মালা গায়ে বিনা স্রুতি তানে।

“হুল হুল খোড়া” চিহ্ন হানিকা সেবার

জানি চান উঠে যেন আলমানের গার।

কড়া বলে পরে বেড়ে যন্ত্রে আলি কান

আন বাজা কেটে রাজা করবে থান খাঁক।

হানেক বলে শুন বিধি বকি যে তোমার

বাগজান মরেছে তোমার করিয়ে লড়ার। ইত্যাদি

গাজি গীতের হুড়া এইরূপ। এই গীতের এই স্থানের বিবরণ—এই স্থানের গাজি হুড়া বলিতে বলিতে খোড়ামণি হায়ে হায়ে চুই একটা সামান্য গীত গায়। গাজি হুড়ার গীত অষ্টাদশের রচিত গাজি গীতের মতোই। তাই তাহার রচিত গাজি গীতের মধ্যে অষ্টাদশের গীতের

আছে। এমন কি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও জরটানের গীতে পাওয়া যায়। বুল কলা এই যে, গাজি-গীতের আদিশক্তিগণের মধ্যে জরটান প্রথম পুরুষের সংস্কারক। নূতন ধরণে গাজি গীত জরটানই প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। জরটানের প্রতিবাদী খৈশাবাদর যোক্তা-বাণায় একটি বুক একদিন আনার নিকট চিকিৎসা ব্যাসা শিকারি সমর প্রকাশ করে যে জরটান ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময় জরটানের বয়স ৭২ বর্ষ হইয়াছিল। জরটান লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল—আর তৎপুত্র এসময় কবি পিতার পুত্র হইয়া লেখা পড়া অল্প শিখিয়া কবিতা প্রস্তুত করে থাকুক, জরটানের অনেক ছড়ার অর্থ বুঝিতে পারে না। এই গাজি গীতে বহুরূপ গীত, ছড়া, ও কোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য কবিতার ছাত্র তত কবিত্ব পাই নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাহুনিতে ইহা কাব্য সাহিত্যে প্রসাদ গুণের একটি আদর্শ মাত্র। জরটান মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাজি গীতের সঙ্গে তাহার নাম বিদ্যুৎ হইবে না।

সমীচ কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত কবিত্ব হস্ত চালিত অথবা স্বল্পপ্রস্তুত গীতি কাব্যে জারী জারীপান ও সাধারণতঃ গীত একটি অতি উচ্চ অবস্থার কবিত্বের নির্দোষ আদ্যোম। এই গীতের সমালোচনা কুলে গ্রাহ্য করিয়া বলিতে পারি যে—যাহারা ভাবুক ও হৃদয়গ্রাহী, তাহারা নিশ্চয়ই বাস্তবিক হার জারী গীতকে যত করিয়া উনিয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে জারী গীতের বেঙ্গল হীনাবস্থা দেখা বাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আর কিছুকাল পরে জারী গীত সেন হইতে উঠিয়া বাইবে। "পল্লিভাষার বন্ধের পাঠকগণ হস্ত জারী গীত নাম শুনিয়া একটা কিছুকিমানকার পক্ষাধ বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জারী গীত একটা কিছুকিমানকার পক্ষাধ নহে। পূর্বে ও বর্তমান বন্ধের পাঠককে জারী গীতের টীকা করিয়া থাকিতে হইবে না। তবে উত্তরপক্ষের বন্ধের পাঠকগণকে জারী গীতের ভাষা করিয়া বুঝিতে আমি টীকাকার মনোবোধের স্থান অবিকার করিতে পারি না।

জারী—অর্থ প্রজ্ঞার। ইহা আরবিক শব্দ এক অধিকাংশই আরবিক শব্দেও জারায় প্রতি-পাঠিত নিবন্ধের সুসঙ্গম কবিত্বপুঙ্খ আরবিক সাহিত্যগীত সমীচ। তবে কিন্তু বেশে থাকে যে সকল সুসঙ্গম কবি বাহিরে "কোয়ান" ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দু মতে অধিকাংশ সময় চলা করে আর, তাহারা হই একটি হিন্দু ধর্মের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "বুয়া" নামে একটি আশ আছে, সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আতোশ, অন্তর্ভুক্তি, প্রভৃতি অংশ, আর বহুতা, আত্মীয়, কোলখোজ, মিল ও পর চিত্তের প্রকৃতি গীতি আছে। এই জারী গীতের বহুতা, আবেগ, ফেরক, সুখকা, বাহির চিত্তের প্রকৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগেই অংশ একটি অথবা আকর্ষণ-বোধে হইতে বুয়া থাকে।

যে সময় বর্তমান বঙ্গদেশের জারী-ধরার বুকর ধরিতা পুঙ্খতে পুঙ্খতে পাইতে থাকে, তখন কি হিন্দু সমীচ-ধর্মপুঙ্খ। দলবদী হইয়া উঠে, তাহা যিনি নিষিদ্ধ চিত্তে জারী গীত প্রকাশ করেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৎ সঙ্গীত উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। জারী গীতের

দলে কয়েকজন লোক, এবং বালকগণ মৃগশূন্য জন কয়েক কয়েক গায়ক ও এক বা দুইজন বালক সঙ্কীর্ণ মৃগশূন্য বা "বজ্রাঙ্গী" থাকে। এই গীতের দলে কখনো সময়ের কচি অল্পবয়সী বেশ ভূষার তত পানিপাটা নাই। কিন্তু এই একদল সমাজ রকমের কিছু কিছু পরিচয় আছে। উহাও তত জটিল নহয়। বহুমান পাণ্ডিত্যের জন্য লম্বালাই বড়তা আর পুষ্পান জারী গীতে অদবেই নাই। বহুমানের বড়তা শুধুই লম্বা পাখা আঁকিয়া এক কিছু মানোহাষিত, বড় কিছু বাহাজরি, বড় কিছু কান্দ-চল-শ সময়ই গীতের নমো। এই গীত কবি ও গায়কগণ হইলে পালা গায় হইয়া থাকে। আবার স্থান বিশেষে একদলেও গীত হয়। কিন্তু পালাগায়কগণের কোনকোন বিশেষ কিছু পালা নিয়ম নাই অথবা কবিও কখনো নাই। তবে সমস্তের ভিতরে বাহ্যে পালায় জারী বস্তু এইরূপ অথবা হুড়া গিয়া হুই হলে পরস্পর গীত গায়। আর খুব অধিক পরিমাণে কোমলতা হয়। বহু উচ্চা দলের বজ্রাঙ্গীতে বজ্রাঙ্গীতে পালা গায়। বহু মানোহাষিত বস্তু একটা মানোহাষিতই হয়। আবার স্থান বিশেষে দুই বা ততো হইয়া থাকে। এই পালা বেঁটা জারী গীত শুনিতে অতি মধুর।

অধিকাংশ সময় একটা সামান্য চামোড়া পরিচিষ্ট ময়দান প্রকৃতি উদ্ভব স্থানে জারী গীত হইয়া থাকে। কোন সমাজ কিছু জারী গীত দিয়া যেকোন কোন অপবাদ ওন্দর, কখনও শুনি নাই। এক্ষেপে জারী কোন উচ্চদল মূলস্থানে বা গীত উচ্চের বটীকে দিচ্ছিলেন একদল বাকীও আশাধর করে কোন সময় উঠে নাই। কখন বারোজারী, মেলা প্রভৃতি স্থানে একদল হুড়াত উদ্ভবস্থানে ময়দানে বা জারী গীতের পালায় এই গীত হইয়া থাকে।

গায়কের জন্ত জারী গীত হইতে এবং গীত হয়, তাহার ইচ্ছা হইতে বড় ও আধর করে বসিয়েই ধরেই হইল। এই বস্তু বাহ্যিক দল পদে, সে বস্তু জারীর বস্তু ও অসংখ্য পাইয়েই ধরে। মেলায় মামোড়া পরিচিষ্ট জারী গীতের পালায়, ইহার হইল জারী গীতের মূলস্থান। আর কোন কোন মামোড়া জারী গীতের বস্তু থাকে যে জারী গীতকে প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন—ইহাই জারী গীতের বা এক বিশেষণ।

কোন সময় মজা প্রদানে জারী গীত প্রচলিত হয় জাহা স্থির করা বড় কঠিন। এই প্রকার লিখিবার সময় একাদিন কয়েকজন মনোহর বস্তুগণের সম্মেলোচনার সিদ্ধান্ত হয় যে সিংগারী বিদ্যোদয়ের আগেও জারী গীত প্রদানে প্রচলিত ছিল। বহুতঃ "সঙ্গীত মজা" নামে বটজাহা জাহা প্রকাশিত পুস্তকে দেখা যায় যে "কোমলতার আনন্দ-রাজবাণী" কখনো কখনো কখনো কখনো কখনো জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আনন্দে পূজার দিনে রানসোয়া, চণ্ডীমোহ, শ্যামলি, মনমোর চামান, কবি, শ্রীরাম গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, কুড়িমেলা, মোকাবেলা, গোড়াব লৌহ হইয়া রাজবাণীর মন থাকিত।

এখন এই পুস্তক প্রদানের পুরাতন বালায় জাহা স্থির করিলে জারী গীতের প্রাচীনত্ব স্মরণে হয়। আবার কেহ বলেন যে তিনি ১২০০ খ্রিঃ নামে জারী গীত পারকণে



- ১। তান আকাশের এক মেলা হইয়াছে তারি,  
তাহে বায়না নিরে পাগলা কানাই গেতে গিয়াছে আরী।
- ২। গিয়াছে যুগির জাহের পাগলা তাহের আশ আকান-মোনা—  
আসানউলা সোনা, কেহ, তরিকুল কোমল মোনা।  
গেছে গোসন পাঁ নৈমলি মুখী আব হুলস্থল মোনা,  
এরা কর হলেতে পাগলা কানাইর সাথে বিচ্ছেদ পালা,  
তারে সব ঢালাক চকুর কানাই বড় কলা।
- ৩। গেছে রাজউদালা বধুকান, গোবিন্দ অধিকারী,  
সেই মাধার আশ্রয়, রানাকুল বৈরাগী,  
গেছে বকুমিত্রা, গোপাল উড়ে, আব কুড়নদাস আধিকারী,  
তারে প্রাণ বাউল গিয়াছে তথা বার খোলে কলিতা হরি।
- ৪। আর কবিবার গিয়াছে অনেকজন;  
নীলকান্ত, মদনব, চিত্র, রসিক, কবি করে তারা সজজন।  
গেছে চণ্ডী গোপাল চণ্ডী মদনব বিলাসী আশ কামিনী,  
কালকাঠির কিশিন মরকার মশোহরের বামামণি,  
আলী শিবী মুখির তারে, গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি।
- ৫। গেছে চুলীয়ার অস্তে শীমনাথ চৌগাচার মলী শিবু ভাল জনী,  
চাঁচুর উষর গিয়েছে তাই নাম আর না জানি।  
গেছে শানাইওয়াল কুঠি, হীরে আর অঙ্গা চুনাবী  
এরা একমেলাতে মেলা করে গুনছে সবে বলে আরী। ইত্যাদি।

এই সকল বহুবিশিষ্ট গায়ক এবং সাক্ষরগণ প্রায় সকলই নিরঞ্জনের নিরঞ্জন—তবে আশ্রয়, বউ মাধার প্রভৃতি ছই চারজন ব্যক্তির নাম আরোপের কোণে নথীভুক্তকৃত। এই কীভে সম্ভবেল করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রবাদগণ নিরঞ্জন। কেহ বাক্য কেহ বা বাস্তব পাই ছিলেন। তবে প্রাণ বাউল নামক নিরঞ্জন বৈকব কবিটার বিষয় কখনোই আশ্রয়কে ইচ্ছা রাখিল। এই সকল কারী নীচে প্রবেশকগণের মধ্যে ইহা বিখ্যাত আর পাগলা কানাই প্রভেদ বরাতি। অন্য ইত্যাদের কাহিনীই আশ্রয়চিত্র হইবে।

মশোহর জেলায় কলিকাতায় কেবলমুদ্রাব নিকটবর্তী সত্যপুর গ্রামের, "নিরঞ্জন কবি" নামে একটি নিরঞ্জন মুসলমান কবি এই কারী কীভে বস প্রভুত করিয়া নিরঞ্জন কবির নিরোদ্ধরণ পাগলা কানাইকে এই কারী নীচে পিতা করে। আবার কেহ কেহ প্রথমও বলিয়া থাকেন যে আতস বাণ, ও ইহা নামক আর কজন নিরঞ্জন কবি কানাইর নিকট। কিন্তু আমরা সত্যায় বলিল একটি কবির নিকট কবিরি হইে কানাই কবিরই পাগলা কানাইর গুরু। আতস বাণ গতি প্রাচীন যোক, কারী নীচে কানাই

অসীম কনকায় রচনাশক্তি কখনো সফল হোলে অতি পুরাতন ওস্তাদ  
যাভস 'কুক কানাই'র নিকট গিয়া কীটন কর সম্ভব নহে। বাহা হউক কানাই  
বাহার নিকট নিকা করুক না কেন, শুধু হইতে তাই সম্ভবতা অধিক।

পাশলা কানাই হোলেও তার কানাইদেব উপ নামে মড়াইল জীবদায়কদের কাছাকাছি  
বাড়ী চাকর হইতে প্রায় কাছাকাছি ক্রেশ হইতে তাই গদ্যেগুরের নিকটবর্তী বেড়াবাড়ী  
ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া কানাইদেবের বহুল প্রতিশ্রুতি সহিত আপনায় উদ্যোগবৃত্তি কবিজন-  
সুলভ প্রতিভার গুণে সীমান্ত রূপকরণ হইতে পরিণত হইল। তাই নাম ও কবিতা কীটন গিয়াছে।

নবকর কবিতা; আলোচনার যে ব্যক্তি নাম ও কীটন-দ্বিতীয় পিণ্ডিত হইতেছে, তাহার  
পিতার জীবনী নাম 'কানাই' আর উক্ত নাম 'কানাই' কানাই হলে।  
এই বিশেষণ পাশলা হইতে মধু সত্যসত্যই এক অতি অল্প ভাবের মিলন হইয়াছে।  
কানাই বাহা হইতে ও হোলেও কিছু উদ্ভূত হইল—তাই তাহার ভাবুক পিতা কুড়ন সেখ  
তাহাকে নাম দিয়াছিল। যখন শনিদির উদ্যোগবৃত্তি প্রতিভা তাহার উদ্ভূত নামের  
কবিতা-ভাববাহু পাইয়া অনবরতের পথে গিয়া, তখন তাহার পাশলা উপাধি সার্থক হইল।

তার একটা কথা এই যে, শেখর মুসলমানের হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর  
আনন্দ বিষয়ের অনুকরণ করিয়া গেল। এ দিকে আবাব কবির মুসলমানের গোয়েই হিন্দুর-  
কবিতা। ইতিহাসিকতর বকির কবিরে নিম্নোক্ত হিন্দুর মুসলমানের ভায় কোচাপ সরিফের  
নামের অধীন লইয়াছিল। এই একটি বলিতে বাহা যে, কবির অনেক মুসলমানই বাহা  
হিন্দু সন্তান। অতঃপিও বকীর মুসলমান সন্তানদের মধ্যে হিন্দু ভাবের অনেক নাম এবং তাহার  
বাক্য প্রচলিত আছে। হিন্দু, কানাই, কুড়, মধু, কিক, মোকড়, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি  
নাম এখনও অনেক পৌড়া মুসলমানের আছে; আবাব শূর্যের উল্লিখিত "তেজা পুলা", পৌধ-  
পাশি, কোচাপ রর লক্ষীপুলা, মনসাপুলা, কলরা প্রভৃতি মজারকর বাহি বিশেষের জন্য হিন্দু  
উৎসব অনেক মুসলমানের করিয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে গ্রামে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক,  
সে গ্রামের মুসলমানের চৈর-মজারকি, দুর্গা-পুলা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবে প্রায় যোগ দেয়।  
উক্তান কারণে কবি কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম কুড়ন সেখ এক পৌত্রের নাম  
কানাই রাখা করিয়াছিল। তাহার পর কুড়ন সেখ তাহার পাশলা বিশেষণ যোগ দিয়া  
কবির ভাবী জীবনের এক মতা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল।

একটা পদ্যের দ্বারা আসে কথা—

গোন উক্তল তাই ভোরে করে বাট

এক জনার হাথে পড়ে আছি প্রনের পর

তার গুণ কিবা কর আর।

ঠিক যেন তাই কানাইর সেখ আছে আশ্রয় জমীর পর।

নানা পানি করে খাব খালের পন।

বিবির চরক সেনে, কবির চরক

আমি ভালপাইতে দেখাই কবির কলমে ভাইয়ে ভাই

হাসলে বিবি দেখার ছবি—পটের পটের পর।

আমার কাছে আলি পরে নড়ে যেন কল বিকলে

যেন ভলে ডোবা গুদি মালের কল-ম

সেই পিঠাতে মজেরে ভাই আহি ভবের পর

কিন্তু এই গীতটির ভাব সংগ্রহ করিলে আমার চকিতে পারি যে, কানাইর এক ঘায়ে কলনী গী  
ছিল। কবি কানাই পূর্ণরূপে তাহার প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানেরা এই চরু কলতা-  
পর হইলে প্রায়ই একদিক দ্বী গ্রহণ করিয়া থাকে। বাদশাহ ওমরাওগণের তো মতই নাই।  
কিন্তু এই মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালুক আর বিদ্যা শব্দই জানে না।  
কবিতা না। ইহা তাহার এই গীতের ভাবে এক আর একটা গীতের দ্বারা পটাই বক  
কবিতা না। ইহা তাহার এই গীতের ভাবে এক আর একটা গীতের দ্বারা পটাই বক

পড়লে ভবী ভুজানেত সামান্য দেহ দায়

ভাতে আবে লোকাল গলে মোকা চলে ভারি

এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই

চুই হাতে পড়লে গিয়ে নারীর গরত মরে যায়।

ইচ্ছাবরী হয়ে নারী যাব শাস কাড়ে দায়

আলোকেই দেখি গে তাই পায় ভবী দায়

এই তো নয় বিবির বিদ্যে মরে নারীর পতি বনি

এক পতা অ পোক গাড়ে লড়ায়ে কি হয়।

তু ম কলপাতা সব বয়ে পড়ে আলি রসে ভাল চর।

যৌবনের অরম্য বলবতী সামন্তরা লইয়াও কানাই বিপতীক নহে। অথবা এক কামিনীর  
এক প্রেম হইতে তাহাকে ছিড় পথে লইতে পারে নাই। আবার আর একটা কথা আছে,  
কানাইর নিজের শারীরিক সৌন্দর্য অতি কমবা গহা নিকে মুকিয়া ও সাধারণের নিকট প্রকাশ  
করিতে বিস্ময়াজ কুন্তিত হয় নাই। একটা ধুয়া উদ্ভূত করিয়া তাহার উদাহরণ দেখিয়া বাইতে  
পারে। ধুতাজিতে কানাইর দ্বারা উচ্চ গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পারা যায় যে, কানাইর  
সদলতা-প্রণের পূর্ণ্য লইয়া এই কবিতা কবি কেমন অধু মলীত করিয়া করিয়া গিয়াছেন—

শোন উল্লতুই প্রাণের ভাই, লেখ দেখি কবিতা কি হয়।

আমারে কল কল এতো কি তোমার উচিত কল

শোন ভাইরে তোমার পার চাকাত হিট, তেফা বসি দেখেছে কল

পাশলা কানাই যেন কল নি পরে যাকে কল

টেপা চিনি কল দোয়—উল্লতুই এই দেখা যায়

কানাই তো পূর্ণ্য মল নয়।



ভাইবে ভাই, থাকি বেন পাবনা বুঝি গোপাচারী ডিমের খুড়ো—

আবার এই মাথায় এমন শুণ দিচ্ছেন ঘোমায় ॥

এইরূপ ময়ল তাই নিয়ে নিজের অপরিষেক স্নেহ বেশজ্ঞাচারিত পিতৃবৃত্ত বনিতার পরি-  
চিত জীবীর দুঃখে বর্ণন করিয়া কত যে 'নৈরতিমানতা' পিচয় দিচ্ছেন, তাহার ভুলনা নাই।

এ নিকে কবি আবার ঘোমাকালের কুপ্রভুত্বজনক যেমন হৃদয়ের ভাবে উক্ত পাখে লইয়া  
আসিয়াছিল। কেমন কিষ্কিন্ধ্যী সাপ্তাহিক প্রেমপ্রবাহে কণ্ঠের কূর হইতে বৃথক  
পর্বাঙ্গ সমান দৃষ্টান্তে বর্ণিত। কিছু মূল্যমান বলিয়া কাতাবও প্রতি তাহার ভণা যেন ছিল  
না। নিরন্তর দুঃখ তাহার সেই হৃদয়ের ভাব কেমন হৃদয়ের ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যথা—

এক বাপের দুই বেটা তাকা মল্ল কেহ নয়

সকলেরি এক রক্ত এক দার আশ্রয়।

এক মায়ের দুই খেয়ে এক নীরসার দার

কারো গারে খালের কোঠা কারো গারে ডিউ, দুই ভাইয়ে রে বেহুতে কিউ,

কেবল জীবনিতে ছোট, বড়, গোটা, বাচাল চেনা দায়।

কেউ বলে চরী হরি,—কেউ বলে মিসমোলা আখেরি,—

পানি খেতে বার এক বসিবার \* \*

মাগ পৈতৃক একজন ধরে, কেহ বা স্তম্ভত করে \* \*

\* \* \* তবে ভাই ভাইতে মাঝামাঝি করে থাকিলু কেন সব গোমার ॥

মরি মরি কি পতীর প্রেমিকতা! কি আত্মরিক মহাপ্রাণতা!। কি মধুর বিবাহীন  
প্রেম!। হৃদয়ের উন্মাদ ভাব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। যে কখনও কখনও  
এইরূপ মতঃ করীর প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস সহক ভাবে বহির হয়, সে হৃদয় কত বহন—কত উত্ত  
কত উত্তত, তাহা বুঝিতে গেলে চক্ষু মল ভঙ্গিয়া উঠে। যখন কানাই ঘোমকালের হস্তী  
তখন তাহার এইরূপ জ্ঞান আপনা হইতে ছসিয়াছিল। কোন দিন কোন স্থানে যদি কিছু  
ও মূল্যমানের দর্শন লইয়া ভ্রম উঠিত, তবে কানাই বলিত—

যে পাখে যে ছোট উচ্ছল, সবই সিন্ধুসের কীট

যে পারে সে নাড়ে চড়ে পথ ক'রেনে আঁটি।

এক ভয়ে এক সোহাগে খুঁজ ভতো ভুলো নাম—

মাঝবুজীয়ে ভুলো গিনি বলে ফতো,

ভেলেই মিন আসে কেন উল্লস জড়ির মত,

হাফরে হার করে না কত পানিটা সোতের ছাড়া ॥

কানাইর যেমন কীবনীয়ত্ব বিশেষ কোন মূল্যবান ঘটনা সামরা অবলম্বিত হইতে পারি নাই।

কেবল তাহার একটি সমান্ত চাকুরীর পটভূমি পরিবাহি। মাগুজার সিন্ধু বাপকোটার  
(আঠারখান) চকরী গলের বেড়াতি প্রানের মীলকুটিতে কানাই নাকি হইতাকা যেতলে





উপায় "কেরানতের" কবাই প্রাণে গুলিয়াছিল; অথচ নিরক্ষর স্বাভাবিক স্বর-চৈতন্যের সাহায্যে এইরূপ নিমিত্ত অনাসক্তের মনস্ত চিত্র-কবিতা ইত্যাদি প্রকৃত দেশে বাইতে সর্ববাই প্রস্তুত ছিল। ইহা অশেষা প্রকৃতির আদর্শ আর কি হইতে পারে? আরও গুরুত্ব, কেমন মৌল-মনোরমকারী মৃত্যুকালের স্বন্দর বিবেকপ্রসূত। পাঁচাত্তি বাৎসরিক জন্মইয়াট মিল, যেমন মৃত্যুকালে নির্যাসগন্ধে সন্ধ্যাবন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই অনন্ত অগতির কল্প থাকে, তবে তাহা ঐ নবোদিত সূর্য্য, — কানাইও ঠিক সেইরূপ মৃত্যুর অর্ধ ঘণ্টা থাকিতে কতগুলি শিষ্য মধ্যে থাকিয়া প্রাপ্ত শিষ্য বালকটাককে বলিয়াছিল—

আসমানের গারে ফুটল আশ্রয়টীক হৃদয়ের গার—

অরে মালক সেখ রে কেখ কানাই নিশে গেল তার।

তোরা পারিলে আর স্মৃতি ধরে—পরাণ শাখা খেলে ধার।

বড় অধের দিন রে আমার যাব পাশ্চিমুরে, বীণী ডাকতেছে করে,

তোরা কাকশ মিলে আর।

ধন্ত কানাই! ধন্ত তোমার সাধনা! ধন্ত তোমার ভগবদভক্তি! তুমি স্বাভাবিক স্বন্দরভাবে অমিয়া যে চরিত্র ভক্তি-কবিতার ভাবগোচর। ঐশ্বর্য্য পতির প্রেমায় লোক পরিচয়, তাহা চিরদিনই শিক্ষিত নরের চির লক্ষ্য। তুমি কেবল কবি নও—তুমি সাধক, তুমি বোদ্ধ, তুমি ভগবদভক্ত, তুমি অমর কবি, তুমি আদর্শ পুরুষ। সেই নিরক্ষর কবি বেহতাবিবরণক স্বরীত-বচনার কিরণ সিঁধ ছিলেন, তাহারও নমুনা লেখ—

"কল ফুটেছে প্রেম-সাব্যবসে, হৃদের উজ্জ্বল বল কে করে।

যোণী বোপসাধন করে—সেই ফুলের করে,

তনি ফুল ছাড়া তার মূল রয়েছে জৌল ভুবনের পরে।

এক ভাবোত্ত ফুল এসে—তাই গাড়ে এক ফুল ধরে,

দিনকানা জানতে না পারে বুয়ে বুয়ে মরে।

তনি বার মাসে বড় ফুল আসে, ফুটে তিন দিন ছাড়া পুর পাশে,

বড় ফুল উড়ে যায় বাতাসে, তনি লজ্জা হোগে এক ফুল ধরে।—

সেই ফুলে হয় কলের গঠন আর নয় অকার্য্য লক্ষ্য লাই মনে ভেসে,

অধরহাস বিরাজ করে সেই ফুলে হাসে,

কল ফুটে হয় অগণ আনন্দ, ব্যাপিগত বসন্তের হাটে,

বার মাসে ছই পাক—কোন পাক কোন ফুল কোটে, কল ফুলে নয় বড়,

কত জন হয়ে বেতোলা, পড়ে আছে সাহসল, কলার পাশে ফুলে ছই এক,

হৃদের কল কিছু নয় লোভের ধন, সে করেছে সান্নিধ্য মান,

পারিষৎ-পত্রিকা-এখন, বেছে যারে বিধি কার্য,  
 কুলের কল পেলে হয় চৌদ্দ পুরুষ উজলা,  
 কানাই তাই ভাবছে কল, ভাবে কিছু পার না মিলে, কলের আশে যুগেই দেশাচারে ।  
 কি ভাবে এক কুল এসে দুই পাছে এক কুল ধরে ?  
 পাঠকের কোকুহল-পরিহাসের জন্ত আর একটি দেহভবের গান উদ্ধৃত করিলাম—

“পাগলা কানাই কল—গড়া রথ নুতন কলে,  
 চান্দনাম সাবেক কলে এই শেখকালে কল বিকালে চলে না ।  
 আমি তৈলে কুলে ঢালাতে চাই যে তৈলবার সে তৈলে না—  
 তৈলাত তৈলাত বিন গিয়াছে এখন আর তৈলা আসে না ;—ভাট রথ চলে না ।  
 এ রথে ছিল যারা, সব মনে পড়ো তারা,  
 হয়েছি শিখহায়া নরক যরা মরে যেতে পারেন না ।  
 আমি যার কাছে বাই সেই বাস করে, কল ভাট রথ থাকে না ।  
 ইহা চক্ৰ বিলু কানো প্রবোধ মানে না—কাটি রথ চলে না ।  
 এ রথ নুতন ছিল গড়া, বুঝ উনাকো ছিল বড়া,  
 কত ঘোরে পলতো ঘোড়া—কি পরিপাটী  
 আমিরা এই বোল কলে—এ রথ বেধে গলে,  
 মিন কতক তৈলে টুনে, মিরেছি কত বাহান ;—এর পারখি হয়েছে ভাটি,  
 বড়াতে জোর নাহেকো আর,

পাগলা কানাইর হলো কেবল টানাটানি যার ;—এ রথ চলে না আর ;  
 যদি ছুতার পেড়ান ভাটি দিগাম সাবেক সাবেক কল জমিতাম—এ রথ পুরান হতো না ।  
 আমি যার কাছে বাই সেই বাস করে কলে ভাটী রথ থাকে না ।”  
 প্রত্নতাত্ত্বিক কোমি একটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি নিকট এই কবির রচিত আর একটি আকাশবাণী  
 পাইয়াছিলাম, উহাও উক্ত গ্রন্থাবলির অন্তর্গত। এই স্থানে উদ্ধৃত হইল কথ—

“চোর মখে তাই আছি ভবের পর, অধিনেতে কানাই তার সমাচার,  
 চোরের ঘর অন্ধকার—( সে গুলি ) পুরোঁতে বসত ছিল তবো তার ।  
 দাবার ভণে সেব সে লাভ আকাশের গীর,  
 ভণার গির করিল বিহার তার কখনো কখনো এখন আছে ভবের গীর,  
 — ফলে বাট পরিপাটী কলার কলো এই হাটে,  
 সে চোর কবলও যার না কারো নিকটে—

এই হাটে এই হাটে নাকি কলি যার সাহু রটে ।  
 যে কল বেড়ার লত পাফার চোরের তার সাহুর উপর রটে,  
 পাগল কানাই কলে গলে কানো দুই যারে কলো কলো রটে ।

আব একলা চোরে চুরি করে গৃহী নত জন, যা জানি কেঁদেবেটা কেমন :

এক হাটের কাছে নয় গাছ পল

কেন পথ ধরে যায় সে চোর বন্ধন

হাট মাঝে কইনে বড় করে সে বড় উৎপাত,

মিষ্ট কথায় ভুট করে মালখানা করে হাট

সে নারী হয়ে চুরি করে ঠিক যেন আমের আঁচনাঃ

এই গীতটির অর্থ গ্রহণ করিতে বড় সন্দেহ হইবে মনো পিতা পুত্রেরে হয় কিছ্র সন্দেহ পথ-  
বলদী ব্যক্তিগণ কিছু চিন্তা করিলে ইংরেজ ভাব অনুমান করিতে পারিবেন—মহাজ্ঞান  
শীতের মধ্য অগ্রভব কবা করিন। কান্দন্যব একাধারে কবিঃ এবং ভজনপদ্ধতি অপূর্ণ। শেষ  
দেহভব গীতটী এই—

ভাট্ট বেড় বাক্যস শ্রবণ এক ধরা বেগেছে

এ নারী যাই হাটে সে কুমোর বিচার করে কে

অতঃ পর এক শব্দ শ্রবণে, গাঙ্গার উপর নমস্কা

আমের আর কান্দন্যব নারী যুক্ত প্রভেদে,

গাঙ্গার কান্দন্যব নারী তাব কাঁজা

এ মহাকন্দে নারী উৎস, আমের নম বনিয়া,

এই প্রবেশ পর কণা মুট খেলায়,

নাই লুকাই পাগলা কান্দন্যব তাই করে যায়,

কত মনিক প্রবেশ আমের লাঞ্ছল পাড় আছে তার আশায়।

গেল চারটা কাল খালা সব রস তল ভাই রে সেই শকসের আশায়।

কউ আছে বসে গাছ তলা,

আমার তো বুকি জ্ঞান নাই, জিনে পরণ এ প্রব্রা শকসে কিছ্র তিন ছাড়া,

বেশ পুরান কোরাণ তবু চাই গবে না—

তার তো কেউ সন্দান করে না,

কান্দন্যব পাগলে পরে সে কো কারো ছাড়ে না।

এই মধ্য কণা তবু কাণা, কতি বড় পাট ব্যাধ, কেহ কনলে না,

এই বুক তবু চুল পাগলেম তবু তারে চিনিয়ে না।

পাগলা কানাইএর আর দুইটা গান উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমুখ শেষ করিব—

১। "মরার আগেতে হয়, শমনকে কান্দে কন,

যদি তা কান্দে পার : ব পারে যদি যে মন বসনা।

মৃত্যু বেহ জেলাই বলা থাকতে কেন করনা,

মরার সময় বলে পারে কি হই হবে না, মরার জাতি জান না।







1997

74

4

1

10

1

...

10

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

চাৰণ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

ত্ৰিনাথেন্দ্রনাথ বসু

১৯৩১ কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য।

বিষয়

- ১। বৈষ্ণবদাস ও উদয়দাস (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ২। দ্বিজকবি কবি ও প্রামাণ্যকবি (ডাক্তার বৈষ্ণবচন্দ্র ভট্টাচার্য) ...
- ৩। বাৰ্ণবাস কবিগুরুগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৪। কবি (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৫। গল্প-কবি (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৬। কবিগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৭। কবিগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৮। কবিগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ৯। কবিগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...
- ১০। কবিগুরু (ঐক্যমগোপাল সেনগুপ্ত) ...

সম্পাদক

ত্ৰিনাথেন্দ্রনাথ বসু  
১৯৩১ কলিকাতা







# একাদশবর্ষীয় বিশেষ সভার কার্য-বিবরণী ।

৩/০

ঐনু ক্ত রাজকর্মসমূহ

ঐনু ক্ত প্রথমবার্ষিকব্যোপাধ্যায়

" বিদ্যাপট্টম পাল	" লিখন বিভাগ
" জীবজন্তু অন্নপ্রসাদ বিভাগ	" হীরেন্দ্রনাথ পট্টম এম, এ, বি, এল
" জম্বুতরুণ মালক, বি, এল	" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ
" প্রবন্ধনাথ ঠাকুর বি, এ	" লালভনোহন মল্লিক
" বীরশিচন্দ্র মল্লিকপাধ্যায় এম, এ	" আশা গঙ্গা বড়া
" জ্ঞানচন্দ্র খোব, এম, এ	" স্বপদীশচন্দ্র হুই এম, এ, ডি, এম, এস
" প্রবোধচন্দ্র বিজ্ঞাননাথ	" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ
" রাধা শৈলকৃষ্ণনাথ বসু বাহাদুর	" হেমচন্দ্র মল্লিক
" সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানচন্দ্র, এম, এ	" শুকদাস চট্টোপাধ্যায়
" বরদীনাথ ঠাকুর	" চাকচন্দ্র মিত্র এম, এ
" বোমোহনচন্দ্র মিত্র	" চণ্ডীচরণ বসু পাধ্যায়
" বজ্রীনাথ বসু	" পিত্তনাথ বসুপাধ্যায়
" সুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল	" বাসু বজ্রীনাথ চৌধুরী এম, বি, এল
" মত্রে প্রনাথ পট্ট	" লালতকুমার বসুপাধ্যায় এম, এ
" সত্যনাথ গঙ্গেশদেউর	" দাদেশচন্দ্র বসু
" মিশ্রনাথ বাসু, বি, এম	" বসুনাথনাথ মল্লিকপাধ্যায়
" নরেশচন্দ্র গঙ্গেশ	" রামেশচন্দ্র মিত্র জি দী এম, এ ( সম্পাদক )
" শৈলচন্দ্র মল্লিকপাধ্যায়	" মল্লিকমোহন বসু
" মল্লিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ	" বোমোহন মল্লিকপাধ্যায়

( সহকারী সম্পাদক )

১। ঐনু ক্ত মহেন্দ্রনাথ বসুপাধ্যায় কর্তৃক সমরস্বতী-বন্ধনা গীত হইলে সভার কার্য আরম্ভ হইল । গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ বিনা পাঠে অগ্রাহ্য হইল ।

২। বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের নিয়মিকা-সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদের নিযুক্ত শাখাসমিতির নিরূপিত কার্যেরন পত্র যত্নসহিত হইল ও উহা গভর্নমেন্টে প্রেরণ করিবার আদেশ হইল ।

৩। নিম্নলিখিত ৪ ভিগণ বখারীতি সভাক্রমে নির্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি

সমর্থক

সভ্য

ঐনু ক্ত বোমোহন মল্লিক

ঐনু ক্ত রামেশচন্দ্র মিত্র

১। ঐনু ক্ত আবদুল সোব্বান, সাইবান, রঙ্গপুর ।

ঐনু ক্ত মল্লিকমোহন বসু

ঐনু ক্ত হীরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচন্দ্র

২। ঐনু ক্ত হীরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচন্দ্র এম, এ ও ঐনু ক্ত মল্লিকমোহন বসু এম, এ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম ।

অধ্যাপক

সম্পাদক

কবি

ঐয্যেজ্ঞেন্দ্র নাথ চৌধুরী

ঐয্যেজ্ঞেন্দ্রনাথ বিবেকী

৪। ঐনকামীন নাথ, কুতূর্ণ ডে:  
ফ্রান্সিস্টেট, বাণ, বঙ্গপুর।

৫। ঐগুর্ণডে বোব, পদানাম নাথের  
বাণ, বাণ বঙ্গপুর।

৬। ঐভবানীপ্রসাদ সাহিত্যী, আইস  
চেয়ারম্যান ডি বোর্ড, জমিদার, বঙ্গপুর।

ঐয্যেজ্ঞেন্দ্র নাথ চৌধুরী

ঐয্যেজ্ঞেন্দ্রনাথ বিবেকী

৭। ঐয্যচন্দ্রনাথ নাথ চৌধুরী, জমিদার,  
চৌধুরী বঙ্গপুর।

৮। ঐয্যনীলাচল চক্রবর্তী বি, এন্  
উকীল বঙ্গপুর।

৯। ঐয্যধারমদ বঙ্গুরনাথ,  
জমিদার বঙ্গপুর।

১০। ঐয্যদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এন্  
সম্পাদক বঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরী  
মহাশয় বঙ্গপুরের বাণ বঙ্গপুর।

১১। ঐয্যকলিকারী মুখোপাধ্যায় বি, এন্  
উকীল, বঙ্গপুর।

১২। কবিদ্বিজ ঐয্যচন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ  
২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

১৩। ঐয্যবিশ্বচন্দ্রনাথ ১০৮৮ক্যান্সেন,

১৪। সুনিলাচল নাথ ২০ শিবনারায়ণ  
ক্যান্সেন।

১৫। কবিভূষণ বঙ্গ এন্ এ বোর্ড, কলিকতা,  
চেতনামায়া সেন্স, বঙ্গ বঙ্গপুর সিউরী।

৬। ভাংগরে ঐয্যক বঙ্গুরনাথ ঠাকুর মহাশয় "সাহিত্যপরিষদের প্রতি নিবেদন" নামক গ্রন্থ  
লিখিত করিয়াছেন। • ঐ প্রবন্ধলেখক মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ও  
সম্পাদক পদে সম্মানিত হইয়াছেন। ঐয্যক বঙ্গুরনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐয্যক বঙ্গুরনাথ  
কবিদ্বিজের সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র ধ্যান বা বঙ্গনা নামে সাহিত্যের প্রতি কতি  
কতিয়াতে পারেন। • ঐয্যক বঙ্গুরনাথ মহাশয় ঐয্যক বঙ্গুরনাথ মহাশয় ঐয্যক বঙ্গুরনাথ

কল্যাণকর ও স্বাভাবিক ভাবে করিয়া না গিয়াছিল ইত্যাদি অঙ্গীকার। প্রকৃতপক্ষে এটি অসম্ভব-  
ভবে তাঁহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও আধুনিক অবস্থা ভাবিয়া গভীরভাবে চিন্তা  
আমাদের সাক্ষ্যেবাহক এখন উপায়। ছাত্রগণ তাঁহাদের মননের উচ্চতর উদ্দেশ্যে গভীর ও  
প্রাণের সহিত এই অধ্যয়ন কার্যে নিযুক্ত হউন; তাহা হইলে তাঁহাদের কর্মসম্পাদিত ফল  
উন্নতিবে। সাংখ্য-পন্থিক সমাজে এই অধ্যয়নবাহক প্রেরণ করিয়াছেন। অন্য  
বিধের সহায় প্রার্থনা করিতেছেন। একদল শিক্ষকের উদীপনাপূর্ণ ভাবের  
ও মননের স্বাভাবিকতার প্রোত্পনকে হৃৎ ও বিনিত করিয়া এই মর্মে ছাত্রগণকে আহ্বান  
করিতেছেন।

একদল শিক্ষকের পর প্রীত হইতেছেন যে পল্লবের প্রতিনিবন্ধিত হইয়া পল্লবকে অকারণে  
করিয়া বহুভাবাবূর উপদেশক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার লক্ষ্য আশান করিতেছেন। সাংখ্য-  
পন্থিক একপ্রকার হস্ত-প্রদানের প্রভাব করিতেছেন। তাঁহারা পল্লবের নিমিত্ত  
বাস্তবায়ন সহায়ত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতির অধ্যয়ন করিতেছেন।  
বাস্তবায়ন যথেষ্ট সহায়ত জাতব্যের অধ্যয়নে লোকবল আবশ্যক। অধ্যয়নকে প্রীত  
প্রকাশিত প্রেমিত ইত্যাদি অভিধান সকলের জন্ম হইল লক Volunteer অবশ্যক হইয়াছিল।  
এখানেও সেইরূপ লোকবল আবশ্যক। ছাত্রগণ আগ্রহিত্য পল্লবের সাহায্যে Volunteer  
প্রেরণে নিযুক্ত হউন।

তৎপরে ছাত্রসমস্যা দ্বিতীয় অধ্যয়ন বহু সহায় প্রেরণ হইতেছে। ছাত্র-  
বিপ্লবে বহুভাবাবূর উপদেশক মাতৃমিত্র সেবার প্রবৃত্ত হইতে বসিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের  
বাস্তবায়নে বাস্তবায়ন সাহিত্যের অবস্থার ও বাস্তবায়ন সাহিত্যের প্রতি-অধ্যয়নিক বাস্তবায়ন  
অধ্যয়ন বিপ্লব উন্নয়ন করিয়া আধুনিক ৩টি পরিবর্তনের বিপ্লব ইচ্ছিত করিতেছেন।

প্রথম বাস্তবায়ন দ্বিতীয় বিশিষ্ট পাল সহায় সত্যের নিমিত্ত ব্যক্তিগত পক্ষ হইতে  
অধ্যয়নকে বহুভাবাবূর প্রভাব উপলক্ষে তাঁহাদের স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক ভাবে  
পক্ষকে বসিতেছেন, এখন ব্যক্তিগত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় আনিয়াছে। একদিন  
বাস্তবায়ন অধ্যয়নের উন্নতির প্রেরণ দ্বিগুন। এখন সে বিপ্লব স্বাভাবিক হইয়াছে। কল্যাণকর  
সময় আনিয়াছে। সকলে সাহায্যকারী কার্যে প্রবৃত্ত হউন।

তৎপরে সত্যপতি সহায় সাহিত্য-পল্লবের পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বসিতেছেন, আমায়  
কীভাবে এখন সত্যপতি উপলব্ধি, কল্যাণের স্বাভাবিক এবং প্রেরণ, সত্যের সহিত প্রেরণের  
এক দ্বিতীয় সত্যপতি হইয়াছে। আমায় সে কার্যের প্রেরণ করিয়া দিতেছি, প্রেরণ  
সত্যের সহিত সেই হৃৎ করিয়া প্রেরণের কার্যে প্রবৃত্ত হউন।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন সাহিত্য-পল্লব ও দ্বিতীয় বহুভাবাবূর পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বসিতেছেন, আমায়  
কীভাবে তাঁহাদের সাহিত্যের পল্লবের পক্ষ হইতে আমায় প্রেরণ করিয়া দিতেছি, প্রেরণ  
এই পক্ষকে বসিতেছেন।



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিক্রমে কালিক বিবেচনার কর্তৃপক্ষকে ও সভাপতি-  
কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমামুন্সুন্দর ত্রিবেদী।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সম্পাদক।

সভাপতি।

## একাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩০৭শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ ; বি, এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ তর্কাতার্বা বি, এল্, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ ; বি, এল্

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্, এ     | • কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ এম্, এ  |
| • নগেন্দ্রনাথ বসু                    | • মনোরঞ্জন স্তব্ধ                         |
| • নগেন্দ্রনাথ স্তব্ধ                 | • চিত্তভূষণ সাত্তাল                       |
| • অমৃতকুমার মল্লিক বি, এল্           | • প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়                  |
| • হুগো ব্রুসার সামাজিক-নীতি          | • অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ               |
| • সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ     | • যাদীনাথ মল্লী                           |
| • বতীশচন্দ্র মিত্র                   | • সুন্দী এম্, কে, এম্ রতন জালী            |
| • আনন্দনাথ রায়                      | • মৌলবি ওহায়েব হোসেন, বি এল্             |
| • ক্ষীরোদ প্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ এম্, এ | • ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ                 |
| • রবেন্দ্রচন্দ্র বসু                 | • নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ডাক্তার ) |
| • সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়           | • লচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়                |
| • পকানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ        | • গৌরহরি সেন                              |
| • জগদ্বন্ধু বোদক                     | • ভারতনাথ বিশ্বাস                         |
| • ডাক্তার হুগেন্দ্রনাথ গোস্বামী      | • যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ                     |
| • কলীন্দ্রনাথ সাক্ষারত               | • কেদারনাথ সাত্তাল                        |
| • নিবিলনাথ রায় বি, এল্              | • বীণেশচন্দ্র সৈন্য বি, এ                 |
| • লবণাশ গগৈশ বেউস্বর                 | • সত্যজিৎ বসু বি, এ                       |
| • পরশচন্দ্র শাস্ত্রী                 | • যোমকেশ বুদ্ধনী                          |
| • নিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এল্          | • বীণেশচন্দ্র সেন বি, এ                   |

সভা সম্পাদক

# একাদশবার্ষিক কার্য-বিবরণী

৩৭/৩৮

অধ্যাপক

সদস্য

কর্ম

প্রিভোকেশন সুতকী

প্রিভোকেশন সমাপতি ৬০। প্রিভোকেশন সুতকী ৬১।

ইনস্টিটিউশন

প্রিভোকেশন সুতকী

প্রিভোকেশন সুতকী ৬২।

প্রিভোকেশন সুতকী ৬৩। প্রিভোকেশন সুতকী ৬৪।

প্রিভোকেশন সুতকী

প্রিভোকেশন সমাপতি ৬২।

প্রিভোকেশন সুতকী ৬৫। প্রিভোকেশন সুতকী ৬৬।

৬০।

প্রিভোকেশন সুতকী ৬৭। প্রিভোকেশন সুতকী ৬৮।

৬১।

প্রিভোকেশন সুতকী ৬৯। প্রিভোকেশন সুতকী ৭০।

যে নিয়মাবলী কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন এবং একত্রে সারে পরিবর্তনের নিয়মাবলীর বৈধতা পরিবর্তন আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চারসভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অস্বীকারিত হউক এবং পরিবর্তনের নিয়মাবলীর উক্তসমূহ পরিবর্তন করা হউক। উক্ত পদ্ধতি মতীকরণে বিভাজন মহাপ্রভু এই প্রস্তাব গৃহীত করিলেন এবং ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬২।

প্রিভোকেশন সুতকী ৭১। প্রিভোকেশন সুতকী ৭২।

প্রিভোকেশন সুতকী ৭৩। প্রিভোকেশন সুতকী ৭৪।

প্রিভোকেশন সুতকী ৭৫। প্রিভোকেশন সুতকী ৭৬।

৬৩।

প্রিভোকেশন সুতকী ৭৭। প্রিভোকেশন সুতকী ৭৮।

৬৪।

প্রিভোকেশন সুতকী ৭৯। প্রিভোকেশন সুতকী ৮০।

৬৫।

প্রিভোকেশন সুতকী ৮১। প্রিভোকেশন সুতকী ৮২।

৬৬।

প্রিভোকেশন সুতকী ৮৩। প্রিভোকেশন সুতকী ৮৪।

৬৭।

প্রিভোকেশন সুতকী ৮৫। প্রিভোকেশন সুতকী ৮৬।

৬৮।

প্রিভোকেশন সুতকী ৮৭। প্রিভোকেশন সুতকী ৮৮।

৬৯।

প্রিভোকেশন সুতকী ৮৯। প্রিভোকেশন সুতকী ৯০।

৭০।

প্রিভোকেশন সুতকী ৯১। প্রিভোকেশন সুতকী ৯২।

৭১।

প্রিভোকেশন সুতকী ৯৩। প্রিভোকেশন সুতকী ৯৪।

৭২।

প্রিভোকেশন সুতকী ৯৫। প্রিভোকেশন সুতকী ৯৬।

৭৩।

প্রিভোকেশন সুতকী ৯৭। প্রিভোকেশন সুতকী ৯৮।

৭৪।

প্রিভোকেশন সুতকী ৯৯। প্রিভোকেশন সুতকী ১০০।

৭৫।

প্রিভোকেশন সুতকী ১০১। প্রিভোকেশন সুতকী ১০২।

৭৬।

প্রিভোকেশন সুতকী ১০৩। প্রিভোকেশন সুতকী ১০৪।

৭৭।

প্রিভোকেশন সুতকী ১০৫। প্রিভোকেশন সুতকী ১০৬।

৭৮।

প্রিভোকেশন সুতকী ১০৭। প্রিভোকেশন সুতকী ১০৮।

৭৯।

প্রিভোকেশন সুতকী ১০৯। প্রিভোকেশন সুতকী ১১০।

প্রিভোকেশন সুতকী ১১১। প্রিভোকেশন সুতকী ১১২।

৫। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের সভাপন কর্তৃক ১৩১২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে যে আটজন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী মহাশয়দ্বয় কর্মচারিরূপে নিযুক্ত হওয়াতে বাকীরা নির্বাচনে ১ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরিষদের নিয়মামুত্রে নির্বাচিতের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এইরূপ নিরলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি. এল, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সমাধিপতি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানেশ্বর এম. এ., শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিব্রজনাথ বিজ্ঞানিন্দ্রনাথ এম. এ., শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম. এ., এম. আর. এ., এম. এ. এইরূপে ১৩১২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতি নিরলিখিত চারিজনকে ১৩১২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার পরশু্রাম রায় এম. এ., শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার মল্লিক বি. এল, এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি. এল। এই বার জন এবং আরব্যারপরীককরণ ব্যতীত উপরি উক্ত কর্মচারীদ্বয়কে লইয়া ১৩১২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় ১৩১১ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকে তিনি পুস্তক বিশেষের সমালোচনা না করিয়া ১৩১১ সালে যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম বিভাগে কাব্যের প্রত্যেক প্রকার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি করিয়া এবং তাহাদের রচয়িতার নামোল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার কতকটা আভাস দিলেন।

শ্রীযুক্ত মুস্তাকী এম. কে. এম রতনাল আলী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে মূলমন্ত্র লেখকগণের কর্তৃক লিখিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের নাম বার পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে কবি কায়কোবাদ প্রণীত “মহাশয়ান,” “লহরী বঙ্গ” এবং কবিতা মূলমন্ত্র লেখিকা প্রণীত হৃদয় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইগুলি হইতে প্রকাশিত অল্প লিখিত মূলমন্ত্রগুলির দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বিস্তৃত ভাষা বাঙ্গলাকে ব্যোমকেশ বাবু যে “মূলমন্ত্রী বাঙ্গলা নাম দিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চর্যকর। কলিকাতা থেকেই এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকিলেও ব্যোমকেশ বাবুর তাহা গ্রহণ করা উচিত হয় না। উপরি উক্ত বইগুলির প্রকৃতি মূলমন্ত্রী বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ নয়। সেগুলি যে তাহার লিখিত সে তাহার মূলমন্ত্রগুলির সংযোগপ্রাপ্তি লিখিত হয় না। এইরূপ তাহার কত আখ্যা কেহরা উচিত।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন অক্ষ্যাপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে অসন্তোষের কারণ দেখিয়াছি। আধুনিক প্রকাশিত বিভিন্ন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নাম বার পড়িয়াছে। তাহারা আরও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। নিখিলনাথ, কবিতা, মেরু,

নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ, মতীশ বাবুর বক্তৃতা প্রকৃতির উল্লেখ নাই ।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । ভাড়াভাঙিতে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, পরে করিবেন । তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অধিক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রয়োজন ছিল না । চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে । বটভঙ্গার মুসলমানী ভাষার ভ্রম দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা ক্রমে উন্নত হইবে । আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলার সব্বাণ্ড পূর্বে অনেকটা এইরূপ ছিল, তাহা রাম রাম বহুপ্রণীত প্রতাপবিভা প্রকৃতি প্রবন্ধে পড়িলে বুঝা যায় ।

শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—আমি পঞ্চানন বাবুর কথা অনুমোদন করি না । ব্যোমকেশ বাবু পরিশ্রমের ক্রটি করেন নাই । “মুসলমানী বাঙ্গলা” শব্দটা একটা নাম মাত্র—ইহাতে মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি কটাক্ষ করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই । তাঁহার বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎসমস্ত বক্তব্য এবং আমরা সকলে তাঁহারের নিকট কণী ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু বেঙ্গল অন্ন সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কার্য করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । আমরাই প্রত্যহ-মত ব্যোমকেশ বাবু এই কার্যে আগ্রহ করেন । কিন্তু বঙ্গভাষার বেঙ্গল বিন বিন প্রকৃতি হইতেছে, তাহাতে একাধের জন্য কলিকাতা গেজেটের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না । কার্যটা বেঙ্গল বিস্তৃত, তাহাতে কেবল একজনের উপর ভার দেওয়াও উচিত নহে । প্রণীতিভাগ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর একাধের ভারার্শন করা উচিত । কেহ কেবল বর্ণনাবিবরণ প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করুন, কেহ উপভাস, কেহ ইতিহাস, এই-রূপ এক একজন এক একটি বিষয়ের প্রকৃতি লইয়া সমালোচনা করুন । এরূপ করিলে তবে কার্য সম্পূর্ণভাবে হইবে । মুসলমান ভ্রাতৃগণের মনে কোনরূপ কটু বিচার অতি প্রায়ে “মুসলমানী বাঙ্গলা” শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই । কিন্তু যখন আপত্তি উত্থিরায়ে তখন নামটি পরিবর্তন করাই ভাল ।

শ্রীযুক্ত মঙ্গলমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—আমি যতীন্দ্র বাবুর কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি । আশা করি আগামী বারে তাঁহার প্রত্যহ কার্যে পরিণত হইবে । পঞ্চানন বাবু ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে বেঙ্গলভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা ভ্রম হয় নাই ।

শ্রীযুক্ত মতীশচন্দ্র বিদ্যাবৃন্দ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ মতীশ বাবুর প্রত্যহের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ । বাহার প্রবন্ধের ক্রটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে নিকটও কৃতজ্ঞ । এরূপ প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিবর্ধের সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক কার্যের এক মাসিক ও সাপ্তাহিক সাহিত্যের উল্লেখ থাকা আবশ্যক । এতদ্বারা সাহিত্যের বহু পরিপূর্ণ সাহিত্য হয় না ।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয় বলিলেন,—প্রতিবৎসর যে সকল বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণ যদি তাহার একখানি করিয়া পরিবর্ধে দেন, তাহা হইলে এইরূপ বার্ষিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্ববক্তারা প্রবন্ধকারকে যে ধন্তবাদ দিয়াছেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। তিনি যে পরিচ্রম করিয়াছেন তাহার অল্প আমরা কৃতজ্ঞ। “মুসলমানী বাঙ্গালা” শব্দের অর্থ মুসলমানেরা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহা নহে, তাঁহাদের বাঙ্গালার আমাদের বাঙ্গালার কোন প্রভেদ নাই, তাহার কোন স্বতন্ত্র নাম বিচার প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত মুসলমানেরা এক প্রকার অপভ্রংশ করিয়াছে, তাহাকেই গবর্ণমেন্ট অফিসনামের অভাবে এই নাম দিয়াছেন। অল্প নাম বিতে পারিলে ভাল হয়। স্বতীক্ষ্ণ বাবুর প্রস্তাব উত্তম। এক এক বিষয় আলোচনা করিবার তার এক এক জনের হাতে থাকাই উচিত। যিনি যে বিষয়ের তার লইবেন সেই বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় সেইগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ ও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত বৎসর আগন্তুক থাকিয়া সেইদিনে তাঁহাকে সাংগ্রহদৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে কল্য সাহায্যজনক হইবে। আশা করি প্রকাশকেরা ও প্রেসের অফিসেরা এ বিষয়ে পরিবর্ধকে সহায়তা করিবেন। পুস্তক মুদ্রিত হইলেই যেমন তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, তেমনি একখানি করিয়া যদি পরিবর্ধে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আর কোন রোগ থাকে না। ইহাতে উত্তর পক্ষেই লাভ।

তৎপরে প্রমোদচন্দ্রকর্ত্তাবিদগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্তখমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সভাপতি

কারো পোতা বন্ধু কেটে নিয়েছে মাঝা বন্ধ ঘর

সে কানদারা লোকের হস্তেছে এঁবার ।

পুরাতন বৃক্ষ আদি এক কালেতে নিল বিনি, কিছুই হল না—

থাকগে মনে থাকগে মশা এ হৃদশা কবুল কর,

মারি ঠেলা লাগাই প্যালা রক্তা করি বর,

ঘর খুঁই আনারে ঠেলে ফেলো কাঁধার পর,

বসে রলেন বাড়ি চিলেরি আঁকার,

কিবা করবো ঘর রক্ষে হলো আমার প্রাণে বাঁচা তার ।

বলি বাড়ো বাবা তুই বা জানিস্ তাই কর,

তাই ভাবছি বসে না পাই শিশে, কখন কখনে হাসিও আসে, কি হয় বন্ধনে ।

ও তাই বলে ইহ বীনবন্ধ এ সিদ্ধান্ত তাই সেই জানে ॥”

উভয় কবির এক সময়ের কবিতা হইতে উভয় কবির গুণগনার পরিচয় পাওয়া যায় । তবে পাগলা কানাইর কবিতার কাছে ইহ বিধানের তুলনাই হয় না । (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ

## বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ

বাঙ্গালা ব্যাকরণে কারক প্রকরণে নানা গুণগোল আছে । সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা কবেই অযুক্ত ও অসঙ্গত । বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংহার আবশ্যক ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐতমভাণ প্রথম সংখ্যা পরিবর্ত-পত্রিকার সেবাইজ-ছিলেন, ইংরেজি case ও সংস্কৃত কারক সমান-অর্থবাচক নহে । ইংরেজি ব্যাকরণের ১০০০ অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা ; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অর্থ সেবার । ক্রিয়ার সহিত বাহার অর্থ মাই, তাহা সংস্কৃত হিসাবে কারক-সম্পন্ন নহে । যেমন “ভীমে মহাবাহু-তেন হৃদ্যোধনঃ উরঃ বধতঃ”—এখানে ভাষা ক্রিয়ার কথা ভীম, বধতঃ, আর ভীমঃ বহুবাহুঃ ; ভীমঃই সহিত ক্রিয়ার অর্থ আছে । হৃদ্যোধনের উরঃ সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, কিন্তু হৃদ্যোধনের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক মাই ; হৃদ্যোধনের সহিত ক্রিয়ার উরঃ সম্পর্ক নাই, কিন্তু হৃদ্যোধনের সহিত ক্রিয়ার উরঃ সম্পর্ক মাই, তাহা সংস্কৃত হিসাবে কারক-সম্পন্ন নহে ।

যদি বিবক্তিবুদ্ধ হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু এই বাক্যের ইংরেজি ভাষ্যেতে তাঁদের *nominative*, উক্ত *objective*, ও চূড়োধানের হইবে *possessive case*, কেননা উক্ত দুইটা ভাঁহারই সম্পত্তি। আবার এই বাক্যটিকে বাচ্যভবিত করিয়া কৰ্মবাক্যে লইয়া গেলে তখন প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে ভাঁহার কর্তৃত্ব যায় না। আর চূড়োধানের উক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমাত হইয়া পড়িলেও উহা কৰ্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে কিন্তু অস্তরঙ্গ; *Bhim broke his legs*, এখানে শাসকের *objective*, কিন্তু *his legs were broken by Bhim* বলিবামাত্র পা চূড়ানো একবারে *nominative* এ গিয়া পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, ইংরেজির *case* স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া থাকি-  
 য়াছে, আর সপ্তম বুঝাইবার জন্য দ্বিতী বিভক্তিটি নিখিঁটে রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি  
 নাই। কৰ্ত্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কৰ্মের বিভক্তিচিহ্ন আছে, কেবল সূক্ষ্মনামে মাত্র; বিশেষ্য  
 পদ কৰ্মে বিভক্তি গ্রহণ করেনা, উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কৰ্মের নিরূপণ করিতে হয়।  
 এক *possessive case* এর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অবিকরণ ইত্যাদি স্থলে  
 পদের পূর্বে *preposition* বসে এক বাক্য হয় পদগুলি *in the objective case governed*  
*by preposition*—ইংরেজির-বাহাতে *objective case*, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত  
 অবিত, কোথাও বা *preposition* এর সহিত অবিত। ইহাতে কোন নাই, কেননা ইংরেজি  
*case* এর সহিত ক্রিয়ার কোন অবয়ব থাকি আবশ্যক নাই।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকের অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে,  
 ইংরেজি ধরিলে চলিবে না; এ দিকের মজতের হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে  
 বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই, বরং ইংরেজির মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি,  
 বাঙ্গালার আতশলা বিভক্তি নাই; সোটা দুই চলি আছে। বাঙ্গালা কারক সেই কৰ্ত্তা  
 বিভক্তির সাহায্য লয়। অস্তর ইংরেজিতে *preposition* দ্বারা যে কারক করা হয়, বাঙ্গালায়  
*postposition* দ্বারা সেট কারক চলে। বাঙ্গালার বিভক্তিচিহ্নগুলি দেখা যাক।

(১) কৰ্ত্তার বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জল পড়িতেছে, কল শাউরিয়াছে,  
 মেঘ ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কৰ্ত্তার বিভক্তি চিহ্ন ‘এ’ যথা—‘মাগে কাটে’ ‘বাগে ধায়’  
 ‘চ’ পূর হইতনে কল লগা যাহ’ ‘ভাঁহার মাইয়া কিছু লোকে না জানিল’।

(২) কৰ্মকারকে বহুস্থলে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না যথা—‘ভাঁও খাও’ ‘গাঁও কাটি’ ‘আম  
 পাড়’। স্থলবিশেষে বিভক্তি চিহ্ন ‘কে’ যথা—‘হাতকে ডাক’ ‘কহকে ধর’। পদে ‘কে’র স্থলে  
 ‘রে’ বা ‘এবে’ প্রয়োগ দেখা যায়—‘হাতের ডাক’ ‘আকস্মিকের কিছুর করিতে শানিল’।  
 কতিং ‘তোমাকে’ ‘আমাকে’ স্থলে ‘তোমার’ ‘আমার’ দেখা যায়। ‘পড়ে ডাকি বলে’ এ স্থলে  
 কৰ্মের বিভক্তি ‘এ’।

(৩) করণ বিভক্তি চিহ্ন ‘এ’ এক ‘তে’ যথা—‘কারণে লেন্দ’ ‘প্রত্যয়ে দেখ’, ‘বাগে কাটি’







এই প্রেরের উত্তর দিবার পূর্বে একবার সম্প্রদানকারক বসিত বিতরণটা তোলা আবশ্যিক। সংস্কৃত কারক অর্থগত। যে কর্তা, সে কর্তাই থাকিবে; 'রামো বনং অগাম' এখানে প্রথমাত রাম কর্তা, 'রামেন বনং গন্তব' এখানে তৃতীয়াত রামও কর্তা। বিতক্তিচিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হইল না। আবার 'নামিহুপ্যতি কঠিনাম' (অবি কাঠে তপ্ত হন না) এখানে কাঠ তৃত্যর্থবাতুর বোনে ঘটাত হইলেও করণ কারক। 'বিষিবসত ভুক্তে'—দিনে চুইবার খার—এখানে দিবস ঘটাত হইলেও অধিকরণ। 'কাঞ্জেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিতক্তি দেখিয়া কারক নিরূপণ হইবে না, অর্থ দেখিতে হইবে। এখন 'হরিত্রকে ধন দাত' এই বাক্যে হরিত্রের বিতক্তি কর্তার বিতক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও হরিত্র এখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানও ঘাইবে কিরণে? ক্রিয়ার সাধক যদি সর্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্বত্র সম্প্রদানই হইবে।

কাঞ্জেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কেবল বিতক্তিমাত্র দেখিয়া কর্তৃ বলা চলিবে না। বিতক্তি দেখিয়া কারক হ্রিস করিতে হইলে, 'লাপে কাটে, বাঘে খার' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐ রূপ কিছু বলিতে হয়।

পূর্ণপক্ষের উত্তর এইরূপ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের অন্ত একটা নির্দিষ্ট বিতক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিতক্তি। সাধারণতঃ কর্তৃ দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিতক্তি নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কর্তৃ হইতে ভিন্ন, একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা বস্তুর কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় হোমন-ক্রিয়ার পাত্রকে সন্তোজনকারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়নকারক, এইরূপে ক্রিয়ানাম্যেরই অন্ত এক একটা বিশেষ কারক হ্রিস করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া বাহাকে আক্রমণ করিয়া রবে, তাহার নাম কর্তৃ; উহার নির্দিষ্ট বিতক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ানাম্যেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দান-ক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিতক্তি চলিত থাকার উহার অন্ত একটা বস্তুর কারক করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পূণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্ত সকল ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঙ্গলার এখন দানক্রিয়ার পাত্রের অন্ত কোন বস্তুর লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্তান্ত ক্রিয়ার সমকুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই অন্ত দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেশে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার কর্তৃ বহিলে এমন কতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে উত্তর, সন্দেহ না হইলে, তাহারের অন্ত দানক্রিয়ার পাত্রেরই বিরা-অন্ত একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃতব্যাকরণের কারকবিধি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্বত্র হ্রিস হয় এমন নহে। একটী ভোর করিয়া নামা অর্থে এই কারক ঘটান হয়। যেমন অগ্নিদানের দূক অর্থ, বাহা হইতে বিরোধ ঘটে ও সন্মান হয়।

‘হুং’ ও ‘হুং’ : ‘জলাভূমিতঃ’ এই সকল উদাহরণে অর্থ, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু শুদ্ধার্থে, যাহা হইতে লোকের ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিদ্যমান হয়, যাহার নিকট হইতে গৃহণ করা যায়, যাহার নিকট শোণন যায়, তাহার সকলেই অপাদান—তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চদশী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। চতুর্থার ক্রুদ্রাতি, শত্রুবে ক্রুদ্ধতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণে দুটাকে ও শত্রুকে সম্প্রদানব কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাহাদের অন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন ‘ক্রোধাদ্রোহকাতুরাণাম্’ তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।’ যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সেভাণাশালী জীব। কিন্তু এই চতুর্থায় ক্রোধশত্রু ও দ্রোহপাত্র ব্যক্তিব্য সম্প্রদান লোণিতে খড়িলেন কিরূপে? উত্তরঃ দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্বিধি অন্য হেতু দেখি না। এইরূপ ‘যেমনক-শিশবে রোচতে’ ‘তত্ত্ব ভূমিষতি: পট্টক দশদন্ত’ ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির পর্য্যায়রূপে শিশুর ও পট্টীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। জেনেদের পাত্র ভোগের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির ক্ষতিবে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাজলাভাষ্য দানের পাত্রকে কণ্ঠসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির ব্যাতিরেকে কণ্ঠকারকে কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত কায়দাও আছে। দশম্ অভিনিবষ্ট হয় এই অর্থে ‘ধন্যমভিনিবশতে’ এই বাক্যে দশম্ স্পষ্টতঃ অধিকরণ হইলেও উক্ত অর্থসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপৃথক্ ক্রু, শত্রু ও ক্রুত দাতব্য সম্প্রদান কল্প হইয়া যায় : শত্রুবে ক্রুদ্ধতি, কিন্তু শত্রুমতি ক্রুদ্ধতি। শিব দাতব্য করণ কারক বিকল্পে কণ্ঠসংজ্ঞা পাত্র। যেমন কায়দা শিখার্তে ক্রীড়ার্মতি, এই কণ্ঠসংজ্ঞা কেন পাত্র? কেবল তৃতীয়া বিভক্তির পর্য্যায়রূপে। যদি বিভক্তি চাক্ষুণ্য দ্বাতিবে কণ্ঠ, সম্প্রদান, অধিকরণ পাত্র সকল কারণকেই কণ্ঠসংজ্ঞা পট্টিত পারে, তবে বাজলাভাষ্য ব্যাকরণ দানাক্রমে সম্প্রদানকে কণ্ঠসংজ্ঞা দিয়া এমন কি অপরাধ করিলেন?

দাতব্যবর্গের পর্য্যায়েরা এই ভাবে নীচের হইবেন কোন ভানি না, কিন্তু আমরা কেবল এক দানাক্রমের দ্বিত্ব বাস্তবত একটা পৃথক কারক ব্যক্তিও লাভি নহি।

সম্প্রদানকে যদি তুলিতে চেষ্টা করি, তাহলেও ভুলিতে হইবেই। অপাদানের ভক্ত কোন বিভক্তি লাভই নাহি। এইরূপ, যেহেতু প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায়। আমরা যখন যিহা প্রভৃতি পদকে কল্পকারকের বিভক্তি দিচ্ছি বলিতে সম্মত নহি; হইতে, যেহেতু, এতদ্বিধি সম্প্রদান বিভক্তি বলিতে চাচ্ছি না। উদাহরণ স্বতন্ত্র আছে গোটা পত্র; যখন হঠাৎ প্রকাশ হইয়া অসঙ্গতিক ছাড়িয়া দিলে বাক্যগুলি হয়ত অসমাপকাক্রিয়া হইতে উপর উৎপন্ন। কিন্তু উহার এখন মূল অর্থ প্রতিভার কথিয়া সর্বাঙ্গ অর্থে কেবল অব্যয় পদে প্রভৃতি আছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective case এর পূর্বে বসিয়া উহাকে govern করে ও শাসন করে, তদ্বারা সেইরূপ বাজলা পদের পরে বসিয়া পদকে শাসন করে বা পূর্বের দ্বিধি অধিক : : ‘যেমনসকল হইতে গলা আসিয়াছেন’ এখানে গলা কণ্ঠকারক,

কেমনা ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অবয়ব আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত ক্রিয়ার অবয়ব নাই। হিমালয়পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাবে in the objective case governed by the postposition হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রযোজ্য নহে। 'হিমালয় হইতে' এখানে হিমালয়কে বর্ণি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে 'নাম সীতাব সহিত বনে গিয়াছিলেন' এই বাক্যের সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাক্যলায় সম্প্রদান কর্ণের সহিত অভিন্ন ও অপ্যাদানের অস্তিত্বই নাই। এই দুইটি উচ্চারণেই হইবে। থাকে কণ আন অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। আকাশের প্রভাত শব্দের পর 'এ' বিকৃত হইয়া 'র' হয় নাই। বলা 'নৌকার' 'বিছানায়'। পানীয় পুথিতে 'নৌকাএ' 'বিছানাএ' এই বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয়ই বিভক্তি এক, তবে অর্থ বেথিয়া কোনটা করণ, আর কোনটা অধিকরণ নির্বাচন করিয়া লইতে হয়। 'হাতে গড়া' এরূপে হাত করণ, আর 'হাতে রাখা' এরূপে 'হাত' অধিকরণ। কিন্তু সকল এইরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ ও অধিকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত-বাক্যরূপে 'অনং দিবসেন' 'কোহর্থঃ পুত্রেন কথ্যেন' 'মাসেন ব্যাকরণমীতম্' 'জটীভিষ্ঠাপসম্ভ্রমাক্ষম্' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ের পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই। উদাহরণ তৃতীয়া বিভক্তির মত। বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও ব্যাক্যার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্ণে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিশেষ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাক্যলায় এইরূপ বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে। 'বিবাদে কাজ নাই' 'মূর্থ পুত্রে দরকার নাই' 'এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি' 'তৃতীয় ভাপস চিনিয়াছি' এই সকল বাক্যলা তর্জমায় বিভক্তান্ত পদগুলিকে কারক বলাই উচিত, কেমনা ক্রিয়ার সহিত উদাহরণ স্পষ্ট অবয়ব আছে। কিন্তু কোন কারক বলিব? করণ বলিব না অধিকরণ বলিব? আমার বোধ হয় না, সকল পণ্ডিত এক উত্তর দিবেন।

তার পর আর কতকগুলি বাক্যলা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সীতাসহ বন গেলেন' "আনন্দে ভোজন করে" "অন্তরে গম্বীত হইয়া" "বহুদেহে অগ্রভাগ করিয়া ভোজন" "কি কারণে জীয়াটলে না গেলে কখন" "তুষ্টি পুত্রে লজ্জা আমি লভিলাম" "ক্রোধে হইত্ত্ব বীড়ি বাড়িল শরীর" "আপনার কল বীর করিল উদ্ধার" "বন্দ্যে ধান্য প্রেমের তরঙ্গে" "উচ্চ স্বরে ডাকে রাধাধর বলিয়া" "জরি হতে ভোজন করিয়া বজসনি" এই সকল স্থলে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন কারক বলিব? উদাহরণ স্পষ্ট:

কবিতার লক্ষণও আসে না, অধিকরণের লক্ষণও আসে না। কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্যগতকে বিশেষণ বলাও যায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়াবিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গলার তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিত্য কঠোরতা কবিতা কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু সে প্রশ্নের প্রয়োজন কি ?

ফলে বাঙ্গলার ঐ রূপ কঠোরতার দরকার নাই। কোন বাধাবোধি নিরম বাঙ্গালার চলিতে না। এই মাত্র বলিলাম 'ক্রেমের প্রয়োজন কি ?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দ যোগেও বাঙ্গলার সম্বন্ধকে বিভক্তির যোগ হইয়াছে। কিন্তু 'ক্রেম প্রয়োজন কি ?' বলিলেও বাঙ্গলার কোন কোষ ঘটিত না। এখানে 'এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি ? কাজেই বাঙ্গলার ঐ রূপ আঁটা আঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গলার করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখার প্রয়োজন নাই। উভয়েই বিভক্তিচিহ্ন সমান; সমস্ত অর্থের বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা বাটতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ দ্বিগুণ করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণির মধ্যেও চলিতে পারে। অথচ বিভক্তির রূপ তৎসমূহ; সেগুলিকেও এই নূতন কারকের পর্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্তা ও কর্ম বাতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অর্থ আছে, এক বাহারা উক্ত বিভক্তি গ্রহণ করে তাহারা সকলের এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর দুইবিভাগ করিয়া কবিতা ইত্যাদির কথা নিম্নলিখিত। ইংরেজি হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক *pre-dicate* এর একটি *subject* আছে, একটি *object* থাকিতেও পারে এক তিরিক্ত *pre-dicate* এর বিভিন্ন *adjunct* থাকিতে পারে। এই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক *adjunct* গুলি ক্রিয়ার সহিত অধিত হইল 'এ' বা 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে; তা সে করণ হউক, আর অধিকরণ হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অর্থযুক্তই হউক। কর্ম ও কর্তা বাতীত আর যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয় থাকে, তাহাঙ্গিককেও ঐ বিভক্তির বাতিরে এই নূতন কারকের কোঠার ফেলা বাটতে পারে। উহার নামকরণ আমার সাধ্যাধীত। বুল কথাটার মীমাংসা হইলে পণ্ডিতেরা নাম দিবেন।

যে সকল পদ উক্ত 'এ' আর 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে ক্রিয়াটাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে মাত্র, ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'গরে চলে' 'বতনার শেখ' 'হাতে লও' 'কাণে শোন' 'জড়িত কাঁট' 'বড়িতে বাঁধ' 'স্নেহে ফুট' 'আনন্দে নাচ' 'স্বপ্নে চলে' 'হাসিতে বাঁধেন' এই সবগুলি উদাহরণে বিভক্তান্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতেছে। উহাদের মধ্যে দুইজনের আনিবার প্রয়োজন নাই। উহাঙ্গিককে কাদক বলিতেই হইবে, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাধারণ

সম্পর্কে অর্থ আছে, যাকে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। সকলকে এই কারকের কোঠায় বলাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবধানাই ঐ রূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্তা ও কর্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে' এই সকল বাক্যের কর্তাগুলি যেন instrument এ বা করণ কারকে পরিণত হইয়াছেন; উহার কর্তাও বটেন, করণও বটেন। 'কাটা' ক্রিয়ার করণ যেন সাপ; খাটা ক্রিয়ার instrument যেন রাম আর রাবণ। যেন কোন দৈবশক্তি শাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন; তাহাদের সর্বসম্যক কণ্ডু নাই। এই জন্য সন্দেহ হয় উহার যেন প্রকৃত কর্তা নহে; হয় তা কর্মব্যাচ্যের 'সর্পেণ' 'ব্যায়োণ' 'রামেণ' 'রাবণেণ' প্রকৃতি তৃতীয়াস্তপদই বাঙ্গালার আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ রূপ 'মোহে বল' 'তোমায় দিব' 'আমায় ডাক' 'কর্ম পূরে ডাকি বলে' 'তব পূরে কস্তা দিব' "জীবে দয়া কর" এই সকল স্থলে কর্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মাধ্যমগুলি যেন তত্ত্ব ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক, সে কারণে কর্তা ও কর্ম কারকে উঠিয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্যন্ত বলিতে চাছি, বাঙ্গালীবাক্যের কারক প্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক :— কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক বাহান বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। করণ ও অধিকরণ ও অন্ত্য বাহাদের অর্থ ধারণা কারক নির্ণয় দ্রুত, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে, সংজ্ঞান কর্ম হইতে অস্তিত্ব, উহার অর্থ নিরর্থক। অপাঠন অতিবহীন। সম্বন্ধ-বাক্য পদ কারক নহে; উহার বিভক্তিচিহ্ন 'র' বা 'এর'।

এই সম্বন্ধহত বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অর্থ ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অর্থ আছে, সেইগুলির সম্বন্ধে এই কথা। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান বসিষ্ট নহে। 'জ্যোতীর্ঘ্য উল্ল' 'রামত গৃহম্' 'নভা জলম্' 'বায়োবেগঃ' এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; সংযুক্ত ভাবের এ সকল স্থলে বহীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শরমঃ' 'অবত পতিঃ' 'তব পিণাসা' 'হৃদয় ভোগঃ' 'মনস্ত গানম্' এ সকল স্থলে তত্ত্ব কর্মপদের বা কর্মপদের সহিত কৃত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃতপ্রত্যয় বোলে এখানে বিশেষ্যে পরিণত। ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার দ্বীবিভক্তি দ্রুত। কিন্তু এরূপ কৃত পদ যোগেও সর্বত্র বহীর প্রয়োগ হয় না। 'মনস্ত দাতা' 'মন দাতা' দুই সিদ্ধ, বহিঃ অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'গৃহ পছন্দ' 'জল পিব' 'গৃহ পছন্দ' এই সকল স্থলে কৃতের পূর্বে বহী হয় না।

অন্তরূপ সম্বন্ধে অতিবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। বেশী ভাষারো চকু, হিতমুখ

নামোক্তি, কালোপান্যাসাধে: পঞ্চমী, গোষ্ঠী পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃতাভিত্যতৃতীয়া ইত্যাদি।

উদাহরণ কথনায় হিবনম, গুরবে নমঃ মাথাৎ তৃতীয়ে মাসি, দনাৎ কুলম্, ভয়াৎ কল্পঃ।

স্বাক্ষরিতঃ সন্দেহঃ।

অব্যয় অব্যয় পদের সঠিত সম্বন্ধ থাকিলে বিবিধ বিধ আছে। সীতারা সহ, বস্তু বিনা, চিন্তা প্রাপ্ত, রূপণা দিব, কল্যাণে কিম্, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বাঙ্গালার নিয়ম কি দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এ সকল পদের বিভক্তিকৃত পরিশিষ্ট ক্রম্যর সহিত অস্থিত না হওয়ায় কথনকথনযুক্ত নহে।

বামের বাড়ী, মর্জিনের শিখা, গোড়ার ডিম, আমার হাঁক, অগ্নির পাক, জলের শোষণ ইত্যাদি উদাহরণ বাঙালি ব্যবহার করে। তবে শিখা, জল খাইয়া, পথে চলিতে চলিতে, এই সকল উদাহরণের বাঙালি অনাবদ্যক।

অল্প উদাহরণ কথনকথন দেওয়া থাকে :—

দীনত প্রক্তি, সীতাব সঠিত, ধর্মের সঠিত, নদীর কাছ, গ্রামের নিকটে, যখন চারিদিকে, ইত্যাদিতে 'বিকল্পিত'। কল্যাণে দিব, গুরুত্ব প্রণাম, তোমাকে নজিল, আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি কলে বিভক্তি 'কে'। 'আড়ান [ অস্ত | দাস | বস্ত্রার [ অস্ত ] টাতি' 'রোগের [ অস্ত ] থন্দা' এ সকল স্থানে 'জন' পদের ব্যবহার হস্তাধীন এবং বিভক্তি 'র'।

'বোভা হইতে পড়িয়াছে' 'কল থেকে উঠেছে' 'জান থেকে দেখাচ্ছে' 'মাঝে এইখানে প্রথম মাস', 'রাম চেয়ে জান ছোট' 'দেব হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থানে অব্যয় পদের পূর্বে বিভক্তি প্রাপ্ত লুপ্ত থাকে। কচিং বিভক্তির লোপ হয়। যথা 'বামের চোখ'।

'চেখে কাণা' 'পায়ে খোঁচা' 'জানার ছোট' 'বরষে বড়' 'নামে দলবদ' 'জাতিতে কাছ' 'বাকরণে পণ্ডিত' 'কৈরীতে পাপ', 'জ্ঞানে তাপ' ইত্যাদি কলে সঠি পুরুপর্শিচৎ 'বা' 'তে'।  
কলমর্জিব্যবহার।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

## না

আর্য্য জাতির ভাষার 'না' অতি প্রাচীন শব্দ, উহা 'হা' এর বিপরীত, সমুদ্রের বিকে উর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় 'হা', উহা সম্মতিসূচক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় 'না'—উহা অসম্মতিপ্রাপক। 'না'য়ের ক্ষমতা বড় তীব্র, উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বস্ত্রীকেও উড়াইয়া দিতে পারে।

'না'কে 'হা' করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যাব শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, উহা কোনরূপ বিভক্তি গ্ৰহণ করিতে চায় না। ক্রিয়াব সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে, কিন্তু সে ক্রিয়াব বিশেষণ হইল, তাহাকে একবারে উড়াইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ ভাষার আর নাই।

না যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে যায় তাহার পরে বসে। যথা :—তিনি করেন না, করছেন না, করলেন না, করছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ, তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়া পরে 'না' বসাইতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এবং 'করিয়াছিলেন না' উভয় চল্লই 'করেন নাই' ব্যবহার হয়। এই উদ্ভূত না বর্ত্তমান ক্রিয়া 'করেন' কে অতীতকালে পৌছিয়া যায়। তিনি করেন কর্ত্তমানকালে, তিনি করেন না—সেও বর্ত্তমানে; কিন্তু তিনি করেন নাই—একেবারে অতীতের কথা। ঐক্লব অতীত কষ্টপূৰ্ণক—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই। আরও উদাহরণ—করিতে জানিনা, করিতে চাহিনা, করিতে হবেনা, করা যাবেন, করা হবে না।

না একলাই ক্রিয়ানামক কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাদি সাহায্য করিবার জন্য একটা নিরর্থক 'ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাব না' ইহাই যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্য বলা হয় 'না, আমি যাব না ক,' বাঙালার এই 'ক' কোন মূলুক হইতে আসিয়াছে, সুশৌগণ বিবেচনা করিবেন।

উপরে—সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতে আসক্তি নাই। আমি কি জানি না?—প্রশ্ন কস্তার জ্ঞানে যে সন্দেহ করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ। আমি কিনা জানি!—অথবা, আমি না জানি কি!—ইহা ঐক্লব সর্ব্বত্র সহিত জিজ্ঞাসের কথার প্রকাশ গর্ভিতের ব্যঞ্জকিত স্বাভাবিক—ঐক্লব ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় আমি না জানি তুমিও জান।

সমস্ত অনিশ্চয় প্রকৃতি মৌলম্বেল ভাবের সঙ্গে না ক্রিয়াই আগেই বসিতে শুৎপন্ন। যথা তিনি যদি না যান, আমি যাব, তিনি না যান আমি যাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার বল বিয়ক্তি



অথবা অস্তিত্বমান—যদি না হয় না হবে, না-বান, না-বাকেন; না-বান না-বাকেন।

বা অস্তিত্বমান একটু উচ্চ মাত্রার উত্তীর্ণে না-একটা ইকার ডাকিয়া নয়, না-বান নাই বা না-বান নাই গেলেন।

বলা উচিত, এই 'নাই গেলেন' এর নাই এবং 'বান নাই' এর নাই ঠিক এক নাই নয় 'নাই গেলেন' বস্তুতঃ না—ই গেলেন, ও একটা পৃথক শব্দ সম্ভবতঃ সম্বন্ধে হি হটতে উৎপন্ন। উহা নাকে দৃঢ় করে। আর 'বান নাই' এখানে 'না'র পরবর্তী 'ই' 'না'র সঙ্গে একবারে মিশিয়া আছে, উহাকে ছাড়াইয়া লইলে অর্থ পর্যন্ত বদলাইয়া যায়।

'না করিবার ক্ষমতা' 'না কেহুদ্বারা ইচ্ছা' 'না যাউতে যাউতে' 'না দিয়া' 'না' 'না বলিয়া' 'না চলিতে এক কাঁধি' ইত্যাদি স্থান 'না'কে বাধা হইয়া ক্রিয়ার পূর্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল ঘটনাক্রমে। 'বলা চেষ্টে না বলা ভাল' ইহাও তদ্রূপ।

এ পর্যন্ত 'না'র বহু প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্বত্র ক্রিয়ার শব্দভাসাধক, 'না' একাকীই ক্রিয়া পশু করিতে সমর্থ। বাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'বাব না', এত কথা বলার পরকার নাই, বাকু নাতিয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট, দাবী-ক্রিয়া ইহাতেই পূর্ণ হইল। বক্রিয়া লইতে হইবে, এখানে 'না'র বোল আনা অর্থ 'বাব না' 'দাব' বর্ধাৎ উহা ব্রহ্মসাচে মাত্র। না বকন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয় যেমন নাঃ, যেতেই হ'ল, অবদা নাঃ, হ'ইব না, তখন বক্রিতে হইবে, ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ববর্তী ঘটকাব্যাপী নীবব সংশয় বিতর্ক কালোচনা আত্মগানের পদ্য বীমাঙ্গাঃ; উহা কোন কর্তব্য সম্বন্ধে বা কিছু সংশয় ছিল, তাহা আত্মসংবিশেষ করিয়া বিরা একবারে পদ্য বীমাঙ্গার উপস্থিত করে। বৈরাগীর "কখনও কিছু নার" ঐ বীমাঙ্গার কাছে অবদবাকী শাসনিকের বীমাঙ্গা নিত্যতাই হুর্দল। ইহা অস্বস্তিবাদ বা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তবাদ।

এ পর্যন্ত নাকে ক্রিয়ার ক্রিয়ানামী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বহুতর ও বিশেষণ হয়। যথা—না-টক, না-মিষ্ট, না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না-কাল না-কাল, না-অবল, না-ভাত, না-তরকারি। এ বলে না উক্তরকেই নস্তাৎ করিতেছে। এককে নস্তাৎ করিয়া অপরকে ব'হাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়, ভাল, না-মন্দ? সাদা না-কাল? আম না-ভাত? আম না-তরকারি? উক্তর ক্রিয়ার মধ্যে এককে নস্তাৎ করিবার ক্ষেত্র—বাকেন না-বাকিবেন? খেতে হবে না-খুসতে হবে? যাকেন না-যাকেন না? এখানে না স্পষ্টতর অথবা এর ক্রিয়া এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। বাবে কি না-বাবে না? ইহার সহিত তুমা কুল্যাবে কি-বাবে না? অথবা আরও সন্দেহে বাবে কি না?

তুমি বাবে না-আমি বাব? আমি কলারে বাব, তুমি পুজো করবে? আমি কলারে বাব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্দের মধ্যে একটাকে নষ্ট বা নস্তাৎ করিয়া অন্যটিকে রাখিবার ক্ষেত্র। না-আপনার নোমি ছাড়ে নাই।

যা না কি : এই সম্পর্কের তাৎপর্য—অন্ত কোম নহে ত।



নারি' ইত্যাদি কেবল বর্তমানকালের প্রয়োগ। পুরুষভঙ্গে ইহার বিকার নাই, আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা নাহল বাই নাই, বাই নাই, করি নাই, প্রকৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রকৃতির ঠিক এক নাই নহে। চক্ষোবদ্ধ পড়ে 'নাই' রূপান্তরিত হইয়া 'নাহি' হইয়া যায়, "কাকুল নাহি নাহি আমাদের"। খাটি 'না'রও পড়ের তাহার একটা হি যোগ করা কোণ আছে—যথা "বাকালির কণাক্ষ বাজে না বাজে না। বজ্রদেশে নাহি হয় সমরদোষণ"। নাহি আবার 'ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা— "সর নাহি কুটে"। না হের অপর কুটুপ 'নহে'। এ একটা অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক শব্দ। অ— নহি (নহি), তুমি নহ (নহ) ; সে নহে (নহ) ; তিনি নাহেন (নহ)। সবগুলি বর্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ বেশি না। পড়ে 'নহিব' ইত্যাদিকে কলাচিৎ বলা যায়। সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃতিতে তিত্তির সিদ্ধি বাঙ্গালা 'হওক' ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না বুরু হওয়া হইতে সম্ভবতঃ 'নহি'র উৎপত্তি। মারা-ধরা ও হাবার মত 'নহা' হয় না।

নিকট সম্পর্কিত আর একটি শব্দ 'নহিলে' (নহিলে) সম্ভবতঃ না—হইলে—নহিলে। সংস্কৃত শিনা শব্দ সাহিত্যে আছেন, লোকমুখে কিনা আছে 'নহিলে' ব্যবহার। উহাকে বাঙ্গালা অধ্বয়ের শ্রেণীতে গ্রহণ দেওয়া হইতে পারে। জিহা, চেহে, মোক, ইত্যে প্রকৃতির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিবে। "গুমাও নহিলে অল্প, হাব"—একলে নহিলে = নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াক্রম আছে, নারি = পারি না। আমি নারি, সে নারি। বাৎসর্য পাত্তি বোধ, কলাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যেও তাহার দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিবে, প্রকৃতির রূপের কুরি প্রয়োগ হাইকেন্স করিয়াছেন।

শ্রীরায়েন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী।

## পল্লী-কথা\*

অন্ত এই সময়েও সুখীমণ্ডলীর সমুদ্রে যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ নদীয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে বহি ঐতিহাসিকের কোন স্মৃতি প্রকাশ পায়, তৎকাল সকলের নিকট স্মরণীয় ভিত্তি করিতেছি। যে উচ্চার বংশধরিতার বর্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল কলকাতার প্রাতি সম্বন্ধ-বশতঃই সম্বন্ধ হইতে পারে। সেখান প্রকৃত ইতিহাস-রচনার পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়। তাই আমরা এই প্রকার প্রকৃত কার্যে বক্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু কালের

\* সাহিত্য পরিষদে গত ১ম সান্নিহ অধিবেশনে, গঠিত। সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা সভাপতিত্ব করিয়া কার্যভার গ্রহণ করিত হইবে, তাহার দুইটি ও ত্রিটিয়ের প্রকল্পবর্তনের এক বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। সা.প.প.স.

মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বনের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনার এই সকল  
কাজ বিলুপ্ত সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।

সচরাচর পত্রীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারণ দৃষ্টগোচর হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই যে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না। বর্তমান প্রবন্ধ যথিও আলোচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাতেই লিপিত, যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষের তথ্যে পূর্ণ বলিয়া স্থানীর শোক ব্যক্তিরেকে অন্তের চিত্ত আকর্ষণের যোগ্য নহে, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লিকাহিনী হইলেও দুই চারিট নূতন কথা শুনাইতে পারে, এবং বিশেষ ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইতেছি। প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজা জয়যাত্রা বা রাজত্ব করেন নাই; বঙ্গাও বিজয়কারী বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে নাই; প্রাচীন কীৰ্ত্তিকলাপের ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হইতেছে না বা বিদেশীয় দস্যবিশেষ দাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায় নাই বলিয়া যে কোন শাস্ত্রপ্রিয় নিরীচ দেশের সামান্য ইতিহাস ইতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহ্য একথাও আমাদের মনে হয় না। কারণ ইতিহাস—ইতিহাস, আড়ম্বর নহে এবং পরিষ্কৃত ইতিহাসে দারিদ্র্য ভিন্ন কে কবে ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা করে?

নবীরা জেলা চারিটি মহকুমার বিভক্ত :- মোটামুটি বলিতে গেলে, দক্ষিণে রাণাঘাট, পূর্বে কুষ্টিয়া, মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে মোহনপুর মহকুমা। শেষোক্ত মহকুমার অন্তর্গত চারিটি থানা : আমরা কলম্বো করিমপুর থানার এবং পার্শ্ববর্তী প্রবেশের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচয় দেওয়া করিয়া :

পদ্মানদীর তীরে মুন্সীবাবাদ জেলার অন্তর্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে বহিরা বা জলাঙ্গী নদী বাহিন হইয়া খোঁড়াসদ, মোক্তারপুর, গোয়াটি, ত্রিহট, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবাবীপুর নামে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আটক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পুরুপারে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সাহিত্য-খ্যাত Moamlan নদীকে পরাণ করিয়া প্রাচীন ভৈরব সর্গপতি পথে প্রবাহিত। করিমপুর থানার মহকুমা মেহেরপুর এই ভৈরবেরই উপরে। 'রাইটা'র নিকটই পদ্মা হইতে 'হাওলা' 'মাধাকান্দা' বা 'চুলী' নদী বাহিন হইয়া শিকারপুর, চুরাডাঙ্গা ও রাণাবাটের নিরপাণ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে, ডাঙার সর্ব্বমুখেই থানা শিকারপুর তিনক্রোশ দূর হইবে। আখুনিগঞ্জের সর্ব্বকটর পদ্মা হইতে ভৈরব নামে অল্প একটী নদী মোক্তারপুরের নিকট জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে খোঁড়াকপুর ঘোঁড়ানো গাড়ী ক্রোশ দূরে ব্যবস্থিত। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, পেলার এই অপরূপ নদীবল্লভ। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্বালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উল্লিখিত নদীবল্লভ মধ্যে একটীও এখন নদী নামের যোগ্য নহে। এক পদ্মা আছে—তাহাও জলাঙ্গী চর পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পূর্বে যে স্থান নদীপ্রধান ছিল, এখন সেখানে শুধুমাত্র জলাঙ্গী, পূর্বে

যেখানে বাসিষ্ঠা ব্যবসায়ের বিশেষ প্রযোজ্য ছিল, আজ সেখানে সে সকল কারবার যোগ্য পালিতে বসিয়াছে।

এই প্রদেশে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মতকুমার ছিল না; পরে করিমপুরে একটি স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাও কেবল দুই বৎসর বলিয়া মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। মেহেরপুর বেঙ্গল স্থানে অবস্থিত তাহা মতকুমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। মতকুমার উঠিয়া আসিলে তাহাও একটু অস্তিত্ব বসিয়া নিজে তাহার উন্নয়ন করিতেছি।

নবীবল্লভ বলিয়া এই প্রদেশে নীল আঁধানের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুবিধাতঃ ওয়াটসন কোম্পানি এই স্থানটি দেখিয়া এক্ষণে নীলকুমারী স্থাপিত করে। প্রদেশে শিবপুর, আঁধানকোটী, বর্তমান চন্দ্রাবতী, আমদপুর, মামুদগাড়ী, বাহিরপুর, চৌচানে, আলাইপুর, বামচন্দ্রপুর, তাহাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উন্নয়নযোগ্য। এই নীলকাজের জন্য নিম্নোক্ত প্রকার প্রজ্ঞাপন উপর যে অত্যন্তার হইত, তাহার নূন উল্লেখ নিম্নপ্রদত্ত, নীলদর্শন প্রভৃতি পুস্তক তাহা অল্প অল্পে বৃদ্ধিত রহিয়াছে। কুমার নিকট মতকুমার থাকিলে সর্বদা অত্যন্তর সহকার্য নহে বলিয়া কুমার কুমারপাল পাল চক্রে এই মতকুমারে দ্রুতবিস্তারনে সরাইয়া দিতে বহুশ্রমিকর হইল; ফলে অস্তিত্ববিগ্ধে করিমপুর হইতে আটকোশ দ্রুতবিস্তার মেহেরপুরে মতকুমার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আঁধানকোটী হইতে থানা উঠিয়া করিমপুরে আসিল। ১৮৭৬ মেহেরপুরে কোম্পানির একটি মুন্সেফী জোড়ী ছিল; ফলে এই মেহেরপুর উন্নয়ন হইয়া এক্ষণে একটি সমৃদ্ধিশালী মতকুমার হইয়াছে। বর্তমান সময়ে সেখানে কোম্পানী ও মেওরানি উভয়বিধ কিয়দকালি সাধিত হইয়া থাকে এবং মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রায়ই ইংলান্ড থাকেন।

পূর্বোক্ত নবীবল্লভ হইল এই প্রদেশে জাহাঙ্গীরের একম কসবাসের কাণ্ড। উল্লিখিত নবীবল্লভ উন্নয়ন প্রদেশে শতাব্দীসকল সহকার্য, তাই বহুত্রি কসবাসের প্রদেশে এই সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশে কোনকিছুর জন্য বা প্রজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় না। বলিতে গেলে কসব এবং মতকুমার উভয়ই এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত; আবার কসবকুমারের মতকুমার-কাণ্ডে মতকুমারী দীর্ঘ। সম্ভবতঃ এই উন্নয়ন পরিচরী কসবাস কসবকুমার এই সকলের আশ্রয় করিবালী। অতীত প্রদেশকুমার নাম হইতেও তাহা কসবকুমার প্রমাণিত হইতে পারে। পরীক্ষার অধিকাংশই সমসাময় নামে অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপে, মামুদপুর, আমদপুর, করিমপুর, মতকুমার, মোজাপুর, মামুদগাড়ী, মামুদপুর, মামুদপুর, আমদপুর প্রভৃতি নাম কসব হইতে পারে। এমন কি, উন্নয়ন প্রদেশে একটি প্রদেশ হইল, তাহাতে হিন্দুর নাম দ্রুত হইল। কুমার, কুমার, মামুদপুর, মামুদপুর প্রভৃতি নামে নিরবধির মতকুমারের নাম। হিন্দু বর্ষ কসব এবং মতকুমার;—নামিত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা নাই।

উপরিউক্ত ওয়াটসন কোম্পানীর কুমার কুমারপাল সাহেবদিগের নামও পরে উল্লিখিতের নূন কার্যকরান গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। কসব—Gangachar, Berry নগর ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত মামুদপুর, এ দেশের সাধারণ অধিবাসী নিত্যকাল দিগে। এবং মামুদপুর, আমদপুর

অধ্যাপক	সমর্থক	সত্য
শ্রীযোমকেশ মুখোপাধ্যায়	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, ২৪।	শ্রী মকিজুদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গ স্কুল, লাক্ষাম
"	"	২৪। শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন সান্যাল উকীল, কৃষ্ণনগর
"	"	২৬। বরদাচন্দ্র সরকার গোবিন্দবন্দর লেন, গুৱানীপুর
"	"	২৭। কাজী রামজুল আহম্মদ, কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা
"	"	২৮। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আলকরা অগরাথ দীপি পোঃ
"	"	২৯। চৌধুরী আবদুল কুদ্দুস, নীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
"	"	৩০। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, লাক্সাম, বাঘমারা
"	"	৩১। কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ
"	"	৩২। অমরকুমার রায় চৌধুরী, ঐ
"	"	৩৩। কাজী আবদুল রশীদ, বোহিতরা, কুমিল্লা
"	"	৩৪। শ্রী বাহাদুর বজলুল রহমান জমিদার নোয়াখালী
শ্রীহরিনাথ দে	নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৫। মিঃ ডব্লিউ হর্নেল, ইন্সপেক্টর, ইউরোপীয়ান স্কুল
"	"	৩৬। " ডি, ডব্লিউ ব্যাক্সন অফিস ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন
শ্রীমতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ	"	৩৭। " ই, ডি, রস Ph.D, জি.জি.পাবলিক স্কুল
শ্রীহরিনাথ দে	সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ	৩৮। অধ্যাপক এম, যোব, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
শ্রীমদেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দয়ানন্দবোহন বসু		৩৯। শ্রীযুক্ত বোহিনীবোহন বসু বি.এস স্কুলে বসু

প্রদাতক	সমর্থক	সভা
ঐনগেহনাথ গুপ্ত	মহম্মদমোহন বসু	৪০। ঐমাইচৈতন্য বসু বি, এল পত্ৰমেন্ট উকীল, বারভাঙ্গা
ঐচৈবন্ধনাথ কব	কীর্ত্তিকপ্রসাদ বিজ্ঞানিন্দোর	৪১। „ হুগাবাস রায় চৌধুরী বাকইপুর ২৪ পূবগণা
„	„	৪২। „ তারাদাস রায় চৌধুরী ঐ
„	„	৪৩। „ কালিদাস রায় চৌধুরী ঐ
„	„	৪৪। „ শিবদাস রায় চৌধুরী ঐ
„	„	৪৫। „ হাবিদাস রায় চৌধুরী ঐ
ঐপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	ঐব্যোমকেশ মুস্তকী	৪৬। „ নিখিলনাথ রায় ডে: মা: কলি:
বিজ্ঞানপতি সত্যদাচরণ মিত্র	ঐনগেহনাথ গুপ্ত	৪৭। „ মাননীয় বিচারপতি রায় প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর এ. জ. লাকোর
„	„	৪৮। „ মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
ঐকেশবরনাথ মজুমদার	ঐব্যোমকেশ মুস্তকী	৪৯। ডা: হরিধন দত্ত এম, বি, ৩৭ নং বেগেটোলা লেন
ঐঐজলেকনাথ চট্টোপাধ্যায়	„	৫০। ঐযুক্ত কুতুববিহারী সেন ১২১ নং মনোহরদাসের চক
ঐললিতচন্দ্র মিত্র	ঐঐনগেহনাথ কব	৫১। „ ডা: রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাচাগুর ১ নং স্কটিয়া ষ্ট্রট
ঐঐনগেহনাথ কব	ঐঐনগেহনাথ সমাজপতি	৫২। „ রাও সাতের ভোলানাথ চট্টোপা- ধ্যায়, এম, এ কলিকাতা রাজপুতানা
ঐবাবানাথ নন্দী	ঐব্যোমকেশ মুস্তকী	৫৩। „ নিশিকান্ত সেন, ৩০ শ্রামপুত্র
ঐকেশবরনাথ মজুমদার	„	৫৪। „ রাজা মনোমোহন রায় চট্টগ্রাম
মৌলবী ওয়াজেদ হোসেন	মহম্মদ রওফান আলী	৫৫। „ মৌলবী মহম্মদ রবী ডে: মা: মহম্মদসিঃ
ঐপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐঐনগেহনাথ সমাজপতি	৫৬। „ গিরিজানাথ রায় রসারোড
ঐকেশবরনাথ মজুমদার	ঐব্যোমকেশ মুস্তকী	৫৭। „ মোহান্ত মহারাজ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
ঐব্যোমকেশ মুস্তকী	ঐঐনগেহনাথ সমাজপতি	৫৮। „ প্রমথনাথ বিহাস, ৩৪ বীডনষ্ট্রট
„	„	৫৯। „ ককীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ চৌরঙ্গী রোড

বেবালয় বা মঠ ও মসজিদের প্রভাব হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। ২১১ টি মন্দির ও মসজিদ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু নথি, দাখিলোক্তই ছিল। পৃষ্ঠান্ত পরূপে বোঁড়ামহ ও জলপুত্রেয় ভগ্নমন্দির এবং চোকাপাড়া ও ধোগাছির যোগেশ্বরী মসজিদের নাম করা গাটেতে পারে। দাখিলোক্তর সহস্র দোষের সহিত সানান্ত বাহা ওপ তাহা এ অংশে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবেশের-হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সহজ সদ্ভাব প্রদানতঃ এই দাখিলোক্তই কল জীলয়া মনে হয়। ইত্যাতঃই এই প্রবেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শান্তিপ্ৰিয়; বিশেষ কারণ না ঘটিলে, তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা বৌদ্ধিকমাত্র লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহাব উপরে আবার এই দারিদ্র্য কুটীরা তাহাদিগকে স্ফুরণ জ্বালমায়েষ করিয়া তুলিয়াছে। এই মহকুমার বিচারসংক্রান্ত কাজ কর্তৃক অপেক্ষাকৃত অল্প। অজ্ঞাত দেশের মতন ধর্মসংক্রান্ত এবং উৎসাহদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথার কথার লাঠীলাগি নাই। হিন্দুর পূজাপাশে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং ছুগোৎসব প্রভৃতি পর্বে উপলক্ষে হিন্দুর জায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আয়োদ্য আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উত্তর সম্ভ্রমার আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নতাব নহে। মুসলমানের হিন্দুদের প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সভাপীরের পূজা করিয়া থাকে, ই পূজা উৎসব পরিবর্তিত আকারে সভানারায়ণ পূজা নামে অতিষ্ঠিত এবং সিরি বা প্রণাম হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিস্তারিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্বা পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে বস্তুপূজা ও অম্বুগাচী উল্লেখযোগ্য। সমস্তই পূজাব সময় তাহারা নবস্ত্র কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একাদশের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্তৃক নিষন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বহুলা প্রকৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু উত্তর জাতির মধ্যে সাধারণতঃ সদ্ভাব ও আচার সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকিলেও কুটীজ্ঞান প্রকৃতি কণেকথান প্রায়ে তাহার বিকচাচরণ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই কুটীজ্ঞান পূর্বে নবাবের কোজ ছিল। এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ পাঠানজাতীয় মুসলমানের বাস। তাহারা অপরাপর মুসলমানের দ্বায় নিরীহ নহে, পরন্তু গোবধ, চুরি, ডাকাতি, লাঠিরাগিগি প্রভৃতি কার্যে তাহারা প্রায় লিপ্ত থাকে। ইহারা তেজস্বী এবং হিংস্রপ্রকৃতি। মহরম প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহারা কিঞ্চিৎ ধুমধামও করিয়া থাকে এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে লাঠিবেলা দেখাইয়া বেড়ায়। মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। কন্নাজি বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান কাগড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে না। তাহারাই একটু বেশী পরিমাণে মুসলমানজীবন।

হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে ব্রজজাতীয় চডাল, গণ্ডক ও করি নামক প্রায় সমস্ত্রের তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন দেশের উক্ত জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া মনে হয়। কন্নাজি সাধারণতঃ মহরমের কার্য করিয়া থাকে।





এ অঞ্চলে নীলের চাষ ও ব্যবসায় প্রধান কারবার ছিল। এই কাষী সাতবেলা এবং ২১১ বর দেশীয় জমিদারও করিতেন। কৃত্রিম নীল হওয়াতে নীলকাজ প্রায় এক প্রকার লোপ পাট-  
যাচ্ছে। নীলকর সাতবেলা নীলকাজ ছাড়িয়া তাহার স্থানে এক্ষণে ভাগজোৎ আদায় করি-  
তেছেন। মাসে মাসে ইহারা জবরদস্তি করিয়া জমীর নিরীখ বৃদ্ধি করেন,  
এই সকল কারণে ইহাতে গজারা অনেক লম্বা বড় পীড়িত হয়। সম্প্রতি এ  
অঞ্চাচার এতদূর গড়াইয়াছিল যে নিঃস্ব নিরীহ প্রজারা হল বীথিয়া মাজিষ্ট্রেট, কমিসনার,  
এমন কি প্রাণের দায়ে কলিকাতা পর্যন্ত গিয়া স্বয়ং ছোট লাট বাহাদুরের কাছে পর্যন্ত নালিস  
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফল কথা, পজাদের কোন মন্তেই নিস্তান নাই। একে ত চাষ  
আবাদেব অবস্থা শোচনীয়, তাহাতে দেশের 'মুনীষ' বা 'জনেব' মজুরী পৈনিক ৮/৫ বান্ন, তাহার  
উপর আবার অত্যাচারের অন্ত নাই—সুতরাং দেখা বাইতেছে অজ্ঞতা প্রকার দুর্ভাগ্য অবস্থি  
নাই। তাহাদের লইয়া দেশ,—তাহাদের অবস্থা যখন এইরূপ—তখন আর দেশের অবস্থা  
বারিষ্টা ভিন্ন কি হইবে? বঙ্গদেশের মধ্যে এত পরিদ্রব্ধ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ,  
এত পরিদ্রব্ধ হইতে এবং মেলা বাতা পল্লীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা অবশ্যে এক প্রকার  
নাই বলিলেই হয়। উই তিনটি মেলা বাহা এ প্রবেশের মুকুটিয়া, মুকলপুর প্রভৃতি স্থানে  
ধনিত—তাহার এক্ষণে নিতান্ত শ্রীহীন ও চরতর হইয়া পড়িয়াছে। হাটের অবস্থা এতই  
দীন যে উল্লেখেরও উপযুক্ত নহে।

এ অঞ্চলে রাস্তা পাটের একান্ত চরবস্থা। ধনীলোক, প্রাচীন সজতিগর সহর বা গ্রাম এবং  
ব্যবসায়ের অল্পতাই তাহার কারণ। ১৮৮৫ সালে প্রথম 'লোকাল বোর্ড' স্থাপিত হয়; সেই  
হইতে আরে আরে এই বিষয়ে 'কিং' উন্নতি দেখা বাইতেছে। 'লোকাল বোর্ড' কৃত প্রধান রাস্তা  
এখানে 'সরাপ' নামে অভিহিত। এখানকার বড় সরাপ জলাধী হইতে ককনগর পথে কলি-  
কাতা গিয়াছে। সম্প্রতি হৃতিক 'রিলিফ' উপলক্ষে করিমপুর হইতে তেল টেনন ডেকামারা  
পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে—তাহা এ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।  
এই সকল রাস্তায় গরর গাড়ী কোন প্রকারে বাতায়িত করে। উপরি উক্ত 'রিলিফ' উপলক্ষে  
লিকারপুর হইতে কৈচুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত ১৮ মালপনন করিয়া হাউলিয়া ও তৈরব নদীকে  
সংযুক্ত করা হইয়াছে। জগা গ্রাম ও বিলবাল না থাকার পুল বা সাকো অল্প ২১১টি বাহা  
আছে, তাহাও অব্যবশেষ মাত্র—নতুন করিয়া তাহার মেয়াদক হয় না। দুর্গাপুর নামক  
স্থানে তৈরব নদীর উপর এই প্রকার একটা পুল দৃষ্ট হয়।

পূর্বে নদী সকল 'বহতা' থাকার, বাতায়িত ও ব্যবসা বাণিজ্যাদি জল পথেই নির্বাহ হইত।  
এক্ষণে নদীগুলি শুক অথচ স্থলপথে গমনাগমনের জর রেলপথও নাই—সুতরাং গমনাগমনের  
বাণিজ্যের বিশেষ অন্তবিধ। নিকটতম রেল টেনন পূর্বে ছিল—মুনীপজ, ইহা করিমপুর হইতে  
প্রায় ১৮ কোশ দূরবর্তী। এক্ষণে বারকোশ দূরে ডেকামারা নামক স্থানে টেনন হইয়াছে; ইহাই  
এক্ষণে নিকটতম টেনন। বান-বাহন সাধারণতঃ গরর গাড়ী; তাহা এক প্রকার সজবাই ছিল।

হীনার বোম্বেও পদ্মাবকে অধুনা গমনাগমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পদ্মার প্রতির অনিশ্চয়তার দরুন তাহাও নিরাপত্ত নহে—সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা হইল না। প্রতি বৎসরই হীনার খাটার খান পরিবর্তন ঘটে। সম্রাতি নিকটতম হীনারখাটা ৭ কোম্পানীর আলাইপুর নামক স্থানে।

শিকার প্রবেশে একান্ত অভাব। এখন করিমপুর ষটকুমার ছিল, তখন তথায় একটা প্রবেশিকা বিভাগের স্থাপিত হয়; ষটকুমার পরিবর্তনের সঙ্গে উহা উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে নিকটবর্তী মহেশের পাকার একটা বড় ইংরাজি স্থল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাও কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া যায় এবং পরে বম্বেরপুর শিকারপুর ও বোঁড়াকর প্রায়ে মহাইংরাজি স্থল স্থাপিত হয়। কালক্রমে প্রায়শঃ দুই প্রায়েই একে একে উঠিয়া যায় হইয়াছে। অনেক প্রায়েই আইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা আছে। কনমাগারের দারিদ্র্য বিবেশে লজ্জানশিকার অন্তরায় বলিয়া সাধারণ শিক্ষা আইমারী ছাড়াইরা উঠিতে পার না। পূর্বতন জেলের শিক্ষা বাহা আদমপুর প্রকৃতি কয়েকখানি প্রাচীন প্রায়ে প্রচলিত ছিল এক্ষণে তাহাও লুপ্ত।

শিকার জার শিকারও নিভস্ত হইয়াছে। কৈচোডালা, বম্বেরপুর প্রকৃতি কয়েকখানি প্রায়েই মূলমূল্য জোলা নামক শুভবায়ের জাহাঘের তাঁতে এক প্রকার মালা মাটা কাপ চালাইয়া থাকে—সোটাগান, নামছা ও কাপড় প্রকৃতি তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুমারের যববার এক প্রকার বাবাভ পোছ আছে। কুমার বাবীর পালের নাথ হইতে এক প্রকার নাথ প্রস্তুত করে—তাঁহা নির ও ব্যবহার উত্তর হিসাবেই স্থান্য। উহা একদেবীঃ যববার নিতা ব্যবহার্য্য তুলা—বিদেশেও অল্প বিক্রেত এই নাথার ব্যবহার আছে।

পূর্বে বেশ বিদেশের ব্যবহারের কোন প্রকারোত্তর ছিল না; মধ্যে কেন্দ্র করিমপুরে একখান গোটাফিন ছিল, তাহা হইতে প্রায় প্রায়ঃ করে লগ্নাছে এক আদমার চিত্রিত দিল হইত। এক্ষণে বোঁড়াকর, শিকারপুর ও বম্বেরপুরে গোটাফিন স্থাপিত হইয়াছে।

এককালে ম্যালেরিয়া বিধেয় প্রাকৃতিক নাই। পূর্বে ২১ প্রাণি প্রায়ে অশুদ্ধ ও প্রকৃতিয়া বৈধব্য ছিল, তাহার ফলে এক্ষণে কয়েকখানি প্রায়ে পানকতা তা জার আনীত হইয়াছে।

ধর্মবিষয়ে অভ্যাস প্রবেশ হইতে এ প্রদেশের বিশেষ প্রার নাই। বাহাচাণী শাক্তপ্রচার বিবল। মতবাদ সাধারণ্যে হয় বাগবা বিবেচিত। স্মৃতিকাণ্ডে লোকই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী, গোরালাঘের মধ্যে ‘কর্ত্তাভজা’ নামে একটা সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই। শিকারপুরের সঙ্গর শান্তিগঙ্গাপুর নামক নূতন স্থাপিত প্রায়ে জীৱন পাবতীঃ দর্শনচ্যাবের এক ১০১২ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। তথায় তাহার গির্জা নির্মাণ করিয়াছে। প্রায়ে প্রায়ে তাহার জীৱন প্রচার করিয়া থাকে। অতঃবেদ এ প্রদেশের বোম্বের ও সেন্ট্রাল জীৱন দীক্ষিত হইতে প্রার প্রাণি যায় না।

হিন্দু পূজাপার্কের মধ্যে দুর্গোৎসবই প্রধান। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বলিয়া অধিকাংশ গৃহেই মূর্ত্তালি প্রথা নাই। অভ্যাস পূজার মধ্যে কালীপূজা, লক্ষীপূজা, মনমতীপূজা, শিবপূজা, কীর্তিপূজা, চড়ক, মোগ ও যববার প্রচলিত।

এ প্রদেশে কান্তন্যাসের শেষ তিনদিন ঠকঠকে মাখ একপ্রকার উৎসব হইয়া থাকে। ওলাদিবি বা ওলাভাঠার অধিষ্ঠাতাকে সন্মতি রাখাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সন্মতির প্রাকালে পুরসকরণ কতকগুলি সন্তানিষ্ঠিত মৃৎপুতলি মৃৎপ্রতীপ লইয়া গ্রামের বহিঃস্থে একটি বৃক্ষশ্রেণী স্থাপিত করিয়া এক একটা আলোড়িয়া রাখে এক প্রকারভাবে গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন। এই সময়ে পল্লী-বালকেরা কলার মাসনা, ছতর বা তত পায়ের আঁটির সহিত ককি বঁধিয়া অগ্নি-সামাগ্র্যপূর্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে। সকলের হাতেই হস্তপরিমিত তত মাখন। বা পাতে মাখনের ছুইট করিয়া প্রদানিত ঠকঠকে মাখ কাঠ থাকে। তাহাই চুকিয়া অগ্নিপ্রদীপ করে। রক্ষণীগণ মৃৎপ্রতীপকালে ভগ্নবিধির হস্তে বস্তু করিতে থাকেন। এই ছড়াতে ওলাদিবিকে বেশ ছাড়িয়া অস্তর আগ্রহ লইয়া তত নিমিত্ত পূর্ণ প্রকরণ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর ভক্ত নিয়ে তাহা উচ্চতর—

আমাদের দেশের ওলাভাঠা আঁটির দেশে আছে।

—এই মাখ কাঠে ঘুরে, লোহার শিকলি ছুরোরে বিরে,

আমরা মাখ ওলাভাঠার দেশে।

কৃষ্ণ প্রবেশকালে চুটি চুটি মল বঁধিয়া প্রসোত্তরকালে এইরূপ আবৃত্তি—

প্রঃ—ঘর কেন আছে ? উঃ—সবট আছে ভালো।

ছুরোরে কেন মাতা ? পিরি বড় মাতা।

কঃ—ছুরোরে কেন কাঁটি ? সবাই লোহার কাঁটি।

চৈত্র-সংক্রান্তির সময় আর এক প্রকার উৎসব এই প্রদেশে দেখা 'বুলাল' বলে। চক্রাবর্তীকাল 'কন'—এ উৎসবের প্রধান উৎসব। কুমিল হইয়া ওহায়া নৃত্যসহকারে কুমিলবরক ভড়াগীত গুহে গুহে বাজনার সহিত "তখন বুলাল কাহেন বানী, তম লো বা নন্দরানি, উজ্জাদি গীতে তিন দিন বরিল পুণ্ড-পুণ্ড ঘুরিত হইয়া উঠে।

সমস্ত বৈশাখ মাসটি ধরিয়া এ প্রদেশে গ্রামে গ্রামে গ্রাম নজার পর নবরকীর্তন হইত হইয়া থাকে; তাহাতে ভ্রমভ্রম অনেকই যোগদান করিয়া থাকেন—অনেক সময় এই নবরকীর্তন মহা দলবলিতে পরিণত হয়।

এই বৈশাখ মাসেই 'পুণ্যপুত' নামে একটি উৎসব আদিকারিত হয়। পালিত পুণ্যকালে ছোট পুতুর কাঁটিয়া তৎপারে মৃৎপুতলী এক বিশালতার সহায়ীয়া আদিকারিত প্রতিদিন পুণ্যকালে পূজা করিয়া থাকে। পুজার কালে এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

পুণ্যপুত পুণ্যকালে—কে কপরে চুপুর বেলা ?

আমি লতী নিরবধি, সাত তাই বোস ভাঙলী।

আমি নিরবে পুত কোলে,— মরণ হয় বৈশাখকালে।

ধীরে না দেখি আত্মবৃত্ত মরণ। করে পাই কেন শিকড়ের ভাঙল।



মৎস্ত এ অঞ্চলে দুপ্রাপ্য। একে তন্নদীর অভাব, তাহার উপর ‘মারবারি’ ‘কোথা’ মৎস্ত হিংসানিবারণার্থ খড়িয়া নদীর জলকর লইয়া বানে বানে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন : উক্ত নদীতে মৎস্তহিংসা নিবিড় ; নদী ও জলাশয় অভাবে চাষবাসের বেকার অস্থিবিদ্যা, গোচর জমির ও বিচালির অভাবে গোক বাছুরেরও তাৎপর্ন হ্রাস। বেকার হইয়াছে তাহাতে দখিজের স্থিতি টুকু সত্তর লোণ পাইবে।

জীবজন্তুর কোন বিশেষত্ব নাই—চিতাঘাঘের সামান্য উৎপাত আছে। অস্ত্র দেশের মত চতুর্মান বাঘের উপদ্রব নাই—যাহা কিছু বোরাহ্ম্য তাহা বড় শূকরের। সর্পসংখ্যা সন্দেহে : বিশ খাল না থাকিতে জলচর পক্ষীর একান্ত অভাব ; অস্ত্র পক্ষীর সংখ্যা ও প্রেবী তত বেশী নহে। কাক—অল্প।

এ অঞ্চলের কণাবার্গ্য এক প্রকার টান বেশা যায়। উহাতে ঘূর্ণিঝাবানের কণার পাতার স্থলপ্ৰঃ। উল্লভবণ স্বরূপ কেন—ক্যানে, তেল—তাল, বেল—ব্যাণ্ প্রভৃতির উল্লেখ করা দাইবে পারে। পাতান ও অস্ত্র ইত্যব জাতির মধ্যে অনেক নৃতন নক্স ব্যবহৃত হয়। যথা :

কুড়ি বা কতি	( কোথার )	আম্ সপরে	( সেমারা )
শোয়াস	( শোয়া )	জামির	( জেমু )
শূকর	( শূকর )	কুহর	( জাধ )
রাম	( রাম )	আম	রাম ( রাম )
কৈসল	( রামাধর )	চিন্দামাল	( চৈকিমাল )
খড়ি	( কাঠ )	আবর, আবাম্ উথু	( বোকা )
ডোড়ান্	( চাৰি )	দতন	( পলা )
কিবণ	( দরজার উপরে কাদিণ )	চাতাল	( ছাব )
উটুকান	( বোকা )	মেকুর	( বিডাল )
শোনা	( খরগোল )	আন্থোয়	( বাগান )
উলোপ	( ন্যাকাহ )	টাই	( বেকাবি )
তীর	( কড়ি )	মাহাতাপ	( রংমাল )
তিরোবাট্ বিন	( ৩৬৫ দিন, অর্থাৎ রোজ রোজ )		
একাবতি	( একাবতি )	পাতি	( পাচনবাতি )
পাঁড়া	( মহিব শাবক )	কল্	( কলম )
পেড়ে	( পর্ক )	কুক্ কি বা পোহাড্ ( জুফর )	
কবিত্তর	( পায়রা )	খরাণি	( জৌর )
গুম্মানি	( গুমট্ )	কালা	( কাটা )
কড়িকান্	( কড় বাতাস )	শিক্	( শিকর পাড়ীর পাটন )



৬ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে চীন ও টাকার মুদ্রারিণি হয়েছিলেন। মালদাহের জেলার নন্দাপুর-বাজারে বসবাস করতছিলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত কাছুরী করিয়া যথেষ্ট অর্থটি সঞ্চয় করিয়া যান। বর্তমান বাগটী কালের কুমিল্লায় ইহারই কুঠ। ইহারই এক প্রান্তের সর্বানন্দ বাগটী পরলোকগত মহারাজ স্বর্গদেীর ‘বহুবল্লভ’ পরমপাণ্ড নায়েবী করিয়া যশো-খ্যাতিলাভ করেন। এই বাগ এতদে বহুবিস্তৃত—পরিবারস্থ জনসংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অধনকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং স্বাক্ষরবাহকে উচ্চপদস্থ। এইমান প্রবঞ্চক এক বংশই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইহাদের মত ও চেটায় গ্রামে একটা প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটা মালিকা বিদ্যালয়, একটা পৌরোহিত্য ও একটি ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে ভক্ত রামচন্দ্র বাগটীর বহু একটি কুঠ—পূর্ববর্তী আছে—ই—কান্দী হইতে ২০ মিনি গ্রামের পানীর ও বাবলগাওঁ কা সর্ববর্ত হইয়া থাকে। এই গ্রামদ্বয়ের ‘বিশিষ্টাঙ্গ’ বলিয়া একটি বীদি আছে। কবিত্ত আছে—বীরসিং নামক জৈনক মনী উগ্র পনন কান্দাছিলেন। উক্ত বীরসিং কুবেদার ছিলেন। এই গ্রামে জৈনধর্মাবলি থাকিয়া ছিল। উক্তবর্তী আছে, ‘ভেট বাসুদেব’ ও ‘মেজো-বাসুদেব’ বাল্যক ১০টি বীদি আছে। বাগবাট প্রভৃতি অনেক বসন্তে এই বর্ষেরপূর এক-মাস বাসুদেবী পানী।

(গ) শিলাইপাড়া—‘শিলাইপাড়া’ নদাতীত এক গ্রামপানি আরভনে বড় কুঠ নহে। তাঁর কর্মজীবনে চীন ও টাকার মুদ্রারিণি হয়েছিলেন। মালদাহের জেলার নন্দাপুর-বাজারে বসবাস করতছিলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত কাছুরী করিয়া যথেষ্ট অর্থটি সঞ্চয় করিয়া যান। বর্তমান বাগটী কালের কুমিল্লায় ইহারই কুঠ। ইহারই এক প্রান্তের সর্বানন্দ বাগটী পরলোকগত মহারাজ স্বর্গদেীর ‘বহুবল্লভ’ পরমপাণ্ড নায়েবী করিয়া যশো-খ্যাতিলাভ করেন। এই বাগ এতদে বহুবিস্তৃত—পরিবারস্থ জনসংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অধনকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং স্বাক্ষরবাহকে উচ্চপদস্থ। এইমান প্রবঞ্চক এক বংশই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইহাদের মত ও চেটায় গ্রামে একটা প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটা মালিকা বিদ্যালয়, একটা পৌরোহিত্য ও একটি ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে ভক্ত রামচন্দ্র বাগটীর বহু একটি কুঠ—পূর্ববর্তী আছে—ই—কান্দী হইতে ২০ মিনি গ্রামের পানীর ও বাবলগাওঁ কা সর্ববর্ত হইয়া থাকে। এই গ্রামদ্বয়ের ‘বিশিষ্টাঙ্গ’ বলিয়া একটি বীদি আছে। কবিত্ত আছে—বীরসিং নামক জৈনক মনী উগ্র পনন কান্দাছিলেন। উক্ত বীরসিং কুবেদার ছিলেন। এই গ্রামে জৈনধর্মাবলি থাকিয়া ছিল। উক্তবর্তী আছে, ‘ভেট বাসুদেব’ ও ‘মেজো-বাসুদেব’ বাল্যক ১০টি বীদি আছে। বাগবাট প্রভৃতি অনেক বসন্তে এই বর্ষেরপূর এক-মাস বাসুদেবী পানী।

(ঘ) বৌদ্ধাঙ্গ—‘বৌদ্ধাঙ্গ’ তীরস্থ ইহা একখানি বড় প্রাচীন গ্রাম। জৈনধর্ম বাসুদেবী গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমিদার। এই জৈনধর্ম বংশের পূর্বপুরুষ সুশিক্ষিত এবং স্বাক্ষরবাহকে উচ্চপদস্থ। এইমান প্রবঞ্চক এক বংশই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইহাদের মত ও চেটায় গ্রামে একটা প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটা মালিকা বিদ্যালয়, একটা পৌরোহিত্য ও একটি ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে ভক্ত রামচন্দ্র বাগটীর বহু একটি কুঠ—পূর্ববর্তী আছে—ই—কান্দী হইতে ২০ মিনি গ্রামের পানীর ও বাবলগাওঁ কা সর্ববর্ত হইয়া থাকে। এই গ্রামদ্বয়ের ‘বিশিষ্টাঙ্গ’ বলিয়া একটি বীদি আছে। কবিত্ত আছে—বীরসিং নামক জৈনক মনী উগ্র পনন কান্দাছিলেন। উক্ত বীরসিং কুবেদার ছিলেন। এই গ্রামে জৈনধর্মাবলি থাকিয়া ছিল। উক্তবর্তী আছে, ‘ভেট বাসুদেব’ ও ‘মেজো-বাসুদেব’ বাল্যক ১০টি বীদি আছে। বাগবাট প্রভৃতি অনেক বসন্তে এই বর্ষেরপূর এক-মাস বাসুদেবী পানী।



পাড়ার নিম্ন নিম্ন প্রাচীন ছিল, এখানে বহুতর সরিষা গিয়াছে। পূর্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ মলী ছিল, তখন কলিও তা হইতে কোজ লইয়া গজাজলাঙ্গী বাহিয়া বড় বড় জীয়ার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া বহুস্থানে যাইত। উপরি উক্ত ব্রাহ্মণপাড়ার একটা বৃহৎ আশ্রম বৃক্ষ আছে। উহাকে লোকে ‘বজরা-বাধা’ গাছ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে বড় বড় জীয়ার ও বজরা এই গাছে কাঁচি বাঁধিয়া অবস্থান করিত। গ্রামে চৌধুরী বাবুদের একটা প্রাচীন মন্দির আছে। উহাদের গৃহে একটা ‘পাতাল ঘর’ আছে—ডাকাতের বা বণীর লাভ হইতে ধন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেখানে মাটির নীচে এত প্রকার ঘর প্রস্তুত করা হইত। উক্ত গৃহে কাঁচি গায়ে ১১৭ শকাব্দা লিখিত আছে। গ্রামে একটা মাইনর-স্কুল ও একটা পৌরোহিত্য আছে। পুস্তাপেক্ষা গ্রামের অবস্থা এখন ভাল হইয়া আসিয়াছে।

(৬) সুললপুর—ভৈরব নদীর তীরে একখানি প্রাচীন ও বৃহৎ স্মৃতিস্মারক গ্রাম ছিল। এখন সে ভৈরবও নাই, গ্রামের সে লক্ষ্মীও নাই। মৈত্র ও বাগ আখ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা আত্মীয় ব্যক্তিগণী আধবাসী। এই প্রাচীন গ্রামে পূর্বে ১০০০/১২০০ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক লোকের বাস ছিল, এখনে তাহার এক চতুর্থাংশও নাই—সেই সকল ভিটার উপর ওসল জম্মাইয়া এক্ষণে মালেশিয়ার আকর ভূমি হইয়াছে। পূর্বে এই গ্রামে সম্রাট হুয়ান ত্শেন চক্কা ছিল। কারহ বংশের সরকার বাঁবা গ্রামের জমিদার, পূর্বে গ্রামেই ইহাদের নিজের নৌকুঠী ছিল। ইহারা প্রাচীন বংশ, বর্তমান জমীদারের বৃদ্ধ পিতামহ ৮ শ্রামহন্তব সরকার একজন পরম কৃষ্ণভক্ত লোক ছিলেন। ধান ধান, অর্থাৎ সেবা প্রভৃতি বহুতর সংস্করণ দ্বারা তিনি এ প্রদেশ দেশ প্যাঁচিলাভ করিয়াছিলেন। নীর গৃহে বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্প্রতির অধিকাংশ পূজা ও অর্চনা সংস্কারের জন্য দেবোত্তর করিয়া বান। ভৈরবের শুক গর্ভে দীর্ঘিকা ধনন করিয়া তাৎপর্ষ্য ৮ জগদীশ দেবের শুভাবতীর অঙ্করণে শুভাবতী নামে একটা উদ্ভান প্রস্তুত করেন এবং তদ্বারা তুলসীবিহার নামে একটা মেলা স্থাপিত করেন। উল্লিখিত বিগ্রহের পুস্তাপেক্ষেই এই মেলায় জন্ম। কালক্রমে এই মেলা উন্নতি গিয়াছে। উক্ত জমীদার গৃহে দোলযাত্রাও বড় সমধার ছিল—এখনও এই উদ্দেশ্যে দিনে তাহা একেবারে গৃহ হয় নাই। কলকতা সরকারীভাবেই গ্রামটির এখন উদ্ভা। গ্রামে একটি উচ্চ আধ্যাতিক বিদ্যালয় আছে। একটি ডাকঘরখানাও আছে।

(৮) আশবপুর—ইহা একখানি বৃহৎ গ্রামী—ইহারই এক অংশের নাম হরিপুর। এই বহুপ্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। পূর্বে এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চক্কা ছিল এবং তাই কিনী চতুলাঠী ছিল। শাস্ত্রবিদ যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, দূর দূরান্তের পণ্ডিত সভার ডাকারা আমন্ত্রিত হইতেন। এখন শাস্ত্রচক্কা সম্পূর্ণ লুপ্ত—অভীজ্ঞের কান্দী যায়। পুস্তাপেক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণই এখনে তামাক খাইয়া এবং পাশা খেলিয়া মলাদলি করিতেছেন; কেহ কেহ বা নিত্যকরণগতি কোনক্রমে কঠোর

করিয়া কষ্টে বজমানী রক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রচর্চার স্থল এক্ষণে পরচর্চা অধিকার করিয়াছে। সাম্রাজ্যের এই গ্রামের প্রাচীন বংশ, পূর্বে ইহাদের অবস্থা মন্দ ছিল না—এক্ষণে হীন হইয়াছে। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট—গ্রামের জমীদার বাগচী বাবুরা একটি বড় ইন্দ্রাঙ্গা দান করিয়া এই কষ্টের কতক লাঘব করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

## জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়

মহারাজ সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে বর্তমান জয়পুর নগর নির্মিত হইয়াছে। সেই সময়ে জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিজ্ঞানবিদ এই কাৰ্য্যে মহারাজের একজন বিশিষ্ট সহকারী ছিলেন। নগর নির্মাণের সময় তিনি পূর্ণ-প্রাণীশ্যের (Engineering skill) অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষিক যন্ত্রের প্রস্তুতি-কার্য্য ছিল, এ বিষয়ে মূল্যবান করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। কল্পনা-সমগ্ৰাণ প্রভৃতি মধ্যস্থতী পণ্ডিতগণ পণ্যাদি এবং যন্ত্রপ্রণয়নাদি কাৰ্য্যে আশিষ্ট ছিলেন; কিন্তু যন্ত্রের বিজ্ঞান-প্রভৃতি হস্তে রক্ষা ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় তখন এক পক্ষে এক কীৰ্ত্তি; ইহার সহিত আংশিকরূপে আমাদের একজন বাঙ্গালীর নাম সন্নিবিষ্ট। এই আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর ব্যতীত দিল্লী, মথুরা, বারাণসী, গুজরাট, পরিমাণে জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্মাণ করেন। কান্দীর মানসিংহ, হাফিজ, অনেক মনে করেন যে মানসিংহ যন্ত্রাদি মানসিংহের স্থাপিত, মানসিংহ নামক প্রাসাদটী মহারাজ মানসিংহ তীর্থ-এক বিজ্ঞানীর সুবিধার জন্য প্রস্তুত করান, কিন্তু যন্ত্রস্থাপন জয়সিংহের সময়েই হয়। জয়সিংহের পূর্বে এই বাটী জ্যোতিষ সন্থার বাটী ছিল না। বেদবেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থিগণ জয়পুর হইতে গিয়া এই বাটীতে থাকিতে পাইতেন। পররাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত অর্থ মানসিংহ এইরূপ সন্থাকার্য্যেই ব্যয় করিতেন। মথুরা হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যথা বার।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় সম্বন্ধে আরও কথা বলিবার আছে। আশুরা, “নাড়ীবলর” নামক বস্ত্রের পৃষ্ঠে যে কবিতা কয়েকটি লিখিত আছে, তাহা স্বাধাধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং তাহার বলাবাহুলও সংযোজিত হইল। কবিতা কয়েকটি যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তবে ইহা দ্বারা যন্ত্রালয়ের আনন্দকাল নির্ণয় হইয়াছে;—

“ধর্ম্মানামধর্ম্মবুদ্ধিবলোক্যাম্মা অগতমুখো:

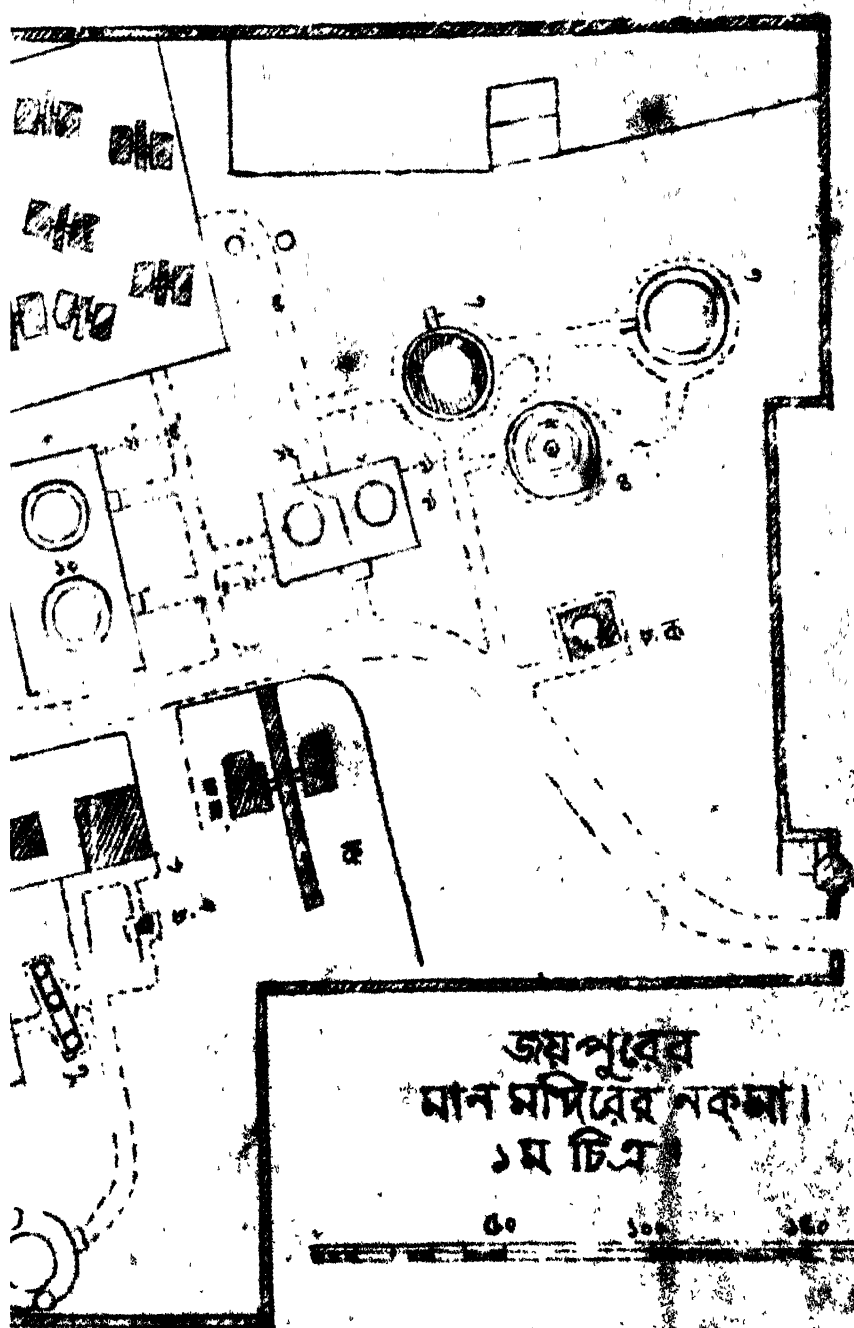
রাজেন্দ্রো জয়সিংহ ইত্যাদিধর্ম্মবিভূদ বংশে রক্ষা:





वेधाद्वयं यत्त-तानिका ।

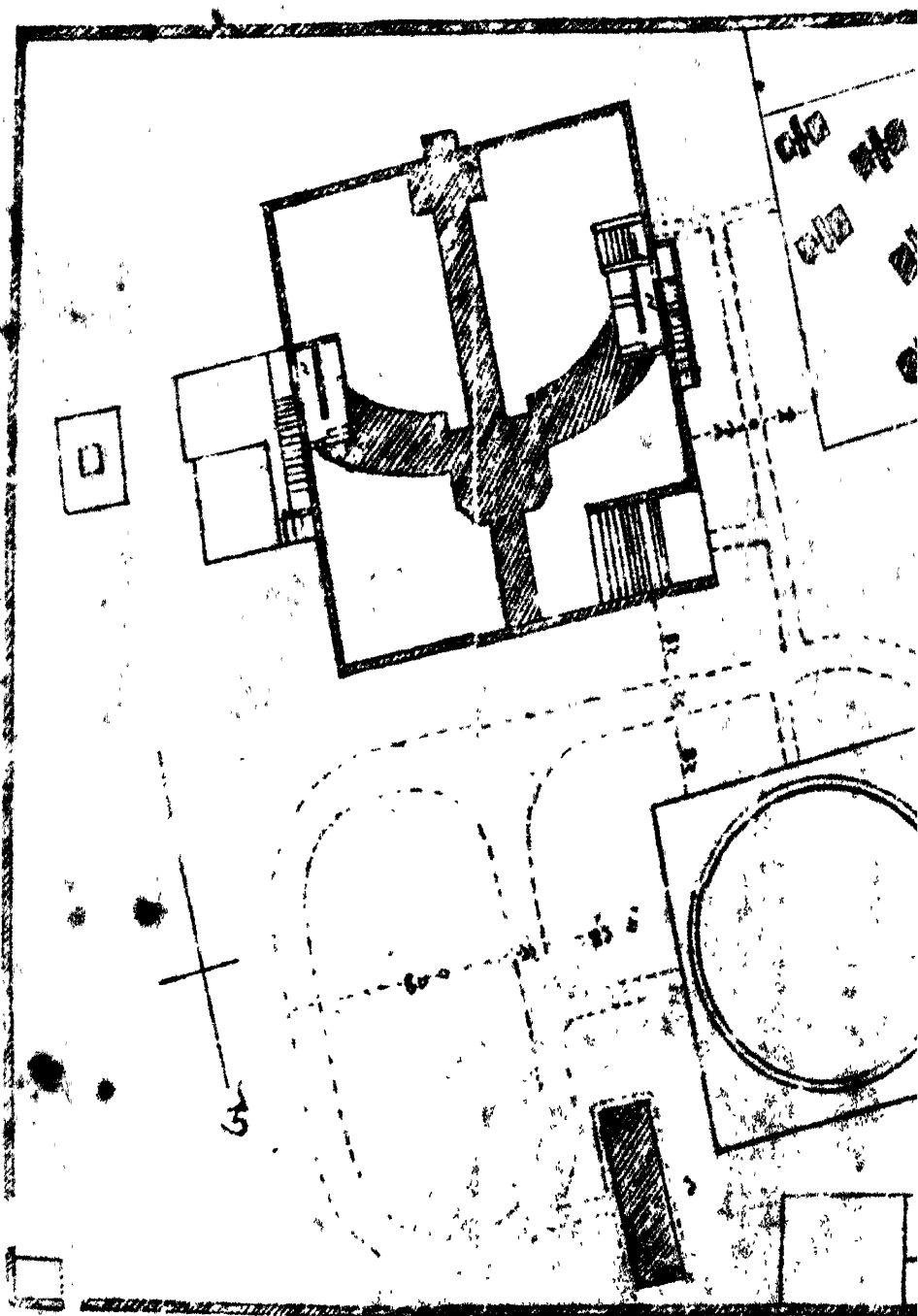
[illegible]











পূর্বদিকে অখণ্ডালা এবং দক্ষিণদিকেও কয়েকটা মন্দির। ঐ অখণ্ডালা এবং মন্দিরের পশ্চিমে  
বাক্যাব। কোমোৎপূর্ণ নগরের কেন্দ্রভাগেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু চত্বরটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে  
কোন পথের কোলাহল শ্রুত হয় না; নীরব—নিভর। রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রের রাজ-  
কাষের স্বরূপে ১৩৫৫ অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিবুধ-সেব্যস্থানে সমাগত হইয়া গভীর গবেষণায়  
মনোনিবেশিত করিতেন।

শ্রীসেবনাথ ভট্টাচার্য্য।

## বোপদেব ।\*

বোপদেব অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত প্রতিভাশালী বহুদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার  
বহু নানাবিধ অধ্যয়নই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কএকখানা সাহিত্যগ্রন্থ ও  
কএকখানা কাব্যরাজী পুস্তক, ত্রিখিন্দিয়া, মহাকারভত্যা, ভীষ্মবতভাষ্য, মুক্তাঙ্গল গ্রন্থ,  
পারসীয়া ভাষার ভীষ্ম, পারস্যভাষায়া, পদ্মখাদন, পরমহংস প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ী, কবিবরজয়,  
কাব্যকামদেব প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ক, এই সমস্ত গ্রন্থ মহারাষ্ট্র বোপদেবের রচিত।  
কিছু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানা গ্রন্থমাত্র প্রচলিত। অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক গ্রন্থই  
কালবিশৃঙ্খলে বা সংকট ভাবের ভ্রান্ত্যবশতঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বোপদেব  
দ্বিতীয় (সেই প্রণয়ক) পাদবংশোদ্ভূত মহারাষ্ট্রবাসী মহাদেবের প্রধান বর্ষাধিকারী  
হেমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

দেবগিরি খণ্ড (দৌলজাবাদ) দক্ষিণপথে নিচান্ন রাজ্যের অন্তর্গত। হারজাবাদ হইতে  
২৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও বোদাট হইতে ১৭০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। দ্বিতীয় অধিষ্ঠিত  
মহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার নাম বোদুতাবাদ  
রাখিয়াছিলেন। তদবধি উহা দৌলজাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ। অতএব আমরা এখন হইতে দেব-  
গিরিকে দৌলজাবাদই বলিব। মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ  
করেন। ইহার পূর্বে দৌলজাবাদ চন্দ্র রাজার আধিপত্যকালে দেবগিরি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল।  
বোপদেব হিন্দু রাজার রাজ্যাধীনকালে দর্তমান ছিলেন। উইলসন সাহেব বাহুবাহিত বিষ্ণু-  
পুরাণের পঞ্চম খণ্ডে বোপদেবকে দেবগিরিরাজ মহাদেবের প্রধান বর্ষাধিকারক রাজা হেমচন্দ্র  
সকাম্প বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নামধাম দেখে বাহুব নামক পুরিকায় “বোপদেব  
ও শ্রীমহাপ্রভু” নামক প্রবন্ধেও উৎকণ্ঠা লিখিয়াছেন।

\* সাহিত্য-প্রণয়কের রচনাপুঙ্খ ১৩৫৫ খ্রিঃ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত।



কেশবচন্দ্রের ঔরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে বৌলভাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্ন-লিখিত উক্তট শ্লোক তাহার প্রামাণ্য স্বরূপ উদ্ধৃত হইল,—

“দক্ষিণে বেবগির্ঘ্যো পক্ষবহুধরেন্দ্রম্।

রাধামতীভব্রে জাতো বোপদেবো জনাৰ্চনঃ।”

এই উক্তট শ্লোক কতদূর প্রামাণ্য বলিতে পারি না। এই শ্লোক প্রামাণ্য না হইলেও বোপদেব যে ১১৮২ শকাব্দের ২৩ বৎসর পূর্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তা বিধরে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ইংরেজী ইতিহাসেও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মহার বর্ষাব্দ ১১৮২ শকাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে পদেবও তৎসমকালীন লোক ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য। উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের ১ম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বোপদেব খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ বোপদেব অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে হেতু শ্রীধরশাষী ভাণবতটীকার এবং মাধবাচার্য্য নিজকৃত মহাভাষটীকারও বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব বামনকৃত মহাভাষটীকার পরে মহাভাষটীকা রচনা করেন। তাহাতে অনেক স্থলে বামন-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য অগ্রন্বিত মহাভাষটীকার বোপদেব-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন ও পরিপেয়ে লিখিয়াছেন,—

“বোপদেবো মহাপ্রোহো গ্রন্থো বামনদ্বিগুণঃ।

কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ।”

বামনরূপ দ্বিগুণী বোপদেবরূপ মহাকৃতীর কর্তৃক লেখ হইয়া কীর্ত্তপ্রসঙ্গে মাধবকর্তৃক মুক্ত হইয়াছেন।

দেবগিরি রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, কবিকল্পকল্পের শ্বেব শ্লোকে বোপদেব নিজেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন—

“অর্গে শীর্ষাশনাধ্যঃ স্তমশকিমজিতঃ শাখিকান্যঃ করণাঃ

পাতালে নাগরাজঃ কুরুগবুভয়ো বস্ত পারতি কীর্ত্তিন্।

বস্তীর্ণ শকপাথোনিখিমখিলমিমং গোপালং বা সুরারো

শিখোহকার্য্যভ্রমেশঃ কবিকুলভিলকঃ কৈশবিশোপদেবঃ।”

অর্গে স্তমশকীর্ণগ শাখিকবিশের পূজ্য স্তমশকির নিকট, পাতালে শাখিকবিশের পূজ্য নাগরাজের নিকট সর্ববিশীর্ণগ বাহার কীর্ত্তি পান করে, যিনি সন্তত শকসমুদ্র গোপালকে ভাস পান হইয়াছেন, সেই ধনেশের শিষ্য কবিকুলভিলক কেশবের পুত্র বোপদেব ইহা সুরাশ্রিতকর্ত্তে রচিয়াছেন।

এই শ্লোকে প্রাচীন টীকাকারগণ “সুরারো” “হমেশপর্কট” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভাকরের পণ্ডিতগণ ওরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গাছেন যে, এখানে “সুরারি” শব্দ “দেবগিরি” বাটক, “সুরক” বাটক মতে। ইহাও অসম্ভব। “দেবগিরি”

শব্দ প্রয়োগ না করিয়া “স্বরাধি” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ইত্যাদি। আমাদের নিকটেও এই বা খাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এহলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, আমরা যেহেতু এই একতী ব্যাখ্যাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া “বোপদেবকে” “দেবগিরির” লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার সুদ্রবোধ-বাকরণ বঙ্গদেশেই প্রচলিত, অজ্ঞাত নয়। একবার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বোপদেব কেরাণ্ডি ও দেবগিরিরানের সভাপতিও ছিলেন, হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বন্ধু ছিল, একথা বোধ হয় সর্বাঙ্গীণ-সম্মত। কারণ এ বিষয়ে বোপদেবের সহস্রান্বিত প্রমাণ পূর্বে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। সে সময়ে রেলপথ প্রচলিত ছিল না পত্রকেই লোক নানাবিধে বাতারাভ করিত, যে সময় পথ ঘাট আতঙ্ক স্বাপনসমূহ ছিল, সেই সময়ে বোপদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও নিকটস্থ সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রচুর দেবগিরিতে বাইরা বাস করিয়াছিলেন ও সেইখানে থাকিয়াই গ্রন্থাদি প্রণয়ন, হেমাদ্রির সহিত বন্ধুত্ব ও ছাত্রপণ্ডিতের পথপ্রাপ্তি হইয়াছিল। আবার কিছুদিন পরে তথা হইতে সুমেরুপর্বতে গিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

বোপদেব মিথিলাদেশ-নিবাসী ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। কথা—বোপদেব ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ পড়িতে আশঙ্ক্য করেন, ২০ বার অধ্যয়ন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে তদীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্র কৃত হইয়া বোপদেবকে আপন চতুস্তায়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। বোপদেব তখনে লক্ষ্যার সপাণ অস্তিত্ব হইয়া বিখির্নিক্ জ্ঞান দ্বারাটিকা উদ্ভবের জায় অনিশ্চিত পূর্ণ হইতে থাকেন। অবশেষে বহুদূর বাইরা একতী রক্ত পুনঃ বর্ষীয় হুটে ইষ্টক-নির্মিত ঘাটের সমীপবর্তী কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন অষ্টেচিহ্না করিতেছিলেন। এমন সময় একতী স্ত্রীলোক কলসী ককে করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া জলের অবাবহিত পূর্ক সিঁড়িতে কক্কিত কলসী রক্ষা করিয়া জলমধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং স্নানোদ্যেগ শেষ করিয়া অস্ত্রিবে কলসীটা পূর্কস্থানে রাখা করিয়া পবে নিকটবর্ত্ত পারদপ্তন করিয়া কলসী ককে লইয়া নিষ্ঠ পদব্যা স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বহু স্ত্রীলোক এই ঘাটে স্নান কাহিতে আসিয়া সেই ঘাটের সেই একটী স্থানে সকলে আপনাগণন জলপূর্ণ কলসী ককে রাখা করিয়া আশ্রিতবাসি ভ্রাম্যপূর্কক স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কলসীর-ঘর্ষণে সেই ঘাটের সেই স্থানটী চক্ৰাকার আলবালে পরিণত হইল। ইহা দেখিয়া বোপদেব মনে মনে ভাবিলেন যে বহু কলসীর ঘর্ষণে বহন একতী ইষ্টকনির্মিত ঘাটে আলবালের সৃষ্টি হইল, তখন আমার এই ভুল বুদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলে জাহাও সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং সুন্দর বস্ত্র গম্বব করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া বোপদেব পুনরায় স্বীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট আগমন করিয়া অনেক কাহিনী বিনিতি করিয়া পুনরায় বহু পরিভ্রমণের সহিত অব্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া পূর্বোক্ত এইসমূহ রচনা করিয়া নিজের

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

---

দ্বাদশ ভাগ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩২ নং কণ্ঠওয়ালিস্ স্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ দ্বারা প্রকাশিত

—:—:—

কলিকাতা

এনং বাসুদেব মিত্রের সেন, প্রামাণ্য

“বিশ্বকোষ-প্রেসে”

প্রণীত বাসকর্কক যন্ত্রিত

১৩৩২



## ব্রাহ্মভাগের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চট্টগ্রামী হোলে ঠকান ধাঁধা (ঐআবদুল করিম, চট্টগ্রাম) ...	১৭৭
২। ময়পুরের জ্যোতিষিক বজ্রালয় (ঐমেঘনাথ ভট্টাচার্য) ...	১১৯
৩। না (মায়েরজন্মের জিবেরী এম.এ) ...	১০০
৪। নারায়ণদেবের পাঁচালী (ঐজিৎ বিনয়) ...	১৮৯
৫। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য-কবিতা (ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য) ...	৪৫-৭০
৬। পল্লীকথা (ঐযতীন্দ্রমোহন বাগচী) ...	১০৬
৭। মহম্মানসিহের গ্রাম্যভাষা (ঐরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার) ...	...
৮। মণিকগাভুরী ও ধর্মমঙ্গল (ব্রজমঙ্গল সান্যাল) ...	...
৯। মাসিক কাব্য-বিবরণী ...	২৬-১-১৬
১০। ময়পুরের দেশীয়ভাষা (ঐরাজেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী) ...	১৪
১১। বঙ্গভাষার প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ (ঐনরেশচন্দ্র সিংহ) ...	১৫৯
১২। বঙ্গালা কারক-প্রাকরণ (ঐরাজেন্দ্রকুমার জিবেরী এম.এ) ...	২০
১৩। বার্ষিক কাব্য-বিবরণী (একাদশ) ...	৫১০
১৪। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা ...	৫৭
১৫। বৈদিক তত্ত্ব ...	১২৯
১৬। বোপদেব (ঐঅক্ষিকচরণ শাস্ত্রী) ...	১২৩
১৭। বৌদ্ধ-বারাণসী (ঐরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ...	১৪৬

### বিশেষ ভ্রমসংশোধন

৩১ পৃষ্ঠায় ২৫ হারে "কককাভ মজুমদারের ভবিনী" হইবে "ভবিনী" হইবে। "ভবিনী" গাথি তত্ত্ব।





অতুলনীর কীর্তি জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব যে ধর্মের মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে স্লোক উদ্ধৃত হইল,—

“বিষজ্ঞানেশশিষ্টোণ ভিবক্ কেশবনন্দন।” তেন বোপদেব বোপদেববিরজেন যঃ ॥

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধর্মেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবপুত্র বৈদিকবিজ্ঞ বোপদেব।

বোপদেব অনেক স্লোকে দীর্ঘ পিতা কেশবচন্দ্রকে ভিবক্ বলিয়া নির্দেশ করায় কাহারও কাহারও মতে বোপদেব অর্ধজাতি ছিলেন। এরূপ জ্ঞাপ্তি সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ নাই। কারণ যুদ্ধবোধ-ব্যাকরণের শেষে স্পষ্ট লিখিত আছে—

“বিষজ্ঞানেশব্রাহ্মণো ভিবক্ কেশবনন্দনঃ। বোপদেবশচকারেহুঃ বিপ্রো বোপদেবানন্দমুঃ ॥”

বিদ্বান্ ধর্মেশের ছাত্র ভিবক্ কেশবের পুত্র ব্রাহ্মণ বোপদেব এই বোপদেবের স্থান করিয়াছেন।

‘বাক্শিপাত্য ও পাশ্চাত্য্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতিরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশে পৌড়দেশের ছাত্র চিকিৎসাব্যবসায়ী অর্ধজাতির অতিথি দেখা যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্রও চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। এই নিমিত্ত ভিবক্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত স্লোকসমূহের “ভিবক্” শব্দগুলি ব্যবসায়বাচী, জাতিবাচী নহে। পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই বোপদেব কতিপয় বৈদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নামক কোন ‘আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বক্তৃত “মত্যাংগপ্রকাশ” নামক গ্রন্থে ৩৩৫ পৃষ্ঠার বলিয়াছেন, বোপদেব জয়দেবের জ্ঞাতা ছিলেন। বীহাদেব পিতা মাতা ভিন্ন, জন্মস্থান পৃথক্, তাহাদের পরস্পর জ্ঞাতব্যগতক দয়ানন্দ কোন প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জয়দেব ও বোপদেবের মাতাপিতার নাম ও জন্মস্থান প্রকৃতি যে পৃথক্ পৃথক্ ছিল, তাহা তাহাদের প্রত্যেকের লিখিত স্লোকদ্বারা বেশ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্র, বোপদেবের জন্মস্থান হারপ্রাবাহের নিকটবর্তী দৌলতাখাম, জয়দেবের জন্মস্থান বঙ্গদেশের কেন্দুবিহগ্রাম, বোপদেবের মাতার নাম রাধামতী দেবী, জয়দেবের মাতার নাম রাধাহন্দরী বা রাধাহন্দরী।

অনেকে বোপদেবকে গোবামী উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। আরও বহু মহৎসম্মান করিয়াও বোপদেবের গোবামী উপাধি ছিল এরূপ প্রমাণ পাই নাই। অবশ্য বোপদেব পদম বৈকব ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বৈকব ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সম্ভিমানক বুকুস্বক প্রণাম করিয়া যুদ্ধবোধব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধবোধব্যাকরণের শেষেও যুদ্ধবোধে পঠনপ্রয়োজন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“সীর্গাণবাণীবদনং বুকুস্বক্যকীর্তনকোভুজঃ হি সৌকে।

সুচরিতঃ স্তম্ভ ন যুদ্ধবোধায়লভাতেহতঃ পঠনীরমেতৎ ॥”

সেবতারার কথা বলা হরিনামের কীর্তন করা এই দুটাই লক্ষ্যে অত্যন্ত চরিত, তাহাও যুদ্ধবোধ হইতে লাভ করা যায় না এরূপ নহে, এইরূপ ইহা পঠনীয়।

বোপদেব যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৈকবগ্রন্থ দেখিতে

পাই, অতঃপর তাহা দ্বারাও বোপদেব যে বৈক্য ছিলেন তাহা কতকটা অল্পমান করিতে পারি। "ঐ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি দ্বিতীয়বার মঙ্গলাচরণ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে "শৈব" বলিতে চাহেন। আমরা বলি, এই একটি ক্ষুদ্রাক্ষর বোপদেব শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। তবে বোপদেব বৈক্য হইয়াও শিবদেবী ছিলেন না ইহাই সত্য প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের লেখার ধরণ বিভিন্নরূপ বলিয়া এবং মহাত্মা বোপদেবের লেখার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লেখার ধরণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব রচিত বলিয়া অল্পমান করিয়া থাকেন। একথা মিথ্যাসুই অসম্ভব, কারণ বোপদেব "মুক্তাকল" "হরিনীলা" "পরমহংসপ্রভা" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোপদেব নিজে ভাষ্কর্য্যভূতের জায় একখানি কলিঙ্গগ্রন্থ লিখিয়া আবার তাহা বুড়াইবার জন্য নিজেই ঐ গ্রন্থের উত্তরোত্তর তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়া বাহ্যিকরূপে সমগ্রাভিহাতি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। প্রমাণও পাওয়া যায়,—

"বোপদেবকৃতসে চ বোপদেবপুরাণভট্টে। কথং টীকাভূতং বৈষ্ণবধর্ম্মচিহ্নকামিতিঃ।"

ইহা তির এ বিষয়ের কথট প্রমাণ আছে। বাহ্যিক ইহার বিশেষত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা অল্পগ্রন্থ করিয়া ভাষ্কর্য্য রামবাস সেনের ঐতিহাসিক রচনায় "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহার স্পষ্টত্ব জানিতে পারিবেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলিয়া রাখি, কোন, কোন পণ্ডিত বলেন, ভাগবত কুলিন্দকবি-বিরচিত এবং মির-নির্মিত উভয় মোকটা ভাষ্কর্য্য প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,—

"ভাটে ব্যাকরণং হৃতং তদ্বিলস শ্রীবোপদেবে কবৌ গুণেশ প্রকৃতৌ চ নটমধুনা ভাষ্কর্য্যনিপাতঃ পরঃ শ্রীমদ্ভাগবতে কুলিন্দকবিনা ব্যাটে পুরাণং হৃতং ভাটে শ্রীকুলসেনে কলিঘটে ভট্টর্য্যবাসঃ হৃতঃ।"

উক্ত স্রোতের "কুলিন্দকবিনাখ্যাতে" এই অংশের অর্থ কি? বা ভাষ্কর্য্য অর্থ প্রসিদ্ধি ও কথন, তাহা হইলে "খ্যাতে" এই শব্দের প্রতিপদ "প্রতিষ্ঠিত" বা "কথিতে" এইরূপ বেঙ্গলা-উচিত। এখন একবার বলিতে পারি, কুলিন্দকবি ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরসিদ্ধাচার্য্য ভাগবতগ্রন্থ পাইয়াছিল এবং ভাগবতগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পুরাণ মণ্ডিত্যর কামবজ্রক তদিক সম্ভার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঘোড়ের উপর ভাগবত বোপদেব বা কুলিন্দকবি নির্মিত নহে। ভাগবত অতি প্রাচীনগ্রন্থ।

মহাত্মা বোপদেব কেবল অসাধারণ বৈষ্ণবরূপ ছিলেন তাহা সত্য। পরাধীনতার চারক এক খানা দর্শনশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাই।

আলোচ্য বিষয় ।

১। বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সভানির্বাচন, ৩। ছাত্র সঙ্ঘের নিয়মাবলী অনুমোদন ও তদনুসারে পরিবর্তনের নিয়মাবলী পরিবর্তন, ৪। ১৩১২ সালের কর্মচারিনিয়োগ, ৫। ১৩১২ কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন, ৬। ঐক্য বোম্বেশ মুক্তকী কর্তৃক “১৩১১ সালের বাঙ্গাল সাহিত্যের বিবরণ” নামক গ্রন্থ পাঠ ।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত না থাকিতে ঐক্য হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুকম্ব হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

১। সহকারী সভাপতি ঐক্য বোম্বেশ মুক্তকী মহাশয় ১১শ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন । ঐক্য রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ঐক্য পণ্ডিত সত্যীশ-চন্দ্র বিচারদ্রুণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভাস্থলে নির্বাচিত হইলেন ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
ঐক্যবোম্বেশ মুক্তকী	মৌলবী ওরাহেব হোসেন	১। বাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দআলী নবাব চৌধুরী জমীদার, পশ্চিমবঙ্গ, লাক্ষ্মান ত্রিপুরা
"	"	২। মৌলবী সাহ সৈয়দ ইমদাদুল হক পশ্চিমবঙ্গ, লাক্ষ্মান ত্রিপুরা ।
"	"	৩। ঐক্য বিধুভূষণ সরকার বি, এ হেডমাষ্টার, লাক্ষ্মান পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা ত্রিপুরা ।
"	"	৪। বাঁ বাহাদুর বৈয়স আবদুল মজিব চৌধুরী রাহীপুর
"	"	৫। মৌলবী সৈয়দ আবদুল কডাফ জমীদার, রকপুর
"	"	৬। মৌলবী আনিসুদ্দিন আবদুল বি, এ কলিকাতা, বোকাগাঁও, রাঙ্গাবারী
"	"	৭। মৌলবী রতনান আলী, মোক্তার আবদুলগণ্ড, ঢাকা
"	"	৮। মৌলবী রফিকুদ্দিন আবদুল বি, এ কলিকাতা ইকানোউর, ঢাকা

প্রত্যাহক	সমর্থক	সংখ্য
শ্রীবেঙ্গলেশ মুক্তকী, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	২।	মৌলবী সৈয়দ হোখাম হাররর চৌধুরী জমীদার, কুমিল্লা
"	"	১০। মুন্সী আবদুল গনি মোক্তার কুমিল্লা
"	"	১১। সৈয়দ মৌলবী আবদুল জব্বার জমীদার কুমিল্লা
"	"	১২। মৌলবী নোবেল আলী ইউসুফজম সবরেজিটার, পাকুরা টাঙ্গাইল
"	"	১৩। চৌধুরী সিদ্দিক আহমদ জমীদার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
"	"	১৪। মৌলবী মহম্মদ নসিরুদ্দিন ইস্- লামবাদী সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম
"	"	১৫। মৌলবী বেলায়েত খাঁ, মোক্তার আলিপুর, ২৪ পরগণা
"	"	১৬। মুন্সী ইমদাদ আলী হুজুর্গ মুলিন উপপেক্ষর, চট্টগ্রাম
"	"	১৭। মৌলবী সেমিরুদ্দিন আহমদ মোক্তার, রাণাবরড, রঙ্গপুর
"	"	১৮। শ্রীযুক্ত অষ্টমতচরণ বসু বি, এ হেডমাষ্টার, উটসক কুল, কুমিল্লা
"	"	১৯। সেধ নসিরুদ্দিন সোনাখালী, বগুড়া
"	"	২০। মৌলবী এহ্রাহিম খাঁ টেলপাড়া, মোহনগঞ্জ, মহম্মনজিহ
"	"	২১। মির্জা ইউসুফ আলী সবরেজিটার নওগাঁ, রাঙ্গামাঠী
"	"	২২। মুন্সী মহম্মদ এহ্রাহিম হাফিজ আলিপুর নবীয়া
"	"	২৩। শ্রীযুক্ত এলগজের হার, মোক্তার সোনাখালী

## বৈদিক তত্ত্ব

এই সকল বংশের পূর্বে জাতি বহিঃগণ যে সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির তত্ত্ব ও মন্ত্র লোপ হওয়ার প্রাচ্য আধুনিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি হইয়া পুণ্যভূমি ভারত-মহর্ষের হৃদয় ধরে। এই সকল মন্ত্রের তত্ত্ব বা মন্ত্র লোপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল মন্ত্র যে জাতির রচিত হইয়াছিল, সেই জাতি ক্রমশঃ নানা কারণবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তাহালোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মীনা কারণ করনা করিয়াছেন; উদাহরণে কোনটা মতা তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সরলভাবে এ বিষয়টি বিবেচনা করিলে বলাই একটা কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। যদ্যপিও তাৎক্ষণিক করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলীকে জাতি বলা যায়। একই যে সকল শব্দ যারা কোন জাতির সন্যাসিত জাতি প্রকাশিত হয়, সেই জাতির অস্তিত্ব থাকিলে তদ্ব্যবহৃত জাতিরও অস্তিত্ব থাকে। সেই জাতি যদি পূর্বব্যবহৃত শব্দাবলী পরিভ্রমণ করিয়া নূতন শব্দাবলী ব্যবহার করিত তাহলে তার, কিংবা যদি উক্ত জাতি নষ্ট হইতে অন্তর্হিত হয়, তবেই তদ্বারা ব্যবহৃত শব্দও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৈদিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, বৈদিক আধিপত্য করতালী জাতি ছিলেন এবং কখনও কাহারও বাসকল্যে বহু করেন নাই, সুতরাং পরিবর্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল এবং অন্ততঃ নানা কারণে আমরা অনুমান করি যে, ভারতবর্ষবাসিনী প্রাচীন আধিপত্যিক সংসারকে হইতে অন্তর্হিত হওয়ার বৈদিক জাতির লোপ হয়। ভারতবর্ষবাসিনী বৈদিক বহিঃগণের বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক জাতি ব্যবহার করিতে থাকেন; সুতরাং যদিও বহুবিধ শব্দগুলির প্রচার রহিল বটে, কিন্তু তাহাঙ্গণের অর্থ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই জাতির ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ নির্ধারণ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে "নিষকট" নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সকল নিষকট বহু একধাঙ্গিনী আধিপত্যিক বহুগত হইয়াছে। এই নিষকট গ্রন্থ একাধাবাটা শব্দগুলি একত্র করিয়া বলাবলি হইয়াছে। বলা—

গৌ। জা। জ্যা। জা। জু। জয়া। জোবি। জিতি। জবনি। জবী।  
পূবী। নবী। বিপা। অবিতি। টুকা। নিষকটি। জু। জুনি। পূবা। সাহু।  
গীজোজককিণতি। পৃথিবীমাধ্যমি।

এই নিষকট গ্রন্থগুলি পক্ষ অবস্থায় বিতর্ক। প্রথম অবস্থায় মন্ত্রগণ লোপ বিতর্ক, দ্বিতীয় অবস্থায়, তৃতীয় জিন, চতুর্থ জিন এবং পঞ্চম বর্ষ পূর্ব বিতর্ক। এই পক্ষ সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, এই গ্রন্থসমূহকালে গোপন নানা কারণে অর্থ হ্রাস হইত। বলা—প্রথম অবস্থায় প্রথম পক্ষ পৃথিবীবাচক। প্রথম অবস্থায় প্রথম পক্ষ—

ব: পৃক্তি:। মাক:। গো:। বিটপ:। নত: ইতি বট, সাধারণানি।

দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ পদে—

অখ:। উগ্রিহা। অহী। মহী। অতিতি:। ইল। তগতী। শকরীতি নব পোনানি।

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম পদে—

বেদর:। কিরণা:। গাব:। রহর:। অতীশব:। দীধিতর:। গভতর:। বনম্।

উজ্জা:। বলক:। মরীচিপা:। মধুধা:। মধু কবর:। সাধা:। হুপর্বা:। ইতি পঞ্চম  
বহিনানি।

প্রথম অধ্যয়ে একাদশ পদে—

মোক:। ধারা। ইজা। পো:। পৌরী। . . . . .

. . . . . হুপর্বা বেকুরেতি সপ্তপঞ্চাশৎ বাক্যানি।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বাদশ পদে—

রোত:। রহিতা। কতি:। নক:। তাহু:। কীবি। পো:। হকি:। মাদ:।

চল:। তপু। কহর:। কপগুরিতি ত্রয়োদশ জ্যোতনানি।

এই প্রকারে নিম্নে প্রথমে পদ সংকলন করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে প্রায়  
জ্যোতক নব্বই নানারূপে প্রয়োগ হইত। জ্যোতক পঞ্চদশ-নানারূপাঙ্গী হইয়াছে এক বৈদিক-  
কালির লোপ হইয়াছে সম্ভাবিত অর্থজ্ঞান নিতান্ত দুর্বল হইয়া উঠে। এবং আল আমবা  
যে কারণে উল্লেখিত হইয়া এই প্রথম রচনার যত হইয়াছি, একাদশ কারণেই উল্লেখিত  
হইয়া অতি প্রাচীনকালে মহাবলি বাহু নিকট নামক এই রচনা করেন।

নিম্নে নামক এই প্রকারের বহুকাল পরে মহাবলি বাহুর এই প্রতিষ্ঠা হয়। নিম্নে নামক  
এইগুলি রচনা হওয়ার পর বৈদিক পদের অর্থ বিচার করা যায় চোঁ। হয় এবং এই চোঁর  
কালে ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত ও অজ্ঞাত সম্ভাবিতকৃত্তক বহুপদকল্পিত কল্পকল্পি অর্থ  
আবিষ্কার করেন। একটি কল্পের ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই পাঠকের এ বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি হইবে।

“চত্বারি বাহু পরিমিতা পদানি তানি বিজ্ঞানকর মে মনীষিন:।

তদ্বাদানি নিহিতা নেবহতি তুর্ভীকঃ ক্রমে মহত্যা ববতি।”

এই কল্পের সকল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। কথা মরীচী প্রাক্কলন চারি  
পরিমিত বাহু অবগত আছেন, তদ্বাদ তদ্বাদি তদ্বাদি অজ্ঞানকর বিহিত আছে তত্বত্বত্ব  
মহত্যাগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু “চত্বারি বাহু পরিমিতা পদানি” এই পদটির প্রতিপাত বিষয় কি ?  
এই চারিটী বাহু মধ্যে প্রাচীন সম্ভাবিতগণ নামক কল্পের, তৎসমত্বই মহাবলি বাহুর  
নিকট প্রবেশ করিলে হয়। নিকটকার বলিতহয়ে।—

“কতনানি তানি চত্বারি পদানি তৎকারো স্যাদ্ভক্তক ইতি স্যার্থ সাংখ্যাত্তে ত, উপসর্গ-  
নিপাতান্ত ইতি বৈরাগ্যাত্ত, মত: কল্পে স্যাদ্ভক্ত-কল্পী ব্যকারিকী ইতি ব্যক্তিক:। কল্পে  
মহত্যাগণ নামানি চত্বারি ব্যবহারিকী ইতি বৈজ্ঞানিক:। স্যাদ্ভক্ত-ব্যক্তিক-কল্পে স্যাদ্ভক্ত-কল্পী

ব্যবহারিকী ইত্যোক্ত পদ্যপুণ্যেবু মূগেবু আশ্বনি চ ইতি আশ্বপ্রবাহাঃ । অথাপি জ্ঞানক  
করতি সা বৈঃ বাক্যেবু স্যাম্যাকবদেবেব লোকেনু ক্রীণি পতনু কুরীক বা শূকিয়ার সা অগৌ সা  
মথন্তরে বা অভরীক সাগৌ সা বাসবেবে বা নিবি সা আকিতো বা কুহতী সা ভনদিয়াব  
পতনু ততো বা বাগতিকিত তাং জ্ঞানপেবমুঃ তস্যাব্রাণাঃ উত্তরী বাচঃ বিকতি বা চ  
দেবানাং বা চ মূহ্যাপারিবি ।

বাক্যের চারিটি পদ কি অবিগণ বলেন ঐকার ও ব্যক্তিগণ ( কুঃ, কুঃ, বাঃ ) চারিটি  
পদ । বৈদ্যাকরণগণ বলেননাঃ, আখ্যাত, উপসর্গঃ নিশাত চারিটি পদ । ব্যক্তিকরণ-  
মতে মন্ত, কন্ত, জ্ঞান ও ব্যক্তিকী, চারিটি পদ । নিরুক্তাকরণগণ বলেন কক, ককুঃ, সান ও  
ব্যবহারিকী বাক্যের চারিটি । সর্প, পক্ষী, কুত্র সরীসৃপ ও ব্যবহারিকী এই চারিটি বা  
পতনপক্ষী মূগমহুবাণি মধ্যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সকলকেই চারিটি বাক্য  
বলা যায় । এতৎ সম্বন্ধে ত্রণ গ্রন্থ বলিতেছেন :—

বাক্যেই হইয়া চারিভাবিত্ত হয়েন । তিন ভাগ তিন লোকে ও চতুর্ভাষ্য পতনপেয়  
মধ্যে উভয়টি নন্দ্য কননক্রমণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে বৈদিক কক  
বা বৈদিক পক্ষের অর্থ সব সুনির্দিষ্টের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় । বৈদিক মতের প্রকৃত  
অর্থনির্ধারণ হুঃ বাণাঃহইয়া পড়িয়াছিল এবং উক্ত কারণেই বোধ হয় সমাজবিগ্নব  
উপস্থিত হয় । এই নিঃসর মহামুনি বাক্যের আবির্ভাব অনুমান করা যায় । মহামুনি  
বাক্য পতীর পবেবর্ণন পর হার নিরুক্তগ্রন্থ রচনা করেন । তাঁহার সময়ে যে বিগ্ন উপস্থিত  
হয়, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাৎক্ষণিক নির্বণ পাওয়া যায় ।

“অবাপীমতয়েন মত্রেপত্যারো ন বিভতেহর্বন প্রতিরতো নাত্যন্ত বরসংকারোকেশক-  
দিবঃ বিভাহানঃ ব্যাকরণক্রাং দ্যে বার্থসাদকং চ । যদি মত্রেপত্যারোনর্ধকং তবতীতি  
কৌলোহনর্ধকা দি মত্রেপত্যোনোপেক্ষিতবান্ । নিরবযাচো বৃক্করো নিরতাহুপূর্ণা ভবত্যাণি  
জ্ঞানেন রূপসম্পদা বিধিঃ । উরপ্রথমেতি প্রথরতি । প্রোহানীতি প্রোহত্যাণ্যাহুপ-  
পদার্থা ভবতোবধে জ্ঞান্ । বধিতেমৈনঃ হিংসীরিত্যাহ হিংসন্ । অথাপি বিগ্ন-  
তিবিচার্য্য ভবতি ।

এক এবং মত্রেপত্যারো বিভীঃ ।

অসংখ্যাতাঃ সত্যানিঃসত্যানিঃসত্যানিঃ ।

অপক্রমিত্ত জ্ঞানিবে

পতঃ সেদা অজয়ঃ মন্ত ইতি ।

অথাপি জ্ঞানঃ প্রোহত্যাণ্যাহুপে সন্নিধানসারক্রীত্যাণ্যাহুপে সন্নিধানিতি  
ভৌমিতিরতিক্রমিত্তিঃসন্নিধান্যাহুপে । অথাপ্যাহুপে । ভৌমিত্যাহুপে  
হাতি কারকতি ।

অর্থবদ্যঃ পদসাম্যাত্রে বক্তত পদ্যঃ বক্তনসমুদ্যঃ বৎ কক্ ক্রিয়ারপদ্যঃ কক্ ক্রিয়ারপদ্যঃ





উক্তরে ভগবান্ বাব বসিতোহেন—সকল ব্যক্তি অসংগত হয়ে কার্য সাধন করিতে এই প্রকার বলা বার “এই প্রাচীরের নকশা দাও” ইত্যাদি। কোষের অস্ত্র একটী প্রতিবার হইতে জানা যায় যে, মহাবলি ব্যক্তের গৃহের কতকগুলি শব্দের অর্থ লোপ হইয়াছিল, বলা অব্যক্ত, বাহিনী, কাহ্নকা ইতি। এতৎসকলই মহাবলি ব্যক্তি বসিতোহেন যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ না বশবত্তের দোষ? নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ। সমান মধ্যে পণ্ডিত ও বর্ষ উভয়ই ব্যক্তিই দেখা যায়, বাহ্যিক সামাজিক বিধানভিত্তিক ও জ্ঞানবান্ প্রাচীরকে পণ্ডিত বলা বার ও অস্ত্রলোকবিশেষে বর্ষ বলা বার। যদি বাস্তবিক বৈদিক শব্দ-সমূহের অর্থলোপ হইয়া থাকে, পণ্ডিতবর্ষ প্রমাণ করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারিবে, বর্ষের চেষ্টা হইবে না।

মহাবলি ব্যক্তের গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার প্রবর্তনায় পূর্বে হইতেই বেদবিদ্যার আদ্য হইয়াছিল এবং সেই বিশ্রব নিবারণ অস্ত্র ব্যক্তি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রকার বেদবিদ্যার আদ্য সময়ে ব্যক্তিরাহে। পুরাণ গ্রন্থ সকল পাঠে জানা যায় যে, অষ্টাবিংশতি বর্ষ এই বেদবিদ্যার হইয়াছে এবং প্রতিবার পরমকার্যমিত্ত পরসেবীর বেদব্যাসস্বরূপ ব্রহ্মসংস্কৃত বেদ-বিভাগ করেন ও সামাজিক রাজনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পুরাণ গ্রন্থে আরও বলা যায় যে, নগরভরসমূহ বজ্রাদি সন্ধান বিনষ্ট করেন এবং বিধিবিহীন কবি পুনরায় বর্ষ সংস্থাপন করেন। পুংসমূহ পুংসক কবির জীবিতকালে বেদবিদ্যার হয় এক তিনি পুনরায় চাক্ষুর্ভট্ট প্রণীত করেন। তদ্বিধি পুংসক কবির সময়ে এবং কৃতপুংসক বিদ্যমানত কবির সময়ে এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এ সকল সময়ে যে প্রকার বিশ্রব ব্যক্তিরাহিল, এখনও উক্ত প্রকারে, কিন্তু এখনও বেদব্যাসের আবির্ভাব না দেখিয়া মন বতর্ই চকল হইয়া উঠে। বেদবিদ্যার বি-কল্পিত পরিচয়, কোন ভিধি নকশে মহাবি বেদব্যাস ভারত কৃত্যস অঙ্কিত করিবেন?

আনানিগের বৈতানিক অগ্নি বহুকাল হইল নিভিয়া ভস্মায় হইয়াছে। বসন্তের সূত্র সাধারণ লোপ হইয়াছে। কোনও বক্তে সোতা, উদ্ভাভা, অসংগত প্রবর্তনের পরসেবীর পরসে-বীর বহিমা কীর্তন করেন না। বেদজ্ঞানহীন প্রাক্কলন কার্যনির্বিক হইয়া ভার বিকল শিকল বন্ধারহান আছেন। কবির জাতি বিদ্যুৎপ্রাচীরের সহিত প্রায় প্রায় হইয়া পতীকের সূত্র নিশিরাহেন। বৈজ্ঞানিক বর্ষহীন হইয়া কলিকতলে পণ্ডিত হইয়াছেন। একসময়ে বাহিনী মদা উদারচরিত ব্যক্তিগণ সাধারণ জ্ঞান মনোভাষ্যপূর্বক প্রবর্তনায় বক্তব্যের মনোভা-পূর্বক পরসেবীর পরসেবীর আভাষ্যায় কৃত্যসকল করিতেন। কিন্তু এখন সেই জ্ঞান পুণ্ডিত হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অস্ত্র প্রাক্কলন সেই জ্ঞান অসংগত করিয়া বজ্রাদি প্রাচীরে থাকেন।

একসময়ে মহাবলি অর্থ ও বিশিষ্টোপ সত্ত্বক পশুপুংসক প্রবর্তনায় বিদ্যুৎপ্রাচীর বহিমা আছেন। এই বিশ্রব হইতে উদ্ভাভাভরণ মে আনানিকে প্রমাণ করিতে পারিবারহান সাধারণ বলা। একটী প্রবর্তন বক্তের অর্থ ও বিশিষ্টোপ সত্ত্বক পণ্ডিত মহাবলি প্রবর্তনায় করিয়া ও নিভল হইতে হয়।

“দণ্ডিকায়ে। অকারিণ্যঃ তিষ্ণোতবত বাজিনাঃ।

সুৱতি নো মুখাকবৎ প্রণ আয়ুংষি তাবৎ ॥”

আধুনিক কালে উক্ত মন্ত্ৰটী দণ্ডিশোধনে বিনিয়ুক্ত হয়, কিন্তু এই মন্ত্ৰের অর্থ কি? এই মন্ত্ৰ মধ্যে ‘দণ্ডি’ নামক কোনও দেবতার ভূতি আছে কি না? ভগবান্দীনারাচার্য্য উক্ত মন্ত্ৰের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

“অথ সমুদ্রী। বামনেব কথিঃ। দণ্ডিকাবাহগ্নিশেষঃ। স চাখরূপঃ অগ্নিবে বেতোহনি-  
কীৰ্ত্তিত অথো রূপঃ কৃত্য বনবেত্যতিতং ইত্যাদি। অথবা দাক্ষণমন্ত্ৰসম্বন্ধেৎ। দণ্ডিকাবৃণো দৈবিক  
ভাতিঃ অকারিণ্যঃ করবানি। তিষ্ণোঃ চরতীকৃত অথত। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো  
নোহিমাংসঃ মুখা মুখানি চক্ৰবাহীনীহিমাংসঃ সুৱতি চরতীকৃত করৎ কবোতু। নোহিমত্যম্  
অ হুংষি প্রোতগ্নিৎ প্রবর্ধয়তু প্রপদন্তিৱতিৱতিনাং ॥”

ভাষ্য—এই মন্ত্ৰের বামনেব কথিঃ। দণ্ডিকাবাহগ্নিশেষঃ দেবতা। সেই দেবতার ভূতি  
আমরা করিয়াছি, সেই দেব কি প্রকার? তবলীল ও বেগবান। তিনি আমাদের উজ্জ্বল  
সকল সুৱতি করুন এবং আমাদের আয়ুর্করুন করুন। ভট্টমহোদয়গণ উক্ত মন্ত্ৰের এই অর্থ  
ও উক্ত মন্ত্ৰের বিনিয়োগ মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন কি?

এই মন্ত্ৰে যদি বামনেব বর্ণিতোহেন তে, আমরা যে দণ্ডিকাবাহ নামক অগ্নিশেষের কথ  
করিয়াছি, সেই তবলীল ও বেগবান অগ্নি আমাদের প্রকার করুন ও আমাদের আয়ুর্করুন  
করুন। এই মন্ত্ৰেই দণ্ডিশোভন কি প্রকারে সম্ভব? ভট্টমহোদয়গণ এতৎ সম্বন্ধীয় বিচিন  
করিয়া হিন্দুসমাজের উদ্ধার সাধন করুন।

এই মন্ত্ৰটী অথবা ভট্টমহোদয়গণের মন্ত্ৰ মণ্ডল ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ হুক্তের মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ। এই হুক্তে উক্ত যদি  
দণ্ডিকাবাহ নামক অগ্নির কথ করিয়াছেন।

“আতঃ দণ্ডিকাঃ তদু হুৱবাম দিবশ্চাখিৱ্য উত চকিরাম।

উজ্জতীর্ষসিবসঃ দ্ববরাতো ত দিবানি হুৱিতানি পৰ্বন।

মহন্তর্কযাবতঃ ককুপাঃ দণ্ডিকাবৃণঃ পুত্রবাকস্য বৃক্যঃ।

বা পুত্রতো দীমিৱ্যাসঃ নারিঃ বদপুংসি বোহুপা তকুৱিঃ।

যো অথতঃ দণ্ডিকাবৃণো অকারিণ্যঃ সযীকে অগ্না উবসো হুৱৌ।

অনাগসঃ তমর্জিতঃ তপোতঃ স যিহেৎ বকণেনা সজোবাঃ।

দণ্ডিকাবৃ ইব উকো মনো বহমৱতি মকতাঃ নার ৩৫ ॥

কন্তবে বকণঃ মিৱৱহিঃ ইৱামত উংগঃ মজবাহঃ।

উংগমিৱেগুভয়ে বি হুৱাত উৱীরাণা বক্ৰমুপপ্রোৱতাঃ।

দণ্ডিকাবৃ বহনঃ মন্ত্যারঃ দণ্ডিৱ্যাবকণা নো অথঃ।

দণ্ডিকাবৃণো অকারিণ্যঃ তিষ্ণোতবত বাজিনাঃ।

সুৱতি নো মুখাকবৎ প্রণ আয়ুংষি তাবৎ ॥”

আতঃ শীতগামিনঃ তসু তমেব দধিক্রাং দেবঃ হু কিঞং কবাম। উতাপি চ দিবঃ পুণিহ্যাত  
সকান্দ্রত মাসং চক্রিাম। বিক্রিাম। উচ্চতীতমো। বিবাসরংতীতবসো মাং এতি  
স্ববরংতু। রকংতু কলানি। বিবামি সর্কানি ছরিতাত্তি পর্বন। অতিপারমংতু। অস্ত-  
দেবতাকেষু মংত্রৈবতদেবতাত্তিত্তাসং নিপাততাক্সার বিকথ্যতে।

কৃতপ্রাঃ কৰ্মণাঃ পুরকোহিহঃ মহো মহতোঃ বীতোহরণবতঃ পুরুবারত বহতিবরণীত বুকো  
ববকত দধিক্রাব্ণঃ স্ততিঃ চক্রমি। অত্যাং করোমি। হে মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণো যুবাং  
তত্তরিং তারকং বং দীদিবাসং নাসিঃ দীপ্যমানমসিঃ বিহিঃ পুরুতোঃ মনুষ্যোত্যেবানুপকারায়  
সদগুঃ। ধারমথঃ।

যো বজমানোহবতাবরুণত ব্যাপ্তত বা দধিক্রাব্ণঃ স্ততিঃবসো ব্যুর্জো প্রত্যতে সত্যরৌ  
সমিছে সত্যকারীং। অকারীং। মিত্রৈণ বরুণেন চাহোরাত্তিমানিমিবেত্যাহ সত্যোবাঃ  
সমানস্টিতিরনিত্রবংডনীতো দধিক্রাব্ণঃ বজমানমনাগসং কণোহু। করোতু।

ইবোরোসাপকস্যোজো। বলসাধকত মহে। মহতো দধিক্রাবে। দেবত মকতাং তোতুপাং  
বভুতঃ ততঃ কলাশং নাম নামরুপমতি যতদমজ্জিহ। জমঃ। হিং চাত্র নিপাততাক্সো  
কলপাবীংস্ত বভুতঃ কেমাং ইবামহে।

ইংরমিবনং দধিক্রামুদীরাণা মুকাসোভোগ্যং কুবতো বজমূপপ্রংতো বজমূপক্রম্য প্রবত-  
মানাসোভরৈ বি হুয়তে। আহুয়তে। বং মতাসি মতাস্ত হুয়নং প্রেরকমবনবরুণাঃ স্ততিঃ  
দেবঃ হে মিত্রাবরুণা নোহমাকমর্থায় সদগুঃ। ধারমথঃ। তং বিহুয়তে। উত ইত্যাহ  
তোতুসুসিকৃতেনে বোতরবিধমবগতবাং।

দধিক্রাবে। অকারিমতি যদী পবিত্রো অহুবাচ। হুজিতঃ চ। দধিক্রাবে। অকা-  
রিবমা দধিক্রাঃ শবসা পংচক্ৰীঃ। আং ২, ৭২। ইতি। দধিক্রাতকরণেপ্তোবা। দধি-  
ক্রাবে। অকারিমতিয়াদিগ্নীয়ে দধিক্রপান্ তকরংতি। আং ৩, ৭২। ইতি হুজিতহাং।

দধিক্রাবে। দেবত স্ততিসকারিব। করবাণি। জিকোঃ অদীলতাবিশ্য ব্যাপকো বাজিনে  
বেগবতঃ। স দেবো নোহমাকং মুখা মুখানি চক্রাবীংজিরাণি হুয়তি হুয়তীনি করং।  
করোতু। নোহমত্যমাংসি প্রতারিবং। প্রবধরতু। প্রপূর্কতিগতিবর্ধনার্থঃ। দধিক্রাব্ণ ইবিত্তি  
পংচর্মমং হুজং বামদেবস্যাং দধিক্রং। আদ্যা ত্রিষ্টূপ্ পিতা অগত্যঃ। হংসঃ স্ততিমিতোবা  
হুর্কদেবতাকা তথা চানুক্রমণিকা। দধিক্রাব্ণঃ পংচ চক্রমোহংক্য অগত্যোহংক্য  
সৌরীতি। হুজবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ।

অথ সপ্তমী। বামদেব গুণিঃ। দধিক্রাবহতিবিনেবঃ। স চারুণ্যঃ অরবে বেকো নিলীকত  
অবো রুপং ক্রুত যদেবতাত্তিঃ ইত্যাদি অধ্বৰ্যুপ্রাক্ষণমহনকেন্দ্রং। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্ততি  
অকারিব করবাণি। জিকোঃ অদীলস্য অবস্য। বাজিনাঃ বেগবতঃ। স দেবো নোহমাকং  
মুখা মুখানি চক্রাবীংজিরাণি হুয়তি হুয়তীনি করং করোতু। নোহমত্যম্ আদ্যে প্রতারিব  
প্রবধরতু প্রপূর্কতিগতিবর্ধনার্থঃ।

সাহিত্যচর্চার মতে অবরূপধারী অগ্নি দেবতা এই মন্ত্রের উপাঙ্গ। তিনি এই অর্ধ সমর্থন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে একটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ হইতে এমন কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত অবরূপধারী অগ্নি ও এই মন্ত্রে উল্লিখিত বহির্জা বা বহির্জানা একটি পদার্থ। এ বিষয়ের স্থূলষ্ট প্রমাণ ব্যক্তিরূপে সাহিত্যচর্চার মতাবলম্বী ভাষ্য স্বীকার করা যায় না। সাহিত্যচর্চা প্রকরণ বিচার করিয়া এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ প্রকরণ বিচার করিলে প্রতীতমাম হয় যে, এই মন্ত্রের উপাঙ্গ দেবতা ইন্দ্র ব্যতীত কেহই নহেন। যদি সাহিত্যচর্চার ভাষ্য আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ প্রত্যয় হওয়া বোধ হয় একেবারেই হুঃসাহ্য হইয়া উঠে। বহির্জানা ও অর্ধ শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দগুলি গুণ-বাচক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এক আমানেরও বিশ্বাস যে সেগুলি গুণবাচক বিশেষণ। জিকোঃ অর্থে অবশীলতা। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি নাম কেউই লইয়াছে বলা—বহির্জানা, জিকু, অর্ধ ও দাবী। বহির্জানা শব্দের নিহতশব্দ অর্ধ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। 'অর্ধ' ক্রোধিত ইতি বহির্জানা, তিনি প্রথমতঃ কারণ করেন এক পক্ষাৎ বা পর দুইভেদে অতিক্রম করেন। যে ব্যক্তি এই প্রকার ব্যাপারে সমর্থ হইবেন, তিনিই বহির্জান। যে কোন বিষয়েই হউক, প্রথমে আক্রমণ ও পরকণ্ঠেই উভয়কেও অতিক্রম করা বহির্জা বা বহির্জানা শব্দের প্রকৃত নিহতশব্দ অর্থ। ইন্দ্রকে এই মন্ত্রে যেহেতু বহির্জা উপাঙ্গের কথা বলিতেছে একা যেহেতু তাৎপর্য তুলি নানারূপে সরল ভাবে বর্ণিত হইতেছে। ইন্দ্রের কারণেই অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রদেবতার ভূতি পাঠ করিতেছেন। সরলাভের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াগুলির বিশেষণ করিলে দেখা যায় যে কোন্ প্রকারেই আক্রমণ করেন ও পরকণ্ঠেই অতিক্রম করেন। এই ভাব বর্ণনা করিয়া যদি বলিতেছেন যে, ইন্দ্র বহির্জানা ইত্যদা জিকু, পরেই ইন্দ্রকে অর্ধ বলিয়া কব করিয়াছেন। অর্ধ অর্থাৎ আকাশ আশ্রিত করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অনলয় অপবিশিষ্ট ও একা ব্যতী অর্থাৎ কেবল। এই শব্দ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট বাসদেবতাবি ভ্রম করিতেছেন :—“সুহতি মো ভুগাকরং এণ আকৃষি ত্রিবিৎ।” সুহতি অর্থে সুন্দর অর্থাৎ গুরুতর-প্রিয়ক আকৃষ্ট আশ্রিবার ক্ষমতামুক্ত, মনোহারী ও সর্বদাসুন্দর। সুহতি অর্থে মনে আকৃষ্টক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যতর অন্তর্গতান করিলে দেখা যায় যে ভাষ্যের ব্যবহার শব্দ শব্দ প্রথমতঃ প্রতি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমশঃ কোন কোন বিশেষ সাংসারিক জিনিস উঠে। সুহতি শব্দের পক্ষেও সেইরূপ সামান্য সংজ্ঞা করা একেলে হুজিলির। 'অর্ধ' শব্দে সাং-সাধারণ ব্যবহৃত শব্দ বুঝায় কি না, তাহাও আমাদিগের মতের মধ্যে। উক্ত প্রকার সাধারণ বা সামান্য ভাব করনা করিলে 'অর্ধ' শব্দে গভীর বুঝ যায় এক দিকী ভাষায় এমন শব্দই এই সংজ্ঞাচ্য উক্ত মন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির এই প্রকার সাধারণ সংজ্ঞা প্রকরণ করা হই পুতিসিত একা ভাব করনা করিলেই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থপ্রত্যয় হইবে। এই ব্যাখ্যাসিদ্ধ শব্দটি পাঠ্যবর্গ বিবেচনা করুন। “ও বহির্জানা উক্ত তুমি অবশীল, তুমি অর্ধ, তুমি দাবী। আমি

প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের শরীর সুস্থ কর।" যেহেতু ইহা ঈশ্বর উপযুক্ত প্রার্থনা কি হইতে পারে? ইহা যে সকল ভগ্নে জরী হইতে সূর্য্য করেন, সেই সকলে ভগ্নের হইবার আকাজিক ইহাদের নিকট প্রার্থনা মুক্তিসঙ্গত এবং উপরোক্ত সকল ব্যাধিও এক করণের সমর্থক। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই অর্ধ ঈশ্বর মনোগত ভাবসম্মত অর্ধ। সারগাচাৰ্য্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত বা সম্ভবপর, তাহা বিচার কর। আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও, উক্ত ব্যাখ্যা সৰ্ব্বদা আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ কর। অপ্রাসঙ্গিক নহে।

"বহিষ্করণা অগ্নিবেশ এবং সেই দেবতার নিকট আমরা ভূতিপাঠ করিতেছি। তিনি কোন ভগ্নবিশিষ্ট। তিনি কিছু, অর্ধরূপধারী ও বেগবান। সেই বেগ আমাদিগের মুখ সকল অর্ধাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুরতি করুন এবং আমাদিগের আয়ুঃকাল বর্দ্ধন করুন।"

পাঠকবর্গ! মেনিবেশ যে, মস্তের উপায়ে দেবতা সৰ্ব্বদাই সারগাচাৰ্য্যের সহিত আমাদিগের মস্তবৈষম্য আছে। দেবতার গুণব্যাখ্যা সৰ্ব্বদা প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না, বলা যায় না; কারণ উক্ত গুণব্যাচক শব্দগুলি আচাৰ্য্য সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। পাঠক আরও মেনিবেশ, যে যন্ত্রনিহিত প্রার্থনা সৰ্ব্বদা আচাৰ্য্য মহাশয়ের কটনীর সহিত আমাদিগের বিশেষ বৈষম্য নাই, কারণ আচাৰ্য্য মহাশয় মুখ শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের স্ফাখ্যার মূলগত ঐক্য আছে। আচাৰ্য্যমহাশয় সুরতি শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং উক্ত শব্দ সৰ্ব্বদা তাহার অভিমত কি তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিচার অসম্ভব। আচাৰ্য্য সারগাচাৰ্য্য মহাশয়ের সঙ্গত অর্থ হইতে কিছু কথা যায় কি না; তাহা বিবেচনা করুন। আচাৰ্য্য সারগাচাৰ্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত সংহিতায় আচাৰ্য্য সারগাচাৰ্য্য ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদটি এই :—"বেগবান, অগ্নিশীল, বহিষ্করণা অর্থাৎ ভূতি সর্বদাই কর্তব্য; তাহাতে আমাদের মুখ সুরতি হইবে এবং আয়ুর পরিমিত সীমাও উত্তীর্ণ হইবে।"

এই অনুবাদটি পাঠকবর্গ বীরভাবে বিচার করুন। ইহা সারগাচাৰ্য্যভাষ্যানুযায়িত অনুবাদ নহে এক আমরা আশা করি যে আচাৰ্য্য সারগাচাৰ্য্য মহাশয় এই অনুবাদের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করিয়া সমাজকে উপকৃত করিবেন।

উপরি উক্ত যে কোন অর্ধই এই মস্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা হউক, এই মস্তের যে প্রকার বিশ্লিষণ নির্দিষ্ট আছে, তাহা হারা একত্রযে কোন ব্যাখ্যাই সমর্থিত হই না। এই মস্তের বিশ্লিষণ সৰ্ব্বদা তাক্ষমহাত্মকরণগে এই বিধান আছে—

"প্রার্থনা আত্মীয়ঃ নবা বহিষ্করণ তদনুযায়নমুপস্থান বহিষ্করণ ইতি, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করি মস্ত বহিষ্করণে অর্ধরূপে অগ্নিবেশ এবং দেবতাসম্পত্তিভাবিত, তদ্ব্যাপি বহিষ্করণে সারগাচাৰ্য্য বহিষ্করণে বিশ্লিষণ ইতি উক্তব্য। পাঠক

বহিষ্করণে অগ্নিবেশ বিকীরণত বীজিনঃ।

সুরতি নো নৃণা কর্তব্য এষ আত্মীয়ঃ অগ্নিবেশঃ।

‘সাহিত্য’ গ্রন্থের ক্রান্তিগতি বহিষ্কার। ক্রান্তিবিশিষ্ট নিরুপসারসামিক্য জীবিতী মকারতাকারঃ  
 তত্ত্ব বহিষ্কার, এতৎ সাক্ষ্যসাম্যকরণে বহিষ্কার অকারিত্য পরিবর্তন কৃতবাননি, কীদৃশত  
 ক্রিকে ক্রান্তিগত বাস্তবতা বহিষ্কারের বা অবত অস্বাভাবিকঃ কিংবা নকল বাস্তবতঃ  
 ন চ বহিষ্কারঃ সেনঃ স্রুতি স্থাপি স্রুতিগতি সেনঃ স্রুতিগতী স্রুতিগতী নোহস্বাভাবিকঃ স্রুতি স্রুতিগতি  
 ক্রান্তে ক্রান্তে নোহস্বাভাবিকঃ চ অকারিত্যঃ

এই মত্রে যদিও বহিষ্কার সাক্ষ্য অর্থসংগ্রহ অনিশ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু বহিষ্কার  
 শব্দে বহিষ্কারবোধহু এই মত্রে বহিষ্কারে প্রযুক্ত হইতেছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, বহিষ্কার  
 শব্দে বহিষ্কার বোধ হেতু, মত্রে উপাস্য বোধ বা মত্রে অর্থসংগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়া উক্তমত্রে  
 বহিষ্কারে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহাতবহিষ্কার একবাক্যে বীকার  
 করিবেন যে, বহিষ্কার শব্দ মত্রে যদি শব্দ মাই এবং প্রাচীন আচার্যগণ তাহাও বীকার করি-  
 তেছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বহিষ্কার শব্দে যদি মত্রে অর্থ করিয়া করিয়া উক্ত মত্রে বহিষ্কারে  
 বিনিমুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত মত্রে। তাহাও বলা হইল। বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা  
 প্রাচীনতম বিধান অগ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এবং উক্ত মত্রে ও বিনিমোগের বৈধম্য  
 নিরূপণ করিবার জ্যেষ্ঠ অতত্তর স্রুতিগত কারণ না পাইয়াই এই কারণটি সপক্ষিত দ্রিতে  
 স্রুতিগত মত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক স্রুতিগত এই বিধানবিশিষ্ট করা করিতে বীকার  
 আছেন? উক্ত মত্রে ইহাও স্রুতিগত ও বহুসংখ্যে আচার্যগণের পক্ষসংগ্রহ নোহস্বাভাবিকঃ  
 বহিষ্কারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাক্যসাম্যপ্রযোজ্যে বহুসংখ্যে আচার্যগণ এই মত্রে বহিষ্কার  
 উপাস্যবোধ বহিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু স্রুতিগত মত্রে অর্থসংগ্রহ বিনিমোগ বোধ বা বোধ না।  
 বহিষ্কারে যদিও স্রুতিগত ও বহুসংখ্যে বহিষ্কার, মত্রে পাঠ করেন বটে, কিন্তু বহুসংখ্যে আচার্যগণ  
 অতত্তর মত্রে বহিষ্কার এই কার্য সাধন করিয়া থাকেন। বলা—

উক্ত মত্রে স্রুতিগত মত্রে বহিষ্কার বলা স্রুতিগত।

বহিষ্কারবিশিষ্ট বহিষ্কার বহিষ্কার বহিষ্কার।

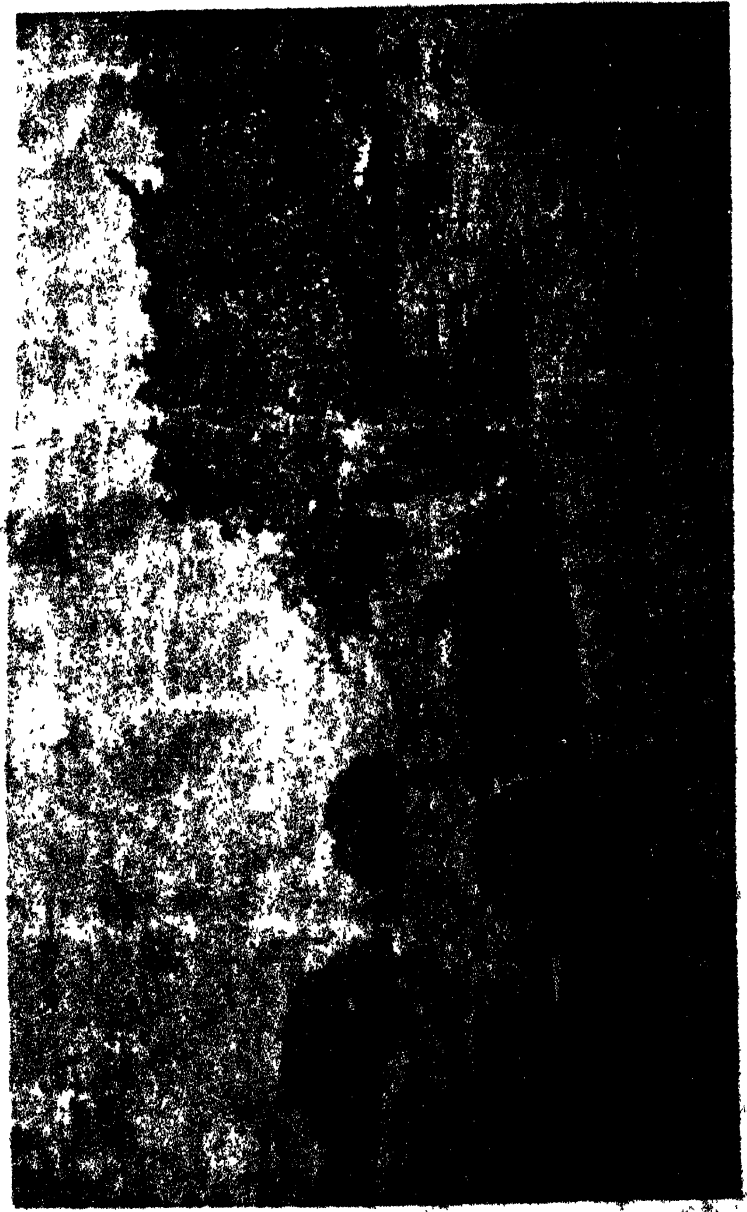
এই মত্রেও বহিষ্কার শব্দ প্রযুক্তই বহিষ্কারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, স্রুতিগত আচার্যগণের  
 বোধ হয় যে, বহুসংখ্যে অর্থসংগ্রহ হইয়া থাকার পর পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া ব্যতিক্রম-  
 কলাপাদির মতবিনিমোগ নির্ধারিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিমোগ নির্ধারিত মত্রে অর্থসংগ্রহ  
 প্রতি স্রুতিগত মত্রে মাই। এই একটী মত্রে অর্থ ও বিনিমোগ বৈধম্য হইতে মত্রে অর্থ স্রুতিগত  
 মত্রে স্রুতিগত বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী বহুসংখ্যে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে  
 থাকে। যে তাহাতবহিষ্কার ক্রান্তিগত মত্রে মত্রে, যে বহুসংখ্যে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে  
 মত্রে মত্রে হইয়াছে, যে বেশ আচার্যগণের মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে  
 ও যে বহুসংখ্যে মত্রে আচার্যগণ পৃথিবীর মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে  
 সেই মত্রে ও সেই মত্রে যে এ প্রকার অর্থসংগ্রহ স্রুতিগত বিধান ব্যতিক্রম করিয়া মত্রে  
 হইলে, তাহা অপেক্ষা মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে মত্রে





স্বাধীনতা সঙ্গীত-সংগ্রহ

২৫ স্বাধীনতা সঙ্গীত, ১৯৫০



স্বাধীনতা সঙ্গীত-সংগ্রহ ( ১৫০ পৃঃ )

সকলের একত অর্থ প্রত্যয় নাই বলিয়া আমরা যত্নের বিনিমোগ ও অর্থের সহিত প্রতিপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা বীকার করিলে, সাধারণচর্চিতভাষা অগ্রাহ করিতে হয়।

আমরা ভাবিতে পাই যে, সাধারণচর্চিত ভাষা কতীত আরও কতকগুলি বৈদিকভাষা প্রচলিত আছে। সেগুলি আচার্য্যগণের সংশ্লিষ্টসাধারণ ভাষা ও ভাষা। সেগুলি সর্বা-সাধারণের বিধিত নহে ও সাধারণচর্চের ভাষার সহিত এই সকল সংশ্লিষ্টসাধারণ ভাষার বিশেষ প্রভেদ আছে। এই সকলের অঙ্গসন্ধান করা নব্য যুক্তিবাদের বিশেষ কর্তব্য কর্ম কি কারণে এই প্রভেদ উৎপন্ন হয় বা এই সকল ভাষা দ্বারা মন সকলের অর্থ ও বিনিমোগ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এই অঙ্গসন্ধান আচার্য্যগণের সমোনিবেশ করা উচিত। প্রত্যেক পুথ্যনা না থাকিলে সমাজের উপকার হওয়া নিতান্ত অনস্বয়। আমরা বৈদিক ধর্মের আচার্য্যগণের বর্ণ বলিয়া ধোরবাহিত হই য়ে, কিন্তু বৈদিক ধর্মের মন আমরা অবগত নাই, উহার ধর্মের ভাষাও অবগত নহি এবং যে বর্ণ আমরা পাগন করিয়া থাকি, তাহা অস্বাভাবিক কোকি বর্ণভাষাও আমরা জানি না। পরিবর্তনের উচিত এই বিধির আয়োজন করিয়া উহার ভাষার আলোচনার সমাজকে উপকৃত করিতে বন্দ্য করিয়াছেন, সেই প্রকার ভাষা উদ্ভূতি দ্বারা এই ভাষা অঙ্গসন্ধান হয়।

## বঙ্গভাষার প্রচলিত আরবী পার্শী ও যুরোপীয় শব্দ

সাহিত্য-পরিবং বঙ্গভাষার একখানি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে কতকজন হইয়াছেন, ইহা প্রবের বিশ্ব বলিতে হইবে। কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি থাকিলে অভিধান সম্পূর্ণ হয় না, সাহিত্য-পরিবং এ কথা বুঝিয়াছেন, তাই সাহিত্যে প্রচলিত সর্বাঙ্গ শব্দই সাহিত্য-পরিবং সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ অভিধান প্রস্তুতের বিশেষ সাহায্যের জন্যই বেঙ্গল থৈবেলিক লেজিসলেশন প্রভৃতি বঙ্গভাষা শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিবং পরিবর্তন করিতে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিবং পরিবর্তন প্রভৃতি হাজিগঞ্জ লেজিসলেশন মহাপন বঙ্গভাষা আরবী, পার্শী ও ইউরোপীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংগ্রহ একজনদের একজনের দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গভাষার আরবী ও পার্শী শব্দ প্রভৃতি এ সংগ্রহে সন্নিবেশিত পাইলাম না। বঙ্গভাষার আরবী ও পার্শী শব্দ প্রভৃতি এ সংগ্রহে সন্নিবেশিত পাইলাম না। বঙ্গভাষার আরবী ও পার্শী শব্দ প্রভৃতি এ সংগ্রহে সন্নিবেশিত পাইলাম না। বঙ্গভাষার আরবী ও পার্শী শব্দ প্রভৃতি এ সংগ্রহে সন্নিবেশিত পাইলাম না।



গরমাসী, গরম শব্দ হইতে আরবী বা  
গরম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে যুবাল্লা  
করে বা মেথডের বাগের অর্থাৎ  
বাতিরকে বগারের শব্দের অপভ্রংশ।

গালিচা (পা) পার্শী কলিচা।

গারের (আ) লুকান।

চোত (পা) = tight; বর্ষা চোত শরীর।

• চেউর (আ) আরবী শেওম = কুতীর।

• ছেস্ত (আ) - আরবী সিরৎ = Imprest;  
বপা মোহর ছেসত করা।

• জওকে (পা) = জামী।

• জাত (আ) = শরীর।

জান (পা) = প্রাণ।

জাহান্নাম (আ) = নরক।

জেনানা (পা) পার্শী জন শব্দের জীনিজ  
= স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয়; বাঙ্গলায় অন্যত্র  
মহল অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

• তনাজা (আ) = বিবাদ, গুজোর।

তরিবৎ (আ) = সত্যতা, আচরনকার্য,  
etiquette

তহর (আ) আরবী তহরীর = লেখার  
কৃত যেহনতানা।

তাক (আ) কোলাজ।

তাগির (পা) পার্শী তাবির।

তালাক (আ) = divorce।

তোরতরিবৎ (আ) - তোর এবং তরিবৎ শব্দ  
কয়ের সংযোগে হইয়াছে, তরিবৎ অর্থেই  
ব্যবহৃত হয়।

তোহাক (আ) - আরবী তোহা।

থরগরাজা (পা) = পার্শী থর অর্থাৎ হুজার  
ও আওরাজ অর্থাৎ হুলান = কপাট।

ফিলফিরিয়া (পা) - ফিল অর্থাৎ মন এবং ফিরিয়া  
(অর্থাৎ নদী) শব্দদ্বয়ের সংযোগে  
উৎপন্ন = কুর্জিবাক।

• ফোহের (পা) = ফিডীর।

নাগাইন (আ) - আরবী নাগায়ের।

নবাজ (আ) মুসলমানদিগের উপাধি  
বা ফিরাজ।

নারাজ (আ) অধীকৃত হওয়া।

নারাজী।

নারানি (পা) = কবলা লেবু। স্পেনদেশে

মুসলমান রাজবংশে নারাজ শব্দের

প্রচলন হয়। তথা হইতে orange

শব্দ ইংলণ্ডে আসে ও তৎপূর্বে ইংরাজী

ভাষায় রীতি অনুসারে article a

ব্যবহৃত হইত। পরে article a

এক 'narange' শব্দের 'n' একত্রিত

হইয়া an orange কথার উৎপত্তি হয়।

'an' এক্ষেপে article রূপে ব্যবহৃত

হওয়াতে কবের নাম orange

পাঁড়াইয়াছে।

নেতি (পা) - পার্শী নেত অর্থাৎ বাহার

অস্তিত্ব নাই = চূর্ণল।

নয়মল (আ) = রায় বেওয়ার।

নয়মলা (আ) = রায় (judgment)।

ফিল (পা) = হাতী, বাবাফেলার ব্যবহৃত হয়।

ফিলখানা (পা) = হাতিখানা।

বকলম (আ)।

বাগর বা বেগর (আ) আরবী বগারের, গরম

শব্দ দেখুন।

বাজাওয়া (আ) = জোবেবা।

• বিমর্জিন (পা) - পার্শী বুম্জিব, বৈমর্জিক  
কাথে অনেক স্থলে ইহা "বি" কলি-  
য়াই লিখিত হয় = অহুসারে যোজ-  
বেক।

বিস্তর (পা) পার্শী বেশতর অর্থাৎ অধিকতর  
= অনেক।

বিসবোয়া (আ) - বিবর, 'বিসবোয়া' শব্দ  
করাতার উৎপত্তি হয়।

বেলাই (পা) - পার্শী বেলা = অজ্ঞান।

বেলাক (আ) - আরবী বেলাক = অজ্ঞান  
জনক।

বেলালুহ (আ) = সন্তোঃ অত্রাতমার।

বৈশ্যবোকাব (পা)।

বেদ্যতা (আ) পাণী আঃৱা হইতে উৎপন্ন,

পাণীতে "বৈদ্যতা" শব্দের অর্থ চ'রত-  
হীন হইতে।

বহুস্বয় (আ) আরবী বহুস্বয় = সমস্ত,  
একবারে।

• বহুস্বরে (আ) বহুস্বয় বহু হইতে উৎপন্ন  
= উপরে একত্রিত।

• বহুস্বন (আ) = ভাবনা।

বহুস্বয় (আ)।

বহুস্বয় (পা) = পুত্রব স্ত্রীস্বয়।

বাহ (আ) = সমস্ত এবং বহুস্বয়।

বাহবহা (আ) = বাবহার, অল্পশীলন।

বাহিল (আ) = নবী (নবীস)

• বাহিল (পা) = কম স্বয়।

বাহিলকা (পা)-পাণী বহুস্বয় = ভাবনা  
বাহিলকা।

বাহিলকরাস (পা)-পাণী বহুস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = miscellancous

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অধীনে, apportant ug  
to।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।  
"বাহিলকরাস" শব্দটি হইতে উৎপন্ন  
স্বয়ং "বাহিলকরাস" শব্দটি হইতে।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা)-পাণী বাহিলকরাস = অল্পস্বয়  
(স্বয়ং বাহিলকরাস বাহিলকরাস নিধি-  
ভেন; ইহার অর্থ কালী)।

• বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

এবং বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

• বাহিলকরাস (পা)।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা)।

বাহিলকরাস (আ)।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা)-পাণী বাহিলকরাস = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ)।

বাহিলকরাস (পা) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (আ) = অল্পস্বয়।

বাহিলকরাস (পা)।

বাহিলকরাস (পা) = অল্পস্বয়।

স্বয়ং (আ)।

সেবাস্থ্য (পা) = নিম্না যোগ

স্বপ্নি (পা) = মারা লাল রক্তের ইটের  
ভাঁড়।

হকুক (আ) হক শব্দের বহুবচন।

সাধারণতঃ 'হকহকুক' একযোগে  
ব্যবহৃত হয়।

করকিম (পা, আ) = অনেককরকম।

হাডা (আ) Compound

• হামবালের (পা আ) = Analogous  
নবপ্রকারের।

হেডা নেডা (পা) পার্শ্ব আন্ত নাড  
= Definitely শেষরূপে। কতক-  
গুলি পার্শ্ব ও আরবী উপসর্গের  
(prefix) আগে অনেকগুলি বাঙ্গালী  
শব্দ উপসর্গ হইয়াছে; যথা —

বে (ব্যক্তিরকে without) বেশরোহা,  
বেআকাহ বেইমান, বেওকুফ, বেহাফ,  
বেশরোহা বেকাওয়া।

ব ( = in, with) -এনাম বকলম।

লা ( = na) লাপশোরা লাভশারীন, লা শরাজ,  
লাজবায় লাচার।

হর ( = যথেষ্টক ) হরেক, করকিম,  
হরবম।

শর ( = শয়ের = অভ ( গরজিয়া, গরজাওয়া,  
গরজাওয়া গরজাওয়া)।

হাম ( = সমান, একরূপ হামকালের হাম  
বয়েদী

ইয়োজী হইতে নিয়মিত শব্দগুলি  
সৃষ্টি হইয়াছে ( • নিম্নলিখিত শব্দগুলি  
বাঙ্গালীর স্বাভিক্রমে বিশিষ্ট)।

আশ্বালি • কোবাল

আশ্বাল • কোবাল

আকিল • কোর্ট

ইকি • কোম্পানি

ইকিন • কোর্টিল

• ইকুপ

ইকিমার

ইকিং

ইকিমপেন

একাইন

একাকিট

একাকিন

একাকিং

• উণ

• উইল

কেনসিল

কনকরক

কলেজ

• কলেরা

• কম্পাস

কম্পাটার

কমিটি

কমিশনার

কাক Cork

• কানেক্স

কাগান

• কারানিস

কারপেট

কালেক্টর

কুইসেন

কেটলি

কেমবিস

কেলকা

কেবোচিন (kerosene) জেলি

• জেড সাইসেকল

• তারপিন (turpentine) • বার্ণি

তারপল (tarpsulin) সার্ডমাই

তারপলে নিম্ন

• ড্রোয়ক (trunk) বিলি (Bill of

• বিয়েটার (lading)

• নম্বর

• চেয়ার

খুটান

গজি (Guernsey Jacket)

গ্যাম

গিনি

গিফ্টিমেট (gifts)

• গেলান

• তবাক

• চিম্বা

• চেন

• হল লোক (Hollander)

বম

বেল

• টান্দান (tandnan)

• টাইল

• টিকিট

• টিন

• টুল

• টেক

• টেবিল

টেলিগ্রাম

টেন

ট্রাম

লাফ

ডাকার

ডিস

ডিক্রি Decree

ডিসমিস

ডেসি

সাইসেকল

• বার্ণি

সার্ডমাই

নিম্ন

বিলি (Bill of

(lading)

• নিম্ন



## ময়মনসিংহের গ্রামাভাষা

সংস্কৃত হইতে ভাবা-বিপর্যয় দুটি। কোন সময় কখনো কখনো ভাবার স্থিতি হইয়াছে, ভাবার সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আবার কোন সময় বাঙ্গালী ভাবাবিপর্যয় দুটো জেলা বা প্রদেশ বিভাগে ভাবার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহারও কাল নির্ণয় করা অতি কঠিন। ময়মনসিংহ জেলার সাধারণতঃ পরগণা ভেদে ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ নদী, পর্বত বা বৃহৎ জলস্রোতের এ পার ও পারের ভাষা পৃথক, তাহেই সমস্ত ময়মনসিংহের ঠিক এক ভাষা নহে। আলাপসিং, তাওরাণ, কাপমাঠ, জাকরখালী, মেঘপুর, সুখিয়া প্রকৃতির ভাষা ও উচ্চারণ প্রায় একরূপ; আর ময়মনসিংহ, স্বয়ং, বোমেনখালী, নসির-উদ্দিনাবাদ ও পালিরাঙ্গুর পরগণার ভাষা প্রায় একরূপ, তবে সামান্য ভাষা পার্থক্য আছে।

কিছুকাল পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার সংস্কৃতের চরম বিলক্ষণ ছিল, তৎকালে গ্রাম্য-ভাষার উচ্চারণ পাখকা বিলক্ষণ ছিল। বর্তমান সময়ে সংস্কৃতের সমালোচনা কেমন না থাকিলেও ভাষা-সমাজ ও ভাষা-সমীচীন গ্রাম্য ভাষা বহু পরিমার্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধে বাঙ্গালী-ভাষার সমালোচনা করিতেছি, তৎকালে ভাষাবিপর্যয় কখনো বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পর্বত, পর্বতের নিকটবর্তী স্থান সংস্কৃত ভাষা লক্ষ্য করিয়া গড়াইয়াছে, আবার দীর্ঘ জেলার সংস্কৃত প্রবেশে অনেকটা উচ্চারণ ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে। এইরূপ পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, রংপুর প্রকৃতি জেলার নদীপর্বত প্রাচীরে তৎকালে জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষা প্রচলিত।

মূলমতানুগত বহুকাল একাকিক্রমে প্রবেশ বাজি করিয়াছেন। উদ্ভূত, ক্রীড়া বাজায়াত সর্বত্র দেশের ভাষার সহিত বসিষ্টভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল ভাষার পক্ষ আশঙ্কের ভাব হইতে এখন আর ঘোব করিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের অনেকগুলি পক্ষ আশঙ্কের ভাষার অংশ মজাগত হইয়াছে। নবাব বাঙ্গালী শাসন করিতেন, কখনো আশঙ্কের কাপড় পর বাঙ্গালী ভাষার দিগ চলিলেও সেগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দু ভাষার পক্ষাধিনে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক কাপড় পর সম্পূর্ণ উর্দু হইত। এখন আবার সেই ভাবে ইংরাজী ভাষা আশঙ্কের ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে।

চাঁকা ময়মনসিংহের অতি নিকটবর্তী প্রদেশ এক সময়ে চাঁকার নবাবের জায়গানী থাকিলেও ময়মনসিংহের ভাষার উপর বাজখানীর ভাষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আর একটু আশঙ্ক্য যে চাঁকার গ্রামবাসীর ভাষা এমন কি চাঁকার অপর পারের পার জাহাঙ্গীর পক্ষ পক্ষ ও চাঁকার সংস্কৃত ভাষার পরগণার ভাষা ও ভাষার উচ্চারণ চাঁকার ভাষা ও নিকট উচ্চারণ ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। চাঁকা সংস্কৃত পাখকা ভাষা ও উচ্চারণ বহুকাল হইতে বহন



চলিতেছে, কখনই আসে। কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বারান্তরে ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সাদৃশ্যতা করত।

হয় নদীতীরে পূর্ণাকালের আলো বা মালো আতীর মৎস্ত-স্বাবসারী ও নৌকাবাহী লোকেরা এক-একর অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে সকল শুনিয়া বৃদ্ধ অপেক্ষা লিখিয়া যুগ্মান আভাস ঘটিল।

শ্রীমন্দির নিম্নতরঙ্গী গ্রামসমূহ ও বাজিতপুরের পূর্ণাকালের লোকেরা অনেকটা শ্রীমন্দির জেলার লোকের মত কথাবার্তা করিয়া থাকে। কুমিল্লা ও মহম্মদসিংহ জেলার ভাষা মোট একতরঙ্গ, কাজেই কুমিল্লার শীম দত্তী প্রদেশে ভাষা এক রূপই।

এই সকল ভাষা অক্ষরোপে নাহে। বিভিন্ন গুণের সহজ হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণ লিখিয়া বুঝিয়া সম্ভব নহে। শব্দ উপর সে সময় যে স্থানে ছোট গুণের হয়, সে ক্ষেত্রে ও উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

মহম্মদসিংহের গ্রামা ভাষায় কতকগুলি বিশেষণ ও তাহার অর্থ নিয়ে লিখিত হইল। এই সকল শব্দ কি প্রকারে কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা বিবরণ। বারান্তরে লিখিয়া তাহাতে দেখা যাইবে যে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের ভিন্ন শব্দ মাত্র।

আখ্যাইন	আসিগাইন।	আইটুইন	আসিগাইছেন।
আইবা	আসিগাই।	আইটুগেইন	আসিগাইছিলেন।
খাইটুইন	খাইটুগেইন।	খাইটুগেইন	খাইটুগেইন।
গেটুইন	গিটুগেইন।	মিহ	বিহাছ।
মিটুইন	মিটুগেইন।	কবড	কবিগাছ।
কমটুইন	কটিগেইন।	করবাম	কবিত।
করবাইন	কটিগেইন।	খাউ, খাইন	খান, আহার করেন।
খাইবাম	খাইব।	খাইটুইন	খাইটুগেইন।
খাইছ	খাইগাছ।	খাইবাটন	খাইবেন।
		খাইবাটন	খাইবেন।

এই প্রকারে খাইন শব্দ ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়; কোন কোন স্থলে খেন স্থলে টুইন, "বেন" স্থলে বাটন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি বিশেষ পদ ও তাহার অর্থ।

কটুয়া	ঢাক।	গালিক	লালিক।
আখ্যাইন	আসিগাই-কমক।	ভেদা	লাখি।
লিক	লৌহ।	মনিয়া	মাছ।
টেকা বা টাফা	গাছ।	ঝাড়ি	গাড়।
করম	করম।	মেছুয়, বা বিলাই	বিড়াল।

উজা, ডাবা	ককা।	কুতা	কুতুং।
ভানুক	ভামাক বা ভামাকি।	কালা	কাঠাল।
নাইরকল	নারিকেল।	লগুন	লগুন।
জিবরা	জিহ্বা।	পাদীর	প্রদীপ।
পুটা, পুতা	ঘটা।	উঠান, উড়ান	আজিনা।
বাইরাগ, বাহিরাগ বাহিব বাড়ী।		ভাইর, উনিয়া	মাহুদগিয়ার বংশ নির্দিষ্ট।
পটেশা	পটেশা।		বহু বিশেষ।
উলার বা মাইতলা বায়েলা।		বারাহ	নিকটে।
মাহু	মাহু।	হক বা মক	কারিয়া।
হিরাল	শেয়াল, শূণাল।	ভাইব	বাইব।
শেয়াল	কবুতর।	নাও	নৌকা।
ভাইন	ভাইনী।	খাট	খিনি বা।
লাক	নিটাই।	ভেনা	সেকড়া।

চাকি, আড়ি বা আগলি বংশনির্দিষ্ট ॥ (বিশেষ)।

ভূমি বেত বা বাগাননির্দিষ্ট বাগানবেত।

ভূমিমা ডাকিয়া, বসাইয়া, একগাটি চারন।

(কোন কোন স্থানে কচে মাজ)

পানি কল। পটেশাখানি পটেশাখানি।

বামানিয়া বা ভামানিয়া—অলস, নিষ্কৃত।

কান্দারি ও পুখুরি: প্রভৃতি অংশের কতকগুলি বিশেষ।

দিয়	দ্বিঃ।	আমু	আমিঃ।
যামু	যাইব।	আব	আমিঃ।
আবা	আমিঃ।	খায়া	খাইয়া।
আহ	আইল।	আহেন	আইলেন।
খামু	খাইব।	খায়েন	খাইলেন।
বারেন	মান।	খাবার লাগছে	খাইতেছে।
খাবার লাগছে	খাইতেছে।	খাবার লাগছে	খাইতেছে।
বিবার লাগছে	সিঙেছে।	আ ওয়াও	অগসর হওও
আ ওয়াও	অগসর হন।	আম্বার	আম্বের।
তোম্বার	তোম্বের।	হেগমের	ভাইগামের।



যশ - ককে বায়হিবার সন্ধি। হলাইরা লাক্ষ্মী বৈশি মাটির নাকি সন্ধি।  
 তিখাইরা আতি আত্তে খুরিয়া খাই- খুরিবার সন্ধি।  
 বার টাকন। ঠাই ৬ একস্থানেই খুদিশার কপল।  
 মই বা চক কেজ পাতিয়া কবিবার কাড়া বদল বা বড়ি।  
 বংশ নিশ্চিত প্রণ।

শক বসকে কামলি কথা।

পাকান - সোমসুন করা। পা খ - শক বাদিবার বড়ি।  
 গোটা - বসন্ত রোগ। সাপা - দাপে খাইলে।  
 বান্ বা বাট - জন। উরু, বৈদান - সাতার জন ও চতুর্বিদ্য।  
 চেনা বা চেনা - গোপ্রসাব, গোমূত্র। বিড়, পাটন - অনেকজন এক একর ব্যক্তি-  
 বাতুম - গো-শাবক। বার হান -  
 ডেকা - গুণ বংশ। ডেকী, বকম - স্ত্রী বংশ।  
 মেনা - মনসিংহ ও শিখি বহান বংশ। দামড়া - বংশ।

এই সমস্ত শক হস্তকর্মের ও শক সম্বন্ধে ব্যঙ্গ্যত এইরা থাকে, অত কোন হুগে ব্যব-  
 হৃত হয় না।

শক শব্দে বহু অর্থ আছে এবং অনেক শব্দ বা সংজ্ঞা।

তৈতৈম - তৈমাল। কুম্ কুম্ - কুম্ কুম্।  
 শকর - শকর। শেবা - শেবা।  
 হাট বা - হাট বা। হে হে - হাট ও বাজারকে।  
 শিখি - শিখি। মেউমেউ - বিড়ালকে।  
 কুম্ কুম্ - কুম্ কুম্। চৌহেহে - মোড়াকে।  
 কুম্ কুম্ - কুম্ কুম্।

গোদকরি শক শব্দে এই প্রকার ডাক সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

কতকগুলি সরকারি নাম।

আনাড - সরকারী। বাইজম - বেগুন।  
 কাককইল - কাকড়। ডেকা - ডাক।  
 হিমুটন - শিম। রিকেকলা - কাকড়।  
 হলা - হলা। শাকনা লাউ - শাকনা লাউ।  
 গডল - গডল। ভিতা ওটা, উমিশ, বা কতলা, উমিশ।

স্বয়মসিংহের ভারত উদ্ধারের জন্য, মোলারেম ও মত পুঁজি বা ভারত দেশে অসংখ্যক  
 কর্তব্য উদ্ধারণ লাই। কোন কোন স্থানে কেন শব্দকে কোন, কেজ, কেজ, কেন প্রভৃতি  
 বহিরা থাকে। স্বয়মসিংহেরা সারাই শব্দে হ, ই, উ, এ, ও, প্রভৃতি উচ্চারণের প্রণয়

মহামন্ডিক সেতুপুর সংস্কার মন্ত্র প্রবীণ গোপক ও কুলে আ ব্যবহার করিয়া থাকে। খোদা  
স্বত্ব হলে আর বাগ মন্ডিক কুলে আর মন্ডিক, রাম কুলে আর, রাক্ষা কুলে আলা ইত্যাদি।  
আ কুলেও প্র কুলে, এমন আর কুলে বাম ইত্যাদি।

[illegible]

১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯

६. "है" -- "कही" "की" "तुम्हारे आदेश" "पर" "महामुद्र" । -- "कह" "काहि" "कह" "नकिल" "ममल" "ममल" । "की" "ममल" ।  
 "तुम्हारे" "आदेश" "पर" "महामुद्र" । -- "कह" "काहि" "कह" "नकिल" "ममल" "ममल" । "की" "ममल" ।

বাসের নাম ।

বৈশাখ	বৈশাখ ।	কাতিক	কাতিক ।
জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ ।	আশ্বিন বা আশ্বিন	আশ্বিন ।
আষাঢ়	আষাঢ় ।	পুষ বা পো	পৌষ ।
শ্রাবণ	শ্রাবণ ।	মাঘ	মাঘ ।
চাদ্র	চাদ্র ।	ফাল্গুন	ফাল্গুন ।
আশ্বিন	আশ্বিন ।	চৈত্র	চৈত্র ।

বাসের নাম ।

বঙ্গ	ববিবার ।	সুখ	সাম ।
মঙ্গল	মঙ্গল ।	বুধ	বুধ ।
বিশ্বকর্মা	বিশ্বকর্মা ।	শুক্ল	শুক্ল ।
হনি বা শনি	শনি ।		

যেহেতু গ্রাম পথ ২৩৪য় দেশ-দেশান্তরের লোক বহুতায়িত করিতে গাবে। বাজারের অনিচ্ছা প্রদেশেই তৎকাল নিকট বলিয়া বোধ হয়। মরমনসিংহ নগর, মতকুমা ও বহু অধিকার পল্লীতে নানা স্থানের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঢাকা জেলার কিছুমাত্র ও সকলি বংশান্তের লোকই প্রদেশে অধিক। কয়েক বংশের খ্রীষ্টক যাত্রাবরণ যেন এম্ এ, বি এম্ মতন বিশেষ ব্যবহারী উকীল হইয়া আসিয়াছেন। সাবদা বাব বাল্যকালবাসী তিনি বড় সাদাশর ও জেদবাসী। তাঁহার আগমনে বহুশুল হইতে বহু লোক মরমনসিংহে আসিয়াছে। অনেকে কাঁচার গছে নিমগ্ন হইয়া আহার করে, অনেকে চাকরী ও দাসত্ব করিয়া অর্থোপার্জন করে। সাধারণতঃ ই সকলের পরিশ্রমিক। মরমনসিংহে সহস্রে কতিপয় অকলের ও চাকর লোক আছে তন্মধ্যে ঢাকার লোকের সংখ্যা বেশী, উহার প্রায় সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণী এখন একত্র হইয়া সকর ভাষার আলাপ করিতে থাকে, তখন বড় জাতি-মবু ও অসুখ বোধ হয়। পাবনা-রাজবাড়ী অঞ্চলের লোকও সহস্রে আছে। বর্তমান সময় ভাষা ও উচ্চারণ এমন ভাবে চলিতেছে, যেন হয় আর কিছুকাল পরে অন্তরূপ শ্রী ধারণ করবে। ভাষার সঙ্গে লড়াই কাঁচা আমরা ক্রমাগত মার্জিত করিয়া বাইতেছি। পরীক্ষারের ভাষা সহজে ও দীর্ঘ পরিবর্তিত হইবে, এমন আশা করা যায় না।

কোন কালে মরমনসিংহ অরণ্যাকীর্ণ ছিল। বঙ্গল আবাদ করিয়া বিশেষী লোকেরা কোন কোন স্থানে বসন্ত করিয়াছে, তাহার পায়ট বা ঘরী, সুপরিবার উহা আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ভাষাও ভাষাবাসীর ভাষা রহিয়াছে। গাঁতি, গোণ, কল, মুচি, খেতি ব্যবসারীরা নানা স্থানে বাস করিয়াছে। যথি ও ইহাদের মধ্যে অনেকে হইয়া শত বংশের বা ভৌতিককণ এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা তাহাদের আদি স্থানের ভাষাই হইয়া গিয়াছে। এষ্ট

ভুলে করেন নী উল্লেখ করিয়া। কুলপুর খানার এলাকার ডেকলিয়া ও বিলডোয়া গ্রামের কোশগঞ্জ জমিদারের বিরোধী হইয়া পলায়ন করিয়া পাবনা হইতে বড় পুরুষ হইল এখানে আসিয়াছে টিক নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ ইত্যাদি পাবনা, রাজশাহী ও সন্দ্বিগ্ধ প্রদেশেও হয়। তাহাদের কিন্তু এই পাবনার প্রান্ত তাহাই রহিয়াছে। উৎকলখানার এলাকার সাহানগঞ্জ গ্রামে রাজশাহী হইতে একজন লকটচালক ও তৎপশ্চিম, বোধ হয় বীকুড়া হইতে একজন হইল মুন্সিগঞ্জ আসিয়াছে তাহারাও বিবাহাদি সে দেশেই করিয়া থাকে, কানেই তাহাদের তার, অনেকটা পূর্ববর্তী রহিয়াছে। কিশোরগঞ্জ খানার এলাকার হোসেনপুর গ্রামে অনেকগুলি কন্য বোধ হয় রাজশাহী জেলা হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, কিন্তু তাহা তাহাদের পূর্ব বাসভবনের তার আছে। কুলপুর পদগঞ্জের দুর্গাপুর খানার এলাকার বেদিয়া নামক এক ভাতি নারায়ণ-ভবন গ্রামে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে, বোধ হয় ইহার কান্দী হইতে আসিয়াছিল। কান্দীর রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, বোধ হয় তখন তাহার পলাইয়া প্রদেশে আসার সময়, ইংরাজের তাহারও বিশেষ পরিবর্তন দেখি না; তবে কেহ কেহ বাজালা জাহাও জানে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চল জাতি, শত্রুকার ও কান্তকার প্রকৃতি জাতি অল্প জেলা হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের তাহা অনেকটা এ প্রদেশের তার হই-  
 য়াছে; কারণ ইহারা এ প্রদেশেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। দুর্গাপুরা খানার এলাকার গোবিন্দ-  
 গুপ্তী গ্রামে বহুকগুলি লোক রাজশাহী হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, তাহাদের তাহাও ইচ্ছা রহিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা ন হইলে, আর ল হানে ন ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানের উপনিবেশিক গোপগঞ্জ এ দেশেও বিবাহ করিয়া থাকে।

১) বাণিজ্য লক্ষ্যেও বাজারায় যখন অসমর্থতা, তখন রাজধানীসম্বন্ধে কথাই নাই, সেই ভীষণ দিনে ইংরাজ, করানী, ওলন্দাজ বণিকেরা আসানের বেশী ব্যবসায়িকদের উপর অত্যাচার করিত। এ দেশী জাতিগণের হতনির্ভর হয়ে উল্লেখ, ক্রান্ত প্রকৃতি দেশের লক্ষ্য নিবারণ হইত, সে সাত বড় বেশী দিনের কথা নহে। এখনও বোধ হয়, নানা স্থানে এই চারিদিক লোক জীবিত আছেন, তাহারা বিদেশীর এই অত্যাচার মেরিয়াছেন। তখন আর বা কিনা লাগে যখন বেত্তা হইত, কানেই জাতিগণ তাহা পাবনা উঠিত না। এই সময় ঢাকা, মুন্সিাবাদ, রাজশাহী প্রদেশ উভয়ে যে সকল জাতি মহম্মদিয়ক জেদার পলাইয়া আসিলে। তাহারা অনেককেই কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাস করিতেছে। বর্ষের হাকিমার সময় অনেকে অত্যাচার জেলা হইতে এ দেশে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের তাহাও পার্শ্ব আছে। কুলপুরখানার অত্যাচারে তাহারা জাতি হইয়াছিল, তাহারা কোলা-নাম গ্রামে ছিল। এখনও কোলায় মহম্মদিয়ক নানা স্থানে বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও তাঙ্গালপুরের এলাকার অধিকাংশ বাস করিতেছে। ইহাদের তাহাও একজনের তার, হইতে কিসি পূর্বিকা আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে আর কিছুকাল পরে তাহাও প্রকৃতি ন।

২) কিশোরগঞ্জ নানা স্থানে উদ্ভাসী প্রকৃতির লোক বেশির ভাগে বাস, তাহারা





দগিয়া থাকি, তিনি আসিয়া যাইবে একখানি আসনে বসিয়া বসিবে।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখন তথাগত তাঁহারই নদীতে আগমন করিলেন তখন তাঁহার তাঁহার তেজঃপূর্ণ দর্শন করিয়া কলিত কলহের আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার একদৃষ্টাবৎ করিলেন। তখন তাঁহারই সহ তথাগতের বিবিধ বর্ণনাগণ হইল। উল্লাসভিচ্ছাদিত করিলেন, "হে পৌত্তম্য, মাগনার বেহকাতি হুনিয়ন হইয়াছে। জ্ঞানদায় ইঞ্জিরসকল এসরতা লাভ করিয়াছে, মাগনি কোন অশৌচিক ধর্মের সাধনকার লাভ করিয়াছেন কি?" তথাগত উত্তর করিলেন, "আমি অমৃতসাক্য করিয়াছি, অমৃতপানী-পথ আমার মনঃপোচ হইয়াছে। আমি হুত, সর্বজ্ঞ, সর্ববর্ষী ও নিশ্চাপ। আমার জন্মের বয় হইয়াছে, আমি ব্রহ্মচর্যের সমাধি-সম্বর্তন করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজনজ্ঞান তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভনবন। যৌব মার্কানা করিয়া আমাধিকক ধর্মের উপদেশ প্রদান করুন।" ভনবনর অকস্মাৎ সন্তরঙ্গমর শব্দআগমন প্রাপ্ত হইল। তথাগত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, পূর্বোক্ত পাঁচজন জ্ঞান তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইলেন। সেই সময়ে তথাগতের শরীর হইতে আভা নির্গত হইত এই কথিত হইল। তখন তথাগত পৃথিবীকে সমুদায়গত করিল। তখন কখনও চন্দ্র বা সূর্যের উদয় হয় না, এমন অস্বাভাবিক নদীসকল আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কণিষ্ঠ উঠিল। এ এক অসাধারণ কৃষিকর্ম। মরকের জীবগণও হুৎকীল হইয়া হুৎকীল বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার পদাঙ্গুরের প্রতি দৃষ্টি, বেন, মোহ, কেরা, সাংসর্গ, মান, কল, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি জাপ করিয়া সকল জীবের প্রতি সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। বর্ষ হইতে দেবদান উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, "হে ভনবন। এই বসন্তপৌষে আসীন হইয়া সর্বজ্ঞ প্রদর্শন করুন।" তথাগত রাজির প্রবনভাগে আসন লাভ করিলেন, বসন্তভাগে নানা কথোপকথন করিলেন এবং শেষভাগে পূর্বোক্ত পাঁচজন প্রাক্ষর নিকট বসিয়া আসিলেন। (বুদ্ধজয় ১১২:১৩ পৃঃ)

৪র্থ ৪র্থ পঠাধীর প্রাক্ষর চীনদেশীয় পরিচালক কল-বিদ্যান বাগদারীর পক্ষ হইয়াছিল নিরনিপিত বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাশয় উত্তরপূর্বে বন নি দূরে কলার সমাধায় অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানে একজন অস্ত্রাকবুদ বাস করিতেন, এই একই স্থান নাম কণিষ্ঠ হইয়াছে। যে স্থানে বুদ্ধজয়কে আশ্রিতে যেিয়া কোঁড়িত প্রাপ্তি পতন্যতি অসিদ্ধাসকল সমাধায় বসিয়াছিল হইয়াছিল, সেই স্থানে (যোনে) পর একজন তপস্বি করিয়াছে এক নিরনিপিত বন কর্তার উপদেশ তপস্বি হইয়াছে।

১। পূর্বোক্ত স্থান হইতে বসন্ত উল্লসিত হইয়া বসন্ত প্রদর্শন করিয়াছিল।

২। এই স্থান হইতে বিবর্তিত পদ উত্তর হইয়া বসন্ত প্রদর্শন করিয়াছিল।





## বৌদ্ধ বারবিশী

- ১। নামেক নামক প্রাক্তন নির্মিত স্তূপ।
- ২। কীৰ্ত্তনগংসিংহ নামক বসিত একটি বৃহৎ ইটনির্মিত স্তূপ।
- ৩। কানিংহামের নিম্নে বসিত স্থল।
- ৪। মেজর কীটো নামক বসিত স্থল।
- ৫। নামেক হইতে একই নামের দক্ষিণপশ্চিম অবস্থিত চৌমুখী নামক একটি বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

নামেক স্তূপটী সর্পিজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইটকিত্তি ৩০তে ১১০ ফুট এবং চতুর্দিকের সমতল ভূমি ইহাতে মোট ২২৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তি প্রচণ্ডাকার প্রাচীন ইটনির্মিত। এই ভিত্তি চতুর্দিকের সমতল ভূমির ১০ ফুট নিম্ন ৩০তে প্রস্থিত। ভিত্তির উপরে ইহা ২৩ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ এবং ইহার উপাখান চটকনির্মিত। প্রস্তরনির্মিতমণ্ডে অনেক খোদিত কারুকার্য আছে। ইহার কিয়দংশ অক্ষয়। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গমনকালে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া "দে লক্সে প্রিন্সিপাল" ইত্যাদি পৌর মন্ত্রণালয় খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, সেট প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত খোদিতের মতে এই নামেক নামটী "ধর্মোপদেশক" বা "ধর্মোদেশক" নামের অপভ্রংশ।

নামেক ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে একটি বৃহৎ গোলাকার গুহ, ৩ গজের চারিদিকে প্রায় ১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট চটক নির্মিত লিপি আছে। ইহা ই বেত্তরান জগৎসিংহ কর্তৃক বসিত স্তূপ, ইহা পরে জগৎসিংহের স্তূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহের অধঃপতন এই স্তূপগমনকালে একটি বৃহৎ প্রস্তরনির্মিতাখার প্রাপ্ত হন, এই আখারের মধ্যে অপর একটি ক্ষুদ্রতর মন্দিরাখারের কতকগুলি অংশ, মুক্তা, সুবর্ণপাত্র, প্রবাল ও অস্ত্রাদি যদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে আর একটি বৃহৎ আবিষ্কৃত হয়, এই মূর্তির পদতলে অনেক পালা-বংশীর বিখ্যাত রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে, ইহা পরে অত্যন্ত খোদিত লিপির দ্বিতীয় বিবৃত হইবে। এই বৃহৎমূর্তিটী এক্ষণে লক্সে মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, ক্ষুদ্রতর মন্দিরাখারটী বহুদিন নিকলেশ হইয়াছে। বৃহৎ আখারটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গমন কালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় ভোরশের আশে প্রাপ্ত হন, ইহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার হইত খোদিত মন্দিরাকার গুহ খোদিত, একটিকে বীপচর বুদ্ধের উপাখান এবং অপরটিকে বুদ্ধ ও মলয়গিরি নামক হস্তীর উপাখান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটি মন্দিরাখার গুহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণচিহ্ন উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মূর্তির নিম্নে ৩ উত্তর উপাখান বসিত হইবার ব্যবস্থানে কতকগুলি হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরাকার বস্তু ইহার

ইহা, মহিবাবাদে বন ও কেরু, মিরে গরুদাবাদে বিহু, হাঙ্গার, চকুদার, ইত্যাদি ও কেরুদার  
হাঙ্গার, মহিবাবাদে কাঠিক ও হুবিবাবাদে গাঙ্গারের দ্বারা চিহ্নিত পাওয়া যায়।  
ডোয়নের মিরে কেরুদার ভাঙ্গা হইয়াছে।\*

মেরুর কীটো খননকালে কতকগুলি অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিহাম সাহেবের  
সারনাথের নিকটস্থ হরাহীপুর গ্রামের নিকটে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পাথে  
১০৬০ খৃঃ শতাব্দীর দৃষ্টি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি ঐতিহাসিক  
সোনারিতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিডসন নামক একজন Engineer সাহেব কর্তৃক  
করীদ উপরস্থ সেরু সিংহনামের উক্ত নদীর মোড় দোহ করিবার জন্য করীদে নিবেদন করেন।  
ঐতিহাসিক সোনারিতে প্রাপ্ত দৃষ্টিগুলি কলিকাতা মিউজিয়ামে আছে, কেরুদার প্রদানগুলি  
মিরে বর্ণিত হইল।

১। সতর ও বিতর একবারি প্রতরকর ইহার উপরালেও ভাঙ্গা, প্রত্যেক খণ্ডে দুই-  
তিনের মতনের এক একটা প্রাচীন ঘটনার চিত্র খোদিত। সতর মিরে দুইতরের মতন।  
এক হতে পাঁচতরের মতন ও অপর হতে দ্বারা সতর মতন ভাঙ্গা ভাঙ্গা মতন।  
দুইতরের মতন হইতে নির্গত হইতেছেন; প্রত্যেক খণ্ডে দুইতরের উপর উপরালেও প্রত্যেক  
তেরে। ইহা প্রত্যেক হতে প্রত্যেক পাথে প্রত্যেক, আকারে ও মতনে বেতন ও  
মতন। ইহার উপরে একটি চিত্রে দুইতরের মতন প্রত্যেক প্রত্যেক। ইহার পাথে  
চারতরের মতন মতন। আকারে মতন প্রত্যেক ও দুইতরের মিরে একটি  
বীচক ও উহার উপর পাথে তিনটি করিয়া মতন উপরালে মতন হইয়া উপরালে। ইহার  
পাথে দুইতরের মতন প্রত্যেক মতন, প্রত্যেক মতন উপরালে মতন। ইহার  
উপর আর একটি চিত্রে করেকটি সোণানের উপরে দুইতরের মতন। দুইতরের প্রত্যেক  
মতন হইতে, উপর উপরালে নিকট করীদ প্রচার করিয়া এই সোণানগুলি দ্বারা দুইতরের মতন  
করিতেছেন। প্রত্যেক প্রত্যেক ইহা ও অপর পাথে প্রত্যেক এবং দুইতরের মতন উপরালে  
মতন। এইরূপ একটি চিত্র কানিহাম সাহেব কর্তৃক ভূগোল প্রাচীর দ্বারা এবং  
অপর একবারি চিত্র Mr. A. C. Caddy সাহেব দ্বারা নদীর উপরালে প্রাপ্ত হন। এই  
মতন প্রত্যেক মতন প্রত্যেক কলিকাতা মিউজিয়ামে আছে, ইহার পাথে আর একটি চিত্রে  
পদতলে দুইতরের মতন দুইতরের উপরালে। এই চিত্রের অবস্থানও ভাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।  
ইহা হইতে মিরে কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা যায়।

২। এই প্রতর ও আকারে প্রত্যেক প্রত্যেক, ইহাও প্রত্যেক বিতর  
বিতর ও দুইতরের মতন, প্রত্যেক, প্রত্যেক প্রত্যেক ও দুইতরের মতন প্রত্যেক, প্রত্যেক  
মতন প্রত্যেক প্রত্যেক প্রত্যেক দুইতরের আছে।

\* Cunningham's Reports on the Archaeological Survey of India vol. I p. 150.  
† Proceedings Asiatic Society of Bengal, 1882.

৩। এই প্রকল্পের চারিটি সদস্যদের বিভাগে শুল্কের চারিটি ডিবি প্রদত্ত করা হবে।

৪। ইহাতে উল্লিখিত চিত্রসমূহ, প্রথমটিকে অঙ্গাঙ্গের উপরে স্থাপন করিয়া উক্ত পার্শ্বে চামরধারী ভাগ ও মস্তকগণ এবং মিত্রে স্তম্ভকর্তৃক আনন্দবিলাস প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার উপরে বর্ষচক্র প্রবর্তনের চিত্র ও তাহারি কুণ্ডের অগ্রভাগে বর্ষচক্র প্রবর্তনের চিত্র। মধ্য মিত্রে কিছু হস্তিকর্তৃক দানবিভাজ্য চই পাতি প্রদর্শিত হইয়া আছে।

৪। এই কলক নানা অবস্থায় নানা মুহুর্ত অবস্থিত পদাঙ্গুলে উপস্থিত পদাঙ্গুলী কলক  
 বোধিত আছে।

একত্রীত অবলোকিতের দ্বাধিনকর মূর্তি, বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্তি এবং অষ্টমী কালকীর্তি  
কলিকাতা মিউজিয়মে রাখিত আছে।

সেবার কীটো বহনকালে একটি সন্ধ্যারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেবের বাড়ির  
 গ্রামের নিকটে একটি সন্ধ্যারাম ও একটি মন্দিরের ভিত্তি প্রায় হল। ১০ ইয়ার পর  
 কানিংহাম সাহেব কলেজের অধ্যাপক Dr. Fitzedward Hall সাহেব কলকাতা থেকে আসেন  
 কিন্তু বিশেষ ফলপ্রসূত করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত মিশনারি কলেজের  
 যে, সীমাবদ্ধে বহন অব্যবহৃত।

পাশ্চাত্য ইতিহাসে ১৫০০ হাজার কটে প্রকৃত্যে গৌণত্বসাধক একটি ভূগোল বর্ণনামূলক  
আছে। জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই বই প্রকাশ করেন। ইহার উপর অনেক  
অটোফান বৃদ্ধি আছে, এই বৃদ্ধির দ্বারা উপর্য উপর এক বড় শিলালিপি পাঠে অসম্ভব হইতে  
সামর্থ্য হইতেছে। উক্ত স্থান পরিদর্শনের সময় টিকিটবন্দন এই বৃদ্ধি নির্ণয় হইল। বর্তমান  
চলিত বঙ্গদেশের মধ্যে সার্বভৌমত্ব বিধে কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। Dr. J. H.  
Flood ইহার Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III প্রবে সার্বভৌমত্ব  
ভাষ্যেও নির্ণয় একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। ইহা  
এখন কোন স্থানে আছে বলা যায় না। ১২০০ খৃষ্টাব্দে সার্বভৌমত্ব ইজিপ্তের Dr. H. R.  
সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করেন, প্রকৃত্যেই প্রথম প্রকাশ ১০০ টা। সার্বভৌমত্ব  
নির্ণয় প্রকাশিত আনুমানিক বঙ্গভূমিক প্রকাশিত ১০০০ সার্বভৌমত্ব প্রকাশ  
করেন। প্রকৃত্যে নির্ণয়িত আবিষ্কার ইতিহাস।

**SECRET**

२। यथाशक्ति परिशोधन प्रयत्न एवं उपायविधायक कार्य प्रत्यक्ष अन्वेषण प्रयत्न

६। सराफाद कार्यालय : अहम, कलकत्ता, बंगाल प्रान्त

४। अथवा इस न्यायदान विधि के द्वारा अथवा अन्य किसी भी विधि द्वारा

৪। বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ।

আর ২০০ বর্গ ফুটস্থান খুঁজা হইয়াছে। এই স্থান অগংসিংহের জুপের উপরে অবস্থিত। কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থলে কীটো কর্তৃক বর্ণিত জুপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব-বর্ণিত চৌখনি নামক জুপের জাসাংশেও বর্ণিত হইয়াছে। অগং সিংহের জুপের ২০০ পদ ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম কর্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ। ইহা বৈশা ৩ প্রাঙ্গণ ২৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্বদিকে। ৩টি সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উল্লিখিত হওয়া যায়। এই স্থলে নতকগুলি চতুস্তম্ভ বোদ্ধিত প্রস্তর আছে। এই ভূমি কোন ভাগে বুদ্ধমূর্তি, কোন ভাগে পঞ্চচক্র ও উহার উত্তর পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন ভাগে চৈত্যা ইত্যাদি নানা প্রকার বিহা বোদ্ধিত আছে। প্রধান দ্বার অভিক্ষেপ করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটি ৩২ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে এক একটা গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটা বড় স্থল আছে, এই স্থলে চতুঃপাশ প্রস্তরনির্মিত ২টা স্তম্ভ আছে। এই ২টা প্রাঙ্গণ ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অভ্যন্তরের ভিত্তি আছে, ভিত্তির সমান্তরে ২টা চতুঃপাশ প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্তির আসন আছে। ইহা কতকটা 'কুলুঙ্গি' আকারে। ইহার চতুঃপাশে প্রাঙ্গণের স্থান আছে। এই প্রাঙ্গণের ১৮ ফুট দীর্ঘ, কোন স্থলে ১৪০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ ২ টীর পশ্চিম পার্শ্বে একটা ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এই গৃহটিকে মন্দিরের প্রধান দ্বার বিহা প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের দ্বার ও দিকে আরও ৩টা গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে ৩টা গৃহে উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার করে প্রবেশ করা যায়। পশ্চিম দ্বার দ্বারা পুরোত্রিবিধ বুদ্ধের গৃহে যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে স্তম্ভ দুইটির ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটি ২৮ ফুট দীর্ঘ, দ্বার পার্শ্ব-ভাগে সারিরা গৃহগুলি অশেপাকৃত বহু ও ৩টা প্রাঙ্গণ সমানাকার। উত্তর গৃহটি ৭ ফুট, পশ্চিম গৃহটি ১০০ ফুট এবং দক্ষিণ গৃহটি ৮০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণ ৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলি ও প্রাঙ্গণ অত্যাশি বর্ডাকার আছে। মন্দিরের পার্শ্ব দিকের ভিত্তি ৭ একটীরে বিস্তারিত প্রস্তরনির্মিত। এই ভাগে ৩ পূর্ব দিকে ২৩ চতুঃপাশ বাহীত মন্দিরের অন্তরস্থের ভাগেই বীর্ষাকার ইটনির্মিত। কিন্তু ২৩০ ফুটে ২০ পদ প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভের বোদ্ধিত প্রস্তর খেলিলে স্তম্ভের ভিত্তি ৩০ পদ প্রস্তর ব্যবহৃত মন্দিরে ব্যবহারের নির্দিষ্ট বোদ্ধিত হয় নাই। কোন প্রস্তর স্তম্ভে বুদ্ধমূর্তি বা বৌদ্ধ, কোন স্থলে এক প্রাঙ্গণ দ্বারা কতকগুলি পদ বোদ্ধিত আছে। প্রাঙ্গণ







নির্মাণে। ভবনটি ভয় হইয়াছে, গর্ভের পাৰ্শ্বে ইহার উপস্থান পতিত আছে। গর্ভের পাৰ্শ্বে ভবনটি বিস্তারিত আছে। অপরূপ অশোককণ্ঠের দ্বারা ইহার চারিদিক ঘিরিয়া দোষিত আছে। এই চারিদিক ঘিরে গুপ্তে একটি বর্গাকার অবস্থিত ছিল। ইহার অংশ অংশে একটি ভবনে বিভক্তিতে রক্ষিত আছে। ভবনের চতুর্দশ বনসকাল অংশকালি ভবন আবিষ্কৃত হয়। বনসকাল ঘিরে অশোকের সজ্জার প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গর্ভে ভবনের সমুদায় অংশ অংশকালি-এবং উপস্থান অংশ অংশকালি দ্বারা এক বর্গাকার ভবন উদ্ভূত। অশোকের সজ্জার প্রাচীরের ভিতরে ভবনের চতুর্দশে একতরফে বেশি ছিল। ইহা এই স্থান হইতে উত্তোলিত হইয়া বিভক্তিতে প্রাচীর কনিষ্ঠের সজ্জার গোবিন্দকলি ও ভবনের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপরে প্রায় ৪ ফুট উর্ধ্বে কলসের গোবিন্দকলি বহুদূর যাবত রক্তবর্ণ চতুর্দশ প্রত্যক্ষাঙ্গিত প্রাচীর, ভবন ও ফুট উর্ধ্বে অবস্থান প্রত্যক্ষক নির্মিত প্রাচীর ও সজ্জার উপলব্ধি নির্মিত রক্তবর্ণ প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। ভবনের চতুর্দশে দুই বর্গাকার বসনে গুল্লার গোবিন্দ হইয়াছে। পশ্চাদ্ধাণি বাস পশ্চাত্তরফে বিশেষ কোন কলসাত হয় নাই। ভবনের উত্তরে সজ্জা, বহিরের উত্তরপশ্চিমকালি কলসকালি ইহা নির্মিত ভূপতিতি আছে, এরূপ স্থান ভূপ তিতি অত্যন্ত বিরল। ১১ ফুটে ১১ বৃদ্ধতি অঙ্গালি লম্বা আছে। এগুলি সম্পূর্ণবাহার বনসকাল উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সজ্জার উত্তরে একটি বৃহৎ সজ্জারানের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সজ্জারানের বৃহৎ একটি চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট, এই গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুর্দশে নানা স্থান নির্মিত ছিল। তিনটি সোপানে আরোহণ করিলে ভূমির পায়দেশে উপস্থিত হওয়া যায়। একটি ভূমির সজ্জা কলসে বর্গাকার দেখা যায়, এবং অঃ স্থানে সোপান বর্গাকার আছে। এইস্থানে রাজা অশোকের নাম গোবিন্দ একখানি প্রস্তরের ত্রাংশ পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দ ভিত্তি সমুদায়ের বিবরণ সর্বশেষে দেওয়া গেল।

অশোক-ভবনটির আটফুট উচ্চ, ভবনের যে অংশ গর্ভের পাৰ্শ্বে পতিত আছে, তাহার প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ গর্ভের মধ্যে অবস্থিত, ভবনের অংশ ১২ ফুট উচ্চ। বনসকাল প্রায় সমুদায় ভবন ভূমি বিভক্তিতে এবং ইহার প্রাচীরে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীরের উত্তরাত্তর ভিত্তির সজ্জা গোবিন্দকলি বর্তমান আছে। ভূমিটি আবিষ্কৃতকালি ছিল বৎ হইয়াছিল, ইহা পশ্চাদ্ধাণি নামোক্ত হইয়াছে। ভূমি পশ্চাতে রক্তবর্ণ হয় রক্ষিত আছে। ভবনের অংশে গোবিন্দ কলসকালি ছিল, কিন্তু সমুদায় প্রায় সোপান পাইয়াছে। ভবনের পশ্চাতে অশোকের চতুর্দশে বেশি স্থান হইয়াছে। গোবিন্দ ভূমিটি একখানি বৃহৎ সজ্জার ভবন, ইহা বৃহৎ একখানি ফুট উচ্চ। ভূমিটির বৃহৎ সজ্জার ভিত্তি আছে। সজ্জা, ভবন ও সজ্জার ভিত্তি ভূমি ও বৃহৎ সোপানের দ্বারা ভবন বিনা আছে। প্রাচীরের ভিত্তিতে একটি বৃহৎ সজ্জার আছে। (একটি বৃহৎ সজ্জার ভিত্তি ভূমি ও সজ্জার ভিত্তি ভবন ও সজ্জার ভিত্তি ভবন চতুর্দশাংশ প্রাচীর কলসে।) বিনা গোবিন্দ ভূমি কলসে ভবন ও সজ্জার ভিত্তি ভবন

স্বাভাবিক। বোধমূর্তি অনুসারে, তথ্যে অব্যবহাসি করিত হইল। এক্ষণে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ইহার দুইটি শব্দ ও একটি ব্রীফটি। Gen. Cunningham কুন্সার এইরূপ একটি মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ও তাঁহার বহাবোধি নামক পুত্রকে ইহার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বর্ণ, বৃত্ত ও মন্ত্রের মূর্তি। সিংহাসনা বীণাক্ষে একটি দেবীমূর্তি, ইহা মন্তব্যের মন্তব্য বোধিকম্বের পক্ষ যুক্তিযুক্ত দেবীর মূর্তি। মন্তব্যবোধিক বোধিকা অগ্ন্যারাই দেবীর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর ভিতর দুইটি মন্তব্য, তথ্যে একটি মন্তব্য পুত্রের ভাব, দেবীর উত্তর পাশে দুইটি উল্লস ব্রীলোক বর্ণনিকেশ করিতেছে। অগ্ন্যারাইর অপর নাম মন্তব্য। পাঁচকুট বীণ ও দুই কুট প্রাচ্য একক ও প্রাক্তরে প্রাচীনতম কালের একটি মন্তব্য অধিত আছে। কনিহোম তারককুণের প্রাচীনতম বেষ্টন মন্তব্যের প্রকাশ করিয়াছেন, এই মন্তব্য তাঁহার অগ্রস্থ। পাশ্বে অধিকার মন্তব্য ও ভূতলে হস্তিগণ মন্তব্যের উপরে স্থানা নিকেশ করিতেছে। কনিহোমক মন্তব্যের মন্তব্য ব্রীলোক করিয়া আছে। কতকগুলি আরও দুই উল্লস অব্যবহাসিতের বোধিকম্বের মূর্তি আছে। অব্যবহাসিতের বোধিকম্বের মন্তব্যে স্থানিক অধিতার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অগ্রস্থ অধিক প্রাচীনতম মন্তব্য, বৃত্ত ও মূর্তি মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে।

মিউজিয়ামে বর্ণিত স্থানিকম্বের মধ্যে কোনগুলি অগ্রস্থ বর্তমান আছে তাহা বলা অসম্ভব। এই মন্তব্যের পক্ষ অগ্রস্থের মধ্যে বহু পরিবর্তন পাইয়াছে। তাহার বর্ণিত বিবরণ হইতে প্রমাণ হয় যে, নিম্নলিখিত স্থানিকম্বি প্রাচীন ছিল।

১। মন্তব্যের অধিকারের বৃত্ত

২। মন্তব্যের

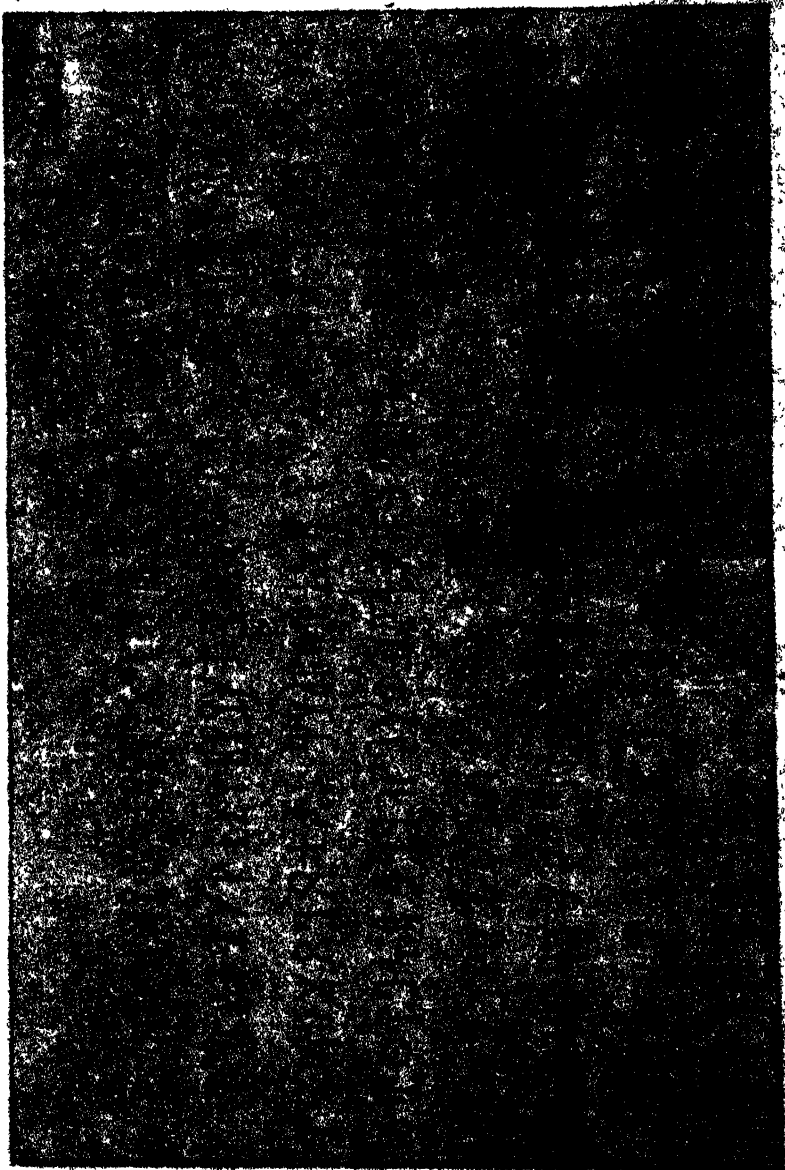
৩। মন্তব্যের অধিকারকর্মক নির্মিত প্রাচীনতম

৪। কুন্সার-মন্তব্যের হইতে দুই বা তিন মি. বর্ণনিকম্বের ৩০০ মন্তব্য, উল্লস মন্তব্য। ইহার মধ্যে কুন্সার ও কুন্সারি ব্রীলোক কনিহোম আর কোনটিরই স্থান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কনিহোম প্রাচীনতম পুনব্যবহাসিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রীলোকের স্থান পাওয়া যায় নাই। মন্তব্যের ইহা অগ্রস্থ কুন্সার প্রাচীনতম আছে। মিউজিয়ামে এর বর্ণনিত হইতে প্রমাণ হয় যে, যে স্থানে কুন্সার প্রাচীন বর্ণনিক প্রাচীনতম কনিহোম ব্রীলোকের বৃত্ত স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু কা বিদ্যান স্থলে যে, ব্রীলোক প্রাচীনতম, তত্ত্ব একটি মন্তব্য নির্মিত হইয়াছিল, মিউজিয়ামে—  
এক প্রাচীনতম বর্ণনিক অগ্রস্থ। মন্তব্যের অগ্রস্থ ও বর্ণনিক বর্ণনিক পক্ষ অগ্রস্থ কনিহোম উল্লস করিয়া তিনি বর্তমান কনিহোম যে এই স্থানে প্রাচীনতম প্রাচীনতম হইয়াছিল।  
Dr. Vogel এর উল্লস উপর নির্ভর করিয়া অগ্রস্থকম্বের প্রাচীনতম প্রাচীনতম প্রাচীনতম

11

11-11-11 (11-11-11)



11-11-11 (11-11-11)

11-11-11 (11-11-11)







सर्वप्रथम-पुस्तक-परिचयः

पृष्ठ १५५, १५६, १५७



सर्वप्रथम-पुस्तक-परिचयः (१५५-१५७)









আবহনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন • ইহা সত্তবর্ণ, কারণ অশোক কুমারী হইতে হইলে এইরূপ এক একটি ভক্ত স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহা বিউয়েন্স পুং নামেও বলা যায়। কানিংহাম নামক ভূপটিক দর্শক প্রবর্তনের মূল বলিয়া আরও পরিচিত হইয়াছেন।

ধনকালে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরলব্ধ এবং অশোককালের পরে প্রাপ্ত উপাধিগণিত প্রস্তরলব্ধ হইতে বারাকলীতে বৌদ্ধপ্রাচীর ইটকনিষ্ঠা ক্রিয়াকলাপ উদ্ধার করা যায়। অশোক নিহের তুলে প্রাপ্ত (কানিংহাম মহাবোধি নামক গ্রন্থে বর্ণিত) হইতে দেখা যায়; কিন্তু লুপ্তে তিনি এই খোদিত লিপিগুলি বুদ্ধব্রহ্মী লিপির তুলে প্রাপ্ত লিখিয়াছেন। পৌড়াবিশ বহীশালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি তুলের জীর্ণ সংস্কার হয়। কানিংহাম নামক ভূপটিক নামে বর্ণিত হইলে যে, তুলের ভিত্তি চতুশ্চর্য সমস্ত ভূমি হইতেও দশ ফুট নিম্নে আরও হইয়াছে এবং এই তুলের ভিত্তি প্রস্তরনির্মিত ও অগার্ড ইটকনিষ্ঠ। তুলের গায়ে খোদিত কারকাব্য এই মূলে লিখিত প্রকারের, এই প্রমাণ হইতে তিনি বর্ণা অস্বাভাবিক করেন যে, এই তুলটি অতি প্রাচীন ভিত্তি উপরে নির্মিত। তুলের গায়ে খোদিত কারকাব্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে তুলের জীর্ণোদ্ধার কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সারনাথ চতুশ্চর্য সমস্ত ভূমি হইতে ৩০—৪০ ফুট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গবাইর সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতে এই স্থলে তুল ও বিহার এবং সন্ন্যাসীরা অসুস্থি নির্মিত হইয়া আসিতেছে। কালে এ সমস্ত কালে হইলে তাহার উপরে পুনরায় গৃহাঙ্গি নির্মিত হইয়াছে, এইরূপে সাত্ত্বি বিনয় বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিয়াছে। খ্রিস্টাব্দ তুলের বুদ্ধজ্যোতির প্রাচীনতাপরিচায়ক ইটকনিষ্ঠ ভিত্তি (২৮ ফুট) ও ইহার উপরের ৩০ ফুট প্রস্তর-নির্মিতাংশ (ইহার মধ্যে দশ ফুট ভূবর্ত্ত খোদিত) সত্তবর্ণ অশোকের সময়ে ইহার উপরের দশ ফুট প্রস্তর বহুতালি পুরে খোদিত হইয়াছিল, কারণ নিম্নের প্রস্তরগুলি পরস্পরের গায়ে লোহনলাকা দ্বারা বুদ্ধ। উপরের দশ ফুট একতালি মনে। সত্তবর্ণ ইহা হর্ববর্ত্তনের রাজত্বকালে নির্মিত, বিউয়েন্স পুং বারাকলীতে অশোক রাজত্বকালে নির্মিত প্রস্তর-তুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভুলত ময় হইলেও ১২০ পদ ফুট উচ্চ ছিল জানা যায়। সত্তবর্ণ এই সময়ে মগধ তুলটি প্রস্তর নির্মিত ছিল। কারণ ইটক-নির্মিতাংশ তৎকালে বর্তমান থাকিলে বিউয়েন্স পুং কখনই তাহা উল্লেখ করিত না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, যখন এই ইটকনিষ্ঠাংশ প্রস্তর দ্বারা আরও উচ্চ করা দেখা গিয়াছে যে, তুলের চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা একটি প্রস্তর সেনা বহুতালি প্রস্তর প্রস্তর প্রস্তর দ্বারা আশ্রিত। অর্থাৎ তাহার উপর এক প্রস্তর দ্বারা ইহার দাঁড়। এই ইটকনিষ্ঠাংশ বহীশালের সময়ে বিদ্যমান ও তাহার প্রায় সমস্তাংশ বুদ্ধকাল খোদিত হয়।

সম্মিলিত এই ইষ্টকনিষ্ঠিত অংশে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট লিপি প্রাপ্য হইল, তাহা প্রকৃত সত্য প্রমাণিত  
করিতে পারিল। সত্যতঃ ইহা বর্ষাবর্তনকৃত বীর্ণবাক্যের সমন্বয়মাত্র। অশোকস্তম্ভের  
প্রাচীরে প্রাপ্তগুলি দেখিলে পুরাতন অনুমান ভাঙা হইয়া যোম হয়। বর্তমান মন্দির  
প্রাচীরের দশ ফুট নিচে চূনারের চতুর্দশ প্রাপ্তবাক্যসমূহ প্রাপ্ত আবিষ্কৃত হয়; ইহার  
নিচে স্তম্ভের প্রান্তে স্থাপিত আছে। অশোকস্তম্ভের চতুর্দশই হইল এই প্রাচীরের উপরে  
স্থাপিত। ইহাও ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাও অশোকনিষ্ঠিত বিহার ও বা মন্দিরের প্রাচীর।  
ইহার পাঁচ ফুট উচ্চে মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীর। এই প্রাচীর সত্যতঃ কনিষ্ঠের  
সময়ে নির্মিত। ইহা ব্যতীত পুরাতন বৌদ্ধমন্দির ভগ্ন অংশ এবং বহুসংখ্যক মূর্তি ও  
অস্ত্রাদি প্রাপ্ত এই প্রস্তরনিষ্ঠিত। মন্দিরের উত্তরে সত্যতঃ বহু মূর্তিও এই প্রস্তরে  
নির্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনরায় চূনারের প্রাপ্তকনিষ্ঠিত প্রাচীর দেখা যায়, ইহা  
অসম্মান এক প্রাপ্তবাক্যনিষ্ঠিত। অশোক স্তম্ভের কনিষ্ঠের পূর্ব প্রাপ্ত বৌদ্ধমন্দির চতুর্দশ-  
কোণের সময়, এই নির্মিত এই উত্তর প্রাচীরের ব্যবধান কনিষ্ঠ ও বর্ষাবর্তনের প্রাচীরের ব্যবধান  
অপেক্ষা অধিক, কারণ সর্গোপেক্ষা অধিক উন্নতির সময়ে জুগ প্রাপ্তি কনিষ্ঠ সংখ্যার নির্মিত  
হইয়াছিল। চূনারবাক্যের সমাপ্তির অশোকস্তম্ভ ও প্রাচীর স্তম্ভপ্রাপ্তবাক্যের অশোকস্তম্ভের সহিত  
বৌদ্ধমন্দির তখনও প্রাপ্ত হয়, ইহাও এই সময়ে বৌদ্ধবিহার ও জুগ প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম  
নির্মিত হইয়াছিল। এই হেতু কনিষ্ঠ ও বর্ষাবর্তনের প্রাচীরের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম। ইহার চাই  
ফুট উচ্চে বর্তমান মন্দিরের প্রাচীর। বৌদ্ধমন্দির শেষ দশের সত্যতঃ অতি অল্পসংখ্যক জুগই  
নির্মিত হইয়াছিল, এই নির্মিত এই দ্বিতীয় প্রাচীরের ব্যবধান সর্গোপেক্ষা কম। পরে নির্মিত  
মন্দিরে দেখা যায় যে, চূনারের ও মথুরার উত্তর দিকের প্রাপ্তই মন্দিরনিষ্ঠাপ্রাপ্তে উচ্চের  
সহিত ব্যবধান হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হইতে পারে, অশোক চূনারের প্রাপ্তে তাহার  
নির্মিত জুগ ও বিহারাদি নির্মাণ করান। কনিষ্ঠ বর্ষাবর্তনের মথুরা হইতে আনীত প্রাপ্তে  
নির্মাণ সমাপ্ত নির্মাণকাল সমাপ্ত করেন। বর্ষাবর্তন চূনারের প্রাপ্তে পুনরায় ব্যবধান করিয়া-  
ছিলেন। সর্গোপেক্ষে পালপ্রাপ্তবাক্য জুগ উপলব্ধ, জুগ ও প্রাপ্তের সহিত নির্মিত করিয়া  
অশোক প্রাপ্ত নির্মাণ করান।

মতীপালের পূর্বাঞ্চল বোম্বাইত শিল্প হইতে জানা যায় যে, আটটি মহাকাশের (অর্থাৎ পাকিস্তানের) ফার্মাশের হইতে প্রথম প্রথম কয়েকটি মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ নির্মিত হইতে পারাছিল।  
মাকিরের জিহ্ন সম্ভবতঃ এই গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কপিশা হইতে মাকিরের পর্ষদ বিশাল সাম্রাজ্যের  
অধীনের অংশক অহরহ অর্জনায়ে উপহার নির্মিত সমুদয় বিহার ৭ ভগ্নাবি সম্রাজত্বের  
কিরীতিভিষে। উপহার প্রত্ন বর্ণনায় তার সমুদয়। অধঃপাতিত কুর মুপতি ও অমৃত্যু জাতি

[illegible]





হইতে উৎপন্ন কনিষের নির্মিত তথাপি তৎকালীন বুদ্ধবর্ণ বহুভাষা প্রভেদে নির্মিত, তাহা তথাপি দৃষ্টান্তক নহে। সম্রাট হর্ষবর্ধন ও হার্মিন্দরাজের দ্বারা আরও সংকলন করিয়াছেন। সর্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল যখন চুনারি কিংবা দূরতর মথুরা হইতে আগীর প্রাপ্ত ব্যবহার করিতে সন্মত হইয়াছিল। তিনি অনার্যসমূহ ভয়াবশের মধ্যে আপন প্রাপ্তবয়স্ক ও যুগল হইতে পৌরার স্বাক্ষর নির্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন কলাবিশেষসমূহের মধ্যে হইতে এইরূপে ভারতের মূল ইতিহাসের কিসংখ্য উদ্ধৃত হইতে পারে। এখনকালে কানাডাযাত্রক বহু ইহক পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি গাছারে প্রাপ্ত, গ্রীসদেশীয় ভক্তদ্বারা প্রাপ্ত। প্রত্যাগীত প্রকৃৎকালে কয়েকটি বক ও স্মারক নৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে অশোকবস্তুর তুলার্থে ও জৌহতি নামক তুপের মধ্যভাগে খননকারী সিদ্ধান্তে। পূর্বের খননে জৌহতি তুলার্থে বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুর্দশ। কানিংহাম বহুপূর্বে এইটিকে হিউয়েন-ত্সং দ্বারা নির্মিত বৃগদার হইতে ২—৩ মি. দূর অবস্থিত ৩০০ শত বৃট উচ্চ তুপের কানিংহামের বসিয়া নির্দেশ করেন। জৌহতি নামক হইতে অল্প দূরত্ব দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্তমান উচ্চতা হেথলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত সত্য। হিউয়েন-ত্সং বর্ণিত লক্ষণাবলীর কোন চিত্র এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাহা কারণ এই যে, খনন অতি অল্প হইয়াছে। উক্ত লক্ষণাবলী সন্তোষনিমিত্ত অশোকবস্তুর উত্তরপার্শ্ব অবস্থিত ছিল। পূর্বে হিরপাল ও বসন্তপুত্র কড়ক ও পুরে কানিংহামে কড়ক বহু কানিংহামের নষ্ট হইয়াছে। এখন যে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ কানিংহামের কড়ক নির্মিত, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই মন্দিরের ভিত্তি অতি প্রাচীন। হিউয়েন-ত্সং লক্ষণাবলীর মধ্যে অবস্থিত একটি ২০০ শত বৃট উচ্চ বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনির্মিত ছিল। বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনির্মিত। হিউয়েন-ত্সং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিহারটির বিহার বা মন্দির বৃহৎসমার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল। বৃহৎসমার মন্দিরের এক পার্শ্ব ৬০ ফুট, কিন্তু সারমাব বা বরাহদী মন্দিরের একপার্শ্ব ৩৫ ফুট; ইহারা হিউয়েন-ত্সং দ্বারা ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর। এখনকার কল্য যখন এইরূপে বলা যাইতে পারে।

১। প্রথম বৎসর প্রবর্তনের স্থান ও হিউয়েন-ত্সং বর্ণিত অশোকবস্তুর কানিংহাম অশোকের নূতন ভক্তদ্বারা আবিষ্কার।

২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিষের নিলাশিপিত্তক বহু, কানিংহাম প্রাদেশিক নৃতি আবিষ্কার।

৩। হিউয়েন-ত্সং বর্ণিত ২০০ শত বৃট উচ্চ প্রস্তরনির্মিত ভিত্তি ও কানিংহামে ইহকনির্মিত বিহার বা মন্দিরের কানিংহামের আবিষ্কার।

৪। ভারতের উত্তরে একটি দুর্গ বা নতুন কানিংহামের লক্ষণাবলীর ভিত্তি আবিষ্কার।



হিউয়েন থ্সং কর্তৃত্ব অতঃ স্থানভূমির সমস্ত তথ্যকর্তৃনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানমণ্ডিত উত্তরপূর্ণ অশোকসামকর্ষক নির্মিত যে ভূপট্ট তত্ত্ব ছিল, তাহা এখনো উত্তরমণ্ডিত নামে পরিচিত। ভূপট্টের কোন চিত্র নাই, কিন্তু এইখানে অনেক প্রাচীন কল্যাণকর আছে। তদন্তে প্রচুর অটোরন শস্যবীজ খোঁজায়ে দিয়া বৃন্দগাম বিস্তারিত নষ্ট হয়। তত্ত্বের মিত্রের হই তিন কুট, যার অকর্ষিত অংশ, এতদ্ব্যতীত অপর সমুদ্রদেশে পলায় লিখিত হয়।<sup>১০</sup> হিউয়েন থ্সং কর্তৃত্ব তিনটি পুস্তকি অত্যাশি বর্তমান আছে। সমস্তের হিউয়েন থ্সংয়ের পরে অর্থাৎ পাশ্চাত্যদেশের ভ্রমের এগুলির আরম্ভন বুদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এখনে অত্যন্ত সুকৌকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে প্রত্যক্ষতত্ত্ব উপর বহু তত্ত্ব করিয়াছেন, হিউয়েন থ্সং তাহার উপরে স্বতন্ত্র চিত্র দেখিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্ষ কল্যাণকর সুকৌকার প্রত্যক্ষের নিকটে দেখিয়াছিলেন।<sup>১১</sup> ইহা এখনে আর দেখা যায় না। কামিহাসের মানচিত্রের এই তিনটি পুস্তকিীর মাঝ চন্দ্রকর বা চন্দ্রকান, মনোরম বা মনোরম ও মনোরম পাওয়া যায়। এই মনোরমের তীরে পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষকালি করিয়াছেন দেখিয়াছিলেন। মনোরমের তীরে একটি ভিলির উপরে একটি কল্যাণকর মনোরম মাঝে নিকট প্রতিকর্ষিত আছে। প্রতিকর্ষের এই স্থলে একটি বেল হইয়া থাকে। ইহা সমস্তের কোন প্রাচীন ভূপট্টের উপরে নির্মিত। হিউয়েন থ্সং এই স্থলে একটি ভূপট্টের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ পূর্বদিকে এই স্থলে ইহাও বহিরাগে তত্ত্ব গ্রহণ করেন। এক যাব বহুদেশে মনোরমের বেল ধারণ করিয়া বহুদেশে হস্তে হস্তে আসিয়া প্রতীক করিতেছিল, কিন্তু হস্তী মনোরমের পরিচয়ের সমস্তের তত্ত্ব হস্তে হস্তে আসিয়া মাঝে অর্পণ করিল। এই মনোরমের প্রতিকর্ষিত স্থানে এই স্থলে একটি ভূপট্ট নির্মিত হইয়াছিল। মনোরমের এই ভূপট্টের কল্যাণকর উপর নির্মিত, কারণ পুস্তকিীর হইতে এই স্থান মনোরমের উক্ত। মনোরম ও প্রতিকর্ষিত মনোরম স্থান অত্যাশি বৃন্দগাম আশা। ইহা কামিহাসের প্রতিকর্ষিত মনোরম বা মনোরমের স্থান। পূর্বোক্ত ইহাও মনোরমের তীর কামিহাসের কল্যাণকর মনোরমের উপরে একটি তত্ত্ব দেখিত আছে। এই প্রত্যক্ষতত্ত্ব এখনে কল্যাণকর দেখিয়াছেন নাই।

• See M. A. Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 191.

† Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol. I, page 123 & plate XXIII.

‡ Cunningham's Steps of Bharhut, plate XXVI and p. 55.

## খোদিত লিপি ।

( ক ) Jonathan Duncan জনসংসিহের ভূপে বে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, কনিংহাম সাহেব ইহার উহার পার্টোকার করিতে চেষ্টা করেন ; পরে Dr. Halilpasha উহার সম্পূর্ণ পার্টোকার করিয়াছেন । ইহা সংস্কৃত ভাষার ও প্রাচীন দেবনাগরী লিপির ইহার স্থল :—

ও নমো বুধায় ।

বারাণসী সরস্বতঃ সুরবঃ শ্রীমামরানিপাধ্যক্ষঃ ।

আরাধ্য নামত ভূপতি শিরোরুদ্রঃ শৈবলাধীশহ ।

ঐশানাচত্রযক্টাদি কীর্তীরত্নশতানি যো ।

গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যঃ শ্রীমানকারয়ঃ ২ ।

সকলীকৃতপাণ্ডিত্যো বোধাবিনিবর্তিনো ।

ভৌ ধর্ম্মরাজিকাঃ সাকঃ ধর্ম্মচক্রং পুনর্বৎ ।

কৃতকন্তো চ নবীনাঃ অষ্টমহাস্থান শৈলসদ্ব কূটায় ।

এতাঃ শ্রী হিরণ্যালঃ বসন্তপালোহমুতঃ শ্রীমান্ ২ ২ ।

সংবৎ ১০৮৩ শোধ দিনে ১১ ২ ৩ ১০

( ব ) কনিংহাম সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত পূর্ববর্ণিত খোদিত প্রস্তরভঙ্গির মধ্যে একটির নিরূপণে কিছু হরিজগতের দানবিবরণ খোদিত লিপি আছে । ইহার প্রতিক্রিপি কনিংহাম সাহেব একবার প্রকাশ করেন ; পরে Dr. Fleet Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III পুস্তকে ইহার পার্টোকার করেন । ইহা প্রাচীন ভাষায় ও প্রাচীন ভাষার লিপির ইহাতে ব্যবহৃত "ব" কারের আকার এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত খোদিত লিপির ইহার হইতে প্রাপ্ত । স্থল পাঠ :—

ওরং পূর্বকং গম্য কৃষ্ণা সাক্ষরঃ সিতকঃ কক

কারিতো প্রতিমাশাস্ত্রঃ হরিজগতেন ভিক্রমুদ ।

( গ ) সায়নাথে প্রাপ্ত অপর একটি খোদিত লিপি Dr. Fleet উহার পুস্তকে প্রকাশ

\* Archaeological survey Reports vol III p. 121 & vol XI p. 122 and Indian Antiquary vol. XIV p. 140

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol III p. 121 & vol XI p. 122



আছে। ডাক্তার বাউসন জি ডি Prof. Dawson Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Dr. T. Bloch উক্ত পাঠ অসম্পূর্ণ বোধিয়া সম্পূর্ণ Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই বোধিত লিপির ১ম পক্ষের পাঠোদ্ধার অসম্ভব, কারণ ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোধিত লিপি :—

১। — — — এতদে পূর্বকৈ ত্রিকুণ্ড পুমা

২। সক্ষা বিহারিণ্য ত্রিকুণ্ড বন্য ত্রেপটিকস্ত দানঃ বোধিসত্তো

চারঃ দাগুশ্চ শাবস্ত্রিয়ে ভগবতো চংকমে

৩। কোসং কুটিরে অচর্য্যানং সর্বাস্ত্রিমানিং পরিগহে।

উক্ত অর্থ ত্রিকুণ্ড ত্রেপটিক ত্রিকুণ্ড পুমা — ১ বোধিসত্তো প্রতিমা চর ও ৩ শাবস্ত্রী-  
নগরীঃ কোসং কুটি (সংস্কৃত কোশাধী কুটী, অথবা গোমের স্থানের বেলিগের চিত্র হইতে  
জান্য হইতে, যেহেতু সঙ্গীতের মধ্যস্থ স্থানবিশেষের নাম কোশাধী কুটী) নামক স্থানে  
সক্ষা (সংস্কৃত ভাষায় অচাচরণ) ইত্যাদি ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। Dr. Bloch "পুস্তক-  
কৈ পুস্তক" অর্থ "পুস্তক"। কিন্তু বারাগনী বোধিত লিপি হইতে জানা যায়  
যে, "সক্ষা" নাম পুস্তক। বারাগনী বোধিত লিপির প্রথম পাঠ পক্ষি হইতে হইয়াছে  
কিন্তু পক্ষি পক্ষি হইতে বোধিত লিপি নষ্ট হইতে পারিত হইত। বই, সক্ষা ও সক্ষা পক্ষি  
পাঠোদ্ধার হইয়াছে। বহুত পক্ষি হইয়াছে, জানা হইতে বুঝা যায় যে, মহাবাহু কক্ষি  
তৃতীয় পক্ষের হেমন্থের তৃতীয় মাসে বারাগনী ত্রিকুণ্ড পুস্তক ও ত্রিকুণ্ড  
সর্বাস্ত্রী বা সক্ষা ত্রিকুণ্ড ত্রেপটিক দানঃ বোধিসত্তো চর ও ৩ বৈপটিক বোধিত  
ও সক্ষা বন্য ও বোধিতের সাক্ষ্যে বারাগনীতে বুদ্ধের চংকমে বা সক্ষা হইতে  
প্রতিস্থাপিত হইল। বারাগনী ও শাবস্ত্রীর বোধিত লিপি যে এক ব্যক্তির দ্বারা  
আর কোন সন্দেহ নাই। উক্ত বোধিত বোধিত হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে  
এবং জাহাঙ্গীর সক্ষা ত্রিকুণ্ড ত্রেপটিক দানঃ প্রতিস্থাপিত। উক্ত বোধিত লিপির  
এক প্রকার; তৃতীয় প্রথম পক্ষের অক্ষর। Dr. Buhler Indische Palaeography  
এই প্রকার অক্ষর উক্ত ভারতীয় অক্ষর অক্ষর বর্ণিত হইল। উক্ত বোধিত লিপির  
সহিত তুলনা করিলে ইহার নিম্নলিখিত প্রকার দেখা যায় :—

Inscription has been edited by Dr R L Mitra Journal Asiatic Society of Bengal vol. XXXIX, 1901 p. 180 and by prof Dawson Journal Royal Asiatic Society and vol. Vol. 7 p. 192 and plate 3 no. xxiii and by Dr T Bloch Journal A. S. B. 1902 p. 174

১. এই বইখন অত্র অংশের দৃষ্ট হয় অর্থাৎ সংস্কৃতাক্ষরলিপিতে লিখিত হয়, তবুও ইহা প্রকৃত পুঁজির লিখিত হয় অর্থাৎ বর্তমান কালের ভারী কলা লিখিত হয় না।

২. বইখন ইন্দো-মধ্যভাগের যেখানি বসে তাগে দৃষ্ট থাকে, কিন্তু সুদৃশ্য লিখিতে এই যেখান লিখিত হয় তা উচা বাহ্যে লক্ষ্য কর।

৩. সংস্কৃতাক্ষরে লিখিত অর্থাৎ মাত্রাটী লিখিত হয় অর্থাৎ উপরের অক্ষরের সহিত একতানে লিখিত হয় না।

৪. বইখন অত্র মুদ্রার ও অত্যন্ত পরিষ্কার; অক্ষরগুলির অধিকাংশই চকুস্পর্শে, কিন্তু কখনো লিপি গোলাকৃতি ও অসম্পূর্ণ অপরিস্কার।

এই অক্ষরে প্রাপ্ত আর কোনটী পোস্তের লিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এখানি কতক প্রকৃত পুঁজি কতক শোভাময় প্রাপ্ত লিপি :-

১। মধুগার কল্যাণেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপি।

২। মধুগার কল্যাণেশ্বর মন্দির নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।

৩। মধ্য-মধ্য-কুলে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।

বর্তমানের যে সকল লিপিসমূহ ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সামিশ্রণ লক্ষিত বিভিন্নের লক্ষণ কল্পি এই ভাষায় লিখিত। Dr Bloch যথেষ্ট ইহা প্রাকৃতভাষী ও ব্যাকরণানুসারে ব্যক্তি-ভেদে সংস্কৃত ভাষা লিখিবার চেষ্টার ফল। এই সামিশ্রণের কতকগুলি নমুনা :-

১। অক্ষর 'ক' বা 'ইক' প্রায় খ্রীষ্টাব্দ শতাব্দীর এক দশক "আয়ে বা টেয়ে" ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "ব্রাহ্মণ্য" স্থলে ব্যাকরণমতে "ব্রাহ্মণ্য" স্থলে ব্যবহৃত।

২। পালিত ইকারান্ত বা ইকারান্ত নামের বস্তুর এককভাবে "জ" বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে।  
যথা—ভিকোঃ কুলে কিকুতঃ, সন্ধবিহারিণঃ স্থলে সন্ধবিহারিতঃ।

৩। এইরূপ অক্ষরগুলিতে কোন স্থলে প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতাক্ষর প্রয়োগ হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে যথা—চাকমে (সংস্কৃত চাকমে) সন্ধবিহারিতঃ (সংস্কৃত সন্ধাধি বিহারি)।

৪। সাক্ষর খোদিত লিপিসমূহের এককালে "সন্ধবিহারিণ" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, ই ইহার অর্থ সন্ধবিহারিণ ভূত। পালিসমূহের ইহার প্রথমস্থান "সন্ধি" স্থলে পরিণত করে এবং খোদিত লিপির ভাষার ইহা সন্ধা বা সন্ধা হয়। ইহা সংস্কৃত সন্ধকের অপভ্রংশ এবং সাক্ষর হইতে উৎপন্ন।

৫। ইহা Prof. Pischel এর মত এক Dr Bloch ভাষার প্রকৃত ইহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য।  
৬। ইহা Prof. Pischel এর মত এক Dr Bloch ভাষার প্রকৃত ইহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য।

1. Apurandogical Survey Report, vol. III p. 102 plate XIII no. 1.

2. Epigraphia Indica, vol. IV p. 102 no. II with plate.

3. Apurandogical Survey Reports vol. XX p. plate 7 no. 2.

4. Epigraphia Indica vol. II p. 389 inscription no. 202.

খোদিত লিপিতে "সদ্যবিহারি" শব্দ আছে। সদ্যবিহারী বা সদ্যবিহারী যে সন্ধি হইতে উৎপন্ন নহে, ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

৫। ত্রেপটিক বা ত্রেপটিক—ইহাতে ত্রিপিটকের শব্দক বুঝায়। ভারতবর্ষের ত্রুপের ত্রেপিংএ খোদিতলিপিতে পেটকিন্ শব্দ পাওয়া যায়।\* খোদিতলিপি:—“এব আভস পেটকিনো ত্রিটি ধানং”।

বোম্বাইপ্রদেশে কান্হেরি শহর খোদিতলিপিতে “ত্রেপটিকোপাধায়” শব্দ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি:—

ত্রেপটিকোপাধায় তদন্ত বর্ষবৎস।†

বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা হ্যোনাংয়ের গ্রন্থে ত্রেপটিক শব্দ মহাসম্মানসাপেক্ষ উপাধিবিশেষ বোধকৃত হইয়াছে।

Schiefner এই শব্দটিকে কর্ণধর ভাবায় Dreikorbhalter অনুবাদ করিয়াছেন। কর্ণধর ত্রিখরক অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাকরবর্ণ মতামত এই শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— Drei tri korb পিটক বা ত্রিটি halter আধার, দ্বিবি ত্রিপিটকের আধারবরণ অর্থাৎ ত্রিপিটকজ।

বারাণসীর খোদিত লিপিতে “খ, ঞ, ঝ, ঙ, ঠ, ড, ঢ, ক, ন,” ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচ্যতীর খোদিত লিপিতে “খ, ঞ, ঝ, ঙ, ঠ, ড, ঢ, ক, ন,” ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

( হ, জ ) কনিকের বস্ত্রের সহিত আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্বমূর্তির পদতলে ও পশ্চাদ্ভাগে খচিত হইয়া খোদিত লিপি আছে। মূর্তির পশ্চাৎ-স্থিত লিপিটা চারিপংক্তি, এই চারিপংক্তি তন্ত্র-লিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ। পদতলে খোদিত লিপিটা দুই পংক্তি:—

১। তিসুবল বলন্ত ত্রেপিটকন্ত বোধিসত্ত্বো প্রতিস্থানিতো

২। মহাকল্পপেন বরপারমেন সহাকল্পপেন বনম্পারেন

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বারাণসী কনিকের সাত্ত্বজ্যোত অস্তিত্ব ছিল এক একজন মহাকল্পের অধীনে একজন কর্তৃপক্ষ বারাণসী শাসন করিতেন। মহাকল্প সম্ভবতঃ মধুরার বাস করিতেন। তিসুবল ত্রেপিটক ও তিসু পুণ্ড্রবুদ্ধি মূর্তিরই প্রাচ্যতীরে প্রতিস্থানিত ব্যক্তি ছিলেন, কারণ শকস্ভাটীর মহাকল্প এবং কর্পোর মূর্তিরই বোধিসত্ত্ববোধের আত্মাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইহারা রাজবংশোদ্ভূত; ইহারা চীর বারনপুত্রক জীবনযাপন

\* Indian Antiquary vol XXI p. 237 no 184.

† Report of the Archaeological Survey of western India Series Vol. V—

Report on the Elara core temples and the Bhambhata core temples in Western India p. 77



৪। হেবাং দেবানং পিরে আতা হেনিসাচ ইকানিলী কুলাকং তিকং হেনিসাচ  
সংসলনসি নিখিতা।

৫। ইকাত লীপিহেনিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপারতেপিচ উপাসক  
অনুপোমথং যাবু।

৬। সানং বিসং সয়িতবে অনুপোমথং যুকারে ইকিকে মহাযাচে  
পোমথায়ো।

৭। বাতি এতসেব শাসনং বিসং সয়িতবে আজানিতবেচ আবজকেচ  
কুলাকং আতলে।

৮। সবত নিবাস যাব কুফে এতেন বিসং সয়িতবে হোমব সবেকু কোটিবি  
সবেকু এতেন।

৯। বিসং সয়িতবে নিবাস পয়াগা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বিজয়াবল M. R. A. S. মহাশয় এই খোদিত লিপি  
নিম্নলিখিত সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন :—

সংঘে ভর্ত্তং এবং

১।

২। ( তিকু ) তিকু ও কুলাকং তিকং অবলম্বিতানি দ্বয়ানি এযং দাপরিভূং আজাপরায়ান।

৩। আবাসায় এবং ইয়াং শাসনে ভক্তগণসংখ্যক তিকুদ্বয়ং বিনয়ঃ।

৪। এবং দেবানং প্রিয় আত্ম হেনিসাচ ইয়াং লিপিঃ যুকারং আত্মকে ভবতি সংসলনায় লিখিতা।

৫। ইয়াং লিপিঃ উপাসকানং উপাসকানং অতিক্রমেণ লেখ্যায় তেহপি চ উপাসকানু  
পোমথং বাতি।

৬। এতদেব শাসনং বিসং সয়িতবে অনুপোমথং এবং এককং মহামায়ে পৌষপাতি।

৭। বাতি এতদেব শাসনং বিসং সয়িতবে আজাপরিভূকং আত্মকায় যুকারমাকারঃ।

৮। সর্বতঃ বিসং যাব এতেন সয়িতবে এবং সবেকু কোটিবিষয়ঃ এতেন।

৯। বাজনেব বিবাসয়ত।

ইহার অর্থ :—

১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইতপ।

২। তিকু ও তিকুদ্বয়ং ভোজন করিবেন, ইহারে নিমিত্ত তরুণঃ দ্বাপন বা পাতরুণ  
আবেশ হইল।

৩। তিকু ও তিকুদ্বয়ং সমীপে বাতাসা বিনয় বা শিক্ষা প্রদানে ক্রিয়িত আশ্রিত, উপাসক  
আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আবেশ হইল।

৪। এবং প্রিয় এইতপ বলেন "তিকু" এই লিপি আপনাদের সমীপে উপাসকের প্রদান  
করাই থাকিল।



৩। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিত প্রেরিত হইল। সেই উপাসক-  
গণও ইহারে পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

৪। সকলের বিধান উৎপাদনের অর্থ ও প্রতিপালনকার্যের নিয়ন্ত্রণ সম্পাদনের অর্থ এক  
একটি মহামান্য নিকট হইলেন, তাহারে তরণপোষণের অর্থ এই শাসন (প্রচারিত হইল)

৫। (মহামান্যের নিকট) বিধান উৎপাদনের অর্থ ও বিকাশনের অর্থ এবং আপনাদের  
আহাতিও রক্ষা বা আশ্রয়ের অর্থ এই শাসন লিখিত হইল।

৬। সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিবেচন করুন।

৭। এইরূপ কোট বিধপত্র বিজ্ঞাপন পত্রসহ যথেষ্ট গোপন প্রেরণ করুন।

এই বোধিত লিপির দ্বিতীয় পাকি এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভের কোশাধী অস্থানসনে দ্বিতীয়  
এবং তৃতীয় পাকি, এবং সাকী অশোকস্তম্ভের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাকির অস্থানসন।  
অশোকস্তম্ভস্থানসনগুলির মধ্যে বারানসীর, এলাহাবাদের, কোশাধী ও সাকীর অস্থানসন এক  
নূতন প্রেী প্রবর্তন করিয়াছে।

বারানসীর অস্থানসন। এলাহাবাদের কোশাধী অস্থানসন। সাকীর অস্থানসন।

২য় পাকি :—

২। সংযতোষতি তিথুবা

সংযতোষতি তিথুবা তিথুনি

তিথুনিচ সংযতোষতি সটম- তিথুনীবা ওষাতানি হুমানি—না

বা ওষাতানিহুমানং

উনি হুমানং বাপরিয়া বাপরিহু আনাপেন...

রিহু আনা—সি।

আহবিসি।

এই অস্থানসনে কতকগুলি নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে বলা :—

সংসলনসি, আবতকে, কোটবিসবেহ, আভানিভবে ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জীবন্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাহরণ বলেন, কোটবিসবেহ রাজকর্ণভারি-  
ক্লিপের নাম। কিন্তু দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাট্যরকর Assistant archaeological Surveyor  
Bombay Circle বলেন, যে ইহা হানবিশেদের নাম এবং সংস্কৃত ভাষার ইহা কোটবিসবেহ  
আকার ধারণ করে। Dr. Hultzsch Epigraphia Indica পুস্তকে ইহার উদ্ধৃত পাঠ  
প্রকাশ করিবেন।†

(৬) এই বোধিত লিপিত দ্বিতীয় খননকালে আবিষ্কৃত একটি দ্বিতীয় পাকিও বোধিত  
আছে। বোধিত লিপি :—

যেহ অশোক শাক্যজিহো: বুদ্ধদেব্যত বনন পুণ্যঃ তদন্তবতু বর্কসবান্যঃ অস্থানসনসিহুয়ে।  
এইরূপ আরও চারি পাঁচটি বোধিত লিপি আছে। এইগুলি মহামান্যই নামদ্বিরক এবং  
ইহার একটি প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে।‡

\* Indian Antiquary Vol. xix p 124-126, Epigraphia Indica vol. 8 p 27 and 28.

† Annual Report of the Superintendent Archaeological Survey United Provinces and Punjab circles, 1904-05.

‡ Ibid p. 22 nos 120-123 and p. 47-49.

( ৭ ) গত চৈত্র মাসে অশোকভদ্রের চতুর্দশের প্রাঙ্গণ খননকালে এই একটা ভয় ভয় আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে মৌর্যাকরে খোদিত লিপি আছে :—

ভগবতো

খভোদানং

খভো অর্থে পুত্র। এই শব্দ ভারতগ্রন্থের স্তূপের রেখি এর তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবার উল্লিখিত আছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা

চাকলা জমিদারি ও ব্যাকরণের উপাদান-সংগ্রহের এক বহুর প্রাশংগিক পদ, গ্রন্থটিতে এবং কর্তৃত্বের সংগ্রহ ও প্রকাশ নিকান্ত আবশ্যিক। ভাষাতত্ত্বের অসংখ্য উদ্ভেদ-সাধনকল্পেও উদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ নহে। অধিকন্তু, গ্রন্থটি কবিতাবিধি-প্রচাৰ দ্বারা যুগে যুগে মানবজন্মের কৃতি ও গতিবিধির পর্যবেক্ষণও একান্ত সম্ভবসাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য পূৰ্ণ করিয়াই আজ আমরা পরিবহের পাঠকবৃন্দকে 'চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা' কয়েকটি উপহার দিতে মনস্ত করিয়াছি।

প্রকৃতির রম্য-কানন চট্টগ্রাম সাহিত্যসেবার পক্ষে অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের জনজন্মে কত অপরিমেয় সাহিত্যসম্পদ জনপদে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, কে ভাষার খোজ করে? এই বে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি পুঁথি পল্লীতেই আছে। আরো ত তৎপ্রাপ্তি কাহারো রূপা-কটাক-পাত ত হইল না! লোকমুখে যাহা রক্ষিত আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন ত আরো দূরের কথা! লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের ভূতপূৰ্ব সাংকল্পেই মিঃ এণ্ডারসন্ সাহেব বাংলায় Chittagong Proverbs নামক গ্রন্থের গ্রন্থ-সাহিত্য-ভাষারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের হালিয়া শাইর ( সাদিগান ), প্রভাত গান, হবিপ্রত, ভোঁদর, গাঙ্গীর গানের পালা, কুলপাটের গান, হওলা প্রভৃতি লোক-মুখের সম্পত্তি-বাণি জনাবদের জিনিস নহে, কিন্তু আদর করিবে কে? অজ্ঞান প্রবন্ধের ধাঁধা জগিত লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইল।

এই হৈয়ালীগুলি বিশেষতঃ কৃষক-বালকদেরই সম্পত্তি। অসুতঃ হৈয়ালীগুলির ভাষা ও রচনা প্রাণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কৃষকস্বামী এবং সাধারণ কৃষকসমূহকেই অধিকাংশ ধাঁধা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকগুলি ধাঁধাতেই শিকিত হওনের স্পষ্টচিহ্ন বিজ্ঞমান নাই; এতদ্বারা শুধু আমরা অনুমান করিতে পারি, ধাঁধাগুলির অধিকাংশই নিরাকর কৃষকসম্প্রদায়ের রচিত।

পাঠকগণ, পাঠকসম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমতা ও হৈয়ালী দেখিয়াছেন; তৎপক্ষে কৃষক-





সাঁত—বাঁকা-কখন; মিডা—মিঠা; মুঠা—(‘মুঠ’ শব্দ-জাত) গবেষক ‘আলাদ’ বোঝা বিশেষ। মুঠে—মুঠে; মেজা—আবক্ষণা; যেটি—মাটি। নাই—ব্যবসিদ্ধিত পাত্রবিশেষ; অপরার্থ,—সানি (কত)। লুতুরলুতুর—নবম তরম; লেটুজা—লেংটা।

হুত্ব—গুণ; বিদ্যাহুত্বের ‘হুত্ব’ মনে কখন।

হুকম—সকল; হুলাই—হলুদ, চরিত্রা; হাড্ডি—হাড়, অস্থি; হামে—হামে; হানক—শানকি, মেটে বাসন; হালাল—এখানে ‘হবে’ করা; বধুকা; ইহার বিপরীত—‘হানাম’। হাপ—শাপ; হাঁচুনি—মাঁচুনিতে, মাঁচুনিতে; হিঁকিল—কিন ইত্যাদি; হিঁজা বা হাঁজা—নির্জন-প্রাণ; ককলা; হিঁচে—সিঁচে; হুয়া—তত; গহ। হেলাইজা—কুপবিশেষ। হেরে—ভিয়ে। হৈল—হৈলমাহ।

নিম্নে এক একটা বঁকা ও তাহার উক্তর দেওয়া হইল।

কিনত লুটে, বিলত লুটে।

কিনত লুটে, বিলত লুটে। উঃ—কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে। = লুটে।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

উঃ—কৈকি ও কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

উঃ—কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

উঃ—কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই। = কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

উঃ—কৈকি।

কিনত লুটে, বিলত লুটে, ভোগতা নাই।

১৫

হাটে কুৎসিত হিঙে যেটি।

হ জোখ তিন কোটি ॥

উঃ—কুৎসিত ও ছবি বলদ।

১৬

উপরপূর্ণ পৈল দুই।

তিন হৈ উর্দা করি ॥

উঃ—‘উর্দা’ চুলার খুঁটা।

১৭

হাজার পোখা ভাত ধার।

দুখা পোখা চাহি ধার ॥—হাঁই।

১৮

হাজার পোখা পা ধোর।

চাইর পাখাল বি বৌ তার ॥

উঃ—পোখা মাছের ‘বাইস’।

১৯

হাজারো বাঁকিত বাঁকিত পায়ে।

আহিত ‘ন’ পায়ে ॥

উঃ—‘চাই’ নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২০

উপরেও যেটি, নাচেও যেটি।

হেতে’ তিতর সম্ সম্ যেটি ॥—হলুদ।

২১

ওন্ খোস বুক টান।

কন্ অন্তর চাইর কানি ॥—ঘর।

২২

ভালগাভা ভালনি, কুছান্ পাভা চাখনি।

কন্ বাঁকিএ কুছাইএ

হাজার টেকা ব্লাইএ ॥—নিশুক।

২৩

কাণকটি কৈ মাছ কাঁচি মাছ ধার।

পোখকা বেঁকা ধরবারে ধার ॥—উর্দা।

২৪

হেটে যেটি পাইপোখা,

ইয়া মাছে কানি ॥—লেবু।

২৫

চৈরুতে ইকত, মাইকে চিৎ।

তিতরে পোখা সম নিরীত (ঈত) ॥

উঃ—ভালকান পান।

২৬

কাছার উপর কাছা।

যে কাঁচি বিহু ন পাচে, তার কাঁচি হুকা পাই

উঃ—কলার কল।

২৭

জানক বগা জানকা ধার।

কান্ শুরাইণে বগা ধার ॥—শরীপ।

২৮

একগাছ হানে বড় বর ছাই ॥—শরীপ।

২৯

উহত, বড়া, মনুতরা ॥—গরুড় ‘কলান’।

৩০

এক পাইবর চাইর খুঁটা।

কন্ দুখা পোখা হাঁড়া ॥—পানর ‘কলান’।

৩১

ধর আছে হুয়ার মাই।

মাইব আছে মাই, মাইএ কলান ॥

৩২

বগা হুকা পাইব, পোখা চাইব পায়ে।

উঃ—লেবু বা লিচু।

৩৩

আই হৈ মোন মাছ [আই হৈ মাছ]।

আই বলাইর ভালগাভা।

মাছ ন কাঁচ, বৈল মাছ ॥—ভালগাভা।

৩৪

ইনিও মাই মাছ, উনিও মাই মাছ।

কলান মাছ ॥

(২) কলান—মাই—আই।

(৩) বৈল—ভালগাভা।

রাখা আইডে, পাখ আইডে,

বিজাই জালান করে ।

উঃ = প্রতিমা বা মণ্ডিত ।

৩৪

ছেই ছোট্ট পাইদারো, ইজ রাহেতর ।

টিন আইডে হকম বরাঃ = মেঘের 'কোণ' ।

৩৫

আকালতে হুসুসু পাতালেতে গেল ।

কনু ইকরে বানাই এক রে কৈবলা ।

ভিতর কেনঃ = আঁধার ।

৩৬

পল বানা হুসু বলা ।

নাথ শেখার বিলাস, কাকলঃ = পাটপাতা ।

৩৭

নাথের উপর লাই, টোপ পড়িয়া যায় ।

সোখার মালি ভাতি গেল,

জোড়া মেওইয়া লায়ঃ = চিহ্ন ।

৩৮

জান্না আরে তলা লাই ।

জোইআহে আঁতরি লাই ।

উঃ = 'পল' প্রায়ক লাই পরিবার বরা ।

৩৯

কলহন কনু কনু পড়ি আখার বার ।

আলদে নিফাই তরি বজার বাবার ।

উঃ = 'কালি' প্রায়ক লাই পরিবার বরা ।

৪০

কোলা-কোলা বিলাস লাই এক বিলাস করে ।

একটা বিলাস লাইলে বুঝাঃ = পৌষ ।

কাকলঃ =

উঃ = 'কালি' প্রায়ক লাই পরিবার বরা ।

৪১

এইই বেলইয় ।

হকম গেল একই তেলইয়ঃ = চান বা বুঝা ।

৪২

বাহার নিজে কলক লাই ।

পোটা এক পাটা লায়ঃ = লাইল লাই ।

৪৩

জান্না বুঝা ।

এক বিলাসে বুঝাঃ = কাকলঃ ।

৪৪

বল লি লি, বল লি লি,

বলে করে বলাঃ ।

হাতিঃ লাই, হাতিঃ লাই,

করে কৈবদ্য বান্ধাঃ = জলোকা ।

৪৫

জান্না পোরা ভাঙ বার ।

শিকার তলি হাণ বারঃ = শিকার ।

৪৬

এক লাইল লাই, কালি লিলাই লাই ।

এক বুঝা বলা বার, হাতিঃ লাই লাই ।

উঃ = বই ।

৪৭

হলইয় বলা পা, বইয়াঃ বলা বরা ।

হাতিঃ লাই ভিডি লাই, কলিঃ উইঃ লাই ।

উঃ = খোলা ।

৪৮

আল লাইল, আল পাইল ।

উঃ = জান্না বরা লিলাই লাই-

লিলাই লিলাই ।

৪৯

আল লাইল লাই, আল লাইল লাই ।

এক লাইল লাইল

উঃ = জান্না বরা লিলাই লাই

উঃ = জান্না বরা লিলাই লাই

৫০

আল লাইল লাই, আল লাইল লাই ।

আল লাইল লাই লাই লাই ।

উঃ = জান্না বরা লিলাই লাই

৫১

আল লাইল লাই, আল লাইল লাই ।

আল লাইল লাই লাই লাই ।

୫୨

ମାରିବୁ, ଦାସ 'କାହା' ବାହ ନର ।  
ହୁଏ ନିଃ ଲାଫେ, ମୈବ ନର ॥—ବାସୁକ ।

୫୩

କୈଳା କହେ ମୁକୁର ମୁକୁର, ମାକିଲେ ନିନ୍ଦୁ ।  
ଏହି ସନ୍ତାନ ସେ ଛାଡ଼ିବୁ ନ ପାରେ,  
ତେ ହସ ସେ ବାତ୍ୟା ଉନ୍ଦୁ ॥—ମାତିଳ ।

୫୪

ମୋହା କାଲେ ଛୁଇଁ ନିଃ ।  
ସୋହାନ କାଲେ ନାହିଁ ନିଃ ।  
ବୁଝା କାଲେ ଛୁଇଁ ନିଃ ॥—ଚନ୍ଦ୍ର ।

୫୫

ଓଁ ଡେ ମୁଣ୍ଡ ନନ୍ଦାର ।  
ମେଢ଼ ଡେ ବାଢ଼ି ନନ୍ଦାର ॥—କଳାର 'ବୋଡ଼' ।

୫୬

ବାଳା ରାଜ, ଉହ ଡ, ବାଧା ॥—ବୋଡ଼ ।

୫୭

ଓପରସୁ ମେଲ କାଳ ।  
କାଲେ ବାହର ଡିନ କାଳ ॥—ଜାଲିଆ ।

୫୮

ବାଢ଼ୀର ମିତ୍ତେ ଛୁଇଁବୁ ନିଃ ।  
ଆମନାର ବାଧା ଆମନେ ନିଃ ॥—କଲ୍ଲେ ।

୫୯

ଝୁଟିବୁ ଝୁଟିବୁ ଦୁନ ମାରେ ।  
ମୋରେ ଆସାର ବାଧ ॥—ହଟ ।

୬୦

ମିନାରେ ଚେଲେ ହୁଏ ବାର ।  
କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ସହ ଚାନ୍ଦ ॥—କଳାଣୀ ।

୬୧

ଡିନ ଡୋମା ସହେ ବାଧା ।  
ଡୋମାବ ବାଧା ସହେ ବାଧା ।  
ହୁଏ ବାଧାର ଉପରେ କେଉଁ ।  
କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ମାରି ମାଡ଼ ।  
କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ବାଧା ବାଧାର ବାଧ ।

୬୨

କେହି ଆସୁ ବାସ, ଉପରେ ବାଧ ।  
ବେଶ ବାଧେ ସେ ବୁଝୁ, ବୁଝୁ ॥—ଜାଢ଼ୀର ଡାକ ।

୬୩

ମାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ହୁଏ ହାଡ଼େ ମାଡ଼େ ।  
କେଉଁଠି ଛାଡ଼େ ବଧନ, ହୁଏ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ।  
ଓଁ—କାନ୍ଦେ ବାହାରର ବାଧ ବାଧାର ବାଧ ।

୬୪

ହୁଏ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ମାଡ଼େ କାହିଁ ।  
ଛାଡ଼ି ନିରେ ମାଡ଼େ ବାଧେ ॥—ହୁଏ ବାଧ ।

୬୫

କାଳା କାଳା ଦୀଢ଼ା, କାଳା ବାଧ ବାଧ ।  
ଗାହିତ ହୁଏଲେ ଦୀଢ଼ା, ବୋହେଲେ ବାଧ ।  
ଓଁ—ମାଡ଼ିବୁ ବାଧ ।

୬୬

ଡିକାରା ମିତ୍ତେ ଛାଡ଼େ ବାଧ ।  
ବାଡ଼ିବୁ ଡନ ବିଲେ, ବେଶ ଡନ ବାଧ ॥—କାଳା ।

୬୭

ବୁଝାର ଉପର ବାଧେ ଛାଡ଼େ ।  
ବାଧେ ବେଡ଼ି ବେଡ଼ି ହୁଏ ।  
ହୁଏ ହୁଏ ବାଧାର ବାଧେ ॥—କାଳା ।

୬୮

ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଶ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ଓଁ—କାଳା ।

୬୯

ବାଡ଼େ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ବାଡ଼େ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ଓଁ—କାଳା ।

୭୦

ବାଧାର ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ବାଧାର ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ଓଁ—କାଳା ।

୭୧

ବାଧାର ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ବାଧାର ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ବାଧେ ।  
ଓଁ—କାଳା ।



সেই কাটা গেল আঁঠির হুড়ি।

উঃ—সাপিতের হুড়ি।

৭০

কীধ আইএ, কীধে আর।

কিনা দোষে আরও আর।—ভোলা।

৭১

গাছ ছাড়া, পাতা ছাড়া।

হেঁথতে হিঁতা, খাইতে মিলা (মিঠা)।

উঃ—পেঁপে ৬।

৭২

হাতীপু নু উচল।

হাতীপু নু নীচ।—আমু।

৭৩

হাঙ্গারো কেন্দে বোকা,

কেন্দে কেন্দেইত বার।

হাঙ্গার টেকার অরিচ খাইএ,

আরো খাইত চাষ।

উঃ—লুকা পিসিবার 'পাটা' বা 'পাড়া'।

৭৪

হাঙ্গারো বড়, গাই বড়, বিলত, চরে।

হাঙ্গারো হেঁথো (হেঁথো) হুট, হুট, হুট করে।

উঃ—কীকড়া।

৭৫

আঁঠাত, বর বর সোঁকাও, বেলা।

কীকড়ি কীকড়ি হোঁপলী গালা।

উঃ—কালী কীকড়া।

৭৬

আঁঠাত, কোর সোঁকাও, বেলা।

আঁঠার কীকড়ী বোকা: জালা।

সোঁকা: হাঙ্গার পবত, বর।

আঁঠার কীকড়ী বিলত, চরে।—সাপিতা আমু।

৭৭

ও কুলকুলসি, গাছের আঁঠাত, হুট করে।

পাটিলস "হুট করে" বার।

সোঁকা: কীকড়ী উচল, বর।—কীকড়ল।

৭৮—কীকড়ল "কীকড়ল"।

৭৯—পাটিলস—কীকড়ল।

৮০

আঁঠা ডিঙা খোঁচা বর।

হাঙ্গার পবিত কবি বর।—কীকড়ল।

৮১

হোঁচা হোঁচা খাউরি,

চুরা আঁটা ন হুড়ি।

সাত নতু গাছের বার,

তত চুরা ন হুরা।—পাণের চূপ-পাত্র।

৮২

চাইব হু' হুৎলকে চক, এক হু' বন (বচ)।

শিহ বি চলি পেল, এই রাহব উমা কন।

উঃ—বর রাহব।

৮৩

হাঙ্গারো বোকা,

হুটলে কাইত হুই চিব হুই পড়ে।—বামুক।

৮৪

একর চিতি বেতর বাল (শিশ)।

বে অতি বিত, পারে তারে আঁধ বিড়া পানত।

উঃ—কীকড়ি।

৮৫

হাঙ্গারো পইলত সিলুর তানে।

সেখো কনে? কালিহাসে।

জুরে কনে? চরীহাসে।

তাতি বিত, ন পারে আঁঠি বানে।

উঃ—শেল বাহের "বহিস"।

৮৬

বড়, পটিল বড় বাহ,

মোচক ডাকন কৈজ।

সেই কৈজ আঁধ বিত,

সবী সোঁকাও মৌ।

সবী সোঁকাও মৌ, বর সোঁকাও মৌ।

উঃ—সিকড়ী নীচক কালিহাসে বর।

৮৭

হাঙ্গার নাম ও পাটা,

পাটিলস লিচ পাটা।—কীকড়ল।



১০৫

করে ওয় হুইলা ।

কোরে "সিডে" হুইলা ।

চাইর মাথা বার হুই ।

কোরে কোরে হুইলা (হুইলা) ।

— হুইলা-হুইলা হুই হুইলা ও সবংলা গাভী ।

১০৬

এক মুদার হেরে, ওইএ জিলা পাফে ।

ওই চাইকুৎ সেলুৎ হে,

ওইএ জিলাক বারে ।

উঃ=উড়ির কাপক বান;ইবার 'নাইল' ।

১০৭

আম তু কেবু হেরে,

না বান পাভা ।

যে ভাতি দিত ন পার,

হে ভাতিয় গাভী । — বানক শি ।

১০৮

এক লিলামা মাঝব কাট ।

আইর উট বনা বারি । — হুইলা ।

১০৯

বাহারি ( বাহির ) বারি ভিতরে চান ।

কেনস বাহির বিকিরন কার ।

উঃ=হুইলা' মাঝব কাটপত্র ।

১১০

ভেটি বোটি ভিলা উমা,

ইলাই হুইলা বারি ।

বন পাটরে বোটি হুইলা,

হুই পাটরে বারি । — হুইলা ।

১১১

এক চকু হাতি দিলা ।

এক আমি হুইলা দিলা ।

এই জীবন হুইলা হুইলা মাঝব কাট ।

এই জীবন (জনা) মাঝব কাট ।

উঃ=হুইলা, — বাপক ।

১১২

পৃথিবীতে বসিরাছে বনক মহাশয় ।

হত নাই গব নাই নাইক শীষয় ।

গত এ পাইলে তারে টানি টানি খায় ।

বরত্ বাই তাহালা সেও হুইলা বারি চার ।

উঃ=হুইলা বা এক বাউ-হুইলা হুইলা ।

১১৩

বন হুইলা ন বারি ।

বোন কেবু বাধা বারি ।

কুড়ি জোন হুড়ি বারি ।

হেবি আইলাই বিকিরন ।

বানকক আচায়ে বারি ।

বার চাইর কেউ পয়ে বার ।

উঃ=বিলাসের 'বুঝিলা' ।

১১৪

টে হে, বান ভলা দিলে ।

চাইর মাথা বার হুই ।

হিসাব করি হে ।

উঃ=হুইলা হোইলা-হুইলা হুইলা লোক ও

সবংলা গাভী ।

১১৫

কুড়িখুন কুড়ি,

উচল মুদার বান ।

বাউক বুর্বে হেরে,

পালিকর হুইলা : — বাউক 'বুঝিলা' ।

১১৬

গোলা কালে বজাতি,

বোয়ানকালে উলক ।

হুইলাকালে জটাখাতি,

হুইলাকালে হুইলা : — বাউক ।

১১৭

হুই চিলা বারি লোক হুই বারি বারি ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

উঃ=হুইলা বাউক হুইলা হুইলা হুইলা ।

না চমিলে বড় হুণ চলে লাসে ভালো ।  
হীন কালিদাসে বলে বালা কুর ভালা নয় ।  
উঃ = কাটি ।

১১৮  
সাগরে উৎপন্ন নগরে বসতি ।  
মাত্র পুত্র দুইলে পুত্রর কনু গতি ।  
উঃ = লবণ ।

১১৯  
আগা ছোট গোড়া আকিলান ।  
কুল নাই, গোটা নাই, ধরে বার হাসি ।  
উঃ = পান ।

১২০  
উপর পুন পৈল খাল ।  
খালে লৈ এ আঠার কাল । - ঠাঠার ।

১২১  
জালা বরত কইর (ককির) নাচে । - খট ।  
১২২

উপর ছেলে\* বাকি পড়ের ।  
বাইতান আছে, খুইতান নাই ।  
উঃ = নিলা, বর্ষাপল ।

১২৩  
এক স্রয়ারি ( স্রয়ারি ) ভিন বেয়ারি ।  
উঃ = বেশারী ।  
জাতি দিতন পারলে কাশ মোচড়ি ।  
উঃ = 'টেউকা' নামক মাছ ধরবার বস্ত্র ।

১২৪  
ভাত খান কলসী, ন ধোর সুখ ।  
কেহএ বে, কেহএ ন বে, ন আর ভুগ ।  
উঃ = কুহুর ।

১২৫  
লতাএ টাসি ।  
মুড়া শোশাএ । - চক্কা ।

১২৬ 'সাদা' নামক কপিলান ।  
কল বা, কল বা এতে ধরবার । - পাটকর ।  
১২৭ 'সাদা' নামক পাখি ।

১২৮  
কোট কোটি হুই কোটি কোটি আইল ।  
হেঙে কইলান কামান আইল ।  
মাত বৈলে পাঁকেও না, কলেক কলেক না ।  
উঃ = কুটি ।

১২৯  
হানক ভালা টুকী রান ।  
বাইতে খিড়া পাড়া বান ।  
উঃ = 'শিখরী' নামক কলক পাঁকেয় কল ।

১৩০  
উপকটকা কুরকটকা বেলা ভিকির হা ।  
হ চৌধ ভিন ককতি কাত হেখানু চা ।  
উঃ = সাদল, কলক ও বসন্ত ।

১৩১  
ও কুচিলা কুচিলা রে, শিটে জোর নাকি ।  
ছা ন হইতে, খালান হৈল নাকি ।  
উঃ = কলক ।

১৩২  
আগা খসখসা ।  
ধরে দুখুখা । - ছাখ কলক ।  
১৩৩

এই কলেক বাড়, আই কলেক বাড় ।  
কাড়ে কাড়ে বারি বাদ ।  
উঃ = চকুর 'বাইল' পাড়া বা কলক ।  
১৩৪

উল পাইল নীচ পাই ।  
কুহুর হানে কল পাই ।  
উঃ = 'ইডার' নামক কলক ।  
১৩৫

চাইন কোলক, কইন কল, কইন কল ।  
বোইন কে বোইন খাইন কল ।  
উঃ = কল ।

১৩৬  
এই কলক ই কল, কল ।  
কইন কইন কলক পাই ।  
উঃ = কল বা পিলা ।

১৩৫

পাখীর নামে নাহি ভাবি অধরেন যৈরা ।  
ক' ডিলে সে ন বড়, এতী ৪৫০০ করি ॥  
উঃ 'জাড়া' নামক এসককার কল ।

১৩৬

হুজুরি বাড়াই হুজুর ।  
উঃ - বাড়া দেওয়া খান কান্দো ।

১৩৭

এ ওয়ার উক্তি—  
পাড়া যে বেজী তো নাই তো ওত ।  
উঃ—  
মাঝে মাঝে পড়ি পড়ি পড়ি কারতে ।  
উঃ—  
ত আসে আসে মৈত্রাস যে, চন্দ্রাবলী গুলে ॥  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—

১৩৮

এই পুস্তক জল অতি কুলে ৪৫০০ ।  
মাঝে মাঝে পড়ি পড়ি পড়ি কারতে ।  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—

১৩৯

অবধি কয় সপ্তাহের পড়ে ।  
বিশেষে বাহিরে । নিয়মে (নিকলিলে) ।  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—

১৪০

ফেডের আইএ ফেডের ৪৫০০ ।  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—

১৪১

শাকশেত্রে কুলি পান পোত কোরা ।  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—  
উঃ—

১৪২

রাজার পোখার জাকান দি,  
রাজার পোখা বাইত পারে ।  
আর কেহএ বাইত ন পারে ॥  
উঃ—  
উঃ—

১৪৩

রাজার পোখা জাক বীর ।  
এক গুলি পোখাএ চাই কার ॥ (বাক্য) ।  
উঃ—  
উঃ—

১৪৪

পানত পানত, কনক ভাগমতি ।  
বোলেত মণ্ড পাতকী ॥—বাক্য ।  
উঃ—  
উঃ—

১৪৫

ছোট মোট ভিটাইয়া, টুকী বাইতন করে ।  
টুকী বাইতন ছিটু গোলে, কন টুকী  
টুকী করে ॥—উঃ ।

১৪৬

এক আঁঠু পানি লাগাইলার কুল ।  
ছোট পানি কুটোয় কুল ॥—উঃ ।  
উঃ—

১৪৭

দেহ কুলি কুলি, চাইর কুলি মাথা ।  
পোক হইএ যে কটা কটা ।  
সেই পোক পড়ে ।  
এক এক পাকিতে কুলে ॥—উঃ ।

১৪৮

হাট সে জাকি সে মাগা ভিটাইয়া  
হাট সে কিল মাথা টাড়া সে কার ।  
উঃ—  
উঃ—

১৪৯

এক অফরে দুই নাম, তার নাম দি ।  
কক বা হান, কিলে তারে কিলে পোলাই কিই ।  
কিলে পোলাই কিলে তার, পোটে হর কিলে  
কক বা হান, কিলে তারে কিলে পোলাই কিই ।  
উঃ—

১৫০

উঃ—

## নারায়ণ-দেবের পাঁচালী

(বিক শীল্য-বিবর্তিত)

হিন্দু 'নরায়ণ' আর মুসলমানের 'নরায়ণ' একই কথা। কিন্তু এই 'নরায়ণ' শব্দটি প্রচারাধী কালের সর্বত্র একই রকম উপাধানে কল্পিত হইয়াছে, যেখান আত্মত্যাগের চেষ্টা হয়। প্রাচীন কবিতায় 'নরায়ণ' শব্দটি বিচরণ করিতে শুধু কল্পিত, ইহা কি আত্মত্যাগের পরিচয় নহে?

১০০৭ সালের 'পরিবর্তন' নামের পত্রিকায় 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' এই পুঁথির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই পুঁথি যেখানে অনেক কালের আশ্রিতে পড়ে তাহা আত্মত্যাগের পুঁথিখানি 'পরিবর্তন' পত্রিকার কল্পিত উপাধানে বিনাম।

কয়েক আশ্রয়ের ব্যক্তিও সর্বত্র বর্ণিতভাবে আত্মত্যাগ করি নাই। বিতর্ক সত্ত্বেও সকলই সকল হলে 'অবিকৃত' রাখিতে গেলে অনেক টীকা টিকানীর আবশ্যক হয় বলিয়াই হইবে। হামে বাসান শুধু করিয়া পিঠা। এই পুঁথির সংগ্রাহক শ্রীমন্ত বাবু ইব্রাহিম সরকার মহাশয়।

আবদুল করিম।

বাক্যে নরায়ণের,      বাক্যে নরায়ণের,  
যদি রহিত হুজা পব' হলে।  
সিদ্ধিএ কার বন,      রহে যেন নরায়ণ,  
মুখের জেতু কলসে।  
নরায়ণের নার তুমি,      কি গোপিতে নারি আবি,  
তুমি চারি ঘেরে আবার।  
তোরা যেহি প্রকাশিত,      কট করে নিজি মিত্র,  
কিছুকালে আর অমিত্র।  
সেখান তোবার তরে,      সর্ব্ব উত্তম কলসে করে,  
অবশ্যকলে বত্বর।  
কুণ্ড কুণ্ড তোরা কেব,      তাহারে অমিত্র করে,  
কিছুকালে বোলে পূরকার।  
তুমি একে প্রকাশিত,      অবশ্যক কলসে করে,  
আপন নিজ অমিত্র।  
প্রতি করে কলসে,      কলসে করে কলসে,  
সেই পুণ্ড কলসে করে।

১. দীনরূপ পরিহরি, কুর্য় রূপে ব'ব,  
মরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদ্যার।  
বানররূপ ধরি, বলিকে হুকুম করি,  
হারিরূপে রাখিলা বেঁধে ধার।  
বানররূপে অবতাবে, পরশুরাম বোলি আবে,  
অসোধ্যাতে ভাঙ্কার পলাত।  
রাবণ বধের ছেতু, বন্ধন করিলা সেতু,  
রাবণেরে করিলা নিপাত।  
শ্রোতবী উদরে কাম, হৈলা প্রভু বলরাম,  
নিরাঙ্কিত এ মহীমণ্ডল।  
নিভা লীলা দুন্দবনে, লীলা নিশা গানে স্থানে,  
বৈভবরূপ হইলা পলাত।  
সাব্য নারি অলকার, হৈলা প্রভু বারে বার,  
বৈভা মারি করিলা নির্ভর।  
বিদ্রোহ ভোমাকে ডাকে, কাতর হইয়া থাকে (ডাকে?)  
ঈদগতি খেলা মহাশয়।  
বসন্ত হরণ কালে, হোপলী ডাকিল ভালে,  
রক্ষা কর প্রভু পলায়ন।  
জনিকা কাতর দলী, সেই কণে চক্ৰপাণি,  
বদন হইল বিবস্ত্র (বিবস্ত্র?)।  
পক্ষ তাই জতুগত, সেখানে রাখিলা ডাকে,  
কে বুঝিতে পারে তুমি মার।  
ভোমার বচিরা ছব, তাহা বা করিম কব,  
অনাথবরণ নাচায়ন। ২০  
ভোম. ভাবে সেই জন, একাক ভাবিছ মন,  
নাথ লৈল পাপ বিমোচন।  
২. জিন্দোচ নাম দিক, পদাচ্ছ নাম (১) অমলী নাম,  
ডাকে প্রভু হইল লবণ।  
ধনিয়া কবির ভেদ, হিন্দুতে বিদ্যা উপদেশ,  
কলঙ্ক নগর মহাশয়।

দ্বিধাকে দরা হৈল, নিজমুখি একশিখা,  
 ত্রুণলোক করিলেন ডাকিয়া ।  
 তনি দ্বিধে এই কথা, সবরে তুলিল মাথা,  
 সমাক্রান্ত (সমাপ্ত ?) কবির বেশিয়া ।  
 দ্বিধে বোলে তুমি কেবা, পরিচর বোরে দ্বিধা,  
 বচন ভাবে লাগে ত-এ ।  
 যে হও সে হও তুমি, করপুটে করি আমি,  
 রূপা করি দেও পরিচ-এ ।  
 তবে প্রভু দরা করি, চকুদুখ রূপ ধরি,  
 নিজ মুখি করিলা প্রকাশ ।  
 কি করিবো রূপের বটা, কোটি রে জিনি হইল,  
 এ ঘোর জিমির কর মাশ ।  
 এক হস্তে ধাম সাধে, চকুদুখে করে মাখে,  
 গদাশয় শোভে হই ভূজে ।  
 নানা আভরণ গাঞ, দেবি লোক মুচ্ছা জাঞ,  
 ভাষণের সমুখে বিরাজে ।  
 রূপ দেবি বিলবরে, মুচ্ছা হৈল কলবরে,  
 মোহিত হইল ভূমিকলে ।  
 সেটরূপ পরিহারি, কবিরের রূপ ধরি,  
 দ্বিধবর লইলেক কোলে ।  
 তবে দ্বিধা দ্বিধ হৈল, নানাভক্তি ভক্তি কৈল,  
 তুমি গতে নোমহিলা মাথা ।  
 প্রভু হৈল নিজ ভেস, দ্বিধকে দিল উপদেশ,  
 পূজা হেতু করিলা ব্যর্থতা ।  
 পূজা দ্বিধা দ্বিধবর, সম্পদ করিলা বর,  
 মিতা (মৃত্যু ?) দীত করে নিরন্তর ।  
 কাঠিআরা পূজা দিল, পূজা দ্বিধা করিবে মেল,  
 পশ্চাতে পুজিল সদাশয় ।  
 পূজা বানি নাহি দিল, বানিআ করিতে মেল,  
 রাক্ষসের পড়িল বিশাফ ।  
 পুজিল সাধুর আরা, বশি দ্বিধা কৈলা বরা,  
 নানাভাবে রাখিলা আরাধন ।



কবিরের ভেসে পড়ে, হান্না জরিনী ভাতে,

অকস্মেৎ বিলা পরিচয় । ৪০

সাধু পরিচয় পাইয়া, শ্রীত ভরসি লৈয়া,

যবে গেলা সাধুতমর ।

ওতগাঠী পাইয়া করে, যাএ বিএ পূজা করে,

কত! কেতু হইল বিলাক ।

জানাত ভুলিল বেবি, কামে সাধু হৈয়া হুণী,

জানাত বোলিয়া ডাক ।

তাকে বরা টেকা দাঠে, ভিলা ভুবা পুন উঠে,

হরষিত হৈল সবাগর ।

পরবানী (?) কথ জন, সব জানজিত জন,

পূজার হৈবা ( কথ ) করিল বিধান ।

যবে লিখা মধুকর, পূজা বিলা সবাগর,

সোআ এমাণে হৈবা জামি ।

পূজোহিত বিজকর, আনিয়া শু মতাবে,

সবে বিলি করিল সে ভিলি ।

ব্রাহ্মণের ভেসে হইয়া, নিজ সৃষ্টি দেখা দিয়া,

কথ বুচাইলেন নারায়ণ ।

কত-বন সলাএ প্রভু, অভবত নাহি কত,

এই কথা পূজা এমাণ ।

ভাবি সভা নারায়ণে, বিজ বীনদাসে ভবে,

তাবা-হাস-সিরির পাকলী ।

প্রভুর চরণে মন, রহক অহঙ্কণ,

নিবেহিলু করি পূজাভলি । ৪১

‘ইতি নারায়ণের পাকলি সমাপ্ত । শ্রীনারায়ণ কোষমির জাককর তাম জনক  
শ্রীনারায়ণ কবুর হকিম বহি । ইতি সন ১১৭২ অবদি ভাদ্রি ১৩ বাব মোক সুবাস ।’

০০৮। সপ্তমায়ের কিতাব।

০০১। কামিনাকুরী বর্ণনা।

ইহা এক প্রকার মূৰ্খলোক-মূল্যবোধ  
জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি  
রোগের কারণ-জিজ্ঞাস্য হয়, তবে তাহাকে  
নিরাক্তিত চিত্র-মণ্ডল যে কোন একটি 'ধর'  
বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
---	---	---	---	---	---	---	---

চিত্রমণ্ডল সাতখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম  
সোম প্রকৃতি সপ্তবারমিষ্টমণ্ডল। মনে  
করুন, ১ম (রবিবারের) মরটি ধরা গেল।  
তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল  
এইরূপ :—

"রবির সপ্তমতে যদি কোন জনে রোগের জন্ম  
জিজ্ঞাস্য করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাস্য করিবে, তুমি  
যদি (বাড়ী) থাকি আসি বন কিহু ঘেরার হই-  
আছে, সাতমতে কোন জনার (সপ্তমায়ের) দেখি  
আছে, হইলেন লোক এক আশ্রমে বসিয়াছে তাহা  
দেখিআছে, সাতা দি আসি সোকেস লাগে পাইআছে,  
এই সাত এই রকম জপি করু যেন, তবে হারিল  
(সেইজন) কোথেকে থাকি যুব (১) দেখতার দিষ্ট  
হইআছে, তাহার জপি শিষ্টাঙ্গি গ্রিমা মলিতর  
সুখি বাবাইব, তাহ ভরকারি উপহার জেই মিলে  
দিব। সাতা (ইশান) কোথেকে বাবাইব, তবে  
সাতার ৩ হুই মিলে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তমায়ের ফলাফলে পুঁথি  
সমাপ্ত। আর যিসের সন্ধান, তাহাও তাই  
দেখিআছে। লক্ষ্যসংখ্যা ৩, উক্ত শিষ্ট  
নিবৃত্ত।

আরও :—

করা কিহু জিহী, হুইত কেই দেখি,  
কোই করে তবে হই।  
আর বিলি দেখি, হুইত কেই দেখি,  
কোই করে তবে হই।

শেষ :—

হরা হিহি দেখি, হরা হেই দেখি,  
হেই হুইত কেই হই।  
করা কিহু দেখি, হুইত কেই দেখি,  
কোই করে তবে হই।

'ইতি চৌতিন অক্ষরি কর্ম সমাপ্ত।  
ত্রীনীলমণি দাস ভণ্ডিত। লোকের ত্রীনীল-  
মণি দাস পীতবর মহারাজ মন্তল মৃত লায়  
সিহরা (সিংহরা) পুটিকর হুইলেন লিখিত  
ইত্যাদি লোক। ১২২৭ যদি তাং ২৫  
কাজিহ। বোম্ব হয়, উক্ত বীনমণি  
ভণ্ডিত। প্রাপ্ত হুইত ৩৯টি চরণে সমাপ্ত  
সমাপ্ত। এই বীনমণির কৃত 'কামিনাকুরী-বর্ণনা'  
নামক বর্ণনার পরিচয় পশ্চাৎ হইবে।

\* নিম্নোক্ত গীতটির কি কর্ম আছে :

"সাত বা বাইব মূর্তি আলা করে,

এ কাষিকি প্রের। ৭।

নিম্নোক্ত মানে প্রেরে যেন কুর (হুইত)

সিহর মানে।

সেইজন পুঁথি বাইব হুইত মলিতর মলিতর

কাজির মানে বোম্ব বা মার কাজির কে।

৩৯টি ম. বাইব হুইত মলিতর মলিতর

## ৩১০। মনসান্তক শ্লোক।

আরম্ভ :—

কখনে দেখি বিশহরি কখনে কখনে কাশি।  
 জলন্ত মোতি নাম ধর জলন্ত জিবকারিনি।  
 জলন্তকারুনি জালা জল মতো হাঁকি।  
 বদলেঃ শ্রীশাবদে সনাত শিবনন্দিনী।

শেষ :—

তুমি পথী মনস জে আশ্রিত মনসী।  
 হোমিত যে সহচর নেহাই হমনশিনী।  
 মন পুর বেব মোরে তুমি বনকারিনি।  
 কখনেঃ শ্রীশাবদে সনাত শিবনন্দিনী।

“শ্রীকাইয়াস নাথ পীঃ তিতারাম বৈষ্ণ  
 ৩ ভঙ্গ।” চৈতন্য। ১০৩৫ মধি ২০ চৈত্র।”  
 চন্দ্রসংখ্যা। ৩২ : ভণিতা নাই।

## ৩১১। কালিকা-স্তুতি।

আরম্ভ :—

কালি কুণ্ডলিনি, কালি (করাল) বনসি,  
 কালি জল-হরা ভায়া।  
 নটীকখারিনি, বসন্তবিন্যাসিনি,  
 বর্ষের করেতে জা।  
 পদস জমলী, সিরির নন্দিনী,  
 নীরল গৃহিনী হইল।  
 দূষিত বননা, পোষকণা সামা,  
 কোষকণে জলনিলে।

শেষ ও ভণিতা :—

হর আশ্রয়নে, হর আশ্রয়নে,  
 হর গর মিলে যকে। (১)  
 কন্যা হিসেসে, মিত্রমণি জলি,  
 মণিতেই মুক্তি তিলে।  
 চন্দ্রসংখ্যা—৩৪। অমলিনের লেখা।

## ৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ :—

মন পণেশার। অর প্রেমের অটনর।

হলপ্রার জয়া ১ এক ভোলা করি (কড়ি)।  
 কাকি ১ এক ভোলা। এই দুই পদ খাটখা বাতা  
 (১৩৩) ১, কথো ১ ১ কবি বাইলে। তবে প্রেমের  
 খাট ভাল হবে।

শেষ :—

পুনশ্চ লোকের চোখেতে পারিবে ধরে চৈতক  
 পেচুয়াএ তাহার প্রেম। সাদা তামাকুর বড় (১)  
 রস মত একাক দুই পদ একত্রে মীলন মী রস  
 লইয়া বকালে হুঁতে চৌকুতে মিলে যোরা জলী  
 (১৩১) উক্ত তবে পারিহা ভাল হই।

“শ্রীতত্ত্বারাম নীহার লখন নাথ সাকীয়ে  
 বাজসত (বারসত) মোকাম কন সাহার (১)  
 ডিকির পার মুক্তকর পুতক।” তারিখাদি  
 নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ১১; দুই পীঠে  
 লেখা। বেণ হর, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার।  
 লেখা প্রাচীন।

## ৩১৩। মনসার পাঁচালী।

মন্তবতঃ ইহা একখানি নতুন মনসা  
 পুঁথি। একাদিক কবির ভণিতা পাওয়া  
 যায় বটে, কিন্তু ভাষা “মধুসূদনের” রচনাই  
 বেশী। প্রায় সর্বত্রই “সে মধু” বা “সে  
 মধুসূদন” এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। “সে  
 মধুসূদন” অর্থ “মোহাই” হইবে বলিয়া মনে  
 হয়।

আরম্ভ :—

১ মনো পদকাম।

মুকুটধারিণীসম্মত সর্গকল্যাণ হে তবে।  
 প্রসঙ্গভিত্তিকপুণ্যে কল্যাণ বসন্তেতে হে।

কমো কিসহরি ইকম) (?) দুনিবাক্য ।

কমিনি বাহকি কণা জেরংকানুশিপারী

বনসা বনজতে । অথ পর পুরাপোক্ত (?)

বনসা পাকালি শিকাজে । অথম বনস ।

এপমোহ পপগতি, বিহরহতি মোহামতি,

বরসে ( বরসে ? ) পাসই (?) ব্রহ্ম কাএ ।

আরে কুম এ নত (?) , বহিরা নাহিক অত,

কুতে কুসি কুসি বোলাএ ।

এখন কুগল ( কুগল ? ) গুটে এণতি পণেশ ঘটে,

পার পোতক রনা (?) নাহিক অত ।

বান রজাকান পাটা (?) , ললাটে ভক্তের কোটা,

বপগতি পণেশ এখন ।

\* \* \*

( আবার, বনসার পর )

হরি হুত বনসালে এই রস পাএ ।

কমমে জনমে বান বনসার পাএ ।

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পবসার, ভাব নাহি বুঝি নাহি আর,

বই(?) বসুসোহনে হুচচনে ।

‘স্বষ্টপত্তনের’ শেষে :—

বিশহারি চরণে কলম নু আসে ।

কপত বজতে কমে বনসা হবিলসে ।

এই-মধ্য হইতে :—

(১) কুবন ইবর নাচে গজা লইয়া গিরে ।

শ্রীমদ্রুকমে কমে বনসার করে ।

(২) ককত জনেরে বর দেব কিসহরি ।

কদাশীর পনজতে বৈ নু ভিখারি ।

(৩) সোমকরে বর দেব হৈল আনন্দিত ।

সাতবার চরণে বৈ নু পাএ পীত ।

(৪) হুতসমিতির পাএ, হরি হুতসমে পাএ,

হরিপদ ভরষা সসোরে ।

(৫) জেরকর বর দেব জের কিসহরি ।

বৈ পদুকমে কমে কলম সাতারি ।

১৩ পত্রের শেষ :—

বাক্যইলা বৃদ্ধিএ বোলে কাহি বন দিব ।

পুণ্য বর নিম্ন ভারে বিরা বিন যদিহ ।

\*

কাহি কহি জন নাই হোণ কেমা কর ।

জামাতার সৈধ্যতে কুজি সোহ নদন ।

বৈ নদুকমে কমে নু আসাপ ।

সেনিকার কারণে বান সাতরে বিলাপ ।

না বোল না বোল রে যদি একত বন ।

রতিরস করিতে বোর বা লএ বন ।

হর পূর সোকে আণ বহি বিহরস ।

ব্যবুল হই আকারে ত্রি বর বর ।

১৬ পত্রের পর বাতত : এই পিঠে

লিখিত । তারিখাদি নাই । লেখক “শ্রীজিত-

রাম দত্ত সাং কালীপুর ।” এই অংশের পর-

সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮ ; হুতরাস বৃহৎ গ্রন্থ ।

অন্তান্ত মনসা-পুঁথির সহিত ইহার

কিছুপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বসিতে

পারিবে না ।

৩১৪ । মুরসিমের বারমাস ।

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামধাকি লইয়া পতেক বা ।

নিরাসিত পড়িলে আঙ্গুর করিব উদ্ধার ।

আউললে আঙ্গুরে বান মোহরয়ে তুলন ।

উন্নত করিহে ভাষা নবি বোলাকুল ।

নবে বোলে হুঁশি হুঁশি হুঁশি কেমন দর ।

কড়ের বরং আলে হুঁশি আঙ্গুরে তুলন ।

শেষ :—

কার্তিক কালতে বুলি কাল জের বিহ ।

বান হই কার্তিক হুঁশিহুঁশি বৈশ্য বিহ ।

গিরিতে পাড়িলে কড়ি খোলা লইব জা ।

কড়ি না পড়িলে যে বিকল জীব ।

( বাক্যলিপি পুঁথি )



ইহাতেও রাগতালের জন্মাবি বিবৃত আছে। পতিরাগে গের এক একটি 'পদ' আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীশর্পদ যুগ

যুগ যুগ জন্মিল যুগ যুগ বধ।  
শ্রীশর্পদ ভক্তি যুগ বিজয়ন।  
যুগ যুগ যুগ যুগ এক।  
এ যুগিল উত্তরের দিগে পদবধ।  
এ যুগিল দেবগণ ন যুগিল যুগ।  
এ যুগিল মানবকুল ন যুগিল যুগ।

শেষ :—

জ্ঞান করে নৈক (নৈক) মাটি চাও।  
পোষ্যসিনি।  
সোনার সোবন ভাঙে, নৈক টলমল করে।  
কমান নই; পদ্য পাবে।  
হের যাকিল, নৈকাত্তে এস।  
বাঁকুলী মূল্যে রাখে।  
কুট কুট পেলাও পানি, সর্বা না ভাবির  
ভক্তি হইবা গঙ্গাপান।  
কিছু বাস জেগে যাক।  
জানাবেন না জাহ্নবা মাঠেতে।  
করি হইব পদ্যপান, কিছু বাস নিম্ন গায়,  
জানাবেন না জাহ্নবা মাঠেতে।

উল্লিখিত :—

(১) রাগি হস্ত বাস চান্দা পাখি করে।  
এ যুগিলে মাজ মৈকে চাই মহাসংগে।

(২) কহে হিন বক্সা গালি বুন সবাই  
ইহা মনে বিশ্বাস চাই ভদ্রসিংহ।  
(৩) রাগিত চলন দ্বিধ একদিনে ভাগ।  
হিন গালি রাজা কহে এই মত ভাগ।

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বদ্ধ অক্ষর  
লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ  
নাই। লেখক কালিদাস মন্ডী। সন  
১২১১/১২ বর্ষের লেখা।

৩১৭। ভূবন্তী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র  
আখিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র  
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই  
বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথীচন্দ্র।  
পদসংখ্যা সাঁকলো ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন  
আর সব পর্যায়ে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীহরাম। অথ রামায়ণ লিখিতে।  
কালিও শ্রীহরামের রত্নকলবর।  
নবদুর্জয়ন জাম কিবা জলধর।  
বাম কহে কোমল দক্ষিণ করে ধান।  
বীণাসনে বসি করে অভয় প্রদান।  
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ চরিতর।  
ভরত-লক্ষ্মণ পাশে তালবৃত্ত করে।

শেষ :—

পুথিখানিতে লক্ষ্মণের কইল প্রকাশ।  
আদি কবি বাঁকীকর পুরে বন আপ।  
মকর পুরাণে বাস করিলা রচনা।  
বন্যাত পুরাণে মার হইয়াছে বর্ণনা।  
মকর পুরাণে ভদ্র পথির বিজ্ঞান।  
ভদ্রপথির পুরে মার অভয় সুভান।

রানায়ণ সরণে জতেক পুষা হয়।  
 কহিতে না পারে কেহ করিয়া নিগম।  
 যদি ইচ্ছা ভদ্রার্থে হইবারে পাচ।  
 রাম রানায়ণ গ্রন্থ সনা কর সার।  
 শ্রীমদ্ভগবৎ পদ্ম করিয়া বন্দন।  
 তুঙ্গ পুষ্কিন্দ্রে রুচে শ্রীত রানায়ণ।

“চিতি সমাপ্ত। সন ১৩৩৯ ৭ সাল  
 জ্যৈষ্ঠ ১৭ই বৈশাখ।”

জান কণা, চট্টগ্রামে ‘কালুরা রানায়ণ’  
 নামে এক রকম ‘রানায়ণ গান’ প্রচলিত  
 আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গ-  
 ভঙ্গী করে ৩ কাল (লাক) দেয় বলিয়াই,  
 বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান শ্রুতি-  
 বদ্ধ আছে কি না, জানি না। না থাকিলে,  
 শ্রুতি তাহা সংগত করিয়া রাখা আবশ্যিক।  
 কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কত  
 বহুত্রি আবার পকে তাহা সন্ধান অসম্ভব।

### ৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

এবার বৈশাখ, রাধার মনে লোক,  
 রাধনি রাধির আসা।  
 নতুন অলস, আশা হইলি হেলা,  
 কলুরা নাগের কাল।  
 মোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,  
 ফিরিব যোযিনী তৈলা।  
 যে কাল পাইব, আপনা নতুনা,  
 রাধিব বসন্ত ফিলা।

শেষ :—

চৈত্র মধুসূদন, পুরাণিক বারমাস,  
 শ্রীমদ্ভগবৎ পদ্ম।  
 কলুরা নাগের কাল, কৈলাস আরাধন,  
 অশ্রুত। শ্রুতিম পুণি।

পরসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত  
 হাসিঘের রচিত একটি বৈকল্য পদ ও আছে।

### ৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিজ্ঞানসাহী ও এনিক ভাষা-  
 তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও মানসশ্রম বহুলা মহাশয়  
 নোরাখালীর মাজিষ্ট্রেট পদে থাকা কালীন  
 তৎকালে আলোপ্রদীপ নামক জনৈক গায়কের  
 হৃৎকণ্ঠে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন।  
 ইহার অত্যন্ত পুরাতন ইতিহাস বহুলা মহাশয়  
 গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। বহুলা  
 জীবন্ত জন্মের নামক একজন শিক্ষিত  
 ব্যক্তি বহুলা মহাশয়ের উক্ত কল্যাণের  
 অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া  
 শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোরাখালী নগরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত  
 বাবুপুরের অসাধারণগের বৃত্তান্ত তৎকালে  
 ‘চৌধুরীর লড়াই’ নামে গীত হয়। এই  
 গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের বহন তত কতাকতি  
 হয় নাই, তখন বাবুপুর, বগলাকা প্রভৃতি  
 স্থানের বৌদ্ধপ্রভাষা জমিদারগণ সময়ে  
 সময়ে পরস্পরে সহিত বুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত  
 হইতেন। সেইরূপ একটি মুন্সেফ দিয়ারই  
 এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত  
 ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮-১৮০০ খৃষ্টাব্দের  
 ঘটনাকাল। সেই জীবিত ঘটনা বিবৃতির  
 স্থান এখন হইবে না।

গ্রন্থের পুরানাম ‘রাজনারায়ণ ও রাধা-  
 চৌধুরীর লড়াই। রচয়িতা কল্যাণী

বয়স।" রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বর্ণগোষ্ঠী বৃদ্ধা বার।

কবি 'হবিব খোদা', মহামদিনি প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও 'ইব্রাহিমের চরণ শিরেতে' বন্দিয়া এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

'জোখুরী ছিল রাজা নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।  
সিন্ধুর কাছিতেই অঙ্গলা কাটি বাঁধিল রাজবাড়ী।  
হাট বিলাস হাট খিলান বরি নাথি নাথি।  
এখান বৌলতের কালে রাজগজের কাজাতি।'

অন্তর, 'রজমালার পর'খানির নমুনা দেখুন :—

'জবে আবুলকু আব (গোব) সিন্ধু নরনের তারা।  
কনকাল না দেখিলে হই মতিহার।  
তোমার বিহবে মম গ্রাম উচলি।  
মদর নাগিয়া প্রিয় করত বিলাস।  
শিলিরে বা সিন্ধু মাটি বিনা বরিকণ।  
মথোকে বা জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে।'  
জবে বহি হাড় বন্ধ আমি না ছাড়িব।  
চরণে নপূর হই চরণে মজিব।  
পরেতে লিখিল কত পদম সমাচার।  
হাইট জনা বগরাথ দেখ কেবিনার। ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পদ্যরূপে রচিত, কিন্তু সর্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। পানের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। মোরাখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও বক্তব্যকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর কন্নড়ী ভাষার বড়টা প্রকেন্দ্র, কলিকাতা ও মোরাখালীর ভাষার

মধ্যে তথ্যগোষ্ঠী কম প্রভেদ নহে। "বড়ুরা মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্দেশী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালতরলিত হওয়ার ভীহার সে আশা আর ফলবতী হইল না। আমাদের 'পরিষৎ' এ পার্থক্য কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বেবিয়া, বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাণেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্ৰন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান বাক্যে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা বাইতে পারিত।

### ৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অরুদিন পূর্বে একজন অনিচ্ছিত লোক এই মুন্দর পুথিখানি সকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাধ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (তকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সাধার নির্বাচনঃ

মনো মনোমার।

সিরাখি (ক) মিছামিখ আর তকদেব।

কুখিলালাটাই বদ এতিম দুখ।

অতিমোক্তাহার মিনা কাহার নকতি।

অতি মম দুখবতি আশি না আশি তকতি।

অজাকরখিনা এমি বক (১) বজাক।

কোখিলা কোকিল-সংবাদ অতি মনোমার।



কুক চলে খেল জরি মথুরা নগর ।  
 বিদ্যামনে রাধিকার পাঠের অখর (অখ'অর ১) ।  
 তব পুপদল না ছিল মোকাকুলী তৈলো ।  
 মুনিয়া কোকিল পক্ষী কানিতে লাগিলো ।

শেষ :—

বিনামের মিছা কুক চলে বহুসখ ।  
 সূত্রেতে মোক্ষিণ হইল হাপসখ ।  
 রাধা'র ছুই দল একত্র হইল ।  
 কল পতিত কলে জেন রৈল মিসাইল ।  
 জেন বাধা তেন কুক বড় একই সরিল ।  
 মিসিত হইল রাধা কান্তর সরিল ।  
 কোকিলে কোল'ও জুড় করি নিবেদন ।  
 কামার নকিরে বেধে সুখল চরণ ।

কোকিল'ও কোলে প্রভু হোরি নিবেদন ।  
 অরকালে পাই জেন সুখল চরণ ।  
 কোকিল'ও সোহাগে জেন হৃদে তৈল ।  
 আনন্দে চলিল জাগে বৈশাখ চন্দন ।

এই পুথক লিখিয়া কে যে পান হাপসখ ।  
 তাহারে জে লক্ষী মাও না হাপসখ ।

( 'হিতিকা না কাগ' )

ভূমিত :—

বৃকসেনে কোলে রাধা পাপসর পাঠ ।  
 করি অমিলানে তাহা দিলো কাপড় ।  
 "ঐরামভূলাল মোক্ষিণ" হীত সন ১২৩২  
 মধি তারিখ ২৮ আশ্বিন । "সুপ্তেশু কালক,  
 কোরাট'ব করত ; ১৮ পড়া বাত । পড়া  
 নটি, কবচা / মরা, পরমা'বা—১৫০ ।

৩২১। নিমাইর সঙ্গাস পড়ি ।

পূর্ণিমা ১১৫১১৬ সংখ্যক পুথির বিব-  
 রণে 'গৌরাজ-চর্চা' ও 'ঐশ্বর্যগৌরব'র

সঙ্গাসপট্টর' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে ।  
 অঙ্ককার পুথি'র বিষয় ও রচনা ঠিক তজ্জপ  
 হইলেও তাহা একই পুথক হইয়া পড়িয়াছে  
 যে, ইহাকে একখানি পুথক পুথিও বলা  
 যায় । পুথোক্ত দুইখানিতে বাহুল্যে  
 ঘোষের ভণিতা আছে ; আর এইখানি  
 তহিহীন । আকারও অনেক ক্ষুদ্র । পরে  
 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা হইল ।  
 আরম্ভ :—

নমো যমেশ্বর ।

অথ নিমাইর সৈব'দে পট্ট বিকটে ।  
 বাবা ভিত্তি'দি বৈকুণ্ঠ-...তঃ বান হে নাথ ।  
 এক দিন ভারত পোলাই সনি বাতায়  
 তখিয়ে আসিল ।  
 ভারতেরে দেখী যদি তত্ত্বত কৈল ।  
 সেই দিন ভারতি সনি'র মনি'রে হইল  
 কিন' মগ কহে' সিক নিমাই সন্তান  
 কটীয়া ...

কিনা মগ কহে' সিক ।

নিমাই চান সোহাগি হৈল ।

প্রত্যাহত জ'হি'ও পোলাই পদন করিল ।  
 তান পাতে 'ইমাই' হলে হইতে পোলাই  
 খাইয়া কাই'জা সনি বাতায় নিমাইকে পড়িল ।  
 কলিকতে কলিকতে ৩০০ কলিকতে লাগিল ।  
 'সৈব'সি না হে'র বাহা বৈরাগি না হৈল ।  
 অতঃপুর্বে যাই'ও জাপ যথি'বা না  
 জাইয়া ...

কদি নিমাই হারি'য়া গেল ।

হেল হৈল'বা কুক কল ।

শেষ :—

ভারত কোলে নিমাই চাপে ভিন্ন কর' যদ ।  
 ডোর কাপিল 'পর কুসি কুসি কল ।

জানি বসে এক জন বৈকল্য হইল ।  
তার মত কল জাম খর্চ চলিল সেল ।  
একথা হুনিয়া নিমাই ভোগ কলীন পরিল ।  
খর্চ থাকি হৈবনে পুলাখিটী কৈল । ৫ ।  
ভোগ কলীন করল হাতে ।  
কেনন ভারিখির সাথে ।

“সমাপ্ত । সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ  
১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে ।”  
বড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠার  
শেষ । বাঙ্গালী কাগজ ।

## ৩২২ । রাধিকার বারমাস ।

আরম্ভ :—

কাম্বিজা রাধিকা বোলে উই (উচ্চারণ ?) তার মন ।  
ঈশ্বর কুক মিনায়া মোরে হইল কি কারণ ।  
দামান সখিলের হৃদ্য না বিধন রাখিয়া ।  
কুক খেল মহাপুরে দুই মন কাম্বিজা ।  
হাঙ্গান বাসেতে রাধে বাড় (বাড়) বহুতর ।  
মকুন বরসের কালে তাই চমককার । ১ ।

শেষ :—

কার্তিক মাসেতে রাধে নবরস তিথি ।  
মোহুলে হামিল কুক উবন নজতি ।  
মোহুলে হামিল কুক পাইল ধবর ।  
একই করে পূজা প্রতি করে খর । ১২ ।

ভণিতা :—

কবি আশ্রয়ে তখন তাই এক চিত্তে ।  
ভাষিলে না কাই সেন হুজুরের গিরিতে ।

“ইতি সন ১২০৭ সবি তারিখ মাসে  
৩ কার্তিক ভোগ শনিবার মেঘান ৩ দিন  
রোহ ।” পদমাখা—৩২ মাত্র ।

## ৩২৩ । চন্দ্রকান্ত গায়ন ।

এই ধরনের প্রেক্ষণি কিরণ অল্প-  
ভাবে বিরচিত, পূর্বে তাহার একটু আভাস  
দিয়াছি । ইহাতেও গান, কথা, পটী (পটী)  
প্রকৃতি আছে । পটী বেশী মতে, কথা ও  
গান সর্বত্র । কথার ভাব গভ ।

‘চন্দ্রকান্ত’ নামক একখানি পুঁথির  
পরিচয় পূর্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে  
প্রকাশ করা গিয়াছে । সেই পুঁথির আর  
আগোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন ;  
কেবল রচনা-প্রণালীর প্রভেদ মাত্র ।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম  
পাওয়া গেল না ।

আরম্ভ :—ঈহুগী । সন ১২১২ সবি ।

অথ চন্দ্রকান্ত গায়ন শিকিত্ত ।

✓৭ বন্দে ঈশ্বাক্ত নন্দন নিরবিনাসন ;  
তারপ পতিত পরান(পান ?) হে গমনে ।  
জোগময় জোগিত্ত হুজুর হি গমনে ;  
জোগের প্রধান জোগি পুরুষ প্রধান ;  
বাধি সুখের বেদবাণি আমি কি বলিবে জানি  
অজান তিমির থাকি নিবন রজনি ;  
মজা করে মজিয়া প্রকাশ ।  
তারপ কারণ আত অন্ত নৈরাকার ;  
মত এক তম আদি অপেতে দাকার ;  
ত্রিতাপ করিত জন, হেরল (লো) নন্দনে,  
কিকত করনা কর বিন অকিকরে ;  
ছিটী তিতি কটীকে বিনাস ।

নকিবেবর গাঞজন ।

নরি (?) কুকারে বাহুরি কথ ;

বিন হাত হুজুরে হামির জ হুজ ;

এছেন কাম্বি (?) ককে (ককে ?) হএ  
চন্দ্রকান্তি কট আও আশ্বি হুজ আশ্ব  
বাআই । ইত্যাদি ।

এটরপে ‘কালুখা’র অবতারণার প্রদানক ।

দ্বিতীয় স্রোতা, পটী হুনি বলা ।

বচনান্ত এই ‘গায়ন’টি আরম্ভ :—

ন-গায়ন নরসিংহ মকতন ; পুরুষময়  
পর গায়ন ; গায়নের ধার জোগিত্ত ;  
নজাবর পায়নকর পরমাসে খর ( ? ) ;  
হুজ করন হুজ হুজ হুজাশ্বি ; নজাবর

নাম নিরঞ্জন রত্নপতি ভব ভঞ্জন নিজ কর  
নিরঞ্জন ; কপাট (৭) দুই দারিত্র্য হয়।  
কিনারাম দিনকে বন্ধ (৭) দিনকআল দায়িত্ব;  
কর প্রকৃৎ ভগধে বাস জনবন্ধ কেব দুবুড়ি  
জুবুড়ি হয়।

শেষ :—গান্ধন ।

অপরাধ কোম্বা কর ওরে কিশরি মোহন।  
একাল করিলে হবে জাতি নাস বাহাদুর।  
সোক ভানোজানি হইল কলম বহিবে কুলে  
একবা রাজা মুনিবে করিলেন নকল আশ।  
জননি তোমার কেবল গাণ্ডি কি বুঝাও বাচাধন:

“তুমি ত সুবোধ সুজন । ( কথা । )  
তবে বাছা কিসোরি মোহন ; তুমি বোঝি-  
নিকে নিচ জ হও ইন্দ্র কর ; এগো  
ঠাকুরানি তবে নিচে চলোয়। লাক লিখিতঃ।”

“এইগানেই এই সমাপ্ত কি না, জানি  
না। পরসংখ্যা ১৪ ; রয়াল করম অশেফাও.  
বড় আকারের কাগজে বহির আকার ;  
চুই নিষ্ঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই।  
“এই বহির মালিক প্রিন্টারশিপ শিল্পের  
সামবজত সাকিন লাকপুত্র ধানে পট্টজা।”

৩২৪। রাধিকার বানভজ ।

বানভজনে আরম্ভ, কিন্তু এখানে কতকটা  
নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

কোন মেয়ে বিকল এ মিল এষ তাপ ।  
সিতা সোকে রত্ননাথ করয়ে জোহনন  
কব মিলে হৈল সেনা হরিবের মল ।  
পাড়ে আছে দুই রাজা সৈন্য কে করিয়া ;  
বাগি বহি রাজা ভরেন দিল সমগ্রিয়া ।  
হরিব লজ্জাতি রাম মুক্তি করি দায় ।  
সেইকবে সেনা পাইল পোতন কুমার ১৪ ।

শেষ :—

কান্তিক আসিত রাম বড় লক্ষ্যন ।  
দিকল রাম। কৈল লজ্জাতি কিলন ।

সিতা পরিচিত রত্নন-রত্নবের যোনে ।

হুত করি সিতা কৈল যেনে সব সেনে ।

একত রম সৈন্য কোন বাউর পতি ।

সমরে রাম চক্রে যোনে চল নিরঞ্জন ।

বালক সকল পথে করে হর্যাহরি ।

কিলে রত্নকার হৈল চকালের পুত্রি ।

কোথা গাই কোথা হলে জীরায়ের কদমল ।

পাশ ভায়ে পুর বায়ে বৈকুণ্ঠে বিবাস ১০ ।

“ইতি জীরায়ের রত্নমায় লিখন  
সমাপ্ত । ইতি সন ১২০৭ মাঘ তারিখ  
মাঘে ২রা কাতিক রোজ কুজুবান দেয়ার  
ও তিন দিবস।” তণ্ডিতা ও লেখকের নাম  
নাই। সাক্ষাৎপত্র চক-সংখ্যা ৫৭ ।

৩২৪। রাধিকার বানভজ ।

এই গ্রন্থখানি ২৭-কর্কট “বালানা  
প্রাচীন গ্রন্থখানী”তে প্রকাশিত হইয়াছে।  
সমালোচকসহ পাণ্ডুলিপিতে ইহার “রাধি-  
কার বানভজ পট্ট” এই নাম ছিল আরো  
অনেক স্থানে লক্ষ্যত ও পদ্যত অনেক  
বিভিন্নতা হুই এর,—যথা বালানা হত-  
লিপিকলির একত্রণ স্বাভাবিক কর-কিনেব।  
লক্ষ্যমাত্রে বিভিন্নতা গ্রন্থের বহিরা  
পাঠ্যের দেওয়া এখন আর সুবিধা হই-  
তেছে না। নিয়ে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ  
পাঠ্যভেদে গ্রন্থ হইল। ২য় লক্ষ্যণে  
এই পাঠ্যভেদের লক্ষ্যবান করা হইতে  
পারিবে। ইহার আরম্ভ, এইরূপ :—

সদ্যে পরমেশ্বর আসে।

অথ জীরাবিকার বানভজ পট্ট লিখতে।

সাহা কিলানি বৈকুণ্ঠে কুণ্ডিনা কৈল ন ৪।

লক্ষ্যত বন পাবতি কর বাস রে মায় ৪

মুসলী-জলবৎ তরলং . . . . . সজ্জন

সবতিরেকা ভবতি ভবান্ব-তরণে নৌকা :

মান করিয়া রাখে বসিন বিরলে।

ধরাচুরা বাধ্যা কৃক সেলা হেন হালে।

১ম স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

আউর মরানে গোপী ভাব অঙ্গ ছেদি।

৬ষ্ঠ স্লোক।

কালরূপ ছেদি রাধি।

৩য় স্লোক। ২য় পংক্তি—

আপ অস্ত (অস্ত ?) ভেদ অন্তরে নাহি জার

৬ষ্ঠ স্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—

বসনে ঢাকিল আধি।

১১শ স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

তথাএ রহিব আমি মনে কৈলু আপ।

১২শ স্লোক।—৪র্থ পংক্তি—

তোমার প্রাণনাথ দেখ অকুলি ছবএ।

১৪ স্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—

এব বড় মান তোমার না হএ উচিত।

ভবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ।

২৫শ স্লোক। ৩য় পংক্তি—

মনিরুতা জখ ইতি বন মোর ছিল।

২৬শ স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

দারিয়ের বন জেন হরি নিল বিধি।

২৮শ স্লোক। ১ম পংক্তি—

হাডের বুরারি . . . . . পেলাইল টানি।

৩২শ স্লোক ৩য় পংক্তি—

শীন পরোধর ঢাকি শিরে বেত ঢাকনি।

৩৮শ স্লোক। ৫ম পংক্তি—

শোকাবলে মহে হবি।

৪৭শ স্লোক। ৩য় পংক্তি—

কালরূপ রক কৈল পরি ছুরিতা।

৪৪শ স্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—

তোমার সমান ছুই আর নাহি দেখি।

আমার কপাল মহে তহু তোমার দেখি :

৪৫শ স্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—

পতিব্রতা মকী তুমি সর্বজ্ঞাকে ঘোলে :

অসম্ভব তুমি কথা পতি বর্জ কিলে।

৪৬শ স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

. . . . . বহিলাস নিচর।

৫০তম স্লোক। ১ম পংক্তির পর—

প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অরুণ।

পবন হইয়া সখা উড়াও তখন :

নারীর মন বিস প্রায়। (৭)

কেনেক থাকিয়া আএ :

কুহু কাননে জেন খেনে (খেনে ?) কুহুহিনী

চই দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি :

৫৪তম স্লোক। ১ম পংক্তি—

বুঝাএ বোলেন প্যারি মান খেবা করি :

৫৫তম স্লোক। ২য় পংক্তি—

তাহাতে কালোরূপ নবে বাখানি।

৫৮তম স্লোক। ২য় পংক্তি—

তোমার হরি কৃক এই তব মান।

৬০তম স্লোক। ৩য় পংক্তি—

হাবর অঙ্গম জব এ ময়ীমণ্ডলে।

৬৩তম স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

বর্ষ না বুজিয়া প্যারি মনে রাখ কালি :

৬৪তম স্লোক। ২য় পংক্তি—

. . . . . কহি আমি তোমার গোচর।

৬৭তম স্লোক। ৫য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—

তুমি বোল কালা কালা :

জগত করিছে আদো।

৬৯তম স্লোক। ৪র্থ পংক্তি—

মিলিলে কাহি . . . . .

৭০তম স্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—

আও বুঝা তোমা মান।

সইক আপনা মান :

কোণ করি বসি আছে রাখা কমলিনী ।

তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিশী ।

হুহার সমান উক্তি নহে তব ।

এবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ ॥ বু ॥

রাধার বচন শুনি ।

\* বৃন্দা হৈল অভিমানী ।

রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান ।

শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান ।

শিখার নাম শুনিয়া জে ভুলক পলাএ ।

উপনীত হৈল গিয়া ঈহরি অধাএ ॥ বু ॥

শুন প্রভু মোর বাণী ।

খেদাটল বিনোদিনী ।

জন হরি অধ \* \* \* \* \* বচন । ইত্যদ্যি ।

৭২তম শ্লোক । ২য় পংক্তির পর—

তোমার প্রশংসা আর না শুনে প্রবণে ।

কৃক নাম শুনি রাখা হাত দেই কানে ।

৭৫তম শ্লোক । ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—

হের আসি ইন্দুরেখা ।

চান্দ্রের সাথে হৈল বেধা ॥

৭৬তম শ্লোক । ৩য়-৪র্থ পংক্তি—

কিনা হেতু \* \* \* \* \* এথাএ ।

\* \* \* \* \* মোর ॥

৮৪তম শ্লোক । ১ম পংক্তি—

\* \* \* \* \* উঠিল বসিয়া ।

৮৮তম শ্লোক । ৩য় পংক্তি—

মধুবতি নাম মোর কৃক নাম জপি ।

পতি পরভাবে মোর \* \* \* \* \* ।

৮৯তম শ্লোক । ৫ম পংক্তি—

মোর পতি বশিষ্ঠলা ।

\* \* \* \* \*

করিয়া কহিল যে কহিল আহারে ।

৯১তম শ্লোক । ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—

করিয়া পুষ্পের বাণ পাত খেছে ঘূর ।

পুষ্পের কলিকা জেন ঐহলোক স্থির ।

\* \* \* \* \* নহি পড়ে জলি ।

\* \* \* \* \*

তথাপি না দাইসে জলি ।

জন রাখা তোকে বোলি ॥

৯১তম শ্লোকের পর—

আমার বচন রাখা তন ভোলা কহি ।

হুহার সমান হুস্থ তন প্রাণ নই ।

না করিঅ অভিমান চিত্ত বের বেধা ॥

অথনে করএ এবে আপনা মহিমা ॥ বু ॥

৯২তম শ্লোক । ৩য় পংক্তি—

খুঁজারে আর দেখি পিআসিরে জল ।

১০২তম শ্লোক । ৪র্থ পংক্তি—

ব্রহ্মা হরি হয়ে আর দিতে নাহে সীমা ।

১০৩তম শ্লোক । ৬ষ্ঠ পংক্তি—

নারিকেলনয় কৈলামোরে ॥

১০৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—

খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান

১২১তম শ্লোক । ৩য় পংক্তি—

রাধার মানের হেতু বৈদেহিলির তেল ।

১০২তম শ্লোক । ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—

কনমালা তেজি গলে বের হাড়মালা ।

হও তুমি জিপুয়ারি ।

১০৩তম শ্লোক । ৫ম পংক্তি—

মান ভিক্ষা লও চাইআ ।

১০৫তম শ্লোক । ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—

খিদাএ পীড়িত বইআ \* \* \* \* \* ।

সতি ভাবে না বুজিল ।

রেখার বাহির হৈল ॥

১০২তম শ্লোক । ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—

গমন করি জিপুয়ারি ।

জানে পুণে ঐহরি ॥

১০৩তম শ্লোক । ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—

যোগি ভোগ হৈল হরি বৈকুণ্ঠের মাধ ।

অর্গে থাকি দেবদশে করে অধ ব্যাধ ॥

# সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

(তৈমসিক)

ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনাগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

বিষয়

১. বৈদিক-ভাষ্য (শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়) ...
২. বঙ্গভাষায় প্রচলিত 'নারদী', 'নারী' ও 'দুয়োনী' শব্দ (শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ) ...
৩. মইমন সিংহের গ্রাম্যভাষা (শ্রীরাধেন্দ্রকুমার মল্লিক) ...
৪. বৌদ্ধ-বারাণসী (শ্রীরাধানন্দ বা. ব্যাপাধ্যায়) ...
৫. [প্রাচীন বৌদ্ধ-বারাণসীর ৫ খানি চিত্র এবং নবাবিকৃত অশোকলিপিগণের প্রতিকৃতি।
৬. চট্টগ্রামী ছেলে ভূসান বর্মা (শ্রীআবদুল করিম) ...
৭. নাবারিশসেবের পটালী (ডক্টর বীনকান) ...

কলিকাতা

৪ নং বামখান সিক্তের কোষ, ডাকঘর,

"বিক্রয়-প্লেস"

শ্রীপুণ্ড্র বামখান প্রিন্ট।

# ১৩১৬ সালের কর্মচারিগণ

সমন্বিত বিচারপতি শ্রীযুক্ত সাহিত্যচর্চা সমিতি, এম্. এ. বি. এল্. (স্বাক্ষরিত)

- .. আভ্যুত্তর যুগোপাধায়, সত্যকী, এম্. এ. বি. এল্.
- .. স্বরীক্ষনাথ ঠাকুর
- .. ইজনাথ যক্ষোপাধ্যায়, বি. এল্.
- .. রামেন্দ্রনাথ জিৎসী, এম্. এ.—সম্পাদক
- .. যোগেশ্বর সত্যকী
- .. স্বরূপমোহন বসু, বি. এ.
- .. নরেন্দ্রনাথ বসু—আভ্যুত্তরকর্মচারি—পত্রিকা-সম্পাদক।
- .. অম্বুজাচরণ ঘোষ বিজ্ঞানচর্চা—প্রবন্ধক।
- .. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ. বি. এল্.—সম্পাদক।
- .. নরেন্দ্রনাথ গেন-জট্ট, এম্. এ. বি. এল্.—স্বাক্ষরিত-পরিষদক।
- .. গোবীন্দ্রনাথ দে, এম্. এ. বি. এল্.
- .. ললিতচন্দ্র মিত্র এম্. এ.

## কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্যগণ।

সহসম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য

- .. সত্যকী চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য এম্. এ.
- .. স্বরীক্ষনাথ বসু এম্. এ. বি. এল্.
- .. স্বরূপমোহন বসু এম্. এ.
- .. কীর্ত্তিলাল সরকার এম্. এ.
- .. রায় বৈষ্ণবনাথ বসু স্বাক্ষরিত
- .. অম্বুজাচরণ ঘোষ এম্. এ.
- .. দেবেন্দ্রনাথ গেন-জট্ট এম্. এ. বি. এল্.
- .. স্বরূপমোহন বসু এম্. এ.
- .. কীর্ত্তিলাল সরকার (স্বাক্ষরিত-সম্পাদক)
- .. স্বরূপমোহন বসু
- .. দেবেন্দ্রনাথ গেন-জট্ট

১৫২তম স্লোক। ২য় পংক্তি—

• • • • • লৈল সীলবসি।

মলিনোর মুণ্ড করে • • • • •।

১৫৮তম স্লোক। ১ম পংক্তি—

এমত সূক্ষর জোড়ী না দেখিয়ে কেহ।

১৫৯তম স্লোক। ৫ম—৩ষ্ঠ পংক্তি—

হেন মনে অহুমানি।

সেহ হএ অভিমানী।

১৬০তম স্লোক। ৫ম—৩ষ্ঠ পংক্তি—

হেরিতে তোমার মুখ।

বিহরএ মোর বুক।

১৮১তম স্লোকের পর—

দীর্ঘবাসী হই আমি সূক্ষের নাহি কাজ।

নিরবসি থাকি আমি তপন নাথ।

ব্যাহত পরি আমি কলের নাহি কাজ।

ভঙ্গের গায়েরে ভাসি করিএ বিব্রাজ। হু।

১৮২তম স্লোক। ২য় পংক্তির পর—

সেই আশা থাকে সীত বোলহ আমারে।

সেই ধন বিয়া আমি তুমিহ জোয়ারে। হু।

১৯০তম স্লোক। ৫ম পংক্তি—

তোমা হরি দশানন।

শেষ:—

আমারে ছলিলা তুমি মনের কারণ।

বলিকে ছলিলা তুমি (জেনহ) হইয়া বামন।

বলিরে ছলিলা জেনন।

মান ভিকা পাইলা জেনন।

সীরাধা কৃক বিলন হৈল।

সীককানখে হরি বোল।

“ইতি সীরাধিকার মানভদ্র পণ্ডি সমাপ্ত।

ইতি সন ১২০৩ বং তারিখ ১৫ আশ্বিন।”

এই পুথিতে প্রারম্ভ হুইকৈ উত্তম

পুথরে তথ্যাতী ক্রিয়ায় কেব ‘হু’ আছে;

যথা,—করিব—করিবু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র।

আরম্ভ:—

হরিরি। হরিনামের সূত্র।

হর বল আই বল আর বোল দহ।

মন হুই করি হান বোলকমল।

এক গোপাল এক গোপী বোল হয়ে বোলা।

অটবলে সংকটম বোশি জনে (হু) কৈন্যা।

ভণ্ডিতা:—

সীতকমল কুণার করে বীন রামেশ্বর।

তত্তিভানে জেবা জনে মুক্ত সেই বর।

শেষ:—

বোল নামের সূত্র এই কহিলাই জোয়ারে।

অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিকায়ে।

ভকতগণে জেবা না শুনে বরি নামের সূত্র।

তাহার হস্তের আর বল বিচারায়ে চুপ।

হরির নাম বোল কর না তবে করণিতে।

গৌরী নরকর ভোগ ভোনে করণিতে।

‘এই সূত্র লাক।’

লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। বরুণ-তত্ত্ব।

আরম্ভ:—

অথ বরুণতত্ত্ব এইত।

বরুণে নিজাসি করে বিজয়েশ্বর ভজ।

বুগল ভজন কথা কহত আমারে।

কিরণে করিবে সেবা করে কার নাম।

কাহারে করিল সেবা কাহ বৈদ্য দান।

শেষ:—

যেহ মনে তাহ উৎপত্তি মানসেয়ে গেম।

বিদুল চরে রসে পুত্রিক আশিত কারণ।

এই ত কহিলাই কিহু ভবনায় বিকাশ।

সীতকমল কুণার করে বীন রামেশ্বর।

তত্তিভানে জেবা জনে মুক্ত সেই বর।

লেখক ও তারিখ নাই।

সীরাধিকার মানভদ্র পণ্ডি সমাপ্ত।

লেখা। বরুণেশ্বর কাবয়। বরুণ-পুত্রিক।

মোট পত্র-৩৩-সংখ্যা ১০ লাক।



৩২৭ । সিদ্ধি পটল ।

শ্রীহরির পর পুরনো । সিদ্ধি পটল  
লিখিত :

একদিন বিলাস হলে সনকিত্তন কাটা ।  
লেনী মাত্র আপনাব ঘন বুজাইয়া ।  
পাশেও নহি গেল মোঃ বিলাস করে ।  
হাশিমিণে বসি নষ্ট করিলাম তোমার ।

শেষ :—

তব দিনে যারা নাহি তব দিনে গেল ।  
বিলে পুরনো যাবে ও মনেই তব ।  
অনি সিন্ধু আর বড় নহি কিছু মনে ।  
এক দিনে মনোহর মন্থিক সঙ্গের ।  
অভিলাষ নাই । হাবিখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ

কুতিলির মত । মোট পুরনো ৩৪৫ সাংখ্য  
৪৪ মতি ।

৩২৮ । লিঙ্কাত্তর ।

আবহু—শ্রীশ্রীহরি হরন । লিঙ্কাত্তর  
এইক লিঙ্কাত্তর ।

কলিঙ্গ-লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । পুরনো-  
মারোণ কোষনামসংকল্প । পুরনো  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । শ্রীপদসংকল্প । পুরনো-  
সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । পুরনো ।

একদিনে লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

৩২৯ । লিঙ্কাত্তর ।

লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

লিঙ্কাত্তর :—

কবি কলিত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
( লিঙ্কাত্তর ) লিঙ্কাত্তর ।

লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

শেষ :—

এই মতে লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
কবি কলিত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

৩২৯ । নূতন লঙ্কা-যজ্ঞ ।

( লিঙ্কাত্তর )

আবহু :—

শ্রীশ্রীহরি হরন । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

নূতন লঙ্কা-যজ্ঞ ।

লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

৭ লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।  
লিঙ্কাত্তর-সংকল্প । লিঙ্কাত্তর-সংকল্প ।

দালনী।

সিরি সৌরি আমার আইনাছিল।

অথ দেখা সিএ চৈতন্ত করিএ,

চৈতন্তরাশি কোথাএ লুকাইল। ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

জারে জাও ইন্দ। তোমার তুমি জা গান।

নিভান্ন আইবে জরি আমার ভবে বল কেন।

ইটি ভিত্তি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রজাত ধর,

কটাকে করি পার, এ ভিন ভুবন।

গান।

কোথাএ জাও উদা এমন ভেসে রপত জবদি

ভৈমান পুরি বড় কৈরে, জানে কোথাএ

বোল হুনি। হুন্না। নাক।

“এই বহির মালীক সট্টচরন হাস  
বেশত পিছরে রামকরত চৌধুরি, সাকিন  
সাকপুয়া ভাসে পল্লীয়া।” তপিতা নাই।

৩৩০। জুদাম-চরিত্র।

কৃত্ত পুথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও  
শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্রসংখ্যা  
প্রায় ১১২ বিজ পত্র (পরত ?) রাম ও  
অকিকন দাসের তপিতা আছে।

আরম্ভ :—

সব জগদীশ্বর নর।

অথ বুঝি চরিত্র লিখিতে।

রাবক্ক রাবাক্ক বোল শব্দজন।

আনন্দে চলিয়া আইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন।

রাবাক্ক নার ভাই জার বুঝে নাই।

লিপএ জানিঅ পাশে ধরিত্র বেত্রাই।

জজরে কারয় পথ খুঁ দানি ভাই।

রাবাক্ক পরে ভনে আর বহু নাই।

তপিতা :—

(১) বিজ পূর্বাসে করে, কৃত্ত একু বলা মএ,  
অনন্ত যে অস্ত নাই আর।

(২) অকিকন দাসে করে, কৃত্ত একু বলা মএ,  
কো নারে অস্ত না পাএ আর।

শেষ :—

হুন্ হুন্ অএ গিআ হুন্ হুন্।

অথ বলা কৈল মোর একু সারাজন।

এই জে কহিলাম শিআ সব সবার।

অথ বলা কৈল একু কি বক্তিব আর।

জোবা পাএ জোবা বুনে বুলায় চরিং।

হুন্ হুন্ জাএ জোবা (?) বাক্য হএ পুথিক।

“ইতি বুঝাম চরিত্র পোস্তক সমাপ্ত।  
সন ১২১৪ সং তার ২ আশ্বিন হক খোর।”  
মোট চই স্থলে পরত্রাণের ও একস্থলে  
অকিকন দাসের তপিতা। লেখকের নাম  
নাই। কিন্তু ব্রোথ হুন্ পরবর্তী পুথিগুলির  
লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক  
‘ন’র উপর ইলার বড়ই সোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্নন।

মানবোৎপত্তি ও নরকবীর বোগবিবরণ  
কৃত্ত গ্রন্থ। অত্যাশ্চর্য্যের কবরত লেখা।  
বালি কামদ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র-  
সংখ্যা ১১। শেষ তপিতা নাই। শিষ্ট  
পোস্তন।

আরম্ভ :—

সকল বেদাশিত একু তোমার সচিত।

কেহর নহে বক তুমি কেহর নহে মিত।

তোমার পক্ষের (পরে) ভাএক-সকলের উপর।

আপনার ভনের কথা রাহি কিছু তার।

বানন্তর বহিয়ার স্থানি দেখিও কল্যায়।

কোণালবদ, সোত জন্ম সুর রেত্রায় দাস।

মধ্যস্থল :—

দোপাত মোরত লম করি কিছু কিছু।

কৈলেক দাক্ষিণ্য দিলিয়ার সিন্ধু।

ভাইনে দিলিয়ারি কাকত জবুলা।

কাকোত জোবার কাকি জাসে জবুলা।

দিলিয়ারি কাকি কাকি জাসে জবুলা (?)।

পোস্তন কাকি কাকি জাসে জবুলা উপর।

১১শ পত্রের শেষে

বিহিত পন্থাই ধরি করে অবতার।  
বহুদূর পলাইল অন্ধ সন্ধ্যার মাঝার।

মূলধন, বোধ হয় ৩ ওয়াহের আলি  
পণ্ডিত সাং বৈরাগ্য। পুঁথিখানি বৈরাগ্য  
মুদ্রাসার বোলতী শ্রীকৃত একাকোলা  
সাধকের নিকটে আছে।

তাল কথা, উক্ত মজিন্দার বসিয়া এই  
পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসায়েবী ও  
চাঁদসাগর সবচে অনেক কথা শুনিলাম।  
উক্ত মজিন্দাটি যে পুস্তকের পারে অব-  
স্থিত, তাহাকে 'কাল কাহারের' পত্র  
বলে। পুস্তকের অর বক্ষণে 'কাল'র শ্রুতি  
ভিত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। পুস্তকটি ভরত  
হইয়া বাওরাট, তাহাতে এখন চাঁদ  
হইতেছে। মত পুস্তক। এই স্থানেরই  
অর দূরে লক্ষ্মণের 'বসির ভিত্তি'র অব-  
স্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ  
সাগরের একটি বাটের দানও ইহার  
অর দূরে নির্দেশিত হয়। কিছু দূরবর্তী  
চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সাগরের একাও  
কীট আছে। ইহার পার্বেই ভবনীয় নামে  
এক গ্রাম আছে। আবার 'নেজা বোশা-  
নী'র বাটের কথাও উক্তা যায়।

এখনো সবুজ চাঁপাতলী ৩ ভবনীয়ের  
(১) নিকটবর্তী। এক সহরে বৈরাগ্য  
প্রভৃতি গ্রামের নিকট হিলা সবুজ প্রবাহিত  
ছিল, তাহার অনেক নিকটনি (মজিন্দার

তদ্রূপে) আকও পাওয়া যায়। মুক্তক  
কাটা (বর্তমান জোলাকাটা) নামক স্থানে  
জাহাঙ্গির নির্মিত হইত, তাহাও নামেই  
হুগুট। এই সকল বিবেচনা করিয়া  
দেখিলে, চাঁদ সাগরকে কর্তৃত্ব ব্যক্তি  
বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং  
মনসা দেবীর কাওকারখানাটি চট্টগ্রামেই  
হইরাছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

## ৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন- অঙ্গারোচন।

কৃত পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯; প্রথম  
ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্রসংখ্যা  
গ্রন্থ ৩০০। পত্রার ও লাচারি হুগু  
লেখ। লাচারিও পত্রারের মত, কিন্তু  
অক্ষরসংখ্যার নিম্ন নাই। কোন কোন  
স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা গ্রন্থ ১৮১২  
পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। ৩২-কাল-প্রচলিত  
পত্র-লিখন-রীতির অনুসৃত বসন্ত, না,  
মচরিতার অক্ষর-লেখ, এইরূপ হইয়াছে,  
বুঝিলাম না। হুজলিপি অপেক্ষাকৃত  
আধুনিক।

আরও :—নয় জনেশ্বর নাম।

পদ্মলোচন (১) পদ্মলোচনের স্বর্গ আশোচন

বাক্যে পুঁথি ৩৫ গ্রন্থ লক্ষ্যের বাক্য।  
লক্ষ্যের বাক্য হুগু কাটা হুগু দিলে।  
মুদ্রাসাগর বাক্য হুগু হুগু হুগু মন।  
হুগু পত্রার ? কোনইদা হুগু হুগু মন।  
হুগু হুগু হুগু পত্রার হুগু হুগু।  
কোন হুগু হুগু হুগু হুগু। হুগু ?

শেষ :—

অক্ষরিত হুগু হুগু হুগু হুগু।  
অক্ষরিত হুগু হুগু হুগু হুগু।  
হুগু হুগু হুগু হুগু হুগু হুগু।  
হুগু হুগু হুগু হুগু হুগু হুগু।

১) মনসা পুঁথিতে চন্দ্রক কবর ও ভবনীয়  
বাটের উক্তা আছে। তাহা যে কোন ভবনীয়  
ও ভবনীয় হয় নাই, কে বলিতে পারেন? একজন  
দ্বার একটি বাক্য হুগু হুগু, সেখানেই হুগু  
মুদ্রাসাগর হুগুই মনসা প্রভৃতির মত্রে এত  
না। কথ্য উক্তা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

হস্ত পত্রিকা নামে মিল আশিষ্ট।

হংগেলোচন পঞ্চলোচন বোদকপ্রতি হৈল।

রাম রাম বোধি পথে হরি হরি বোল।

“ইতি হংগেলোচন পঞ্চলোচন পুস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ তাং ২৮ কাঙ্কিক বৃক্ষকর ত্রিনিভ্যানন্দ পীঃ সত্যভাচরণ নাঃ সাকপুরা ধানে পটিকা জিলে চট্টগ্রাম।”

৩৩৩। দেবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে ৫ পর্যন্ত অক্ষরগুলির পরস্পরের কতাব।

তৎপর—

হর বতি হইরাহে মরম দিকটে।

ছায়া বিধা বধি মোরে নির্ভা করে শটে।

অসেরাএ পুত্র এসবিয়ে হেল জান।

জটোর বরিহ পুর দেখে কণবান।

জর্জিলা জর্জের কথা কহিল। রামারে।

জটোর বর্ণনে পুত্র ভোমার রতরে।

পেষ :—

কেএ বিরা x চিত্র বুঝাইতে।

কেবল কেনে দৈবকিএ পরাএ ভূমিতে।

কেপিয়া জহুনা পার হইলা সারাম।

কিন কলে ববিয়া দৈবকি সমাসন।

তলিতা :—

বিন হিন পাথ দস্ত কুলে উতপতি।

হরি ভিত্ত (ভক্ত?) বিধিরাম তাহার সমতি।

“ইতি ত্রিভক্তি দৈবকির চৌতিশা সমাপ্তঃ।”  
লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০-১১ মবীর লেখা। প্রাপ্তপদ সংখ্যা ৫০ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

কুর পুস্তক। পদ-সংখ্যা ১৭০ মাত্র,  
পদ-সংখ্যা ৩; প্রথম পদ একপুত্র কেহা।  
দ্বিতীয় পদে কুর আছে। ইতিহাস, নাসি-

ভেন প্রকৃতি প্রতিভা। তলিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম পনেরো

অথ হারমালা পুস্তকং।

মনোবোধ শিক্শাতি দেবের উন্নয়।

আহার প্রপাশে দেবের নব।

কিরতের প্রভা জেন ভেন হরগোবি।

ভূতির্মম রূপে আছে বোলাইতে : (৭)

বৃক্ষরূপে পাখু কলে বোলাইতে না পারি।

সেই যে কারনে হরগোবি নাম বহিঃ

নুন তত রাকন হইয়া পাগেখানে।

জোপ পাখ পুরান মে হইল কেমনে।

শেষ :—

তবে বক্ত (বক্ত) করি মন নিব সেইরূপে।

সেই নিরঞ্জন দেবি জানিয়া লক্ষণ।

সেই নিরঞ্জন প্রভু সেট বৈরাগ্যর।

অনন্ত কোট রক্তাশের সেই অবিকার।

ব্রহ্মা কিছু মহেশ্বর তাহার তাহারে।

কোনরূপ নিরঞ্জন ধরইতে না পাইরে।

জার মনে সেই মএ সেই হএ রূপ।

এই যে পরম রোপ কহিল লক্ষণ।

“ইতি হারমালা পুস্তক সমাপ্ত : ৪ :

সন ১২১৪ সং তাং ২৪ আশ্বিন, বৃক্ষকর  
ত্রিনিভ্যানন্দ, পীঃ সত্যভাচরণ নাঃ সাক-  
পুরা ধানে পটিকা জিলে চট্টগ্রাম হস্ত  
মালিক ত্রিনিভ্যানন্দ হাসত।”

৩৩৫। জেবলমুদ্রক-সমা-

রোকের পুঁথি।

বৌদ্ধধর্ম আকর-বিমলিত এই নামের  
আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্বের  
প্রবন্ধে করায়ে। (১২৪ নংখ্যক পুঁথি  
ত্রিইখ্য।) বর্তমানি সেই একই। ইহার  
ভাষা পাণ্ডিত্যবিশীল-ভাষক-হইয়াও রূপা  
সেহাও মিলন করে। ইহার পটিকা  
মোহাকর-প্রতিভা।

আরও অল্পনিশিথানি । হইলেকও,  
পুঁথিকে তত্ৰৈব পুঁথিক বলা যায় না ।  
আর সম্ভাষণে কহিছে; ৮৯ হইতে ১৭২  
পর পর্যন্ত বিভ্রান্ত, আছে । আট পেজি  
আকার । অমরান, সমগ্র পুঁথিতে আর  
৩৪৪ টি পদ ছিল । পরার, লম্ব ও বীর্ষ  
ত্রিশদী, মালকাপ এক 'ত্রিশদীকৃত পরার'  
কবিত্বক ব্যবহার আছে । শেষোক্ত ছন্দো-  
ভঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালকাপ—

কোড়িকান, করে মান, বৌজান, রকে ।  
অশ্বপদ, কনি কীল, পুণ্ডিক, কাক ।

ত্রিশদীকৃত পরার—

বাসে হু, আনু কর, না কলো কিত ।  
ভান ভাল, পত কাণ, আসিবে না আর ।

কতিপয় পদ-সংগ্রহ :—বহিন—ভরী;  
তক—পর্ষিত; বরান—বাখ্যান; শিরান—  
শির বা শীর্ষদেশ ; বাহেন—ইচ্ছা ;  
আশক—অমরানী; বেহু—বিরক্ত; ভাকত  
—কতি; আশেখা—সংকেহ বা আশঙ্ক্য;  
হামান—সামগ্রী; জেনেহ, মাক—মাহগিরী;  
কীরখি—জাম্বাজ; এনাহ—কুসিন ।

উদাহ—উচ্ছাসিত । বগা—৫ প্রান্তের  
মাগরে তরী বিম্বোলে উদাহ ।

অনুল—পণ্ডিত । বগা :—'বিত্ত সে  
ললাট দেখা না কর অনুল ।'  
অতিভ—বাঁহ, বরানাম ।

সেবন, দুহুত কথা বলা করবন ।  
কখন মাতল করে বিল এই কবি ।

শেষ ও কবিত্ব পরিচয় :—

শিল্পের সামগ্র্যাক আট হুজুর ।  
এক পাঁচ কোমে খিল বসে পরশুর ।  
শিলাত কলহ মনে হুজুরে বিলাত ।  
কখন বসে বসে চান্দী হুজুর ।

উলিয়েও খিল বসে আর কখন ।  
হেরি মানন কন অধিক কৌতুক ।  
হেরি পুরকু হৈল পরশুর ।  
বলিল জনমানর আপ রাক কখন ।  
কৌমে মারাম-কার বেলে বকিউনি মান ।  
শ্রিপুরে অকর্ণত কুশিরায় বাস ।

সমাপ্ত পুস্তক ।

৩৩৬ । দুর্গা-বিজয় ।

কত গ্রন্থ । পত্রসংখ্যা ৩০, উত্তর  
পিঠে লেখা । পরসংখ্যা আর ২০৩৪ ।  
আবৃত্ত :—

মন সমেদাশ নমঃ ।  
মন ঐকান্তবর্ণীত মন ।  
অথ ঐকান্তবর্ণার বিজয়-শোভক লিখ্যতে ।

একমাত্র পদপাতি নিম্নলিখ্যন ।  
লক্ষি শবতি কখন সুখিকারন ।  
শিল্পে মতিত লট; অতি মোহামার ।  
চতুর্দিকে দেখসে ঘরিলে জেদার ।  
মজর বাহনে কখন বেব ভগমান ।  
বৌদ্ধের আদি করি গলে করি আর ।

ভণিকা :—

বলুভয়ে মনে বেলিগে আশা ।  
তহু ভাষিখা লইতে পোবিল ভরণ ।

শেষ :—

সেব কিশি অধিকার কিই পদন ।  
একটিতে গারে কেবা বিলাস বিলাস ।  
শিল্পের মতিত পনি এককিন জোই ।  
এই কত মতবহ মান বৌদ্ধের ।  
অক মুখ না চিরিল খিল কন কতি ।  
বদীর চরম পদে অকলি মতি ।  
কলহকে কলহ করিব চরম ।  
কৌমে মন মোহাম-এক এক কলহ ।

ইতি ঐকান্তবর্ণার বিজয়-শোভক লিখ্যতে ।  
কত দুর্গা-বিজয়-শোভক লিখ্যতে ।  
মন ১২১৪ পনি ভাষা :—

শ্রীনিত্যানন্দ পীঃ অভ্যাসচরণ সাং সাকপুর  
থানে সত্বর জিলে চট্টগ্রামি হক মালিক  
শ্রীনিত্যানন্দ নাম দেহান্ত্রী" রচয়িতার  
নামটা 'বনভরত' না 'হলভরত' ?

### ৩৩৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গবেশাখ নম।

অথ পারিজাত হরণ পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরণ কথা বহু সুনিবৃত্ত।

পিত্তাশ্রিতা আদি অস্ত কদ লম্বাচার।

বুনি যোগে পেষ্ট কথা মন বিবরণ।

এক পিঃ ইত্যাদি মন লক্ষ্য করণ।

তোমার সাব আদি করিবারে চাহি

বিশেষ পোষিতঃ সেক্ষেপে(সুক্ষেপে) জানাই।

উপিত্তা :—

জৈষ্ঠ আতঃ কাম্যমি, জাহান অমূল্য মামি,

জামাইতঃ শকর বিশেষ।

গোলএ ভোবাদি নাথ, রামকল্প নমি মাথে,

কোমল হাস মুনির আশ্রয়।

শেষ :—

হেবকালে যাঃ প্রসী দিলেন জানকি।

উপিত্তা মঙ্গল করে হইয়া কতকি।

এইনতে লক্ষ্য আছিল বহুতর।

পারিজাত হরণ কথা সমাপ্ত এখ চর।

"ইতি পারিজাত হরণ পোস্তক সমাপ্ত;

সন ১২১৪ মং তার ৩০ কাশিক অক্ষর

শ্রীনিত্যানন্দ পীঃ অভ্যাসচরণ সাং সাক-

পুরা থানে শট্টগ্রামি জিলে চট্টগ্রামি : হক ঐ।"

কৃষ্ণ পুঁথি, — পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম

পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্রসংখ্যা ১৪৪।

ইহা যোধ হয় 'লক্ষ্য-বিবিলয়'—প্রণেতা

বিজ্ঞ ভদ্রানী-নাথেরই রচিত।

### ৩৩৮। জাহ্নত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত মহাকাব্যতঃ। কৃষ্ণ পুঁথি।

পত্র সংখ্যা ২, প্রথম পাতা এক পিটে

লেখা। পত্র সংখ্যা ১৮২। ভবিষ্য পাণ্ডুর  
গেণ না।

আরম্ভ :—

নম গবেশাখ নম।

অথ জাহ্নত সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।

একমোহে নমি আদি বেদি করন ক্রি।

নোর কণ্ঠে লাগু কুনি করএ বসতি।

ব্রহ্মভিত্তি পাশপাশ করি কলহার।

হুম লক্ষ্যকরে মাও সেবক তোকার।

অষ্টাদশ শব্দ কথা করিএ রচন।

জগদ্বাসি কহিবেক সুন্দর রচন।

শেষ :—

বিবাহতে পট্টা কিঞ্চিৎ সত্বরা হাজতে।

অনম কালেতে হক নাহি কথারিতে।

বেশি তারে বুদ্ধিবারে হৈ শব্দাধাম।

চোক ভাঙ্গি পদবক করিল রচন।

জাহ্নতের পুর কথা অমূল্য লহরি।

সুনিতে অর্থই হয়ে শরঙ্গলকে করি।

"ইতি জাহ্নত সাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত।

ইতি সন ১২১৪ মং তার ২০ আশ্বিন

অক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীঃ অভ্যাসচরণ

সাং সাকপুরা থানে শট্টগ্রামি জিলে চট্টগ্রামি

হক বোর।"

### ৩৩৯। দশ অবতার।

পুঁথি ৪৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে

"নারদ-সংবাদ" নামক যে পুঁথির পরিচয়

দেওয়া যায়, ইহা সেই পুঁথিই। সেই

খানি খণ্ডিত ছিল যখন প্রকৃত নাম

পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত, আরম্ভ-

ভাগটি এইরূপ :—

নম গবেশাখ নম। নারদর সংবাদ।

মোহাৎময় বন্য অবতারে বেদি কিলা

করিয়াছে। একদিন সাক্ষর মুনির পবিত্র

কথউপকথা।

হুই হুই শব্দলোক হইল একমন।  
কুকের দ্বিহিত হুই উজ্জ্বল নন্দন।  
দশ অবতার কথা অশ্রু অশ্রু  
হইরূপে দেই কর কৈল প্রভু নন্দন।

শেষক হইল এবে কহিলেন হুই হুইতে।  
কহিল তার লোক বুলাইতে।  
নারদর শব্দ জ্ঞান জিনশত লোক।  
কলশে রজিলক বুঝাইতে লোক।

শেষাংশ পুনোক্ত বৎ। সমস্ত পয়ারে  
লেখা। পদসংখ্যা পায় ৬৮। "ইতি  
দশ অবতার পৌত্তক শমাপ্ত। সন ১২১৪  
মসি তাং ১০ ভাদ্র স্বাক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে  
জ্যোতিষ শ্রীকান্তানন্দ দে।"

### ৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

কুহ পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৩; প্রথম  
ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদ-  
সংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।

অথ শম আত্মা লিখতে।

একমোহ জনপতি সংসারের শর।  
তাম বাহ লৈলৈ কবিশিল্পু হইব পার।  
জনপতি এনমোহ তেনি শরপতি।  
আহারি এনাথ শপ্ত হইব মতি।  
ভক্তগণে নমস্কার করি যার যার।  
শবের বিজ্ঞান কিছু করিব প্রচার।

শেষ :—

এই মত প্রকাশ পাই প্রকাশে প্রকাশ।  
অবদ কহই এবে ভক্তপুত্র ইন্দ্র।  
ভারি কল নহি হই জ্ঞানি শব্দভা।

এই কথা বৃহস্পতি কহিলে কাসিং।  
লৈলৈ লৈলৈ এই কথা বাহিয়া লিখিল।  
এই শব্দ কহা যাবেন পুণ্যে।  
অবদ কহই বৃহস্পতি পুণ্যে কহিল।

"ইতি শম আত্মা পৌত্তক শমাপ্ত।  
সন ১২১৪ মসি তাং ১০ ভাদ্র স্বাক্ষর  
শ্রীনিত্যানন্দ দে জ্যোতিষ শ্রীকান্তানন্দ দে  
মসি তাং ১০ ভাদ্র স্বাক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে  
জ্যোতিষ শ্রীকান্তানন্দ দে।"

### ৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া  
গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা  
পুঁথি নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্র-  
গুলিতে বন্ধনাংশ বাদে মূল কথা বড়  
বেলী নাই। প্রথম পাত্রে 'রূপ নারায়ণের'  
এ অবশেষ পাতাভ্যন্তরে 'হিরা বিনোদের'  
ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম  
নাই; যেহেতু কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নমঃ। দিবজুগায় নমো।

গোবিন্দায় নমঃ। সরস্বতীদেবায় নমঃ।

পদ্মায় নমো। জলতকার যুক্তি পতি  
ভাণী বায়ু কুন্তা। আত্মিকত মনির মাতা  
মনসা বোব নমোহতে। লাচারি : :  
ধানসি রাগেন গিঅতে।

মঃ মনসে কুপার লায়র ভোমি।

তুনি কুপা কর লায়র, দেই সে তকতি করে,

কিবা পুতি করিতে পারি আবি।

ত্রকা হর নারায়ণ, আর জল নারায়ণ,

দেবদেব স্ববদে ধ্যান মনে।

কুপা করব মোরে, রাখবে যে পদতলে,

পুণ্ডর তকতি বিখ্যানে।

ভণিতা :—

[১] ভোমি মনি কায়াকতি, ভোমি মনি কায়াকতি,

ভোমি মনি কর অজিকার।

ত্রকা হর নারায়ণ, আর জল নারায়ণ,

দেবদেব স্ববদে ধ্যান মনে।

হিরো কামিনী, হারির বিলাসিনি,  
নগরীর কর্ণাটতে গারে।  
হিরো কামিনী, হারির বাহিনী,  
গিরি গাইব গারভল।

[৩] জনক জগদীশ বন্দন জেট নগরীর।  
নগরীর চরম বন্দন জোর করি কর।

বন্দনা করিয়া সুকি হইবম অঙ্গুর মন।  
হিরো বিনয়ে কএ পুরান কখন।

[৪] হিরো কামিনীর কথিতা অঙ্গুরের ধার।  
হুনিলে অবন বুক সরল পহার।

এম পত্রের শেষ :—

নন্দনা জাতিলা নাপদম।  
আনিয়া নকল মনে, মিলিল পহার আদে,  
আনি খাভে (কল ?) দেবির চরম।  
\* \* \*  
মিলে নিজা খোজা যোরা, আর সেই আদন যোরা,  
এক একে মিলে নাপদম।  
\* \* \*  
নন্দনার চরম, বন্দে সব নাপদম,  
হিরো কামিনী বুরুরে  
পহার।

পদ্য বোলে বন নাপ এতিয়া আদার।  
বিভাহ সাজিতে হারি দু চামের কুহার।  
এতিয়া সাকল কর কিছু নাহি ভর।  
কোন নাপে কাইরা লগিতে লক্ষ্যের।  
এই 'হিরো কামিনী' কি রূপ নার?

### ৩৪২। লাল টুকটুক স্নোক।

এই স্নোক জলিবোধ হর এসিক বঙ্গ-  
সাগরের রচিত। মোট স্নোক-সংখ্যা—  
১৪ খাজ।

আরম্ভ—ঈশ্বরগী।

অথ লাল টুকটুক স্নোক।

কবির বোলেমো কবি। কবি ইন্দ্রপতি।  
আনি হতে বোলেমোমো আইসে।

বুঝ করিবারে সাজা করিবারে বঙ্গ।  
পারমর্থে দেখি হিরো লাল টুক টুক।

পেছা... হিরো এক সর্ব শরতে গতি।  
বিলাস করিল সে যে নকল বুঝি।  
পুসে... হিরো সাজা নি...  
কাপরেতে দেখে সাজা লাল টুক টুক।

### ৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই স্নোকের গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ  
উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা ভক্তি-  
স্নোকের ও কবিত্বময়। কিন্তু গ্রন্থের বিবরণ,  
ইহার আভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই।  
পুথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ইহা  
নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না।  
৩য় হইতে ১ম পাত পর্যন্ত বর্তমান।  
সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বঙ্গাব্দ  
নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ :—

আমি এখানেতে বৈক হইয়াছি (১) উপপতি।  
নিম্নের জাতিয়া সেই বঙ্গ ভবতি।  
তবে লাম বৈক কল বন হুনিকর।  
জোষ পথে জোষি জোষে হৈছে হিরোপত।  
জাহার অগার তবে একই সংসার।  
সেই দুর্গা জোষনদি বঙ্গ সারবার।

ভাবতা :—

- [১] তেজ কৈলীক তাৎ, পাল কর পুস্তকাগ,
- ভক্তি নিপাতিত গ্রন্থখানি।
- ঈশ্বর ভাবিবে জেনে, বঙ্গাল এহি সে আদে,
- পাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি।
- [২] বঙ্গাল ঈশ্বর পদ করে করি আদে।
- দুর্গাভক্তিচিন্তামণি হিরোপত।
- [৩] ঈশ্বরকালে বার, যদি রূপক বুদ্ধ পাল,
- সন হইবে কলসারি।
- দুর্গতি স্নোকের বৈক, জোষি বঙ্গের সন,
- হতে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি।



- [৪] মহাভারত পুণি পবিত্র কীর্তি :  
 অক্ষয় অক্ষয় হইল অক্ষয় ।  
 শিতা সপ নারায়ণ নারায়ণ অক্ষয়ি ।  
 বিহনে বহান হুণীতজিহ্বাবানি ।
- [৫] মহাভারত সার,                      কবে কথা সুবিচারে,  
 পরম পবিত্র স্বরূপেরি ।  
 জীনাথ চরণ অধঃ,                      বহান সপন ভালে,  
 গার হুণীতজি-জিহ্বাবানি ।

২ম পত্রের শেষ :—

- \* এক বলি জনছাত্রি হইল অস্ত্রবান ।  
 পরম্পর জিনে অস্ত্রিণ সাধ জীবন ।  
 ছবিয়া হুণীত জিহ্বা তিন মহাসর ।  
 ধ্যানমগ্ন হইয়া মহাতপ আরতর ।  
 পূর। পতি প্রাপ্তি হেতু প্রেব পলায়ন ।  
 আশ্রমে প্রভাসতি যুগু করি মন ।  
 কবে কিছু মনঃপ্রব \* \* \*

উদ্ধৃত্যন হইতে জানা গেল, কবি  
 বীনব্রাহ্মণের শিতার নাম রূপনারায়ণ ;  
 এবং জীনাথ নামক কোন মহাত্মার ন্যসে  
 উল্লিখিত প্রভাসতি উৎকৃষ্ট । কবির পোষকের  
 উপাধিটা কি, কোথাও দেখা গেল না ।

প্রহের রচনা যে স্থান, তাহা উদ্ভ-  
 ভাষণ হইতে বেশ জানা গাইবে ।

প্রতি পৃষ্ঠে পত্রাঙ্কের ৩০ চরণ, হস্তরূপে  
 মোট প্রাপ্ত পদপত্র-সংখ্যা প্রায় ২৭০ ।  
 পুঁথিখানি শিক্ত গোবর্ধন লেখা ।

### ৩৪৪ । সৃষ্টি-পতন ।

এখানি রামভাসের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক  
 গ্রন্থ। আভ্যন্তে কোথাও পুঁথির নাম  
 নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা  
 দেখা নাই, পদপত্র ১০ পৃষ্ঠ পাইয়া  
 গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের  
 নাম ও তারিখ নাই। সনৎকথা ১৮৩২

বর্ষীয় লেখা। বড় বড় পোট অক্ষর।  
 একাধিক কবির ভণিতা আছে ।

আরভ :—/১ প্রহকিমানঃ স্তম্ভমর্জানঃ  
 স্বরতপস্বারিঃ সুনিঃ কিং সৌর্য চক্ৰভানঃ  
 (বৈকুণ্ঠনাঃ) সাজনঃ মাও X শিতা  
 শুকনা চকুরকিনিকনাঃ তথা উর্বরঃ বসিনঃ  
 পূর্ব পশ্চিম পূর্ব সিদ্ধসাগরঃ তানহুমি  
 সত্যতঃ তুতি তক্তি নিবেদনাক পুন পুন  
 আর : ।

এবে কহি হুম শব বাস পজারি ।  
 নিরঞ্জন বসি অগ্নি মধুখান (সেবান, সনোহ) ।  
 হুমঃ হুমঃ তসি হুম বিখা মনঃ ।  
 জিহ্বা পতন কহি হুম বিখা মনঃ ।  
 মহাপ্রভু জন্মেনে আহিন একমর ।  
 মো আহিন উর্বরঃ কিংত পদকর ।  
 মো আহিন সেবন মো আহিন হুমি  
 মো আহিন বসিত হুম ন আহিন বসি ।

ভণিতা :—

- [ ১ ] রামভাস কর্তৃক পদ্যের রচনা ।  
 কবে বীন বসিনঃ কহি অক্ষয়ক ভণিতা ।
- [ ২ ] এই সে রামভাসা জিহ্বাবান পদ ।  
 কবে বীন বসিনঃ কহি অক্ষয়ক ।
- [ ৩ ] কবে হুমঃ হুমি, কবে বীন বসিনঃ বসিনঃ,  
 গাইবেক জলিদের মনঃ ।  
 হুমঃ হুমঃ পদ্যক (১), কবে কবে মনঃপ্রব,  
 কালোপমা হুমি অক্ষয় (২) ।  
 শিতা জিন অস্ত্রবান, মহাপ্রভু অক্ষয় মনঃ,  
 হুমঃ হুমঃ বাস পজারি ।

শেষ :—

এবে মো আহিনা প্রভু তত্ত অক্ষয়ক ।  
 জিহ্বা পতন মো আহিন সনোহ মনঃ ।  
 অক্ষয়ক ভণিতা মো আহিন অক্ষয়ক ।  
 অক্ষয়ক ভণিতা মো আহিন অক্ষয়ক ।  
 জিহ্বা পতন মো আহিন অক্ষয়ক ।  
 এই মোহন মো আহিন অক্ষয়ক ।  
 অক্ষয়ক ভণিতা মো আহিন অক্ষয়ক ।

যাকতে বাইল মিলে নাইবা অপার।  
তাঁহি খুঁজ সাধ এক আসে ৯ কৈল সাধ।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া  
গেল। সমস্তান্তরে এ সম্বন্ধে একবার  
বিতারিত আলোচনার বাসনা আছে।

### ৩৪৫। গোষ্ঠি গায়ন।

আবৃত্তি :—ঈশ্বরী। গোষ্ঠি গায়ন।

গোপাল জেত, লক্ষ্মী জন (১) লবে দিল্লম  
আর কি বাইরে চাইলে বাইরে মিথি পুকার কেল।  
সার্থন হানো কথায় পাথি, হোপাসে কি পোকে কাথি  
পুকার কেল। সার্থন হানো কথায় পাথি।

পেদ :—গোষ্ঠি।

কিছু মাই বাজা গোপিননে।  
জোনের জুত করতক হাই কুলাকনে।  
অঃ আলাপনো (।) কে হোপাএ কথা  
কথায় কোমার শিলা মাজ।  
কিছু মাই বাজা গোপিননে।  
জোনের জুত করতক হাই কুলাকনে।

সাহ গোষ্ঠি সমাপ্ত।

অতি কুর সম্বর্ত। যেটি পদসংখ্যা  
১৫ মাত্র। তপিতার অভাব।

### ৩৪৬। বিন্দ্য-জুন্দর-বাজা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিকুত্র।  
পদসংখ্যা ১৮; উত্তর পৃষ্ঠে লিখিত। সবই  
কেবল গান। ৬৩ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-  
পেদ। বহির আকার। তপিতা ও তারিখ  
নাই। বহু অধিক দিনের লেখা নহে।  
আবৃত্তি :—১৫২ গায়ন।

এ গ্রন্থ কোঁসল বনে খিমনে দাবানল।  
সবল গোলা হইএ কৈজারে অঙ্গল হ।  
একাত্তরএ সিবৎ মলমালি (মলমালি) নবিল।  
এক বিবরণ এ আকারে গ্রন্থ প্রকাশিত।

পেদ :—৬৩ গায়ন।

১৫২র মত কৈজারে গলে অঙ্গল বনে আসে হই।  
মলমালির মত কইরে দাবানল হইল লবাপুরে।  
সলসিবের মত কইরে মলমালি গুরি (পুড়ি) কল হই।

“সাহ। ইতি বিন্দ্যজুন্দর নামক জাতি-  
লমাপাঃ। ঈশ্বর ঈশ্বরবোদন ও ঈশ্বর  
ঈশ্বরবিত্তর নাম রাসিক স্বকল্পমিতঃ।”

সেই পুঁথির আদ্যমণ্ডলে লিখিত ও বর্ণিত  
লেখা আছে :—

গোপ, বোল, মোহ মিথ চাইল জনে নকা পুথির।  
সেখ মিথমিথায় চাকিত কল এই চাইল জনে আকণি।  
নাগ হইল কল হই এই চাইল জনে নকা পুথির।  
সেখ এক কল পাথি এই চাইল জনে নকা পুথির।  
মিথি বাজা কল কল এই চাইল জনে নকা পুথির।  
মিথি বর্ষ বর্ষ হোয় এই চাইল জনে নকা পুথির।  
আউল চাই কল জন এই চাইল জনে নকা পুথির।

“এই বহির নামক বই হইয়াছে বিন্দ্য-  
জুন্দর রাসিকের চৌকি নামক সাক্ষরী ভাষে  
পাঠিতা পদ ১৫২২ বহি জাতি জনক।”

### ৩৪৭। দূতী-সংবাদ।

উক্ত নামক ‘সংবাদ’। ইহাতে কথ্য,  
পট, হুকা ও গায়ন এই চারি প্রকারে  
রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই  
শ্রেণীর গ্রন্থগুলি সে কালে অতিবীত হইত।  
ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত গ্রন্থের বহু পুঁথি পাওয়া  
গেল। সেইগুলি আদ্যমণ্ডলে কেবল মত  
নহে; কিন্তু তাহে কি আছে তাহা

• ইহার আদ্যমণ্ডলে লিখিত আছে :—  
সিকটে বাজা উহার পুঁথি-সংখ্যা ১, বহির আকার।  
এখানে ‘বিন্দ্যজুন্দর নামক’ নামক পুঁথির কথা  
লেখা আছে।

কাহারও পূজা বোড়শোপচারে, কাহারো পূজা করা বিধনশূন্য। উপায়তর নিকট সবই ত এক মনের। কে কোথায় কি ভাবে বন্ধ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই জটিল;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুণ্যের অনেকগুলি সত্যের পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। পঞ্চমায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ :—ঈশ্বর। পানন হুতিনবাহ।

একদিন নিরুদ্বেগে বসিয়া ঈশ্বরী।  
মনে মনে ভাবিছেন স্রষ্টার ব্রহ্ম।  
ইতি মধ্যে ঈশ্বরের সেবা আচরিত।  
কর্মসম্পন্ন হুতিনবাহ। পরে ব্রহ্মতত্ত্ব।  
নিকটবর্তে পূজারী হুতিনবাহী ছিল।  
কর্ম পরামর্শে তামে চৈতন্য করাইল।  
বরা হইতে বরাধতি করিয়া হুতিনবাহ।  
সকল ঈশ্বরভক্তি হুতি জিজ্ঞাসিল।  
আচরিত হুতী কেনে হইল কর্মসম্পন্ন।  
কে কৈরকে অপমান পোষ তাহা হুতি।

শেষ :—গায়ন।

গায়ন কি কার্যের মণী, ব্রহ্মসংগে ব্যস্ত নারী,  
হুলস্বরে নতি নারী, ভাব্যে কি করে অভাবারী।  
কে না তাহা চিন্তে পারে, তার কি করে অবগারে,  
কে না তাহা চিন্তে পারে, সে হইল কর্মসম্পন্ন।

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

### ৩১৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে কব। পুঁথি সংখ্যা ২৫, উত্তর পিঠে লেখা। বহির আকার। কবকা লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালার নকল। কথা, পট প্রকৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ :—চন্দ্রকান্ত নামক কথা।

১৫৫ বাৎ।

আরে মেঘরশ্মি হানরা কল্লুর হুতা, হানবু মনে কর। আরে না বেধর তাকে চাই না।

• • • • •

হুতা সভাখন কনকর্ণ-ব্রহ্মসিংহ অপূর্ণ কখন।

হুতা।

পাশাতে হাতিরা হানরা জিরের (?) কখন।

ত্রোপনি সহিতে মনে পেল পক্ষকন।

শেষ :—

‘হুতেরে নিরন উপর খোর পানি মনে তৈ।

ইতিহাসি। (ভাল পড়া খেল না)

বসিতে হুতিনবাহি, উক্ত ‘কথার’ ভাষা পড়।

### ৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অষ্টকার অষ্টকটি ১২২০ মণীর লেখা, পঞ্চম-খ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ সরস্বতি সোলক।

সরস্বতি করি হুতি সর্বদুঃখকারিণি।  
সর্ব কঠে বাস কর সর্ব মনে জিহাবাহিণি।  
সিদ্ধমুখে হুতি করে কিনা স্নেহ কারিণি।  
হ মনসি সরস্বতি জগদমাতা ১ চপিশি।

শেষ :—

সর্ব কঠে বাস কর সর্ব মনে জিহাবাহিণি।  
সেই কথার সর্ব কঠে বৈদ্যহিণে আপনি।  
সর্ব কঠে বাস কর সর্ব মনে জিহাবাহিণি।  
হ মনসি সরস্বতি জগদমাতা ১ চপিশি।

১। ১০০০ নামের চন্দ্রকান্ত ‘সারস্বতী’

‘সারস্বতী’ নামের আরো একটি ‘সারস্বতী’ নামক একটি পুঁথি আছে। এটিও বৈদ্যহিণে, আরো একই ভাষায় লিখিত। এটিও বৈদ্যহিণে, আরো একই ভাষায় লিখিত। এটিও বৈদ্যহিণে, আরো একই ভাষায় লিখিত।

হইল। এ—ব+বক, তাহাতে আবার  
অত্যন্ত ভাণ্ড। পরিচয়তা, বিশ্বাসতা, সৌভাগ্যতা।  
অত্যন্ত পণ্ডিত চমিক, কমন। বলা উচিত,  
ভারতীয় 'প্রসারতা' বুঝিবার অর্থান নহে।

### ৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুথি। ৪০—৫৪ পাত বর্তমান।  
ছই ভাগ করা কাগজ; এক নিষ্ঠে দেখা।  
শের পাতের পর গ্রন্থ আর বেঁধে বাকী  
নাই, বোধ হয়। কাগজ তাম্রকূট পত্রের  
জায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি  
নাই। মূল্যের হিসাবের সন্নিবিষ্ট আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

নাম। এ মহত্ব হইল। জাহ্নবী নদগতি।  
জ্ঞান উপদান হইল একাদশী তিনী।  
মহাবী বাহ্য। এনে মঙ্গল বাজারে।  
মুগ্ধতার বিষয়ে আছে যে প্রকারে।  
মহাবী বাহ্য হইল মঙ্গল।  
মুনি আশ্রিত হইল রাজ্য কর্তব্যে।  
মোহিনীর মতোবিন্দু। মোহে মরণতি।  
মহাবী এককুল জাহ্নবী মন্থে বুঝি।

ভণিতা :—(১)

মাহাত্ম্যপুস্তক পুণ্য শ্লোক সংকলন।  
মহিষের মাসে করে পজার রচন।  
(২) মাহাত্ম্যপুস্তক খণ্ডিত, অল্পত মঙ্গল জামি,  
সেইক বলে করিল একাদশী।  
মোহিনীর মতোবিন্দু, পত্রের মতিল জামে,  
মহিষের মাহিষের মাস।

৫৪ পাতের শেষ :—

খিষ্ট মাস একাদশী মৈত্রেয় মরণতি।  
একাদশীর যে কল মুন মোহিনতি।  
একাদশীর মাহাত্ম্য যে মুন জেই জম।  
মঙ্গলপাণ্ডি মিত্রোচন মৈত্রেয় মঙ্গল।  
উপদান করে দেখা তার সিদ্ধা নাই।  
কোহে মলিতে মারে মোহের মোহিনতি।  
কো মোহে উভয়িক মাহাত্ম্য মঙ্গল।

এই পুথির অবশিষ্ট পাতাগুলি নষ্ট।  
হওয়ার এখনো একটু আশা আছে।  
এই অংশের পত্রসংখ্যা। পত্র ৩০০।

### ৩৫১। গঙ্গাটিক শ্লোক।

১২২০ মবীর দেখা। ৪টি শ্লোক  
আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অপ পদ্য অষ্টক।

মঙ্গলোৎসবের মূল্য পাপনাশন।  
মঙ্গলোৎসবের মূল্য পাপনাশন।  
অন্য আদি মূল্য পুণি বীরবর মোহন।  
মঙ্গলোৎসবের মূল্য পাপনাশন।

### ৩৫২। মহাকবিভূত— ঐকিক পর্ক।

মঙ্গল-রচিত 'ঐকিক পর্কের' ২টি (১ম  
ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও  
কতকংশ ছিন্ন। দেখা প্রাচীন। তারি-  
খাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেশায়।

মুখিক পর্ক কথা মাপ মৌল্যমঙ্গল (১)।  
ঐকিক পর্ক কথা মাপ মৌল্যমঙ্গল।  
তবে মৌল্যমঙ্গলকে কহে জন রাজ্য মামি।  
মুখিক পর্ক মামে মামে মৌল্যমঙ্গল মামি।

ভণিতা :—

ভারত মঙ্গল কথা \* \* \*  
ভণিতা ভণিতা ভণিতা ভণিতা।

### ৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২০ মবীর দেখা। ৩টি শ্লোক  
মোট ৩৫টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অপ পদ্য অষ্টক।

মঙ্গলোৎসবের মূল্য পাপনাশন করে।  
একদশীর মৌল্যমঙ্গল মৌল্যমঙ্গল।  
মৌল্যমঙ্গল মৌল্যমঙ্গল মৌল্যমঙ্গল।  
মৌল্যমঙ্গল মৌল্যমঙ্গল মৌল্যমঙ্গল।

শেষ :—

অনেক বিশেষ বিশেষ থাকি পুস্তি কামে যখন ।

যখন (১) হইয়া থাকি যিনি মনিয়ে ।

আরও হই যখন : নেই তা'র ।

কহিল কামে আরও বিশেষ কি প্রকারে আছে ।

### ৩৫৪ । কাল-নেল-কুমারের প্রভ-পাঁচালী ।

অতি কুসুমিকা । পদসংখ্যা—৭২ ।  
পদসংখ্যা ৭ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে  
লিখিত । স্থানে স্থানে কীটুক । রচয়িতার  
নাম অন্তর্ভুক্ত নহে ।

আবৃত্তি :—

অন্যমনে কিছুই না দেখেছি পদে ।

অন্যমনে পুস্তি পত্র হইয়া গিয়াছে ।

সরসিতি দেখি বসন্ত তরুণী করিয়া ।

উজল যেন কুমার কুমারি হইয়া ।

একটি বিষ্ণু সিব রূপে বসিয়া গিয়াছে ।

বিষ্ণু বসন্ত দেখে হইয়া হইয়াছে ।

শেষ ও ভাষিতা :—

কল কল বিধি কল্যাণে কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল বিধি কল্যাণে করিয়া ।

এই কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

### ৩৫৫ । জয়লাকুমারী— অষ্টক শ্লোক ।

ওলাউঠা প্রভৃতি মাতীভর উপস্থিত  
হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা  
হইয়া থাকে । সাধারণ লোকে ওলা  
উঠাকে এইখানে 'জোলা' ব্যাখ্যায় বলে ।

অষ্টকটি ১২৩২ মতীর লেখা । কেবল  
৪টি শ্লোক আছে । ভণিতার অভাব ।

আবৃত্তি :—অথ জলা কুমারি অষ্টক ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

### ৩৫৬ । শমির পাঁচালী ।

অতি কুসুমিকা । পদসংখ্যা ১৪০ ।  
পদসংখ্যা ১০ ; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে  
লেখা । যেকোনো কালী ; জয়লাকুমারী  
লেখা । অবশিষ্টের নকল ।

আবৃত্তি :—জয়লাকুমারী পাঁচালী ।

১৭ মতীর জয়লাকুমারী পাঁচালী ।

নকল : হিঙ্গলি ।

নিম্নোক্ত পদসংখ্যা, পদসংখ্যা পদসংখ্যা

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

ভণিতা :—

(১) জয়লাকুমারী পদসংখ্যা ১০ ।

শমির পাঁচালী কল কল কল্যাণে করিয়া ।

(২) জয়লাকুমারী পদসংখ্যা ১০ ।

অবশিষ্ট পদসংখ্যা ১০ ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

কল কল কল্যাণে করিয়া ।

পেঁপে :—

এই মতে বনি পুরা দেই কসে করে।  
বাধা চাও তাই। পানি হুগে বার হুগে।  
অভ্যন্তরে বন একু অভ্যন্তরে বন্যবন।  
পুন্নিমে মসির পানি নাহি কোম জল।  
হুগে হুগে সোম পানি আদি চিরকাল।  
বটিল পাঁচালি হুগে হুগে বন্যবন।  
হরি হরি বল মনে পুঁথি সন্ধান।  
ভক্তি করি এসোম লয়ে করহ ভজন।

“মসির পাঁচালি সম্বন্ধ : হুগে মসির  
এক চোরে মসির ভক্তি হুগে ভক্তি  
মাতাচালি ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
চক্রবর্তী : মোহন ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

৩৫৭। মতানীরের পাঁচালী।

এই পুঁথিখানি মতানীরের ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

আরও :—

ও মতানীরের ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

(১) ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

(২) ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

ইতি মতানীরের ভক্তি মসির ভক্তি

ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

৩৫৮। কৃষ্ণলীলা।

ইহাতেও পুঁথি, হুগে, কপা, পানি ও  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

এই পুঁথিখানি কৃষ্ণলীলা  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি  
ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি মসির ভক্তি

নাই। ভাবিবাঁহি নাই। রচয়িতা কেমন-  
জ্ঞ (৩) ।

আরও :—কুকুলী। গীত ।

হুম হুম সর্বজন, আমনিক হয়ে মন,  
সকলকে আমি ডাঁহা বলি ।

কহি পুত্রাণ এসক, বিবিধ আকস্মিক মন,  
মান কহি মৃত্যুশতাব্দী ।

মৃত্যুতা দিগম করি, হরসিতে বসিবারি,  
ঐক্যিক রোমপে বহিলা ।

ইসানে মিনতি করি, তবে ত্রিভঙ্গ মুরারি,  
হুসনা কৈর না করি দিলা ।

ভণিতা :—

দীন ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রকোর পরভলে,

সুখাইব বীকা আদি, আনু বোরা বিরে কীকি ।

নিভর পুরীক আশ, কর অশু নিজ দাস,  
আত বিরে চরণ কল ।

শেষ :—২০ নং গান ।

চল চল সখীশ চল কবলিনী মনে ।

কাইরে কলস হলে হেমিব কল-মরনে ।

ভুগাইব বীকা আদি, আনু বোরা বিরে কীকি ।

মৃত্যুতা মৃত্যুতা সখী হরিব হরি বিধনে ।

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয়  
নাই। কোয়ার্টার রকম সুলভেপ কাগ-  
জের আকারের কহি। বাসনা কাগজ।  
হই গিঠে দেখা ।

মগাটে দেখা আছে,—“এই বহির  
মালিক শ্রীকেশনচন্দ্র দে, নিবাস বারশত  
কাড়ি আনোয়ারা, মন ১৮৬৮ অধিষ্টিত আছে  
১ জাহাঙ্গিরি।” রচয়িতাও বোধ হয়  
এই কেশনচন্দ্র দে মহাশয়ই ।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন ।

পূর্বোক্ত পুঁথির মত আকার। পদ-  
মায় ১৮ পাতা দেখা গেল। বড় কেই  
দিনের একল মনে। ভাবিবাঁহি নাই।  
হই গিঠে দেখা। ‘পোষিক কবে’ কেবল

একপ ভণিতা আছে। কখন, হুড়া ইত্যাদি  
ইহাতেও আছে ।

আরও :—শ্রীমতীর • মানভঞ্জন ।

হুম হুম সর্বজন হইএ এক মন ।

হুজুর মানভঞ্জন কথা করহ অবশ ।

একদিন বসীবারি জন্ম। তিরিতে ।

কদম হেলাসে পান করে মুরিতে ।

মধ্যস্থল :—গান ।

অশঙ্ক কালকর্ণ সে ত ডুলিবার মর ।

একবার হেরিলে জারে রমণীর মন মজার ।

জারে চাতি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,

এবেলিলে অন্তরেতে, অন্তর কি মর (?) ।

কালসর্পে বসে জারে, মনত বলে অন্তরে,

পোষিক কর, ডুলিতে জারে, সে মনত ডুলার ।

শেষ :—

মন পোষি এবেলিলে মর (মর) হইলা ।

শ্রীমতীর ইন্দ্রকোর বাসে কৈলাইলা ।

হেরিলে মনভঞ্জন আপনা পাশরে ।

এবেলিলে মর হইএ হরিকলি করে ।

রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ জাএ শোক ।

এবেলিলে মর হইএ কুটিল অপোক ।

এই মত রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন ।

মূল বাধারি যোগী করে বিরজন ।

৩৬০। শ্রীরাধার কলক-ভঞ্জন ।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় ব্যপ্ত  
কলক-ভঞ্জনই। পত্রাকীরন কলকভণি  
পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র  
ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্বোক্ত  
পুঁথির সহিত একত্র রাখা হিল। পৌনঃ-  
পুনঃ ভণিতা কেবা বার। রাধা  
আরও বলিবেছি, তাহাই ঠিক কি না,  
বলা বার না ।

৩৬১। শ্রীমতীর মানভঞ্জন ।

শেষ :—পায়ন।

আমার ঘোশাল কেনে না বোলে না।  
সেইথে থাকে হুইনি অচেতন কেনে কেনে সোণা।  
আমার কলস মল হু গো মিরানক ঐথোখিন  
কথা কচে ন  
নবে মোর একটু হাইলা কেহ নাই না বোল বোলে  
কেনে শূত্র কৈদুলো হুইব কেনে।

ভণিতা :—

সোলাই রামচন্দ্রের বাণী, তন মাগো নন্দরাণী,  
বাতিবে বীলমণি, মনে কিছু নাই ভাখনা।

শেষ :—পায়ন।

ভাইব না ২ রাখে ভাইব না কিছু কি জান না।  
ভাষার কলক বুটাইবার জন্তে, অশান্ত জুয়ার জন্তে  
পূর্ণ হবে ভোয়ারি কে বাসনা।

তন ২ রাই কিলোহি, কত হুবে পাইছি রামি,  
কিছু কৈতে না পারি।

ভোয়ার চরণ বইয়ে কব সাইবেছি, হুইব মানেতে  
কব কাইবেছি,  
রামি বোণী হইলেন তন মনে, কালী হইলেন কুজবনে  
ভোয়ারি কারনে এত ভাখনা।

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে।

মোট ২ পাতা। এই গিঠে লেখা। পান  
ভিন্ন ছড়া প্রকৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্যায় লেখা নাই। পত্রাক-হীন  
২০টি পাতা। রঙ্গাল আকারের সাদা কালি  
কাগজ; ছই গিঠে লেখা। অত্যাধিকার  
নকল। ভাই আধুনিক রচনা বলিয়া  
মনে হয়। স্তম্ভিবাধির অভাব। এক-  
স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতা আছে।  
ইহা একখানি নাটক। একতারা, বং,  
তেতারা, আড়া, টোকা কাওয়ালী প্রকৃতি  
কাল এবং মরায়, খিচিট বাবা প্রকৃতি  
রাম-রানিগির ব্যবহার আছে। একদ ছাড়া,  
কথা, পটি, ছড়া, চব (৫), বহু প্রকৃতি  
হয়। 'কথা'র ভাষা গড়।

ভারত :—ঐহরি।

কল্যাণের নিধান; কলিযলমবন; জীবনমল-  
নানা; এতে ভাসন মনকা মপদি পরপদবিভাস  
ভলমক ইত্যাদি।

পটী। ভাল জং রাগিনি মল্যার।

মগতে অমিল রাম কল্যান কারন।  
কলির কদম ভূমি করিতে মনন।  
মারো প্রভু হও তুমি মর্জন জিবন।  
এবির ২৫৪ জন কদম সোজর।

ভব চরণ পদমেতে মুক্ত হইল সিলে।  
ভব মারা পিতৃ ভনে পাদান ভাসিলে।  
পাশে এই অধিন জনের প্রাক্ত কৃপা করি।  
অ. পদমেতে এইম জনতার মনন। পদ কালী

মধ্যস্থল :—কুবজীর কথা।

এই যে ছই (ছইটা) নয় মহারাজের  
নিকট প্রার্থনা কর : একটা যে কুবজকে  
রাজা কর : আর একটা রামকে অটোবাকল  
ধারণ করাইরা চতুর্দশ বৎসর বনে পাঠান,  
তেনি অবজাই স্বকার না কৈরে পারেন  
না ও তোর প্রেমের লালজ করেন।

ভণিতা :—

ভববাণী গার ভণে, কেবল সে বাণী অকৈরি মনে,  
মাধব কহে ভক্তজন বিনে, ঐকে কেনা

গার মো আর।

শেষ :—একতারা।

কোথার মা হুইলা এইমবনে একদ।  
আশীর্বাদ দেও যাক করিব।  
যেইম ভুইলনা অমর, মরম রেইব মোকবদে,  
ভোগল্যা মাএয়ে নইলে জাই মো ভোয়ার হারত।

ইহা বড় বেশী বিন, পূর্বে রচনা বলিয়া  
বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের অগ্নিরোহণ।

পূর্বে কোথার এই পুথির পণ্ডিত  
সেওয়া গিরাজি। (৩১) কুবজ পুথি







চাঁদে অরুণ নির্যাস করিল জাহার।  
কলে কলে ঢেউ নহি কিরকার।  
করে করে রূপধরি করে করে রিত।  
কানন হই আনন্দে হের মিত।

তথ্যিক—

- (১) কিন অসি নিবুজি ছৈন হোল তাব।  
কিন বিনবুজি করে চৌতিশার বান (জান)।
- (২) ভাটনে বহিলে হর মরম বিদ্যর (৬ পত্র)।  
৬৫ মাসে মরম সে করে কলত এ। (৭১ পত্র)।
- (৩) এ ভিন নিবস রূপি খাখারে করে।  
পক্ষক ভিতরে মরম করে ৭৭৭ (২৭৭৭)।
- (৪) এমত করিল মরি কড়া জনবধ।  
জনব আনিয়া হেন সাধা সিদ্ধা করে। (২৪ পত্র)।
- (৫) হাজী মুরাক্কাম কলত মাসিক মদাঈ।  
হেলাঈ হাজীয়ে জীবু বুজিয়া ন গার।  
(২৭ পত্র)।

কাহালা পুঁথির প্রবেশিকার বিমর্শর  
বড় সন্ধ্যা নহে! উদ্ধৃত ১ম ভূমিকা-টী  
'জান-চৌতিশাটি, মৈরম মুলতানের রচিত  
জান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৪ম  
ভূমিকা-৪৪ অধ্যায় দেখে দেখে এইরূপে;  
অপর ভূমিকাগুলি প্র-মধ্যে (যেখানে  
ভূমিকা হওয়ার আছে) পাওয়া যায়।  
বহুত ভলি বলা গেল না।

আরো কল্য আছে। ১০ম পত্রের—

“মজনে মজনে করে মৈরমার রচি।

তথা বেঁচে খেলিল মিসিরি বধি।

১ : এ মজল আনন সমাধি ১ :

• উক্ত ১ম ভূমিকার পর এইরূপে ‘বেরি-  
কলম্বার’ প্রথম ১১ম পত্র এইরূপে ১০০-তম পত্র  
পর্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়; তৎপরে ‘কল্য থাক  
মজল’ ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। হুজুরা সমালোচনা  
পুঁথির ভাষ্যের এইরূপে ৩৬ পত্র, এবং ১০ম পত্র  
১০২ পত্র ভলির কিন ও মরম নির্দিষ্ট করি।  
(‘বোধকালম্বার’ পুঁথিবাণী ‘জানকালম্বার’ পরে  
অবসারণ হইয়াছে। (১ম ভূমিকা ১ম, ২ম ও ৩য়  
সংখ্যায় উদ্ধৃত)।

এইরূপ সমালোচনার পর আবার একখানি  
নূতন পুঁথির আকাশ পাওয়া যাইতেছে;  
তথা :—

“আউখানে আবার নাম করম খোরন।

বইনল আলাহ রে জাহার মুনম।” ইত্যাদি।

বেহিলেই ইচ্ছা আর এক পুঁথির  
মজলচরণ বহিরা বুকা যায় : কিন্তু জাহার  
নাম কোথায়? হুজুরা অগ্রসর হইতেছি,  
সমস্ত। ততই জটিল হইতে চলিল,  
বেহিতেছি।

৩২ম পত্রের শেষ এই :—

“অন্যহোত (অন্যক) সেই চক মলমলি মনে।

ফলতরি রিত খেসে জাহার কতরে।

এক এক মেকসেত একমত নাম।

কলম্ব মেকিলে সে পাইবা উপায়।

লিখিলে জী-মহর পরিব মাং আরণ-  
ক (বলিল)।

কল্য থাক মজল কল্য থাকিতি (বাহ্যিক)।

কলম্ব মেকিলে মজল কল্য উপায়।” ইত্যাদি।

কল্য আবার আর এক নূতন সন্ধ্যা  
আরম্ভ হইয়াছে। এখানে জাহা না পড়,  
না পড় অর্থাৎ হুজুরার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

“ভুক্তি পরি বহিরা কোন্ পাইবা কল।

কিনম করিয়াত কোন্ পাইবা কল (জান)।

কলম্ব মেকিলে মজল কল্য উপায়। (১)।

কল্য থাকিতি পাইবা কল আবার মেকিলে।

ইহার শেষ—

“কল্য থাকিতি পাইবা কল।

কল্য থাকিতি পাইবা কল (জান)।

কল্য থাকিতি পাইবা কল এই মূল—কল্য থাকি  
কল্য থাকিতি পাইবা কল কল মিলিলে কল কল (জান)  
কল্য থাকিতি পাইবা কল (জান)।

লিখিলে জাহার। শেষ পত্রের—

শেষ :—

সকাল বেটা খুঁজত x৫৫  
তার হাজারে বিস কৈলুম ক্ষঃ :  
বর্ষা উপর বিস হুঁই খেল খাইয়া :  
খাওয়ানি মাইলুম বিস রবির ঘিরে চাহিয়া :  
আহারে এতু কি টেকা মোরে  
খাওয়ানি বিস মোহবে মরে : :

শ্রীনাং জারপ খং সাং জঃ ককনপুং  
পীং বুয়াবর খেলিকা দালা আলী সা  
(মাং ৭) ককির বর বাব (বাণ) ধনবর  
সাং, ইং সন ১১২৪ দধি তারিখ ২৭ বৈশাখ  
বোজ দধিবাং ছেপতরি পুস্তক আনাএ  
সমাপ্ত হইলেন :

এরূপে ইাক ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে,  
কিন্তু সমস্তার ত কিছুই কিনারা হইল না।

### ৩৬৭। ওয়া-মেলানী।

কৃত পুস্তিকা। পর্ব-সংখ্যা ১৭ বার।  
১৩০৯ সালের অতিশিষ্ট সংখ্যা পণ্ডিত্য  
সমালোচিত ৫৭ নং পুঁথির সহিত কিছু  
কিছু দাপ্তর থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন  
পুঁথি :

আরম্ভ—

অথ ওয়া-মেলানি। নমো গনেশায়  
নমো। স্বাং ২ শ্রীমধুসূদন।

এখানে বিমলের জর্জ কাঠিক হুসার।  
জান পথে করি আমি পতক লবহার।  
উত্তরে বসিয়া গাব (গাই) দেবত কোয়ার।  
আহার হিমালে ডায়ে লহকার (সত্য) সর্গার।

শেষ :—

বোলাতে আই খতি (হুতী?) কি করি করিম।  
সবে মিলি এই জালাল জিন্না বিব।  
জালা জলে জিন্না বিব মজকে বিব পাই।  
মর্জা লোকে জন জন্মাক বেলাই :

২৪তি ওয়া-মেলানী সমাপ্ত।

জুলাল হুদী কি হুজুরান সাং সিহর  
(মিঃ ৫৫) :

### ৩৬৮। রঙ্গমালা।

আরম্ভ :—

এখানে এখানে করি এতু করতার।  
বিহীরে এখানে করি জুল আহার।  
হুতীরে এখানে করি হিমিক উত্তর।  
চতুর্থে ওয়া-মেলানী জুতর।  
সেজারী মোর মিলি, আনন্দে আন মিলি,  
কতক রহে রে।

কুল লই আতু খেল সাহার লহে : ১।  
অত পেয়ে পত লহে আইল আহার।  
কর করি (৭) হুত বাজর যাইয়া সাহার।  
সমস্তান হুতা বিলা মারোয়া জামিল।  
ইহা ইহা আনর তাল হুজিরে জামিল।

ভণিতা ও শেষ :—

রোজ লোক আশীর্বাদে কোবার জীত।  
দান খণ্ডে মোহাবের জপত ব্যস্ত (১৩)  
শিতাব আশীর্বাদে জব রেই পর্ব।  
রঙ্গমালা গ্রন্থি করে কবীর মোহাব।  
কুল লই আতু খেল সাহার লহে :  
সেজারী মোহাবি, আনন্দে আন মিলি,  
কতক রহে রে।

কুল লই আতু খেল সাহার লহে :

অতি প্রাচীন দেখা। জামিখানি  
পাইলায় না। পর্বসংখ্যা ২৮ স্বাং ১ ইহা  
বে কি, কিছুই বুঝিলাম না। বঙ্গবন্ধু  
নুসখামানের বিখ্যাত পুঁথি সূত্রে উক্ত হইত।

### ৩৬৯। দীতা-বাস-সজ্জিন।

ইহা একখানি সজ্জিন। দীতা  
উত্তরের পুঁথি-বাস-সজ্জিনে খানের সজ্জিন  
দীতার সজ্জিন-সজ্জিন ইহার অতিশিষ্ট  
এবং দীতা-বাস।



শেষ :—

সেই একবারি, সাজা রাখেন যদি,  
বিকার হইলেন সুখনি ।  
হাটবার হল নর, সকলে আমিল নর,  
বাণিলি এই রাম নরকারি ।

যদি পতি সবারে, বসিলেন বসন্তের,  
কেনকনি শিখণ নহ ।

বিকারের পাঠাইয়া, জামকীরে আশাইয়া,  
চিহ্নে কিছু করেন সবেহ ।

আলি ভীক হস্তানন, নীতার পরীক্ষা নন,  
পরীক্ষা উত্তর হল ননী ।

সেই পিতৃ অনুভবে, জানকীরে বিকিরণে,  
যমে বসাইলে বাণধি ।

(ঈরাম নীতার গুণ সন্নিধান ।)

গান ।

হাস হাস, হাসের হাসে নীতা কি শোভিল ।  
সেই হাসে বীলমনি হস্তেতে জড়িল ।

হাস নীতার উদয়, জিন্দগি আনন্দময়,  
নকশাকি বাণ্যবান জিন্দগি পলিল ।  
নীতারাম পরভলে, ঈশ্বরী রূপ কল,  
বাসন্তের কর সবে, পালি সাজ হইল ১৯৩৮

গান।

৩৭০ । ভবী বিদ্যানিবিদ্র সং ।

ইহা একবারি বিদ্যানিবিদ্র সংগ্রহঃ—  
ভবানির মতক-চর্চাধা নিষিদ্ধ ।  
সেই ভবানির মতক-চর্চাধা নিষিদ্ধ ।  
কবিরাম মতক-চর্চাধা নিষিদ্ধ ।  
কবিরাম মতক-চর্চাধা নিষিদ্ধ ।

আরও :—ভবী বিদ্যানিবিদ্র সং

চাউল কাচ কলা বোর কু পোতা ইত্যাদি ইত্য  
এক বোতল কিম্বা নদার একত্রে এক বোতলে  
খাওয়া করে করে (একত্রে হরি কিম্বা পোতা  
বিটে টেনে নেওর আবার জামিঃ) যদি কলা  
পেটটা, পাকটা পুড়ে হেং হার একবারি  
সাবিদি কলাবার খাওয়া করে করে (একত্রে)  
পোতা বালি করে (করে) পোতা বোর কলা  
করে খাওয়া কুলা হারি কিম্বা বোর কলা  
কলা হলে পরে ভাওয়া কলা পুড়ে (একত্রে)  
পোতা পিড়ে আবার ভাওয়া পিড়ে পিড়ে কুলা (কুলা)  
করা) ব বসিতের ভোজনকিয়ারি কলাবার  
আলি (আলি) । (পুড়ে হরি কিম্বা) কলাবার  
সজার আইগ । বোর খেতে টেনে কুলা ইত্যাদি  
সজার কলা ।

ভবানী, প্রকাশ ভবী বাবুদী ।

বড় ভাঙ্গর বাণের টাটে কাচ কলা  
কিম্বা পেট করে কাচ কলা নিচে কলা  
লটকাইরে বলা বলা কলা কলা কলা  
নকশের কলা বলা উদয় কলা কলা  
আতে কলা উদয় কলা কলা কলা  
সিদ্ধির কলা । বলা কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা

বিদ্যানিবিদ্র ।

ভবী পেট এবং বলা কলা কলা কলা  
সেই কলা কলা কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা

শেষ :—গান—কলা কলা কলা

ক্যা বুনি কলা কলা, কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা  
(কলা কলা কলা কলা কলা কলা)  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা  
কলা কলা কলা কলা কলা কলা

ଚଢ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ବହୁଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।  
 ଯେଉଁ ଘର ଘରା ଲାଗୁ ଲୋକ ଚଳିବା ଯେଉଁକି ।

ଉଦ୍ଧୃତ ବିଜ୍ଞାନିକର ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି ।

୮ ପୃଷ୍ଠା ନାହିଁ । ତାହା ନାହିଁ । ମହାବତ୍ତଃ  
 ଚରଣିତାର ଅବସ୍ଥା-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ନିତାନ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ,  
 —ତତ୍ତ୍ୱଲୋକର ପାଠ୍ୟୋପାୟ ନାହିଁ ।

୩୭୧ । ମହାବତ୍ତଃ-

ମହାବତ୍ତଃ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ ।

୧୫୫ ଓ ୧୫୬ ବର୍ଷର ମହାବତ୍ତଃ  
 ମହାବତ୍ତଃ ଗଠିତ ଏକଦାମି କୁଳ ଗ୍ରହଣ  
 ବିଶେଷ । ପୃଷ୍ଠା ନାହିଁ—୧୫ । ତାହା ନାହିଁ ।  
 ଶେଷ କୁଳ, ଶେଷର ନିଜ ବସ୍ତୁର ଶେଷ ।  
 ଶେଷ ବୈଦ୍ୟବେଦର ନିଜା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଆଦିତ୍ୟ :—ମହାବତ୍ତଃ ମହାବତ୍ତଃ ବୈଦ୍ୟବେଦର  
 ମଧ୍ୟ ।

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ମହାବତ୍ତଃ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟୋପାୟ ମହାବତ୍ତଃ  
 ଆଦିତ୍ୟ :—

ମାନ ।

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କେବଳ :—୧୫୫ ମହାବତ୍ତଃ (ମହାବତ୍ତଃ ଗ୍ରହଣ) ।  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

ମହାବତ୍ତଃ—

୧. ଶେଷ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ ।

ମହାବତ୍ତଃ—

ମହାବତ୍ତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ, ଶେଷ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ  
 ଶାଳୀୟ, ଶେଷ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ ଶାଳୀୟ । ଶାଳୀୟ ମହା-  
 ବାସୀ, ଶେଷ ବୈଦ୍ୟବେଦର ମଧ୍ୟ ଶାଳୀୟ ଶେଷ ।

ମହାବତ୍ତଃ ମହାବତ୍ତଃ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ।

ମହାବତ୍ତଃ ଗ୍ରହଣ, —କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଲୋ-  
 କର ପାଠ୍ୟୋପାୟ ନାହିଁ ।

୩୭୨ । ମହାବତ୍ତଃ-ଗିରି ବସ ।

ଶକ୍ତିତ୍ୱ । ୧୫ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ।  
 ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ  
 ଶାଳୀୟ ନାହିଁ ।

ଆଦିତ୍ୟ :—

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

୧୫ ମହାବତ୍ତଃ ଶେଷ :—

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

ମହାବତ୍ତଃ ମହାବତ୍ତଃ ୧୫ ମହାବତ୍ତଃ "ମହାବତ୍ତଃ  
 ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ-ବସ୍ତୁ" ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ  
 ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଶକ୍ତିତ୍ୱ

୩୭୩ । ମୋକ୍ଷ-କାଳୀୟ ।

କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି  
 କାଳୀୟ ଯୋଗ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିର ଶାଳୀୟ ବୃଦ୍ଧି

সম্মিলিত আছে। সংগ্রাহকের নাম  
অজ্ঞাত। পত্রাক্ষরিত কতকগুলি পাতা  
মাত্র আছে। ষাণ্ঠিত পুঁথি। ছোট বড়  
১৩৫টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং  
১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোক-  
গুলির পরে 'জয়জ্ঞপের বাবমাস,' 'জকিনার  
বাবমাস,' 'মহলিমের বাবমাস' এবং  
'তালিমশার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে।  
গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই  
পিঠে দেখা।

আরও :—

সন ১১৭৭ মং ১১ ১১৭৭ মং ১১৭৭

বা মৌলানা হুসাইন হুসাইন

শৈলিক :

শরৎকিন তুমি বর জানি।  
আজার জিব্বা (জিহ্বা)।  
বেত (বেত) বনি।  
তোমার জিব্বা হুস্তার হার।  
আমারে দেখে মা সত্যকি বিদ্যার তার।  
লাগে আরে বিনা মার কঠে লাগে।  
আবদু জীবদ্ভাব প্রাপ্ত।  
আবদু কঠে জীবদ্ভাব মার কঠে লাগে।  
মোহাই দেখে বরদার আদার

মাতা (মাথা) বাহ ১১।

১১ (১) শরৎকিন শিরদুগ ৬ শৈলিক

বলাই গজমতি হার।

আমারে দেখে মা সত্যকি বিদ্যার তার।

মর (মোহ) কঠে হারি কবি আর কঠে জাতি।

মোহাই দেখে বরদার আদার মাতা (মাথা) বাহ ১৩

অন্যভাবে :—

দনি দ্বক কিছু মনে মনিলে সে খিট।

সরিগ (শরীর) আপনা মনে মনিলে সে খিট।

মাতা বিনে পুত্রের কবু নাই দ্বক।

আপনার পুত্রের সত্যকি সে দ্বক।

কৈলা বিনে জামাতার মাইক আদার।

অপনা মনিলে কেনে বাহে বর বর।

বৈদ্যের ফেনা মনে এসে বৈদ্য।

পুণ্যমান ন পাইব মনের তারনা।

নগরুলে সেই বুক আবেত নিপাত।

বসন্তময়ঃভাল মনিত না লুকাই জাতি ১৩

গামর বলে বল পণ।

টটনটি সোল পণ।

বুদ্ধি থাকিলে লাগর করি (কড়ি)।

ভাণ্ডা দিলে কেহ না ভাবি ১১ ১২

এ সব বিরাটকনএ দেখে লাব।

বাসন্ত অজা হবে অজর মরমর

কি ভেল পাণ পরাণ ১১৩

এক তুলুলের মজা ধরে লত জল।

অগাধি চাকীর মধ্যে র লত একল ১১

ভাষারে অজর মনি অদি মনি জীৱ।

অদি পদ্মা মিলি একত্রে মধু লী-এ ১১৭

শেষ :—

গাঠি (১) ন হারে গাঠারি হলদি

ন হারে হা।

হাজার মজা (মজা) কি গাঠাইলে

কুট্টিএ ন হারে পদ (পদ) ১১

কব দ্বকি আছে কব পর উপকার।

কে হোক সে হোক পুনি দ্বক আপদার ১১

জীভতে যে পুণ্য কর সেই মাত্র মার।

জাইতে সে দ্বক করি ন বিদা মসার ১১

১৩০ শ্লোক ১১

"সন ১১৭৭ মঘী-কাজি হাল মৈদে

আগ্রান মাল + + সনে ১১৭৭ মঘী

তাং লীঃ সাং টিঃ হাং সন ১১৭৭ মঘী

আগ্রান মালর চাটর তারিণ রবিবার হুগর

বেলাতে হুগার জয় সন ১১৭৭ মঘী

বৈশাখ মাসত্ করিণ আঞা ১১"

"সন ১১৭৭ মঘীতে হেতুল মাইদে

জরিপেত্ কুলচক্ মুলল আদিনে এই

মোজা মাপীছে ১১"

১১৭৭ গাঠা-পুত্ একট পদ প আছে।

কিট একট মনিলে হাং নাই।



এই পুঁথিতে 'পরাবর্তী', ও 'বিভা-  
ছন্দের' ও এই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা  
যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি ইংরাজী ও  
আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ 'অরুণের  
বারমাস' রচয়িতা হারি পণ্ডিত বা তৎপুত্র  
বক্সা আলি ( যাঃ জিন্ন জোল। )

୩୨୫ । ଶ୍ଵାସ-ମାମ୍ର ।

পূর্বে একবারি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতি-  
 লিপি লাহারো ইহার পরিচয় দিয়াছি।  
 (১১ সংখ্যক পুঁথি প্রত্যা।) এবার সম্পূর্ণ  
 পুঁথি দেখিলাম। ইহা পক্ষীর সোণপাখীর  
 প্রদ। প্রথমে মাঝে মাঝে উইয়াছে বোধ  
 হয়। প্রকাশের পূর্বে উইয়াছিল। "পরিচয়"  
 কৃপা না করিলে ইহার উইয়াছে আশা  
 আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা "ককিড়ী,  
 প্রদ বলিয়া মূলদ্বয় লিখিতকণ ইহার  
 সমান করিলে না, লিখিত। কেন না,  
 "ককিড়ী" নাকি ইন্দ্রিয়-বিভাগী। "ইন্দ্রিয়  
 প্রকাশক" পক্ষে আমি "যোগ-কালন্দর"  
 নামক যোগ-প্রদ প্রকাশ করিত হইয়া  
 এই অতিভক্ত-লাভ করিয়াছি। † অবার  
 বলাতীর আত্মকণ বুদ্ধির না যে, কেবল  
 সোচাই করিলেই যেহেতু মৃত্যু হয় না।  
 যদু, সেই কথা বলিত করত।

এই পুঁজির ক্ষতিটা আশিষ্টাশা, ওরফে  
'কাছ ফটিক'। ঐশ্বর্য হিন্দু, বিদ্যা  
গন্ধার দেওয়া থাকবে।

**कृष्णः :-**

• এই দলটির নামটি 'পূর্ব'—এ-র বাক্য দুটি  
সাধারণ সমস্ত অসংলগ্ন বইয়ের : ( 'পূর্ব'—  
'পূর্ব'—এ-র বাক্য : )

† एतत् सप्तमः 'वि' इति अक्षरम् - इति सप्तमः  
\* सप्तमः 'वि' इति अक्षरम् - इति सप्तमः

**आचार्य श्री हरि प्रसाद शर्मा**

विश्वामित्रः । माता । अथ । अथ । अथ ।

कव (कव) कर्त करण दिहि हईत एकान ।

नि कर्म कर्मिणे तिष्ठ ह्येवात्मना ।

সেই কথা কত ( ১ ) কবি কহে কবি জানে ।

**ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ :**—

साह. (कहाप्रमाण पर कवि गुरु ।

କାଳିଆରେ ବାଜିବା ମଝେ ଶ୍ରୀନାଥ ହାଜିଆରି ।

হীম লালি হাওয়া কানে বুলে দেয়াসকলি ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ :

শেষ :-

इतिहास कहिनाय किहु पावय कथय ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सक विना। देवद, देवद नदिक नृप ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਜਨਾ ਕਾਕਾ ਆਖੁਣਾ ਹੁਣਕਰ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

महान् माधुर्यं नमः शशिनामः महान् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

**श्रीकृष्ण कविदास। उद्यम आचरणप्रमाण**

“ইতি জ্ঞান সাধন পুষ্টি সন্ধ্যা : ইতি  
১২০৩৭ (।) মসি হাফ জাফান  
জন ঐকমর জাগি পৌজি জাগি সাধা  
কন হগাইন কানে পুষ্টি।”

କ୍ଷୟ-ବନ୍ଧା ହୋଇଛେ ଏକଟି ମହୁଆ ବିଲେଇ :-

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**

1990

ON THE 12TH FEBRUARY 1961

SECRET

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

\_\_\_\_\_

100

1990

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট রক্ষাকৃত পৌঁছ হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা; আটপেজি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে কুহঃ ১০

### ৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা† হইতে সংকলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক স্রসকের পরম বিদ্যান ও বিজ্ঞানমোহী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুব্জচন্দ্র সিংহ বি. এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন :- "আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৮রাজা রাজাসিংহ ষাঠাঙ্গন তেজেন পরম ধার্মিক প্রোতাঃসংগীর মহাপুরুষ ছিলেন। . . . তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য মতাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্তমান আছে। . . . কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনমা-পাঁচালী' নামক বহু কাব্যের আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কলকটক সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পার্থোদ্ধার করিয়াছি।"

\*ভারতী-মঙ্গল কালিবাসের সরস্বতী

• এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো খসড়া উদ্ধৃত যে, এই পুঁথিখানি পট্টনা মুসলমী আমানাতের ম্যাজিস্টার উজীর ও 'মর্যাদা'—এণেজা হকবর শ্রীযুক্ত বাবু নিগিরমিয়াটী নদী কবীরের নবম করিয়া দিয়া আনুষ্ঠানিক পরম উপযুক্ত করিয়াছেন। এ পুঁথিখানি তাঁহার নিজস্ব উপকরণ প্রদর্শন।

† এই পুঁথি—এই পাতা ১৩০ পৃষ্ঠা হইতে।

কুণ্ডে প্রায়শ্চেষ্টে ভারতী সেরীর বরলাভ-বিষয়ক প্রচলিত প্রত্যাশ অবলম্বনে মুদ্রিত।

• • • (ইহা) রচনা-মাকুল, কল-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিণাটোয় বহু-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল মগন্য হইয়া অবিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। • • • বোস হয়, (কবি) সংকৃত ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থাংশে বোঝ হয়, কবির অগ্রজ ৮রাজা কিশোর সিংহের কনিষ্ঠ কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; আর প্রত্যেক কবিতার প্বেতভাগে কবি সম্রাজের প্রতি অনৌষ প্রভা ও ভক্তি পত্রিত্য নিরাছেন। তাঁহারের সৌন্দর্য্য আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৯ বৎসর বয়সে ১১৩২ বঙ্গাব্দে পরমোচ্চ গমন করেন; অতঃপর তাঁহার কন্যাকাল ১১৫১ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার কন্যাকাল ১১২৭-৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজা সিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের তাক্তন রাগে পরমোচ্চ গমন করেন। ইহাতে অনুমানিত হয় যে, কবি ৩০ বৎসর বয়সে 'ভারতী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর 'গ্রন্থমালা' প্রায় ১২০-১২২ বৎসর পূর্ব রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"নিম্নলিখিত ভাষায় লক্ষ্য করা যাইবে পুঁথির মূল্যবান নাই, রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন; তিনি, কুব্জচন্দ্র তাঁহার অগ্রজ রাজা রাজসিংহকে কন্যার কন্যাকাল হইতে কবির মন। ইহাও কবির প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও কবির বিবরণে লক্ষ্য করা যাইবে।"

উক্ত পদ্য হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে  
অনেক কথাই জানা যাইবে । সমস্ত কথা  
এখানে উদ্ধৃত করার স্থান নাই । বাক্যমান  
কোম্পানীর পক্ষে সাহিত্যিকের চতুর্থ  
পুত্র নীতি উপর্য উপর নথ্য মহানন্দ  
এই ন অকবিতা হইলেও তিনি 'অগচ্ছা-  
বান্দনী' নামক কাব্য রচনা করিয়া  
শিখাছেন । প্রথম-লেখক মহানন্দ হইলেও  
সম্প্রতি প্রকাশিত করিলেন আখ্যায়িক  
বিবরণ । অতীত জানকীর কথা,  
কালক্রমে প্রকাশিত কল্পনার বর্ণনাপূর্ণ যে  
অনুনা আখ্যায়িকের মঙ্গলভোগের অস্তিত্বলব্ধ  
অবস্থা হইতেছেন । অতীত অপরায়ণ  
খনি সম্মানপদ ও মহাশয় কন-টক মিত  
মহাশয় মহাদেবের অনুসরণ ক রবেন,  
বিবাহা সেইজন্য অতীত আখ্যায়িক  
বিবরণিক প

### ৩৩৩। নান-হীন 'স পুঁথি ।

১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি

আখ্যায়িক — ইতিহাস চরিত্র ।

উক্ত কবিতা কথন । প্রাকৃতিক পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি

ইতিহাস পদ্য লিখিত । পুঁথি :—

১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি  
১২০০ খ্রীঃ পূঃ । নান-হীন 'স পুঁথি

অতীতের 'স পুঁথি' লিখিত । পুঁথি :—

টুল টুল ( টুল ) বেশ কল্প বিপ,  
কাণ অমিতা কনি, পাণ্ডা কল্পিতা যথা,  
আখ্যায়িক যাতার চরণ, আখ্যায়িক  
আখ্যায়িক কনি, কনিপন পুঁথি আখ্যায়িক  
বেবতা নাট্যরূপ । ইতিহাস ।

অতীতের 'স পুঁথি' লিখিত । পুঁথি :—

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক  
আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক  
আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক  
আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক  
আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

পুঁথি :—

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

অতি কল্পিত পুঁথি । পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি

### ৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পরিচয় ।

অতি কল্পিত পুঁথি । পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি  
কি পুঁথি পুঁথি পুঁথি পুঁথি

আখ্যায়িক :—

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

আখ্যায়িক পুঁথি, আখ্যায়িক

পেত্র :-

মজার চতুর্দশ দিক-চতুর্দশ দিক দানে ।  
 উক্ত পুস্তিকের কবিতা সাধনামে ।  
 পুণ্য বিলাস এই মহাভবের মত ।  
 পুস্তিকের কবিতা উত্তমতঃ সাধ ।

৩৭। অলম্বন কনুসমার পুথি ।

এই পুস্তিকের রচিত প্রত্নতত্ত্বের আর  
 একজন পুথির অন্তর্গত পুস্তিকের  
 পুস্তিকের (১) ৩৭। অলম্বন পুথি (২) ৩৮।  
 উক্ত পুস্তিকের পুথির (১) ৩৭। অলম্বন  
 পুস্তিকের (২) ৩৮। অলম্বন পুস্তিকের  
 পুস্তিকের (৩) ৩৯। অলম্বন পুস্তিকের

অনুবৃত্ত :-

এই পুস্তিকের (১) ৩৭। অলম্বন  
 পুস্তিকের (২) ৩৮। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৩) ৩৯। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৪) ৪০। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৫) ৪১। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৬) ৪২। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৭) ৪৩। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৮) ৪৪। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৯) ৪৫। অলম্বন  
 পুস্তিকের (১০) ৪৬। অলম্বন

কবিতা :-

এই পুস্তিকের কবিতা সাধনামে ।  
 কবিতা সাধনামে এই পুস্তিকের

পেত্র :-

এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।

এই পুস্তিকের কনুসমার পুথি  
 সাধনামে । ইতি সন ১৩৩০ সঃ তার ১২  
 কাবিক লেখিতঃ প্রিয়তম আলি

ভেদা বী সাং হুইন ভানে সজিয়া ।  
 পত্রসংখ্যা ৫২, উইলিট লেখা ।  
 অতিশয়  
 বহির আকার ।

৩৭৯। কক-মঙ্গল ।

এই পুস্তিকের সাধনামে পুস্তিক  
 পরিচয় একবার দেখা দিয়াছে । (১২৩  
 সাধনামে পুস্তিকের (১) ৩৭। অলম্বন  
 পুস্তিকের (২) ৩৮। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৩) ৩৯। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৪) ৪০। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৫) ৪১। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৬) ৪২। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৭) ৪৩। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৮) ৪৪। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৯) ৪৫। অলম্বন  
 পুস্তিকের (১০) ৪৬। অলম্বন

অনুবৃত্ত :-

এই পুস্তিকের (১) ৩৭। অলম্বন  
 পুস্তিকের (২) ৩৮। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৩) ৩৯। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৪) ৪০। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৫) ৪১। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৬) ৪২। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৭) ৪৩। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৮) ৪৪। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৯) ৪৫। অলম্বন  
 পুস্তিকের (১০) ৪৬। অলম্বন

পেত্র :-

এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।  
 এই পুস্তিকের পেত্র সাধনামে ।

এই পুস্তিকের কনুসমার পুস্তিক  
 সাধনামে । ইতি সন ১৩৪০ সদি তার ২৭ পৌন ৮  
 পত্রসংখ্যা ১৬, উই পুটে লিখিত ।  
 এই পুস্তিকের নাম কক-মঙ্গল ।  
 এই পুস্তিকের পরিচয় আছে কি না জানি না ।  
 এই পুস্তিকের কনুসমার পুস্তিক  
 সাধনামে । ইতি সন ১৩৪০ সদি  
 পৌন ৮, উই পুটে লিখিত ।

৩৮০। কক-মঙ্গল সাধ ।

এই পুস্তিকের সাধনামে পুস্তিক  
 পরিচয় একবার দেখা দিয়াছে । (১২৩  
 সাধনামে পুস্তিকের (১) ৩৭। অলম্বন  
 পুস্তিকের (২) ৩৮। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৩) ৩৯। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৪) ৪০। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৫) ৪১। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৬) ৪২। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৭) ৪৩। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৮) ৪৪। অলম্বন  
 পুস্তিকের (৯) ৪৫। অলম্বন  
 পুস্তিকের (১০) ৪৬। অলম্বন

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম । আটপেজি ৩৭  
থয়ে সমাপ্ত । ভাষার ভাব্যর মৌলিকতা  
নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট নোহা যায় । ভাষা,  
সব্দসমূহ হইলেও একাধা প্রকাশ । স্থানে  
স্থানে পাণ্ডিত্যোৎসাহমান হইয়াকাশ । রচনা  
স্বাভীন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

আলোচনা :—

আমি মুকুট ইত্যাদি অসংখ্য মৌলিক  
কল্পসমূহ হইতে মুকুট ইত্যাদি

মহাত্মা :—( অগ্নি সত্য )

হেমন্ত উদ্যোগে মামুদান দিতি ।  
সামন্তর জনসমূহ পূর্ণ পদ্যাদি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

মহাত্মা :—

- ১) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।
- ২) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।
- ৩) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।
- ৪) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।
- ৫) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।
- ৬) পূর্ণ পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

( ৩০ ক ) ।

শেষ :—

সমস্তের সমাপ্তি । সমাপ্তি হইল ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

ক ৩৩ ১০ পৃষ্ঠার পরেও আলোচনা করিয়া  
সমস্তের সমাপ্তি হইল । মামুদান পদ্যাদি  
সত্যের দিতি ।

আমি মুকুট ইত্যাদি অসংখ্য মৌলিক  
কল্পসমূহ হইতে মুকুট ইত্যাদি  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।  
মামুদান পদ্যাদি সত্যের দিতি ।

৩৮১ । মুকুট ।

পূর্ণ এই নামের আরো দুইখানি  
পুঁথির পরিচয় দিয়াছি । ( ১৩ ও ১৪  
সংখ্যক পুঁথির পরে ) ইহার ভাষা  
পাণ্ডিত্য গেল না । পাঠ করিয়া দেখা  
যায় যে ইহা নাই ; কাজেই অজ্ঞান  
কিংশ কিছু বলিতে পারিলাম না । তবে  
পুঁথির পূর্ণি স্থান । ইহাতে ইহা  
কিংশ কিছু বলিতে পারিলাম না ।

আবৃত্ত :—নমো গনেশায় । নমো সব-  
ভক্তিভর । একমে রামানন্দে ০ ০ ইত্যাদি

রামর একু রাম জীবের জীবন ।  
কৃষ্ণকীর্তন বিনয়কর নাইলুপ সমন ।  
মুখই সবলোক হইল একচিত্ত ।  
মৃণালোক্ত মূৰি হই সন্তির পবিত্র ( পাকির )

৩৮-১ :—

মুচুকুপ রাজাএ যে কতিবী কহিল ।  
এই মতে হুজি পোশাইল ।  
কলীভীরে বাটবর্ণ পুজিল মকর ।  
কব উজাসিত হইল। বেব কহেবর ।  
৩৭ পাঠাইল নিলা বেব কিশোর ।  
সেই ক্ষেত্রে কামরুজিলা কতিলা ইকর ।  
রবেক উপরে রাজা পূর্ণ মকর ।  
পত্নি সহিতে রাজা কর্ণেতে মকর ।  
জেই জলে মূলে মূণ মূণ খের কখন ।  
শরিরেণ গায়া নাই করজন ।

“ইতি মৃণালপুঙ্ক পুস্তক সমাপ্ত । ভিন-  
ভামি ০ ০ ০ ০ নাহি ভের কহাচন ।  
ইইইনানচর মূঢ় অকরমিক ।” জারিখানি  
নাই । অতি পুরাতন ও জীর্ণ । পরমাখ্যা  
১৩, চুই পিটে লেখা । আকারে ছত্র ।  
অধিকারী জীতু কবাবু সিংহর সেন, পেশান  
প্রাপ্ত পুসিস-এব-ইন্স্পেক্টর, গৈকুলা,  
চট্টগ্রাম ।

৩৮-২ । জামুজেশ্বরের কাখ্যা ।

ইহাতে পবিত্র কোরানি সারিপের  
জগদ্বর্ত ‘জামুজেশ্বর’ কামক-কাম-পাঠের  
কম মণ্ডিত হইয়াছে । এতং সবধে দেখি  
কথা বলা অনাধিকার । পরমাখ্যা ৩ : ১  
অংশ পরিমাণ মূলমূল কাবকের আকারের  
হুজি । দাখল কাখল । দুই পিটে  
লেখা । ছত্র প্রু ।

শেব ও ভণিতা :—

কবিব হাছনে কহে, কলেতে ভাখিলা কহে,  
এক মিলে দুই অক্ষু নাই ।  
কালি মনে দেখা হইল, (১) পরমোদয় ভোলাখিলা,  
ভবে কেন সা চাও পোদাই ।

“ভাবামত আবহুয়ার রেফা মনাই ।  
আলাএ কিত মন ১২০০ ম্য জায় ১৩  
কার্তিক যোজ মোমবার । কীকর আনি  
পীর নাহাঃ আলি সাং হলানি ।”

৩৮-৩ । ঘটকবি মনসা ।

পূর্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে  
ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, কলে  
পড়িতেছে । এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম  
প্রকৃত প্রু । পরমাখ্যা ১২৭, দুইপিটে  
লেখা । বলা বাহুল্য, ‘ঘটকবি মনসা’  
অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট ।

আবৃত্ত :—নমো গনেশায় নমো । আন্তি-  
কৈসা ০ ০ ০ ০ ০ ইত্যাদি ।

একমোহ পণপতি, বিহ যোতে মহামতি,  
বহনে পাণ্ডু-কুরে জাঃ ।  
ভালো মর লৈলা হাতে, সতীর মকল থাকে,  
ভায়ে একু হইয়া মবর ।

শেব :—

নহুং এমনত আন্তিক জখনি ।  
মুণি কোন কহিলুম খেদহ আপদি ৩  
ককু এখনি করে মনসার পুটে ।  
মল্লিন মল্লি বর-এক মনসাএ ৩  
পাকির মনসারিয়ার এক মন সাঃ  
কোমকর করে মন মনসাএ ৩  
কোম মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মল্লি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা  
মি মনসা মনসা মনসা মনসা

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মকল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি একশঃ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ? না, কবিকার অন্তরালে লগ্নগরিজা অপর কোথায়ছেন ? এ তথ্য বিশেষরূপে অনুসন্ধান কর্তে।

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম ;—১। পণ্ডিত জ্ঞানকীনাথ, ২। বরীষর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। মৈত্র অপরাজ ৫। ভগানন্দ সেন ৬। রত্নবেব সেন। ইহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থানেই হুটু হুটু। তবে কেবল একজিয়ার স্থলে 'রত্নজ্যোতি' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার নালটীকে প্রকৃতিগত বনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই ? যাহা হউক, অপর প্রতিনিধি পাইলে কোম হইবে এই রহস্যের বীজাংশ। হইবে-স্বাভাৱে। ইহার তারিখাদি এই ;—

ইতি মনসা-মকল সট (ষট্) কবিরচিত পত্রিকা সমাপ্ত। ভিন্নভাষি . . . . .  
তথা শিঃ তথা সেখীতঃ লিখকো জাতি  
হোলকী ইতি সন ১১৮২ বঙ্গি তারিখ  
৪ ভাদ্র বোম্ব হুজুর বেলী হু-৪ ভক্ত  
বাণিজ্যে হইতে। পদকরবীৰ্য্য ক্রীড়াধাম  
বেদ দাসত যঃ লীকঃ ১৭৮৪

### ৩৩। চিত্ত ইমান।

মুগ্ধমামী কর্ণ-গ্রন্থ। আরম্ভ তাহা  
হইতে অনুসৃত। ১ম পত্র ৫ শ্লোক নাই।  
২-৩১৭ পত্র পর্যন্ত বিস্তারিত। এই পুস্তক  
খুব পুঁথি। তারিখাদি নাই,  
কিন্তু মৌলি ১৮৫৬ নবম নং। পারিতো-  
ষিত পত্রাদি ভাঙা। তথা সর্বত্র বাঁটি  
যাইয়াছে।

রচয়িতার নাম কবি কবিরচিত  
ইহার নিম্নান চট্টগ্রাম—পট্টার বাহার  
অন্তর্গত 'বাহলী' গ্রন্থে। এখন ইহার  
পৌর বর্তমান আছেন ইনি 'খোদকার'  
বংশজাত। পট্টার অপরূপ কথ্য সংগ্রহ  
করিত।

গ্রন্থকর্তার পরিচয়-স্থলটি পাওয়া যায়  
নাই ; কিরূপে নিয়ে তুলিয়া বিদ্যাম :—

আবাসন নবীন গ্রন্থ জন্ম সুখি।  
কীর্ত্তন কীর্ত্তন নীর আখির মোহনীর  
অনুভব নতন জন্ম মোহনীর অধি।  
আর জন্ম এমনিমোহা মোহনীর কতি  
আর জন্ম কোয়েল মোহনীর জে নাই।  
শির, নালটী পরিণত পদক হুজুর।  
কবি মোহনীর জন্মদিন ভগ্নাধিকার  
ভাবান চক্রে মোর ভালায় বাহার  
আর জন্ম ১৭৮৫ নবী নবনের

কৃতি (জ্যোতি)

বিত্তপত্র পত্রগ্রন্থ তাহার বসতি।  
বিত্তপত্র ভাষা জাত মোর শেই জন্ম মোহনীর  
কুৎসিত পত্র লেখিত নাই হইতে বিদ্য হতে।

শিখ ইং নামের অপর ৩০ ভিন্ন ভিন্ন  
মৌলি ভাষা রচিলে কৃতি নবী গ্রন্থ।  
এ সকল চিত্ত ইমান ভিত্তিতে পাই।  
ক'র কবিরচিতে পত্রাদি বিদ্য।

### ৩৪। নবের পুঁথি।

ইহারে কবিরচিতে লেখিত হইতে সকল  
কবির উৎস লিখিত আছে। তারিখ  
বা লেখকের নামাদি নাই। পত্রাদি  
প্রাচীন। কবরী দেখা। পত্রাদি নাই।  
মুগ্ধমামী ১টি পাত্র পাওয়া গেল।

মুগ্ধমামী অগ্রাধিকার। একজন হইতে  
কয়েকজন উৎস কৃতি লিখিত।

পূর্ণে কামরাইণে বিন যদি আছে  
এইগ (এজোগ)।

ভঙ্গ—/০ খাল

হিম—/০

করুণা ঠেকলে বাটি নম লইলে বিন  
লাবে।

২ বকে। যদি বিয়ের ভব (ভাব)  
কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মভানুতে  
দিলে বিন লাগে।

৩ বকে। রাতি বিখালি যদি কিছু  
কামরাই ঙ্গালের লাগি যথু বি পিসি  
খাএর যুখে দিলে বিন নিম্বিল হই।  
ইত্যাদি।

### ৩৬৬। সখী-রস পয়ার।

কৃত্ত বৈকুণ্ঠসম্বর্ত। কোন প্রহর অংশ-  
বিশেষ না কি? লেখকের নাম বা তারিখ  
নাই। ১২১৪/১৪ সখীর লেখা হইবে।  
অন্তিম 'সামোদর রাস'। কন্যা লেখা।  
পেম ১২টি পদ।

আরম্ভ :—

সখিল পদ-করা অত্যন্ত বিখ্যাত (সিখু) :  
বিজা নাথ্য কর হয় সাধ ( ? ) চকুর।  
এই ভিন অস্ত্র করে অবজিত হৈল।  
যে রস বিভাজিত রস পূর্ণ কৈল।

পেম ৩ ভণ্ডিকা :—

বিন পতি এক সনে করএ ভজন।  
করুণা নইবা হাতে হৃদয়ি চন্দন।  
বিন পতিব সন্তে প্রেম করে রস।  
চাঁদর চুলাইল রাস ( ? ) বসেনার রাস।  
নাম।

### ৫৮৭। নারায়ণ পুঁথি।

ইহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু সামান্য কি,  
আমিতে পারি নাই। কন্যাস্বামী সখি-  
কর।

এই। পারতকাল হইতে অনুকরণ  
হানে এইরূপ লেখা আছে।—

এই যে মোচ কা জানি কামরাই আছিল।  
সবে বুজিবার হীনে পাকলাই রচিল।  
মোচ কা বোলএ কাকে কামরাই কামরাই।  
ভক্তি কিতাব বুঝি কামরাই করে।

আরম্ভ :—

একদা হামিলা যদি এক বিহারে।  
কন্যাকা হামিলা এক এ চৌকি বুঝে।  
হান নাই দ্বিতি নাই সন্তে (পুত্র) কতি।  
ভাবন মরিয়া কৈল কি মোর পতি।  
ভবন চক্রে দুই করিয়া ভক্তি।  
মন দিয়া হন সখী বৈলে করুণা।  
বর্তমান হৈতে পুর এত। কামরাই।  
কন্যাস্বামী কন্যাস্বামী কামরাই।

ভণ্ডিকা :—

সখীর সখীর সখী, বিজয় রস সখী,  
কন্যাস্বামী রস সখী।

পেম :—

হর ( ? ) সন্ত নই কিছু নম যদি হৈল।  
হরহর ( ? ) নীতি হীনে পাকলাই রচিল।  
মুলাইক মুলাইক জানি কামরাই।  
জানি কামরাই যদি হীনে পাকলাই রচিল।  
হীন কন্যাস্বামী দুই বুঝি পতি পতি।  
পাকলাই রচিলে পারি কি মোর পতি।  
সখি করিবারে এই বিজয়ি রস।  
কন্যাস্বামী নই নব ইচ্ছা পুর।  
হরহর নীতি এই কামরাই হইল।  
বিজয় রচিল দুই বুঝি যে পতি।

এবার নামটা কি 'হরহর' ( ? )  
নীতি হীনে কন্যাস্বামী মুলাইক মুলাইক  
আমিতে কন্যাস্বামী কামরাই ইহা ভক্তি  
হইবারে একদা কামরাই একদা  
আছে। প্রহর কামরাই কামরাই  
উক্ত রাস—কামরাই পতি।  
কন্যাস্বামী কামরাই কামরাই  
উক্ত রাস হইল। কন্যাস্বামী কামরাই।



পত্রসংখ্যা—১২। আটপেনি কামরেল  
বহি। হুই লিটে লেখা। তারিখানি নাই  
বড় পত্রি হিসেব নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৩৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি খোদাবন্দ ও কেতকা বাবের  
রচিত। মূল্য ৩ আন অবস্থায় আছে।  
পত্রসংখ্যা ৩৭, হুই লিটে লেখা। প্রকাণ্ড  
আঁকব। ভাল লেখা, এই প্রতিনিধির  
মাহাত্ম্যে প্রকাশ-কার্য চালাতে পারে।  
সিদ্ধান্তা করি, উক্ত কবিতার সম্মিলিত  
হুইটাই কি ইহার রচনা করিয়াছেন?

পত্রসংখ্যা—৩০০০। নমো পরাঈ  
নামে।

মহা মহি ছিল কবি, তার পুঁথি কখন কবি,  
কৃত কবিতা বিদ্যমান।

এক কবিতা কালে, এইখনি কবিতা কালে,  
এক কবিতা ছিল কবিতা।

মোহা দেব পদ জেলে, লম্বায়ে কবি ছিল,  
জাহা দেল পাড়ান কবিতা।

এনি কবিতার মাতা, মনসা মঙ্গলেন কথা,  
বাপে ভানে পুঁথি বীজকন।

উল্লেখ—

(১) ভেটোয়া লামনা হান, কর মোহে পরিচয়,  
এখনি মঙ্গল বাব ছিল।

মনোতে মনসা কবি, কবে কেতকব কবি,  
বাহুকে কবিতা মন গীত।

(২) মনসা চরণ আসে, রচিত কেতকব কবিতা,  
কথা কিলে কবিতা কবি।

এই কবিতা কবিতা, এক কবিতা কবিতা,  
অন্য কবিতা কবিতা।

উল্লেখ—

মনসা চরণ - কবি ইজানি পুঁথি ও কবিতা।

ইতি ১২ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ মাস বোধ সমিতি।

কিছু কবিতা দেখা এক কবিতা  
ইজানি পুঁথি মনসা কবিতা  
বিশেষ গদ্য সমাধি : : এই পুঁথি  
লিখন: ইজানি চাষ লেন কবিতা পুঁথি  
নামেন সেনত কবিতারীক পুঁথিকো : :  
অথ ইজানি ইজানি কিসোর দানত পুঁথি  
কপায়ায় লামা আয় ইজানি চাষ দানত পুঁথি  
কাহায়ায় ঠাঃ ইজানি কবিতার দানত পুঁথি  
ইজানি কবিতা ঠাঃ কবিতা ইজানি কবিতা  
দানত, ভিন্নমালী বনে কবিতা মনসা  
মতিগ্রহ। মনসা বিই কথা লিখিত লিখিত  
নাতি মোক : : এই পুঁথি বোধিতা মোহা  
মহা বোধে। অথোর মনসা তার মনসা  
মিক : : কথা বোধিতা কবিতা লিখন  
আমার বোধ + + কবিতা এই  
পুঁথি জে লিখিত করে তার বাপ + +  
পরি বা কবিতা : :

এই পুঁথিখানি প্রকাশের কত 'পরি-  
ক'কে মাজে লম্বায়ে কবিতাই।

৩৩৯। মনসা-মঙ্গল।

মনসা-মঙ্গল। একটা কবিতা  
আছে। উক্ত কবিতার লিখিত  
পাঠ না কবিতা লিখিত পুঁথি।  
লিখিত পুঁথি—শেষ কবিতা এই কবিতা  
কবিতার লিখিত কবিতা, পুঁথি ১২।  
কবিতা আনুগত্য—১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে  
রচনা অনেক কবিতা লিখিত।  
কবিতা। কবিতা।

আরও—কবিতা কবিতা।

একটা কবিতা কবিতা  
কবিতা কবিতা কবিতা  
কবিতা কবিতা কবিতা  
কবিতা কবিতা কবিতা





অতিশয়ী জহাযক জাহাদের সমানে  
আবু হইবেন না।

পুঁথিখানি বর্ণিত; ১৬—এক—  
১০০—১০১ পত্রগুলি বিচ্ছিন্ন। উইয়াম  
—খলখাঠ-নিবাসী—এসিক—মুলিদাস  
নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই; কিন্তু  
১২১৪/১৫ মখীর লেখা, বোধ হয়। অবশ্যে  
প্রথম ও শেষাংশের করেকটি পত্র নষ্ট-  
প্রায় হইরাছে। বরখান করমের কাগজের  
হি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাতি বাদশাহী।

১৩৭ পত্রের আকার :—

বা বেধিরে এককত, সর্গ হই সত বক,  
নসদিগ হই বোস্তর।  
তে কারণে নবিসরে, সেইকনে বিষ্টি করে,  
ইচ্ছাশেরে রাপি করে যুগ।  
তা বেধিকা তারিখণ, সনাত তালিত মন,  
তাজিগণে ভণে মনে যুগ।

১০১ পত্রের লেখা :—

জলেখীর নরানে রক্ত বহে অনিবার।  
রক্তবর্ণ হইলেক যুগ জলেখীর।  
অধিরূপ বর চুখ চুখ রক্তমানি।  
হইলুম নিভা বর হইলুম বর ছবি।  
নরানের কমে নিভা কমাতিগি পুরি।  
বুখেতে মাখএ জেন কুহুম কস্তুরি।  
ইরশের হেবখি জ্বেরে মালার।  
• করিলে ডকম মার মনে জলেখীর।

অুনিতা :—

(১) আবহুল হাকিম সাহাবর কব  
(সাহাবর?) কব  
মজলেক জলেখীর বিবরণ দেখন।

• ১৩০১ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিবর্তন-  
পত্রিকা' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'ডক-জলেখীর'র  
পত্রের সেতুল সিরাজে, উল্লিখিত জাহাযক বক্তার  
কোন পুঁথি আছে। এরূপিপিতে কোন নাথ বা  
বাফার বিক-বিস্তারিত ই নাম এবং হইরাছিল।  
উল্লিখিত জাহাযক পুঁথি বর্ত্ত। দেখন।

সাহাবর নরানে পীর কবান।

সে পদপাদিকা তালি তালি পরিচাল।  
আবহুল হাকিম কমে সাহাবর কব।  
কহর কমেখী জোহা-কবির কব।

(৩) সাহাবর মোহাম্মদ কমে সাহাবর।  
জাহা? কমেতে একে জেনে মনর।  
সে সাহাবর কমে বহি নরানকব।  
সে হউক অধিক রিম বিধি এক কব। (১)  
সে সনাতকব তই টটল কব।  
একো এক পদ একে নরান কব।

এই জহাখানি চট্টগ্রামী সম্প্রতি কি না,  
জানি না। বর্ণিতে কুলিরাছি, ইউরুপ  
কমে জাহাযক কমে, মোহাম্মদ সাহাবর কমে,  
বেধিকা থাকিবেন।

১৩২। নাম-হীন পুঁথি।

ইহার নাম নাই। মুলখানী বোম-  
পাত্রগ্রহ। হিন্দু-বোমের সহিত মুলখ-  
মানী-বোমের অনেক ফেরদা রক্তকবনি  
শব্দ লইয়া; মুলখা পার্শ্বকা নাই। 'জের-  
কলেম্বর', 'জান-প্রীণ' এক কমানো  
এই একই বিষয়-সম্বন্ধে।

রচয়িতার নাম ইন্দ্র কলকনি।  
ভ্রমচিত 'জান-প্রীণ' কলকনি বেধিকাছি  
এবং ইহার পরিবর্তন ১৩০৩ সালের  
অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিবর্তন' ১২ সংখ্যক  
পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই  
ভাষার সহিত ও ইহার অতিরিক্ত কই  
হইতেছে না। তবে ইহার মূল কব  
পুঁথিখানি সনাতশের মুলখ-বোম।

খণ্ডিত পুঁথি :— কেবল জাহা ১০১  
পাতা নষ্ট আছে। ইহার আকার  
১১×৭ ইঞ্চি পরিমিত। মোহাম্মদ কমে  
পুঁথিখানি কমে জাহা, অতিরিক্ত নাই  
কিন্তু মূল-জাহা, মোহাম্মদ কমে।

তাম্রকূট পথের ভাষা হইয়া গিয়াছে । কিন্তু  
অতল নক্ষত্রের স্বেদা ।

আবৃত্ত :—৮ নম্বো গানেশায় ।

প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া বরন :

আটোম হাজার আশ্রম জাহার শিকর ।

কেনে অপরায় লিখা : অমরবিধা ।

বিন হতে বরিনাথে সকল সত্ত্বায় ।

বিন কর্ণে বসিতে সে আশ্রম বসন ।

বিন অবি বেধে যে জনতবল ।

বিন ন অমিয়া ( ১ ) অম্বৈ ন জার মরন ।

সত্যমের আহার জোনা : অসিদ্ধায় ।

কখন না জায়ে তাম্র অশ্রি হাঁকা কুল ।

মন নৈবা কুল কাঁই প্রাচীর ( লোকপিত ) মূল ।

মহাশয় :—

আর এক মূল কুলি অশ্রু কলা ।

সংক্ৰিষ্ট বসতি করে রক্ষা কলা ।

কালক বসন্ত ইহাও শীত ) হিউর তল ।

অশ্রুতে চলেত বসি' লিখিত ।

অশ্রুতে চলেত সবত ক্রিষ্ট কল ।

বিত্তি হতে জ্ঞান সিন্ধি প্রকটন ।

বিশুদ্ধ চলেত কেন্দ্র ক্রিষ্ট কল ।

কলা চলেত জ্ঞান কল অকালে । ইত্যাদি ।

ভণিতা :—

পুনিং প্রাচীর জ্ঞান কল ।

কেন্দ্র কল কল কল অশ্রি

( অশ্রি ) অশ্রি ।

১০ম পত্রের শেষ :—

অশ্রি অশ্রি কলা ১ ১ বিলকল ।

সমি ( জ্ঞান ) অশ্রি কল কল

জ্ঞান ( জ্ঞান ) অশ্রি কল ।

অশ্রি অশ্রি কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

আহা অশ্রি কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

অশ্রি কল কল কল কল কল ।

‘জ্ঞানপ্রদীপের’ সহিত ইহার এতই  
সাদৃশ্য দেখা গাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন  
গ্রন্থ বসিতে সম্ভব হয় । অতঃ জ্ঞান-  
প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, ততরাং  
মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না । পরে  
দেখা গাইবে ।

৩১৩। পরাগলী মহাভারত ।

খণ্ডিতকারে এই গ্রন্থখানি পাওয়া  
গিয়াছে । গ্রন্থের অধিকাংশই বর্তমান  
আছে । দেখা যুব প্রাচীন, বোধ হয় ।  
কালকাল তাম্রকূট পথের মত হইয়াছে ।  
তাম্রখানি ছিন্ন । কত হইতে কত পাত  
আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই ।  
একর কোল অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া  
দেখাইলাম না । প্রয়োজন হতে ইহার  
আলোচনা করিব । এই পুঁথিখানি আমো-  
দ্য পুঁথিখানী শ্রীকৃষ্ণ বাবু ভাট্টার  
গোদে কাঁচরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে ।  
পুঁথির নিকট মাধবজাতির কাগজ  
( সম্পূর্ণ ), তাম্রকালের অক্ষর ( খোঁপ ও  
খণ্ডিত ) এবং আরো বহু পুঁথি আছে ।  
নূতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া  
বিলম্ব । আশ্রয়ক হইলে পুঁথিগুলি বিতে  
জি' রাজী আছেন ।

১০০০ সালের অতিরিক্ত কল্যাণ পুঁথি

এই পুঁথিতে যে ‘পুঁথিখানি কল্যাণদাস’ পরিচয়  
দিয়েছেন হইয়াছে, উহার আর একখানি অতি-  
কিষ্কিন্ত ‘কল্যাণদাসের’ অধিকাংশ পাতায় লিখিত ।  
ইহাও কল্যাণদাস লিখিত, অতঃ পুঁথিখানি উহার আদে  
নি । কল্যাণদাস লিখিত পুঁথি ‘কল্যাণ’—

১০৮ বর্ষ ১০৮ সংখ্যার বাঁধার একাদশ করিয়া  
বিভাজি। দেখক।

### ৩২৪। আয়ুছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাকে পবিত্র কোরান সঙ্গিণের  
অন্তর্গত 'আয়ুছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত  
আছে। কৃত পুঁথি। ভণিতা নাট।  
পুঁঠসংখ্যা—১১; বরাণ্ করমের কাপ-  
জের বহি।

আরম্ভ :—ঐযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতীর।  
দ্বিতীয় প্রণাম করি মল্লু প্রাণের।  
ত্রিতীয় প্রণাম করি ক্রিয়াকর্মণের।  
চতুর্থ প্রণাম করি এই ভিন ভুবন।

শেষ :—

পারিল (পড়িলে) তাহার হৃৎ হইব নিবারণ।  
একবার পরিলেক তাহি নিরাগন।  
সবার বরজিত হই বকি মাত্র দিন।  
আমি এক হিন জন সন্মার মাঝার।  
এই পুঁথি সমাপ্ত হইল হে। ইতি সন  
১২০৪ অব্দ তারিখ ১২ কাশিক।

### ৩২৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

কৃত পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উত্তর  
পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী  
দিনের সকল নহে। 'হীমালয় মাসের'  
ওষধিগ্রন্থ ক্রকের ভণিতা আছে। এতদ্বি-  
ষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার  
পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়  
এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও  
নূতনত্ববর্জিত।

আরম্ভ :—সন গঙ্গেশ্বর। সন সত্য  
নারায়ণ নন্দজকে। সন সত্য নারায়ণ  
পুঁথক লিখতে।

একদোহ নারায়ণ অপারিত্র বন।

উত্তাপিত এলার বহি প্রাণের কামন।

ভণিতা :—

(১) কুতর্ভক্তি আনন্দে ভ্রিমি ভ্রিমবন।

বিল রামকৃষ্ণে কহে বড় বলিবন।

(২) বিন হিন হুসে কহে, হুন গানু মহাপ্রভু,  
কলি হুন এই তব মার।

সত্য দেব পূজা কৈলে, তাহান কৃপার কহে,  
এক সিদ্ধি হইবে ভোবার হ।

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু জেবা করে কোরে।

ঈশ্বর জাতি তার মোকদ্দমি গুণের।

বড়বৎ প্রণাম করহ সব জাইব।

সত্যদেব এতু বিদা আর পতি হাই হ।

"ইতি সত্য নারায়ণ পুঁথক সমাপ্ত।

ঈশ্বর কিশোর চৌধুরি পীং কামিনাথ  
চৌধুরি সাং আনোয়ারা।"

বিল রামকৃষ্ণ ও রতুনাক্ষের রচিত এই  
নারায়ণ আর একখানি পুঁথির পরিচয়  
১৩০২ সালের অভ্যন্তরিক সংখ্যক 'পত্রি-  
ক' প্রকাশিত হইয়াছে। (৮০ সংখ্যক  
পুঁথি জটব্য।) এই উত্তর 'রামকৃষ্ণ' অজি  
কিনা, জানি না।

### ৩২৬। সতী ময়নাবতী ও লোয়চন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্বে একবার  
দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি জটব্য।)  
একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র এখন অব-  
লম্বন ছিল। এবার তাহা পুঁথি ও সম্পূর্ণ  
হুতলিখিত পুঁথি সন্মিল করিয়া অবার  
ওষধিগ্রন্থ লিখিত। আবার বিস্ময়  
ইহার ওই যে জানি অজিলিপি লিখিত  
আছে; তাহার এখন এই পুঁথির লিখন-

আরো একে কবিও আর কো  
মাধা নাই।

এই সপ্তম পুর্বে 'পরিচয়'  
'সাহিত্য' • বালী বিশিষ্ট কবিগণ,  
তবদিং আরো যিহেই কবিগণ নাই।  
কবে সেখানে আরো কবিও নিজ বাক্য  
উদ্ধৃত করি নাই, — বিশেষতঃ সেই প্রতি-  
শ্রুতির উপর আঘাতের ভেদন আসে  
নাই। একত কবিত্ব নিজের ভাবস্বত্ব  
আমরা এখানে জীহা বিবরণসি প্রকাশ  
করিতেছি।

পুর্বে :—  
[ কবিগণের নাম জানি হিতবন নার  
আমি আরো যাহি জানি সোমর নকর । ইত্যাদি  
( বৈদ্যিক-পদ্য ) ]

কবি কবী নারী পুরু আদে এক পুরী।  
হোমজ নরক বায় কবি অবতারী।  
হোমজ নরক বায় কবি অবতারী।  
নাম কবিত্বস্বরূপ কবি অবতারী।  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব

পদ্যসি কবিত্ব নারীক আঘাত।  
বিদ্যে সত্যের দ্বিত্য কতি বকত।  
দুশক্তি বরত সেও আঘাত কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবি বিকাত কবিত্ব।

সেই সেখানকার আরো কবিত্ব  
পদ্যসি সে কবিত্ব কবি আঘাত কবিত্ব।

উক্ত কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
আমি কবিত্ব কবিত্ব (১) সে আঘাত কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।

কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।

কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।

কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।  
কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব কবিত্ব।

তার মধ্যে পান, আসরক বহানতি ।  
আপনা কুবেরে আছিল রানার সজাতি ।  
নীনা ভাতি সেরা সখে দবিল জোপান ।  
সজাতি হুগলা পাতি আসরক বাস ।  
মেরন মেরন আর মেরন পাটান ।  
কুচেরি কুচেরি বহরতসু দিমুচান ।  
আজি কুচেরি বহরতসু বহরতসু ।  
সাজি বহরতসু দিমুচান কুচেরি ।

ঐযুত আসরক পতি দ প্রবান ।  
খোল কলা পূর্ণ জেন চন্দ্রিকা সমান ।  
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসময় ।  
পট্টিতে কামিতে বিস্তা আশিস সমর ।  
হেন নাজ সভা কতি বসি সাক

মিতে (মিতি) ।

কহক কামল চিত্রে কিতাব রচিত ।  
আরবী ফার্স নাম উত্তম উপনিষদ ।  
বিদ্যা রসক কথ্য আভিষেক পদ ।  
অমিত্য কোআরিচ গোটা নতর ।  
সহজ মোহক সভা লোক বহরত ।  
শেখ পুনি কহিলেক কতক মহাবিদ ।  
অমিত্য সজীব কথ্য সাফার আবেশ ।  
[ ভারতে পুরাণে সখে য বাধান ।  
হেনন ভিজক সভা উপ দর্শন হান ।

ঠো জোপাইক বোহ কাহলা নকমে ।  
না বুকে গোছাই ব কাহা কোনে করে ।  
বেশী কাহে কহ বহরত সাফারি কথ ।  
সকলে শুনিলা তম বহরত সানক ।  
হেবে কাহা কথনে স বহরত সাফারি ।  
[ বাঙ্গালীর ভাষে কহে মহামান সাফারি ]

( প্রস্তাবের আরম্ভ )

সাহিত্য কুমারী এক নামে মহাবলি ।  
ভুবন কিছই সে যে রূপেও পার্শ্বতি ।  
কি কহিব কুমারী কপালধর ।  
আমের লীলা এ কথ্য বাহিরে অবধ ।

দৌলত কাকীর রচনার শেষ :—

"মোহর জব্বান মনে  
লোর পতি মনে  
ক তাই হান রস কথ  
কহে কাকীর  
ক হিলে লোকে  
পরলোকে হইবো রস ।"  
[ বাঙ্গালীর উক্তি ]

তোই মাম পরকো, কহেন হইল শেষ,  
ক বলা না গেল ভোকার ।  
বিবেক শিখা বাজে, বিবকের লোকান্তরে,  
চন্দ্রকলা মেন জায়ে কতি ।  
বহরত পদন মন, বাহরত পদন মন,  
কহে কাকীর গিফত আশিস ।  
পতি রতি কিহা গেল, সে কত আশ আশিস,  
কতী বদলে জয় জাল ।

ঐযুত দৌলত, কাকী গেল কুতপন,  
বাকী কৈল তোই এক মন ।  
এইটুকু কাহায় রচনা, কুক বলিবে ?  
নির্ঘ ছন্দ :— একাদশ মান রতি  
দৌলত কাকী মিলন হইলেন পরে আলা-  
ওলে বাদন বাস পুর করি কহেন :।"  
( শেষ )

আলাওলের রচনা ।

আবদুল :—  
প্রভুর পদ্য করি প্রভু বিজয় ।  
সেই খানী বহরত কাকীর পুরণ ।  
কহ বহরতসু সকল আশা করি ।  
সে যুগে চন্দ্র কখন বহরতসু কথি ।  
বহরতসু এক পুস্তকইতে কথ্য বাহরত ।  
কুমারী সব লোক কহে কাকীর কথ ।  
ইহা কহে কাকীর সাফারি পদ্য ।  
কাকীর কথ্য কহে কাকীর পদ্য ।





সরস্বতী-কৃপাঃ কবিতা হইত।  
মহাজনের কৃপাঃ কবিতা হইত।  
কবিতা যথা আলাপন করি কবিতা।  
সরস্বতী কবিতা হইত।

সরস্বতী কবিতা হইত।  
কবিতা যথা আলাপন করি কবিতা।  
মহাজনের কৃপাঃ কবিতা হইত।  
কবিতা যথা আলাপন করি কবিতা।  
সরস্বতী কবিতা হইত।

কবিতা যথা আলাপন করি কবিতা।  
মহাজনের কৃপাঃ কবিতা হইত।  
কবিতা যথা আলাপন করি কবিতা।  
সরস্বতী কবিতা হইত।

সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-  
সেখ :-

সেখ :-

ছাতিত এর, কিন্তু মনুষ্যবৈজ্ঞানিক বস্তু-বৃত্তে  
গোবের তত্ত্বকপরাভূত ও নিহত হয়।  
পরে মোহরা-রাজ গোবের প্রকৃত পরি-  
চয় পাইয়া চক্রাধীকে তাহার হস্তে  
সম্প্রদান করেন। লোর বস্তুর-রাজ্যেই  
রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—বরাহো জার  
কিহিলেন না । •

ও দিকে যখনাচী বরাহো আছেন।  
ছাতিন নামক কোন বস্তুকুমার যখনার  
রূপে যতু চইয়া তাঃ-সমাগমলাভাশার এক  
মালিনীকে মোহরাকার্যে নিযুক্ত করে। জানা  
অছিলার মালিনী যখনার শৈশব-বায়ীর  
পত্নীভা করে। সে নিহতের বচনকে  
কুমন্ত্রণা বিবেক লাগিল। একদা জানা  
কৌশলেও মজীনাগীর বন উপাইতে না  
পারিয়া মালিনী বক্তৃত্তর বর্ণনা শুকিয়া  
ছিল। কিন্তু তাহাতেও কাব্যসিদ্ধি হইল  
না। পরে রাণী মালিনীকে তিনিরা তাহার  
অশেষ স্বর্গভি করিয়া ছাড়িয়া যেন।

অতঃপর লোর পরামর্শে রাণী জনৈক  
ব্রাহ্মণ ও এক শাখীকে লোর-সমীপে  
প্রেরণ করেন। বিহবর কৌশলে রাণীর  
কথা গোবের বুদ্ধিপথোক্ত করেন।  
লোর নিজ পক্ষে বস্তুর রাজ্যে বৃগুতি-  
বস্তুর রাণিরা চক্রাধীকে লইয়া অসেনে  
এতাত্ত্বক করেন। এখানে "Ding dong  
deduced, my tale ended."

চক্রা অতি সক্ষেপেই বর্ণিত হইল।  
কুল ঘটনা এত চটপটে প্রাণমিত্ব অসেনক  
কুল বৃত্তে ঘটনা আছে। সে লোকের  
উল্লেখ বহিষ্যার হান নাই।

অতঃপর অসেনবীরতা সবেই ইহাও  
‘আমলকবী’র একটি পদ আছে। ঠিক

সেই পদ সম্বন্ধেই ‘পশ্চিমের পুঁথি’  
একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।  
উহা রামচী বালের রচিত। এই বইয়ের  
নাম বাবাবির পার্বত্য থাকিলেও কুল  
পক্ষে কিছুই প্রত্যক্ষ নাই। এখন শুভে  
যে, এই পুঁথির সর্বপ্রথম উদ্ভাবক (অন্ততঃ  
বন জাহার) আলাওল কি রামচী বাল  
কিছু কুল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে  
সমস্যার সমাধানে বড় সম্বন্ধ আছে।

পশ্চিমের পুঁথির অল্পপ্রাণ কার্যতোহি,  
‘পরিষৎ’ মুলমান বহুকবি আলাওল  
ও মৌলভ কাছীর এই পুঁথি খানির  
প্রকাশনার প্রেরণ করুন।

‘অকস্মৎ’—১৭ বর্ষ ১৯ ও ১৯১৩ সালের  
‘মোহরাকার্য’ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পড়িয়া  
হইবে। এখনও কলা উচিত যে, ‘মোহরাকার্য’  
একক অভিযিনিখানি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানী হইত  
যাহু বিহবর সেন মঃহাচী আলাওল বিহবর  
আলাওল প্রয়োজনের কথা জানিয়া তিনি কোন  
কালক ও উৎসাহ-সহকারে তাহার পুঁথি সকল  
আলাওল সেবাইলেন, অতঃপর সেইকল পুঁথির আদি  
জার কতলা নাই নাই। তিনি আলাওল সম্পূর্ণ  
অপরিচিত হইয়াও ‘মোহরাকার্য’ খানি দিকে কিছু  
মান বিচারেণ করেন নাই। উহাও প্রাচীন লোক  
অনুনা হইত। আলাওল বাহাও প্রকাশিত হইত।

### ৩১৭। পদ-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি বর্ণিত; অতঃপর সারসংক্ষেপ।  
‘পদসংগ্রহ’ প্রকৃতিক বক্ত ইহা মোহরাকার্য  
পদাধীন ও বিবিত্ত উৎসাহের প্রকাশ  
এবং ‘পদসংগ্রহ’ প্রকৃতিক আলাওল  
কালক পদ ও উৎসাহ প্রকাশের প্রকাশ,  
কিন্তু ইহাও পদ ও উৎসাহ প্রকাশের  
নাই। অতঃপর ‘পদসংগ্রহ’ আদি পদ ও  
উৎসাহ প্রকাশের প্রকাশ প্রকাশ  
কর্তব্য। এই পুঁথিখানি পদ ও উৎসাহ



একো মকনি একো নিখোনে কুলবনে দীর্ঘি  
 তল চল খনি কিলব কোনে মনি জাবি গা  
 কানি বহননে ।

সামলী গান। ২ নং।

১০। কল কল রে মল কিলব কলগা।

কল কল হন এবার কল মলগা।

আহি কলগাধানে, কে গায়ে কাটুক সে গানে,  
 কল গার বিধাবরে কিং পর লক্ষণ।

হুয়া।

কল গল মলগল নিখনন কলি।

হুইয়া কলকলী করিলেন দীর্ঘি।

ইত্যাদি।

শেষ গান। ২৫ নং।

তল চল মল বনি কুলব কাই বকলী

বাহে সামলী কামলী কুলব কাই বকলী।

অতঃপর ২৬তম, পঞ্চমখণ্ড ২,

ইউনিট পেশা : ১। কল পরিচয় মোলি

কলকল কলকল কলি। পত্রিকা কাই।

তারিখ ৩ লেখকর নামসংকিত নাই। কল

বোই কিলব মলগল বহে।

উক্ত কলকল কলকাই প্রথম কলকল

কিলব কলি কা : কল, কল, কলি ও উক্ত

কলকাই। কলি উক্ত 'কলকল' কলকল বহে।

কলকাই কলকল কলকাই কলকাই। কলকাই

কলকাই, কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

১৭ ইংরাজী কল সেবা কলকাই।

বিশাখি—কো রাম লৌচন কাই।

১৭ ইংরাজী ১ বাবল।

কল—১ কলকাই

কল—১ পাতি

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

কলকাই—১ পাতি কা

৪০০। সামলী গান।

ইহাথে এক কলকাই ক কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

কলকাই কলকাই কলকাই কলকাই

যেমন হইল হইল জীবন কাল ।  
যেমন হইল সেই দিনে পানিল জল ।

কি কালি টিক কালি না, এই  
কুমার 'জিপি' (জিপি) মাটে ভরতান  
কালিয়ন, কুমারীও নবাবকে হাঁপ  
বিলেন । পর কালে—

কোমরে কল কালি কালি কুমার ।  
শিত সব সনে শিতা কল বোহার ।  
কিন যখন কালি কুমার হইল ।  
কলে সেই নবাবী কল লভিল ।

হয় নিবে সই মাকও পূজা কৈল ।  
একদম দায় কলে সে কৈলার রপিল ।  
কল কল কল কলি কলি কলি কলি ।  
কৈলি কল কলি কলি সেই কলি কলি ।  
কুমারীর সনে কুমার কলি কলি কলি ।  
পূজা বিবরণ সব কুমার সনে কলি কলি ।

এইভাবে কৈলার কলি বড় প্রেম হইল,  
কিন সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি  
'একদম খণ্ডিত হইয়াছে কলি' ) কলি  
কলি কলি কলি ।

কল পুঁথি । পত্রসংখ্যা ১০ । সেব পুঁথি  
হই শিতা লেখা । পত্রসংখ্যা ১০০ ।  
কলি কলি কলি কলি কলি । ১১১১  
কলি কলি কলি । একদম কলি সব 'পলি'র  
লেখা । কলি কলি । কলি কলি কলি  
কলি কলি কলি ।

আরও :—/৭ নম্বর কলি কলি ।

কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।

শেষ :—

কোহা কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।

৪০১ । কলি কলি কলি

কলি কলি পুঁথি । পত্রসংখ্যা ৭৭ কলি  
পত্রসংখ্যা—৭ । ১১ শিতা লেখা । কলি  
কলি কলি কলি কলি কলি । কলি  
কলি কলি । কলি কলি কলি কলি  
উপকলি কলি কলি ।

আরও :—/৭ নম্বর কলি কলি । নম্বর  
কলি কলি ।

কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।

প্রকাশক ।

কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।

নবাবকে :—

কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।

শেষ :

কলি কলি কলি কলি কলি ।  
কলি কলি কলি কলি কলি ।







হাফেজ সমাজের সাহি কুর।  
 শাকপাণি প্রসঙ্গ করি, এসবকিছ আইনহি,  
 হারিজাতক পাণ্ডুল সত্তর ৬

১) বিহারের প্রেম কথা দুই সর্গে।  
করে ত লক্ষ্যকালে কৃষ্ণের চরণে।

২) প্রেমের শেখ :—

আজ ভয়ে মাঠে গঙ্গি বুধে পিত পাঞ।  
কামিনী মন কক মুররি বাজাঞ।  
নিভা করে প্রজাখা দিয় কহতালি।  
তাঁহে স্নেহে কক পুত্র কহতালি।  
করতালি মিমা কেল কহনের ধনি।  
চলিতে নপুর বাজে কনক কিহিনি।  
কখন নপুর আর বেধু কহতালি।  
নালা জর বাজে তথা করি এক বেগি।  
কহক করএ কক গোপিনীসন লৈয়া।  
কহকিলে সেখনে সেখের মন্থিয়া।  
কহিয়া পুণ্ডর সর্বা বেধ বনমালি।  
গোপী সব লৈয়া কক করে দান কেলি।  
আর রেবা মনোঃঃ রেবত আছিল।

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র।  
প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত  
৫০৬ টি উচিত। ইহার রচয়িতা ও 'হুমপড়া  
সম্বাদ'—রচয়িতা বোধ হয় অজিত ব্যক্তি।  
'পানল নীল' তথ্যিত যুক্ত করে কটা  
বৈকল্য-পদও আশাধের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্বে 'পরিষদ' ও  
'সাহিত্য' বিভাগের আলোচনা করা  
গিয়াছে। সেই প্রতিশ্রুতির সহিত অত-  
কাল অতিলিপি এই বিস্তারিত যে,  
ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম আবশ্যক বোধ  
হইতেছে। উক্ত অতিলিপিতে বহুবচন,  
পুণ্যবাস ও শরণ্যল বীর তথ্যিত যেনি-  
রাহি। আশঙ্ক্য পুঁথিতে কেবল 'কবিবর'  
তথ্যিত তথ্যিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন  
কি হানে সকল কথা বলা যায় না।

৩) আরম্ভ :—মনো গজেন্দ্র :

জেন্দ্রে বর্ণে পেন পাণ্ডবনাম।  
ভাড়া কিছু কৈত আছি বন দিবা রন।  
এমন বন হৈয়া কবে সুনিবর।  
পুত্র ভাষের কথা বন করেবর।  
হনিলে জীবন হইবে হএ স্বর্গবাস।  
ভাষের পুত্র কথা পাশ হএ নাসি।  
হাশর সুগোঃঃ হৈল কবি পাণ্ডবনাম।  
কৃষ্ণের কণ্ঠে বন হৈল সুগোঃঃ।

শেখ :—

যুধিষ্ঠির স্বর্গ হইবে পাণ্ডবের বিমল।  
ভাষের পুত্র বন পাশ হএ নাসি।  
হাসি বন কহিলেন ভাষের কথা।  
কহিলাপ্রবে বেলো নাথান কথা।  
হরিভাব হরি চিত্ত হরিভাব বুধে।  
হরি ভাষি মুক্ত হৈল হাসি বাসীকে।  
বিকল জীবন জীবন সকল মনোর।  
এই পোকা বন মন কবি ভাষার।  
ভাষের কথা এনি অতিলিপি বন।  
সুধিন সেই পাণ্ডব মনকে মনকে।  
পাণ্ডব প্রবে পোকা রচিল মনোর।  
নাথান পদমল কবে সঠিকবে।

"ইতি শ্রীমদ্রাধা তারবে স্বর্গপুত্র যুধিষ্ঠির  
স্বর্গারোহণ সমাপ্ত : : : : ইতি  
১১২২ (৭) সন। আশ্বিন ১৪ প্রাবল  
সোমবার ১।" : পত্র-সংখ্যা ২২ দ্বিতীয়  
করা কাগজ এক পৃষ্ঠে লেখা। ১৪x৮  
অঙ্কুলি পরিমাপ কাগজ। শিল্পকরের লেখ  
নাই। কাগজ যেন কয়েকটি পত্র আর কি।  
অনেক পত্র কীটময়। বড়ই ধীর-শীর্ণ।  
উদ্ভাটন হইয়াছে। বাওরার আশঙ্কা ওঃঃ  
আশঙ্কা ওঃঃ উদ্ভাটন করা বাইরে পাড়িবে।  
অকল্য-হেয়রা বোধ হইতেছে, অনতি-  
দূরবর্তী এই অতিলিপি সম্বন্ধে বিস্তারিত  
হইয়া যাইবে।

### ৪০৮। শ্রীমদ্বারান্না রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত ।

ইহা গদ্য গ্রন্থ । রচয়িতা ষট্শাচরণ  
রায় কাছনগো বহাণয় । তাঁহার নিবাস  
চট্টগ্রাম—পট্টকোড়া গ্রাম : অল্প সময়ের  
তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে  
পারি নাই । পঞ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব,  
বাসনা রহিল ।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত  
হইয়াছিল, বোধ হয় । কারণ, আধরণ  
পরে লিখিত রহিয়াছে—“শ্রীমদ্বারান্না  
রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত । চট্টগ্রাম  
নিবাসিন ষট্শাচরণ রায় কাছনগো কর্তৃক  
সম্পাদিত । ঢাকা বাঙ্গালা প্রকাশনে মুদ্রিত ।  
১৭৮২ শকাব্দ ।” ইহা বৃণ পাণ্ডুলিপি ;  
অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাফুটা ও পরি-  
বর্তিত । গোট গোট স্থলর অক্ষর ।  
মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা  
পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না । পৃষ্ঠা  
৩৮, ৫৫, ৬৪ চারি অংশ কুলতল অপেক্ষা  
একটু ছোট আকারে দাখা বালির মত  
মোটা কাগজে লেখা । রচয়িতার নিজ  
হাতের লেখা । তারিখ নাই ।

ইহার ‘উপকল্পবিচার’ লিখিত আছে—

“এ অত্যাশ্চর্য চৈতন্যিকন ছিল যে,  
শ্রীমদ্বারান্না রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত  
সম্পাদন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত  
জানিত না থাকাতো একা কোন পুরাতন না  
শাওরতে তৎকাল সম্পূর্ণ কল্পে অশাসন  
হইল। তদ্রোপেইট ছিলাম ইহানীর শ্রীমদ্বা-  
রান্নার কলমের ঐক্যে বাক্য গদ্যগ্রন্থের  
সেন বহাণয়ের অল্পকালপর বিক্রমপুর রাজ-  
সদায়-নিবাসী বৃত্ত অক্ষরক কল্পে বিবর্তিত

পত্রিকা। শ্রীমদ্বারান্নার জীবন চরিতের  
অত্যন্ত মূল্যবান পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া  
তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে বর্জন পুরাতন মূল্যবান  
উদ্ধরণপূর্বক বখাশাখা বন্ধ ও প্রম সহকারে  
এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম ।”

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই,  
অতএব এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান  
বিশেষিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই ।  
গ্রন্থকার নিরাক্ষরকোনার প্রতি বড় প্রতি-  
কুল ছিলেন, প্রতীকবাহক হইল । বাহা  
ইতিক, তাহাতে আমাদের কতি দৃষ্টি নাই ।  
নিরাক্ষর প্রতি নিটুর আচরণ করিয়া  
বাঙ্গালীর ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার  
কল অধুনা চোখে হাতে সকলেই পাইতেছি,  
বুনিয়াদ বলায় আর প্রয়োজন নাই । তাহা  
চিরদিন পরমপল্লবী, চিরদিন উজ্জল  
থাকিবে ।

এই গ্রন্থখানি মূল্যে ‘নবমুদ্র’ পরে  
প্রকাশিত হইবে । প্রাক্কর অক্ষর  
অপেক্ষা বড় পত্র গ্রন্থখানা প্রথম পাঠ্য  
যাহ কি না, বিক্রমবাসী ‘পরিবর্তন’ সম্বন্ধ-  
বৃত্ত অল্পকালপর অল্পকাল করুন, অল্প-  
কাল করিতেছি ।

### ৪০৯। ইমাম চুরি ।

এই পুঁথির বিষয় পূর্বে একবার  
সেবার নিবন্ধ । ( ৩০০ সংখ্যক পুঁথি  
মূল্য ) । ) তৎকালর পুঁথিখানি বর্তিত  
ছিল বলিয়া পুঁথির ইহা বিবরণ । তৎকাল  
আমরক, এই এই পুঁথি জাতির কি না,  
বিশাওয়া বৈশিষ্ট্য বুলি এই নাই । অতি  
শাখা বিষয় একই নাই ।

আরও :— আলাহ . . . . .

অতিশয় বেশ নব্বি মনো পড়িবার  
আলাহ সাধু নামের এক আলাহ হইল  
নব্বি করিত পেল নব্বি নব্বি  
নব্বি করিয়া সাধু করি আএ ধর

৫৭১—

৫৭১ কেরানত কালে হইব পসর ;  
আলাহ হাজির আএ ন হইব একতর

আলাহ বোলয় গল্প বুন বিজ্ঞা মন  
আলাহ কলনির কুনি কর সি'তান  
আলাহ কলনির গল্প করিল মন  
মক্কা সহরে গিয়া গিয়া মন  
আলাহ বোল তাই মন মুনিগণ  
আলাহ হইল পুথি বুন মন

"ইতি মন ১২৩২ মন তা' চর বৈশাখ  
শ্রীকান্ত আলি সাং কলমাইন।" অতিশয়  
আলাহের বাঙ্গালী কাগজ, ১৭৪৫  
১০, ১১ পৃষ্ঠা দেখা। ভণ্ডা নাট।  
কুর পুথি।

\* এইরূপ কাগজ পুথি ১৮৪৫ পটলী বাঙ্গালী  
অন্ততঃ 'আলাহ' গ্রন্থে বিস্তর ভৈমার হইত।  
সেই বাঙ্গালী আলাহ নামের এক আলাহ নামের  
বাহ্যরূপে বাঙ্গালী আলাহের অল্প টিকার  
মিলিত ছিলেন। এইরূপ আলাহ 'কাগজী মহাল'  
নামে এক ভণ্ডা দেখিয়া হইয়াছিল। ইহার  
দ্বারা বিলাস লোক ছিল, বলাই বাচনা। 'ভণ্ডা  
উক্ত 'আলাহ' ( অর্থাৎ 'কাগজী পাড়া' ) সাধের  
চতুর্দশাব্দী প্রায়বর্ষাবধি ৭৭ পাটি মুদ্রার  
শব্দে রাখে হুসিয়ার আলাহ হইত। সেই প্রায়-  
বর্ষাবধি হুসিয়ার দীমা ছিল না। ইহার  
দ্বারা হইতে উক্ত আলাহ আলাহ 'চৌধুরী' ও  
বহুলোক বহুল বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল।  
অন্য কালে প্রচলিত হইবার পর হইতে এ  
বহুল একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হবে।  
সবক কলে পুথি ই প্রায়ের বাঙ্গালী বাহুল্য হইত।

৫৭২। রাবিকার মানড

ইহা আলাহ প্রকাশিত সেই মান-  
ডের অল্প প্রতিক্রিয়া হইল। আলাহ  
২২৪ মোকে এই শেষ ; কিন্তু ইহা  
২২৬ মোকে শেষ। আরও অল্প  
নাই। মতো কেবাও কিছু সেই বা-  
কির সম্ভাবনা। ভণ্ডা নাই। শেষ  
এইরূপ :—

৫৭২ ইতি মন একত হইল।  
পুথি ১৮৪৫ মন দেখা। ২২৬

"ইতি রাবিকার মানড মন সাধু  
চৌধুরী মন তত মোম এই পুথি ও  
আলাহ আলাহ লোম হইয়াছে। পরম  
সেনগ বাঙ্গালী মন ইতি ১১৬৫ মন  
শ্রীনিলাকর্ষ সেন দাস" ১৭৪৫  
৩১ ; ইহা পুথি দেখা। কাগজ বর্ণনা  
মিলিয়া দেখি নাই।

৫৭৩। কবিরাজী পাড়া।

ভণ্ডা। ৫৭৩ হইতে ৫৭৪ মন  
ব্যবহারি আছে। বহুলের পুথি  
কি না, আলাহ না। কাগজ পুথি ও  
বর্ণনা। তারিখ নাই। অনেক  
মোকে ব্যবহারি ব্যবহারি আছে। অল্প  
আলাহের মন তি চৌধুরী, আলাহ না।  
ইহা হইতে একটু নতুন বিলাস :—

৫৭৪ মন (?) ১০ আলাহ পুথি  
আলাহ মন ১০ আলাহ পুথি ১০ আলাহ  
পাড়া মন ১০ (অর্থাৎ) প্রত্যেক প্রত্যেক  
কুটিয়া পুথি হইয়া বিলাস। ১০ হই

অন্য আলাহ মন পুথি ১০ আলাহ  
১০ আলাহ মন পুথি ১০ আলাহ  
আলাহ মন পুথি ১০ আলাহ  
১০ আলাহ মন পুথি ১০ আলাহ

কাল নিম্নে তাতে খাইবেক, পরে কণা  
হুই আশীর্বাদ কি তিন ছটাক খাইবেক,  
ইহাতে পুষ্কল্য অধিক হইবেক । ১৮১২ ।

সংস্কৃত ভাষায় কাট লিখিত লিখিত  
যেই বা পাম সেকাইলে যাম তুলিতে  
পায়ে, না ইহাও বিবরণ গাচ সর্গ হুই  
চিরকাল আদ পাম রহ রোগিতক  
গাওকাইবেক, সপের বিম ও সকল বিব  
ভালো হইবেক বান হইবেক ১৮১৩ ।

কটা পামে কপিষ্টা আশীর্বাদ কাট  
কি কণা লবন বিজ্ঞা গাওকাইবেক পুষ্কল্য  
বিম ভালে হইবেক ১৮১৪ ।

সংস্কৃত ভাষায় কাট লিখিত লিখিত  
যেই বা পাম সেকাইলে যাম তুলিতে  
পায়ে, না ইহাও বিবরণ গাচ সর্গ হুই  
চিরকাল আদ পাম রহ রোগিতক  
গাওকাইবেক, সপের বিম ও সকল বিব  
ভালো হইবেক বান হইবেক ১৮১৫ ।

১৮১৬ ১৮১৭ ১৮১৮ ১৮১৯

## ৪১২ । শিশু-বোধক ।

সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক ইহাতে ইহা  
ভিন্ন ও বহু। প্রথম সকল বস্তুকে  
বোধক আলো ও আশা আছে। আশায়  
ভুক্তকর দাসের ভূমিতি। ইহা তিন  
'প্রকরণে' বিভক্ত। ১ম প্রকরণে পাম  
লিখিতকর দাস ও নামতা, ২য় প্রকরণে  
আশা ও আলো এবং ৩য় প্রকরণে দাসের  
ভুক্তকর, শিব-বন্ধনা, হুই-গৌরী বন্ধনা,  
দাসকর্ম ও দাসের বন্ধনা, দাস টুংটুং  
দাসক, নমুনাধিক (সংস্কৃত) এবং  
দমুনাধিক (সংস্কৃত) লিখিত আছে ।

ভাষায় পুস্তকের নাম নাই। লেখা  
একটি প্রাচীন পুস্তক—১৮১৬ ১৮১৭ পুস্তকের  
ইহাও পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক  
—১৮১৮ পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক  
পুস্তক চক্ৰ পুস্তক পুস্তক পুস্তক  
পুস্তক ১৮১৯ ১৮২০ ১৮২১ ১৮২২  
পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক

ইহার পুস্তক পুস্তক পুস্তক  
পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক  
পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক

## ৪১৩ । সেহার বচন ।

ভাষায় :—

সাইতি বাবর লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত পুস্তক। সাইতির বচন।  
ভাষায় পুস্তক লিখিত পুস্তক

শেষ ও ভাষায় :—

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত পুস্তক লিখিত পুস্তক

১ 'সাইতি বাবর লিখিত পুস্তক' ও 'সাইতি বাবর  
সংস্কৃত পুস্তক' পুস্তক লিখিত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক  
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তক

বে সেপে বখন বাই সে হর হরিশ।  
বুঝি বুঝিতে পারে মুখে লাগে বিধ।  
মটিল বিজয়রাম সেবিয়া পদরে।  
এই আখ্যা লও শিত হৃদির অন্তরে।

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে অমিহারী  
সেরেস্তার সেরার বচনাদি লিখিত আছে।  
ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ  
আছে।

### ৪১৪। রাবণের কবিতা।

আরম্ভ :—

বোল রাম প্রমুখনি।  
অজকালে বহু কেবল রাম নাম খানি।  
একদিন সিংহাসনে বসিল রাবণ।  
সমুখেতে বংশাইআছে হুজিস কটি সেনা।  
এক এক সত্ত পিছে হস্তিযুগ জোরা।  
এক এক সত্ত পিছে সহস্রেক ঘোরা।

এই মতে কাব্য করে দেবতা সকল।  
চৌদ্দ সমানে বহে তার সৈন্যদের জল।

এইমতে মনে মনে ভাবএ রাজন।  
এখাএ জানকিনাথ এইআ ক'বনন।  
মল নিলকুম্ভমান রুখে ক'বনন।  
ষাট পাখর জানিয়া বাঞ্ছিল সাগর।

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে ইহার রাজা বসিআছে মজির কুলে।  
হেমকালে অজয় দির মুহুট লইয়া নিলে।

ভেই মতে রাখন সঙ্গে জাহ্নবী বিবাহ।  
ক্রমে ক্রমে বিবেদিল সকলি সখ্য।  
হরিশ হইল তবে জালকির বাধ।  
অজকালে ঈশ্বরের বালা নিলেক এসাই।  
এখা পাইএ কেবা হলে অজয় রাএয়ার।  
রাঘবের করে মন থাকি সিদ্ধি করে ভারে।  
কিহিলাল পতিতে ভলে ঈশ্বরে অকায়।  
বিবিকি কালেতে একু হইবের খহাই।

পদ-সংখ্যা ১২০ মাত্র। কবিতা  
'অজয় রাবণের' বটে, কিন্তু কবিতাবাদী  
রাবণের পাঠের সঙ্কট আদৌ মিল নাই।  
ভাষা নিত্যকাল অস্বাভাবিক। পরাণে বহু  
হানেই বর্ণবিপর্যয় লিখিত হয়। সংক্ষেপতঃ  
ইহা কবিতাবাদেয় রচনা কিনা, সন্দেহ আছে।  
বোধ হয়, তাড়েরা ইহা গান করিত ও  
তাহারাই ইহার একরূপ আকার দিয়াছে।  
ভাষার বিতর্কাদি অনেক হানেই চটগ্রামী  
প্রয়োগের অঙ্গরূপ।

### ৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টজন্ম।

যং মানি (?) সেবি দুগ সতি কাভ্যারনী।  
পরাম্পরা ত্রিলোকতার বিপাকভরনী।  
ভবভারনে (?) দিন কাখে ভাকি বারে বারে।  
কতর কিছর কর কখনা বিতার।

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কুম্ভায়ে ভিকার আসে করিছে বন্দন।  
ভট্টর আসো পুর'কর বাবা গোষ্ঠিত কর।  
আছেন সরোবর সমসর হাজা সজ্জাধ।  
ভট্ট পাইল তোরা জোরা বোরা মনে বিলাপ।

পদ-সংখ্যা—১২। ইহাতে চটগ্রামস্থ  
গীতাকুণ্ড তীর্থেই একটা কুম্ভ বর্ণনা আছে।  
ভট্টের বর্ণনা স্মৃতির মত। রচয়িতা  
কুম্ভাসের নিবাস বোধ হয় চটগ্রাম 'কুম্ভ  
পুর' গ্রামে।

### ৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগৌরির বন্দনা। ভট্ট জন্ম।

একদিন কৈলাস সিংহাসে শিব পাখতি মহিষ্ট।  
যাকোব উল্লাসে পাইল হইল হৃষ্ট।

এইমতে হর-গৌরীর কোন্দল।  
আরম্ভ :—



বাধ বাধ নাই। টকান কোন স্থানে  
‘মধা শাস্ত্র’ মতে লেখা আছে। তবে  
অপরগুলি কি আয়ুর্বেদীয়, না দেশীয় ?  
কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম :—  
(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মধা  
শাস্ত্রমতে।

আসারকরা পোক—/০ মাস।

গোল মরিচ—৭/৮

অ. প্রক. —————/.

संक्षेप ( १ )—

এখানে বাটি সাত গুলি বানাই তখন  
মন অল্পখানে থাকে, আড়াই একর বানে  
কিছু থাকে।

শারোয়া গাছের জর ছেটি আন পাৰা  
রস জহ-বাৰাইলে প্রতিকার পাইব।

( ২ ) জননার সম্ভাবন হইবার প্রয়োগ ।

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ—୩୭

এক বসন্তা গাছের ফল—১

এহায়ে বাটি কাটা ছুয়ে মিলাই রিক্ত  
 জান করি তিন দিন কাইলো রিক্ত ব্রহ্মা  
 গাএ. ন. ব্রহ্মা হই।

১১ একচিহ্ন—১

এক বরফা গরুর হুগেতে বাটি খাইলে  
মিত বরফা পাবে।

(৩) হোণের কুম্ভ হইলে তাহার  
প্রায়োগ।

সেও করবির, কর---১ তোলা।

संस्करण — १

अभ्युक्ति—

এভাবে বাট বরই বিটি প্রদান করি  
করি কাজ। জল অতুলানে খাইব এবং  
মৈত্রী দ্বারা দাক অতুল না খাইব।

— ५४ —

( १ ) जल नो बिल भट कर कमाना • जलनि  
कमाना जल बिहार ।

(১) খোজাচ খিহির (খিহির ১) সাহা জিন  
পির কলনা আসি কলনার সঙ্গে মিলে ।

( २ ) नादा रेनादा रेना वा. विग विग ।

कनका कानि कनकाय कानि कानि ।

পুরা কলকেশ, অকারের কণিক।  
 হুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নষ্টগ্রা।  
 এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইবে।  
 পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।

ইহার আকার বড় ছোট নহে।  
পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৭৬। ময়েল কব্জের মাঝখান  
কাগজের ছই নিচে অতি ক্লান্ত অবস্থায়  
লেখা। ডারিথ বা লেখকের নাম নাই।  
অতি প্রাচীন নহে; ১৮৬০ বঙ্গাব্দের  
নকল হইবে।

परिचय :-

শ্রী শ্রীহর্গীশরণঃ । যেতানপকবিঃপতি  
নামক গ্রন্থঃ কালীপ্রসাদ কবিরাজের  
কৃত । পয়ারি :

କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟାବିଜୟ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ।

सर्वतन्त्राधिकार राजा पुरुषोत्तम अति ।

मन्त्र-शास्त्रे च पठितुं प्रमाणं योज्यम् ।

मठा वाका पाण्डुराज केवन कथिठिन ।

**ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ :**—

( ১ ) কাকত সেবিয়া কল না হইবে তোয়ারি :

विश्वविद्यालय कान्तिबाग, कलकत्ता ७०००३२

( ২ ) বুদ্ধিমান ব্যক্তি কেবল বা কত্রে প্রকাশ্য ।

प्राचीन व्यवस्था कदाचिदपि विद्यमाना नसीत् ।

৫৭৩

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

महाराष्ट्र सरकारचे कार्यालय, मुंबई





## ৪২১। পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া বাওরায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেউড় পাঁচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৃত্তান্ত নিবন্ধ হইল।

## (১) ভগবতী-বিষয়।

গ্রন্থাংশ :—

“শ্রীকৃষ্ণা নরনাথ।

অথ পাঁচালী পুস্তক।

অথ ভগবতী বিষয়।

শীত। কৃষ্ণা কৃষ্ণ কালী কান্তর কিংকরে,  
সকরি শমনদাসিনী, সুলীলোদ্যানপালিকে, সতরে  
শিবে অক্ষর মেহি মে, অমাপি দিনবরে।”

শেষ :—শীত।

অবশ্যে ভয় কি ও মন আদারো। সর্বাঙ্গি  
সমনে ডাক না, তুল মারে অকৌকে সমস্তা গ্রন্থে  
কথানী ভাবনা ভবভর নিত্যরো। নন্দোব বিরল  
বাঞ্ছা কৃষ্ণবরী ভাবনা অনানে পাণে অকর চরণ  
ভর কর তুমি কারো। শমন যবে বসব করিবে  
মোহাই দিবে কারো।

“ভগবতী বিষয় সমাপ্ত।”

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায়  
নূন। এক স্থানে গতে “ছুট কথা”  
আছে।

## (২) সারদা।

আরম্ভ :—“অথ সারদা।

শীত। ওমা সারদে অরবিন্দদাসিনী, ওমর  
গরম যবে, মধুকর সন্ধ্যাবে, ধার মধুপানে পানযেউ  
হইয়া করে কলি। ইত্যাদি।

শেষ :—

হুড়া \* \* \*  
(১) কাক সেও রূপবতি লত লত নারী।  
কাক যর আল করে বানী গোদা বঁড়ী।  
তোমার মোহ মাই মরণে কপালেদি মোহ।  
শাক রাখ সলা তুই কাক এতি মোহ।

সারদা সমাপ্ত।

ইহা ৩ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। রচনা প্রায়  
শব্দ-বহুল।

## (৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ :—“অথ কৃষ্ণ বিষয়।

শীত। কিয়ে শোভা কৃষ্ণাক্ষয় মনমোহন।  
বিরাজে শ্রীকৃষ্ণা যবে ভক্তের হৃদাতে মন।  
ইত্যাদি।”

শেষ :—শীত।

ওরে মন মধুকর, হুখে মধু পান কর,  
মুহুর কমল চরণে।  
অনিভা ভাবনা কেন, সে নিভা ভাবনা কখন,  
না হইল ভবজান, বড় অকারণে।  
ওন রে পায়র চিত্ত, একি ভব অহুতি,  
আজ্ঞে তুলে কথাচিত্ত, না কর পরণ।  
তাই যদি মনুচিত্ত, কিয়ে ভব বকিত,  
পাইবে সেই সচিবাক্ষয় কারণে।

কৃষ্ণবিষয় সমাপ্ত :—

ইহা ২৩ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। দুই এক  
ছন্দ গড়ও আছে। রচনা মন্দ নহে।

## (৪) বিরহ।

আরম্ভ :—“অথ বিরহ।

হুড়া। সুখ চর উপর, বদনিক বিকর,  
পাখা যদি কি ছব নয়। ইত্যাদি।





## ৪২৭। নবাবাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থ আটপেজী  
আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড়  
বড় অক্ষর। বাহালা কাগজ। অক্ষর পরে  
লেখা আছে।—“শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরৎ। গৌড়  
দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ  
শর্মন কৃত নবাবাবু বিলাস নামক গ্রন্থ  
কলিকাতায় নবাবাবু চন্দ্রিক নাথ দ্বিতীয়বার  
মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০। সন  
১২৪৫ সাল।”

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অভূত-  
খণ্ড, পরমখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড।  
মর্যাদা বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সমস্ত  
বন্দনা। এগুলি পড়ে। তৎপর ‘ভূমিকা’।  
যথা :—

“নিশাকর-কর-মিকর-নির্ঝল-ধবল-কেমল-কমল  
মুক্তাকলবিম্বল-গজাঙ্গলচুল্য-সিতামেঘবনঃ প্রকাশ-  
কৃতকুমণ্ডল” ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ বটী ২ পৃষ্ঠা  
পর্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া বাতা সমাপ্ত হইয়াছে।  
অথ ‘অভূত খণ্ডে অর্থাৎ আবুজান মুকুব অভূত।’

## শেষ :—

অন্তঃখ স্রবস (বিবস ?) তাজ, শ্রীমকন (৭)  
কুমার ভব, তুলসে অকুল কব পায়ে।  
এইকে হইবে সুখী, বন্দনায়ে কীবে কাকি,  
পরকাল কথ্যেতে চরিত।  
হাঁত শ্রীপ্রমথনাথ - প্রকৃষ্ট - নবাবাবু বিলাস  
চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত :— সনাতন্যাব নবাবাবু বিলাস :  
ভাষা গল্প পত্র। গল্প কি ভয়ানক  
হস্তাদমন !

## ৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি  
‘রাগ বিলাস’ দিত নহে। আবরণ পড়ে  
লেখা আছে :—“শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ

ভবনাঃ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটা-  
বন্দে কুলকামিনীর চুঃখ প্রকাশ। কথ্য।

“অগ্রে বেড়া পরে দাসী যথো ভবতি কুটুম্বী।

সম্বলেশে সন্ধানশে সারম ভবতি চুটুম্বী।”

এতদ্ভাষামূলক নিবৃত্ত গ্রন্থ। অভূত ও পরম  
ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুর্থে কুলটা  
গজনা ছিলে কুলটার সুন্দরভজন ও  
মনোঃকন ও স্তানাকন নিমিত্ত এই পুস্তক  
মুক্তা বানবানী শ্রীমধু যাবে আদেশে  
কুটুম্ববার কমলালম্ব যথো মুদ্রাঙ্কিত হইল।  
সন ১২৩৭ সাল চৈঃ ১৮৪০ সাল চৈঃ”

আরম্ভে গণেশ, শুক ও সমস্ত  
বন্দনা, তৎপর ভূমিকা। যথা :—

“নবাবাবু নব বাবু বিলাসে নব বাবুবিবের খুঁজাব  
মুগ্ধকণ পাতে, কিছ সে পুথি ফল বটে নিষিদ্ধ  
কলের প্রদান মূল বাবুবিবের বিবি, সেই বিবিগণ  
প্রধান মূলের অভাবাবি শেষ ফল ভবিষ্যতে  
সবিশেষ বাহু ইহ নাই, এ নিষিদ্ধে তৎপ্রকাশে  
প্রদান পুস্তক নবাবাবু বিলাস নামক এই গ্রন্থ  
রচনা কবিলান। ইত্যাদি।

## শেষ :—

অগ্রপের ছাতি দাঙে হইল কুটুম্বী।  
মর্যাদা শেষ মর্যাদা নাইল চুটুম্বী।  
এক অগ্রে চারি ভব হইল আবার।  
নই চর্যা কষ্ট এত পাই বার বার।  
অন্তঃখ পুনঃ কবি বিনোদন।  
কন খন্ড রক্ষা কর কুল নারীজন।  
অগ্রে বেড়া পরে দাসী চতুর্থাতি।

প্রাক্তন শোক। হাঁত নববিবি  
বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গল্প পত্র। স্থানে স্থানে দিল্লী বোল  
আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার  
কয়েকটি পাতা ছিড়িয়া থাকার হাতে  
লিপিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই,  
তবে সম্ভবতঃ ইহাও ‘নবাবাবু বিলাস’  
রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

পাঠান হাণ্ডা গছ। প্রাণ আট পেয়ে আঁক  
 ১। পরাতন দেশে বাতারা কাঁড়। পূরা  
 সংখ্যা ৩৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে,  
 ২। ত্রিঈশ্বরী শরণং। পারস্য ভাষাভূক  
 ৩। ভাণ্ডান। নামক গ্রন্থঃ। অর্থঃ। পারস্য  
 ৪। প্রাণহান্দপুস্তক। তত্ত্বপরিবর্ত্ত বহুভাষা  
 ৫। দণ্ডজন তৈকারে। সংগ্রহঃ। শিবানন্দ  
 ৬। নিবাসী।। শ্রীপাঠার সেন দীঃ। সিদ্ধ  
 ৭। যজ্ঞঃ। পূর্বাঙ্কঃ। ৪৩৫৬ ৭৮। ১৯৮৭

୫୦୨ । କବିରାଜୀ ପାତ୍ର ।

इति श्री श्री गणेशाय नमः । ॥ ॥ ॥ ॥

১০৬ পঞ্চাঙ্গ পত্রগুলি নিম্নলিখিত কয় দায়  
তদ্বিধি আয়োজিতকগুলি অনিচ্ছিত পত্র  
আছে। অতি জীর্ণ বর্ণ ; অনেকগুলি  
সিদ্ধান্ত কালো লোম্বি পত্র-কি, ইত্যাদি  
জাতিতে বা লগৎপত্র নামের অনিচ্ছিত  
না। ইত্যাদি সমস্ত পত্র আছে।  
সকলক: ওটা নিম্নলিখিত অনুবাদ ইবে।

লেখক: সৈয়দ হুসেইন হুসেইন - কলকাতা

इति नमः महाकृष्णाय नमः ॐ नमः

[illegible][illegible]

ଆମର :— ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଜ  
ଦେବ ଦାସ— ଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ ।

১. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ২. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৩. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৪. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৫. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৬. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৭. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৮. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ৯. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।  
 ১০. ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।

ଆଦାନା-ତ ବାଦୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ

71311

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ ਸੰਗ ।

এই সঠিক বিজ্ঞাতীয় পদ্ধতিতে ১৭ বছর  
ক... গবেষণা অনেকটা সহায়তা করিয়ে  
দে নিবলেন অনেকই নাই।

४७० । विद्वद्-ग्रन्थमनुनम् ।

ভারতবর্ষের ২৫৫৭ খ্রিঃ।  
পুস্তক : পুস্তকসংখ্যা ৪২। তারিখ বা লেখ-  
কের নাম নাই। সংস্কৃত লেখকের বাসিন্দা

১০০ সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া ধরেণ  
কালদি জানা যাউতেছে না। উক্ত  
পত্র বলিতে নিম্ন বাবুয় জীবনী সকলিত  
ছিল। ইহার প্রকাশক নিম্ন বাবুর নাম  
কর গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাটি হাকী  
মূল প্রবেশ ১—১০৮ পর পরীক্ষ আছে।  
জানা যাউতেছে,—“রাসনিদি বাবু এতদ্রুত  
স্বপ্নমন্ডলে ২৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত  
করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র-  
বিশ্বনাথ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।  
১৯০৮ খ্রিঃ স-ক্রে আনু পূর্বতঃ কলিকাতার  
অনাবৃত্তক বোধে উক্ত

ছায়া প্রভ। ইত্যাকৈ অকলেশমই হইতে  
 সত্যকাম সত্যম সময়ে কৰ্ত্তব্য সমাধা  
 কৰি কৰি গাই সত্যকামে লেখা লিখি—  
 "শ্রীকৃষ্ণ কামদেব কামদেব সত্যকাম  
 হইয়া হইয়া কামদেব কামদেব  
 সত্যকাম কামদেব কামদেব  
 ১২০০ শ্রীকাম কামদেব

[illegible]

नाम :- श्री. वि. वि. वि.

[illegible]

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମାବଳୀ :

কল্যাণের জেবাবা ভিত্তি আর নিয়ন্ত্রণ করেন।  
 বসন্ত কীৰ্ত্তন যোগ, মন সাধক জ্যোতিষ,  
 ব্যান জ্ঞান করত সাক্ষর।  
 অম্বিক কবি। রক্ত মাখি দেখে তুমি গৌরী।  
 তোমার দ... ..  
 সঙ্গল নন্দন ১০৮

প্রবেশ পোষ্যক, আত্মিক, শ্রমিক  
 লিখিত আছে। ইহার মধ্যে প্রথম  
 হইয়া থাকে, প্রথম হইয়া  
 এই স্থান দি। পরিত্যক্ত হইয়া  
 প্রথম হইয়া থাকে।

গোপনীয় বস্তু। ইচ্ছাতেই প্রকাশিত  
করা হইবে। অতএব (নিম্ন) ক্রমে প্রকাশিত  
সংখ্যায় আরও। উল্লিখিতের ১৫ টিতে

